জার্মানরা যখন শহরে গাঁয়ে উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ মহাধ্যক্ষ 'নগরকর্তা গ্রামকর্তা বসিয়ে, বিজিত প্রদেশে প্রদেশে সুবাদার ফৌজদার নিয়োগ করে, ভেবেছিল জয় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, সেই দীর্ঘ দিন মাস বর্ষগুলি কিন্তু ফল্গুধারার মত চঞ্চল জনস্রোত পাক খেয়ে ফিরেছিল।

ভূস্তরের ভিতর দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে গাছ ও ঘাসের শিকড়ের নিচে নিচে যেমন চারিয়ে যায়, জার্মান শাসনের তলে উদ্বাস্তু জনতা বালক বৃদ্ধ নারী মরদ নওজোয়ান প্রান্তে প্রান্তে পাহাড়ে বনে প্রান্তরে নদীতটে উপত্যকায়, শহর ও গাঁয়ের আনাচে কানাচে গলিপথে রাস্তায়, লোকের ভিড়ে ও অন্ধকার রাত্রির আড়ালে, ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কেউ জার্মান বেড়াজাল থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজছে; কেউ গৃহহারা, কেউ গৃহপ্রত্যাগমন-উৎসুক, কেউ অজানা জায়গায় পথ হারিয়েছে; কেউ জার্মান কারাগার বা বন্দীশিবির থেকে পালিয়েছে; কেউ পথে পথে অন্ন ও আশ্রয়প্রার্থী; কেউ অস্ত্র নিয়ে রুখে উঠেছে শত্রুর শাসনের বিরুদ্ধে—গেরিলাযোদ্ধা, ধ্বংসকারী, গোপন সংগঠক ও আন্দোলনকারী, আর পিছুহঠে-আসা লৌহকঠিন লালফৌজের জার্মান এলাকায় ফেলে আসা মরণপণ কৌশলী চর।

তীব্র রৌদ্রে প্রান্তরের পথে একটা লোক পায়ে হেঁটে চলেছে। বেশভূষায়, ঢেউ-তোলা কালো দাড়িতে, একটা ঝোলা কাঁধে ওকে সাধারণ চাষীর মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওর নীল চোখে একটা উদ্দাম ঝলক জ্বলে উঠতে চাইত; জার্মান ফৌজী উপাধ্যক্ষের কাছে নেহাৎ গোবেচারির মতই কিন্তু সে। ভরোশিলভ্‌গ্রাদ শহরের রাস্তায় ঢুকে জনতার ভিড়ে সে মিশে গেল। সে কি দই এনেছিল, মাখন এনেছিল, হাঁস এনেছিল বেচতে? কে জানে, ওরকম তো হাজার হাজার মানুষ পথ চলে! অথবা, সে জার্মান রণাঙ্গনের সপ্তম বাহিনীর

মন্ত্রণাদাতা ডক্টর শুল্‌ৎস্‌-এর ক্ষমতা বিপন্ন করে তোলবার মত ভয়ংকর কেউ ?

একটি একহারা গড়নের যুবক রাত্রিতে নদী সাঁতরে পার হয়ে এসে ক্লান্ত হয়ে তৃণভূমিতে ঘাসের ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে রোদ যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল, ওর পোশাক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। ও ঘুম থেকে উঠে আবার পথ চলেছিল। দ্বিতীয় রাত্রে কয়লা-খনি এলাকার এক গাঁয়ে এসে আশ্রয় নিল। ক্রাস্নডনেরই সে ছেলে, ভরোশিলভ্‌গ্রাদে পড়ত, ঘরে ফিরছে। কিন্তু ঘরে প্রথমেই না গিয়ে সে সোজা স্কুলের পুরানো বন্ধু ভলোদ্যা অসমুখিনের বাড়ি এসে হাজির হয়।

ভলোদ্যা আহ্লাদে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে সোনিয়া যে! কোথা থেকে এলি ?'

ভলোদ্যার বন্ধু কিন্তু সহজ স্থিরগম্ভীরস্বরে বলে, 'আগে এখানকার সব খবর বলো…'

কমিউনিষ্ট যুবসংঘের সক্রিয় সভ্য ইয়েভ্‌গেনি স্তাখোভিচ্‌ ফিরে এসেছে। শুধু ফিরে এসেছেই নয়, গোপন সংগঠন গড়ে তুলতে সদর দপ্তর থেকে তাকে পাঠানোও হয়েছে, একথা ও বললে। গেরিলাদের একটা দলে সে কিছুকাল লড়াইএর হাতেখড়িও নাকি নিয়ে এসেছে। কাজেই সে ভলোদ্যার সম্ভ্রম সহজেই আকর্ষণ করে। ভলোদ্যা নেচে ওঠে :

'চলো, এক্ষুনি, অলেগের কাছে হয়ে আসব…,' ভলোদ্যা বলে।

'অলেগ কে ?' একটু কি ঈর্ষা হয় স্তাখোভিচ্‌-এর ? নাঃ, যাওয়াই যাক না।…ক্ষতি কী ?…

∘ ∘ ∘ ∘

বং স্‌দের বাড়িতে শাদা-পোশাক পরা একটা লোক দরজায় আস্তে আস্তে টোকা মারে। লোকটা সামরিক কায়দা-দুরস্ত।

ভালিয়ার বোন ছোট্ট লুসি এসে ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দাঁড়ায়। কালো চশমাপরা ওর বাবা ততক্ষণে কাপড়চোপড় রাখবার আলমারিতে গিয়ে ঢুকেছেন।

ছিপছিপে বিনীতস্বভাব একটি অপরিচিত যুবক। চোখগুলি যেন দরদে আর্দ্র, মুখে একটা সাহসের ছাপ। মিট মিট করে ওর চোখগুলি যেন লুসির দিকে তাকিয়ে হাসছে, লুসিকে দেখেই সামরিক কায়দায় এক কুর্নিশ করে বলে :

'ভালিয়া বাড়ি আছে? আমাকে দেখে ভয় পাওনি তো?'

লুসি নিজেকে যুবকটির কুর্নিশের যোগ্য মনে করে যেন অনেকটা বড় হয়ে ওঠে, উৎসুক হয়ে বলে :

'দিদি তো বাড়ি নেই, কখন ফিরবে ও জানিনে।'

যুবকটি যেন নিরাশ হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে আর একটা কুর্নিশ ঠুকে সামরিক কায়দায় পেছন ফিরে, সে চলে যাচ্ছে—লুসি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে :

'কিছু বলতে হবে দিদিকে?'

মুহূর্তে একটি আমোদের রেখা খেলে যায় যুবকটির চোখে, গম্ভীরভাবেই বলে :

'বোলো, ওর প্রিয়তম এসেছিল...' এই বলেই নেমে যায় রাস্তায়।

লুসি উত্তেজনায় ফেটে পড়ে...তাহলে দিদিরও ভালোবাসার লোক আছে...না, বাবাকে মাকে কিছুতে বলা চলবে না। ওদের কি এখনই বিয়ে হয়ে যাবে? তা হয় তো নয়। এই ভেবে লুসি নিজেকে একটু শান্ত করে।

এদিকে দিগন্তলীন তৃণভূমিতে দুটি তরুণ দুটি তরুণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা জোড়ায় জোড়ায় আলাদা আলাদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। খালিপায়ে ক্ষিপ্রগতি একটি ছেলের সঙ্গে লালচে সোনালি চুলের জোড়-বেণী

দোলানো একটি মেয়ে, ওর লোমে ভরা তুটি পা দেখা যাচ্ছে ; আর একটি খালিমাথা খর্বকায় ছেলের সঙ্গে সামান্তবেশ শান্ত বুদ্ধিদীপ্ত চোখ তোসিয়া মাশচেন্‌কো ।

ওরা কী করছে ওখানে ? ওরা এক একবার দূরে দূরে চলে যাচ্ছে, আবার এক জায়গায় এসে মিলছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত রোদে পুড়ে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এরা হাঁটছে, হাঁটছে শুধু। এক একবার যখন এক জায়গায় এসে মিলছে, ওদের হাতে ভর্‌তি কার্তুজ, হাতবোমা, না হয় রুশ কি জার্মান রিভলভার বা রাইফেল। বিরাট রুশ ফৌজ যখন লড়াই করতে করতে হঠে গিয়েছিল, এ সব তৃণভূমিতে কত না ফেলে গেছে। আর এই ভের্খনেদুভান্নাইয়া ষ্টেশনের কাছেই তো মস্ত লড়াই হয়েছিল। এই সব কুড়িয়ে এনে ওরা জার্মান দখলদার সেনাপতির কাছে জমা দেবার মতলব মোটেই করেনি কিন্তু। ওরা এসব কতকগুলি গাছের ছায়ায় মাটিতে পুঁতে রাখছিল।

ওদের দলের যে সর্দার—ছিপছিপে ক্ষিপ্রগতি ছোকরাটি একটা মাইন কুড়িয়ে পেল। লালচে সোনালী চুলের জোড়-বেণী দোলানো মেয়েটি দেখল মুহূর্তের মধ্যে ছেলেটি মাইনটিকে কায়দা করে ফেলেছে। সবাই শিখে নেয় কৌশলটা।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায় ভালিয়ার। এরকম অনেক দিনই হচ্ছে। ক্লান্ত রৌদ্রদগ্ধ ভালিয়াকে লুসি টানতে টানতে বাগানে নিয়ে আসে, লুসির তর সয়না। অন্ধকারে চোখ বড় বড় করে বলে—'হ্যাঁ ভাই দিদি ! তোর বর এসেছে !'

ভালিয়া বুঝতে পারে না, রেগে গিয়ে বলে, 'বর আবার কে ? কী বাজে বকছিস যা তা ?'

কিন্তু, জার্মানরা কোনও গুপ্তচর পাঠায়নি তো ? বলশেভিক গুপ্ত সংগঠনের কেউও তো হতে পারে ? কিন্তু ভালিয়ার মন কল্পনাবিলাসী

হলেও, সহসা একথা বিশ্বাস করে না। ও ওর জানা বন্ধুদের নাম মনে করতে থাকে একে একে। 'বর···ওহ্-হো! মনে পড়েছে! ইভান তুর্কেনিচ এযে···এই তো গেলবারে, বসন্তকালে···লেনিনক্লাবে নাটক হয়েছিল, সে তো তুর্কেনিচ্কেই বিদায় দেবার জন্য। তুর্কেনিচ্ যে লালফৌজে লেফটেনাণ্ট, ও সেবার সেবাস্তপোল গেছল বিমানমারা কামান চালাতে শিখতে। ট্যাংকমারার কায়দা শিখতে স্তালিনগ্রাদেও গেছল যে। কী যে বলে লুসি···হ্যাঁ, সেবার তুর্কেনিচ তো নাটকে ওর বরই সেজেছিল বটে···'

'মা, তুমি ভেবে মরো কেবল তোমার মেয়ের জন্য, আমি রাতে খাবো না খাবো না!' মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে, ভালিয়া ছুটে যায় অলেগের কাছে। মস্ত খবর।

তুর্কেনিচ এসে পৌঁছেছে ক্রাস্নডনে!

০ ০ ০

মাথায় কোমল চুল এলিয়ে পড়েছে, একটি সুন্দরী মেয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করছিল। পোলাণ্ড পার হয়ে, ইউক্রাইন পেরিয়ে, দিকহারা উদ্‌ভ্রান্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত অযুত নরনারীর মত, পায়ে হেঁটে চলেছিল। পের্ভোমাইস্ক্ শহরতলীর ক্ষুদ্র একখানি ঘরের দরজায় এসে একদিন সে দাঁড়ায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ লিলিয়া ইভানিখিনা ফিরে এসেছে।

উলিয়া একথা মায়া পেগ্লিভানোভা ও সাশা বন্দারেভার কাছে নেছে। আনন্দ-উজ্জ্বল কোমলহৃদয় লিলিয়া ওদেরই দলের সেরা মেয়ে—স্বজন বন্ধু ছেড়ে সবার আগে যুদ্ধে যোগ দিতে এগিয়ে গিয়েছিল। ও যখন নিখোঁজ হয়েছে খবর এসেছিল, ওরা কত দুঃখ করেছিল, সেই লিলিয়া ফিরে এসেছে!

তিন বন্ধু ছুটে চলেছে স্কুল বাড়িটার পাশ দিয়ে। একই সঙ্গে তো পড়ত—ছিপছিপে, ছোকরার মত গড়ন, সাশা বন্দারেভা ; শ্যামলা, জিপসির মত দেখতে, কর্মচঞ্চল, দৃপ্তমুখ মায়া পেগলিভানোভা—সবাইকে সমঝিয়ে চলা ওর স্বভাব এই জার্মানদের দখলেও সে ছাড়তে পারে নি ; আর উলিয়া, শাদা বুটিদার কালো পোশাকের সামনে ঝুলে পড়েছে ঢেউ-খেলানো কালো চুলের বেণী—ওর আর সব পোশাকই জার্মানরা কেড়ে নিয়েছিল।

এদের যেন আজ ভয় ছিল না। অদ্ভুত, একটা জার্মান সৈনিকও চোখে পড়ছে না তো। ওদের চোখে একটা দুষ্টুমিভরা খুশি যেন উপচে পড়ছে।

স্কুল বাড়ির কাছে যেতেই চোখে পড়ে দরজায়-আঁটা একটা রঙীন-চঙীন পোস্টার। ওরা সটান সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় : ওমা, এ যে গোটা একটা জার্মান পরিবার টালির ছাউনি খামার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আর পায়রাগুলি চলে ফিরছে, পেছনে একটুকরো নীল আকাশ গোরু ক্ষেত ও মরাই-বাঁধা গম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সবারই হাসাহাসি মুখ, কারও কোনও দুঃখ ভাবনা নেই—স্বামী, স্ত্রী, একপাল ছেলেমেয়ে, এতটুকু একটা পুঁচকে থেকে নীলচোখো একটা তরুণী পর্যন্ত। কোলের খোকাটা হাত বাড়িয়ে আছে—আর ওদের দিকে একটি হৃষ্টপুষ্ট খ্যাঁদা-নাক লাল জুতো পরা মেয়ে এগিয়ে আসছে একটা এনামেল-করা বালতি হাতে নিয়ে।

পোস্টারটার নিচে রুশভাষায় লেখা ছিল : 'কাতিয়া' লিখছে—'আমি গৃহ ও স্বজন পেয়েছি।' খ্যাঁদা-নাক রুশ মেয়ে এই কাতিয়া!

দরজার আর এক দিকে দুটো ঘোষণাপত্রও এঁটে দেওয়া হয়েছে : একটাতে হুকুম রয়েছে, পনেরো থেকে ষাট বছরের প্রত্যেক সক্ষম মেয়ে পুরুষকে নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে ; আর একটাতে তরুণতরুণীদের

আহ্বান করা হয়েছে জার্মেনিতে কাজ করতে যাবার জন্য। সই করেছিল পুরাধ্যক্ষ স্তেৎসেনংকো ও শ্রমদপ্তরের অধ্যক্ষ লেফটেনান্ট শ্‌প্রিক্‌।

উলিয়া, মায়া, সাশা, শুধু চোখ চাওয়াচাওয়ি করে, কিছু বলে না। ওরা পরস্পর এত বন্ধু, কারও বাড়িতে যখন জার্মানরা আস্তানা নিয়েছে সে হয় তো অন্য বন্ধুর বাড়িতে একসঙ্গে শুয়ে রাত কাটিয়েছে। কিন্তু ওরা ঠিক এই কথাটিই এড়িয়ে চলেছিল, জার্মানদের দখলে ওরা কী ভাবে জীবন কাটাতে যাচ্ছে। ওরা যেন ভেবে উঠতে পারছে না।

ইভানিখিনদের বাড়ির দরজায় ছোট বোন তনিয়া ছুটে বেরিয়ে এসেছে, 'এসো, এসো! শুনেছ? দিদি ফিরে এসেছে!' বেচারির চোখে জল এসে পড়েছে।

আরও অনেক মেয়ে এসেছিল। অলিয়া ও নিনা ইভান্তসোভাদেরও দেখতে পাচ্ছে উলিয়া, অনেক মাস পরে ওরা আবার শহরে ফিরে এসেছে।

কিন্তু এ কী হয়েছে লিলিয়া! কোথায় গেল সেই উজ্জ্বল করুণার্দ্র চোখগুলি, সেই ধব্‌ধবে পরিচ্ছন্ন রূপ? উলিয়ার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লিলিয়া, ওর পাংশুমুখ যেন হলদে হয়ে গেছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে, হাতদুটি যেন চেলাকাঠ মত সেই দেহ থেকে আলগা হয়ে ঝুলছে। চোখগুলি শুধু যেন কোমলতা হারিয়ে ফেলে নি, তবু তারও যেন কী একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে।

উলিয়ার বুক কেঁপে ওঠে। নীরবে, আবেগে ভেঙে পড়ে, ও লিলিয়ার মুখখানি দীর্ঘকাল বুকে চেপে ধরে। কিন্তু লিলিয়া যখন মাথা তুলে তাকায়, ওর চোখের দৃষ্টি যেন অদ্ভুত অন্যমনস্কতায় ভরা, সে কি বাল্যবন্ধুদের হৃদয়াবেগের বিক্ষুব্ধ স্পর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে?

সেই মুহূর্তে সাশা লিলিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লিলিয়াকে ধরে টানতে টানতে সারা ঘরে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে :

'লিলিয়া, ভাই তুই? এসেছিস ফিরে? কিন্তু এ কি হয়েছিস বল্ তো! তা হোক, সেরে উঠবি তুই, আমরা তোকে ভাল খাইয়ে দাইয়ে আগের মতন করে তুলব!'

'ছেড়ে দে,' গরিমাদৃপ্ত মুখে অধর ফুলিয়ে হেসে ওঠে মায়া। এবার সেও লিলিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়। বলে, 'বল, তোর কথা বল'।

লিলিয়াকে একটা চেয়ারে বসিয়ে, সব মেয়ে তাকে ঘিরে বসে; লিলিয়া শান্ত মৃদু স্বরে বলতে শুরু করে তার কাহিনী।

'আমাদের দল হঠে আসছিল···এক একটা গোটা কম্পেনিতে যখন সাতজন আটজন করে মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের মধ্যেও কেউ হারিয়ে যাওয়া সে কি দারুণ বুঝতে পারো। কিন্তু আমরা যারা বেঁচেছিলাম একসঙ্গেই রইলাম। আমরা প্রত্যেকের নাম জানতাম। আমি মেয়ে বলে ছেলেরা আমাকে সরিয়ে দেয় নি। আমার এটুকুই তৃপ্তি লাগত। একবার জখম হয়ে খারকভ হাসপাতালে গেলাম। সেখান থেকে আমার ব্যাটালিয়ানের বন্ধুদের কত চিঠি লিখেছি, ওরাও কত লিখেছে। আমার কেবলই মনে হত, আমাকে ছাড়া ওদের কীরকম জানি চলছে? ভালো হয়ে আবার ফিরে গেলাম তাদের কাছে।

'খারকভে, রাস্তায় একবার ট্রামে চড়ছিলাম, এত ঠেলাঠেলি ভীড়, কথা কাটাকাটি! আমার বড় দুঃখ হয়েছিল, সৈনিকের পোশাকপরা আমি সবার সামনে কেঁদে ফেলেছিলাম, অদ্ভুত লেগেছিল। আমার বার বার শুধু মনে হচ্ছিল, এরা যদি জানত—কত নীরবে যুদ্ধক্ষেত্রে অফুরন্ত প্রাণ প্রতিদিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে···এরা যদি অপরের কথা একটু ভাবত···এরা তো পরস্পরকে তা হলে আঘাত করত না··· সাহায্য করত, সান্ত্বনা দিত, অপরকে পথ ছেড়ে দিত···'

লিলিয়া যেন কোন দূরে তাকিয়ে, ধীরে ধীরে বলে যায়, মেয়েরা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিঃশব্দে শুনতে থাকে।

'আমাদের বন্দী করে জার্মানরা একটা খোলা ঘেরাওএ রেখে দিয়েছিল। যখন বৃষ্টি হত, শীতে কাঁপতাম। আমাদের খেতে দিত গমের ভুষি ও আলুর খোসা দিয়ে তৈরি একরমক খিচুরি। কিন্তু বড় খাটতে হত, রাস্তা তৈরি···ছেলেরা যেন সহ্য করতে পারছিল না, ওরা দিন দিন শুকিয়ে উঠল, একটি দুটি ঝরে যেতে লাগল। আমরা মেয়েরা যেন ওদের চেয়ে বেশি সহ্য করতে পারতাম। আমাদের কম্পেনির আমার প্রিয় বন্ধু সার্জেন্ট ফেদিয়া, ও ঠাট্টা করে বলত, আমাদের মেয়েদের নাকি ভিতরে একটা মজুত শক্তি আছে···ফেদিয়াকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছিল, আমাদের যখন আর একটা তাঁবুতে চালান করে হটিয়ে নেওয়া হচ্ছিল ও আর চলতে পারছিল না, ওকে একটা শেষ চুমো শেষ আলিঙ্গনও দিতে পারিনি, ওরা আমাকেও তো তাহলে গুলি করত···' লিলিয়ার কথাগুলি বিষণ্ণতায় কোমল হয়ে ওঠে।

নূতন বন্দীশিবিরে মেয়েদের বিভাগের কর্তা ছিল গেক্র দে গেব্বিথ নামে একটা মেয়ে-নেকড়ে। ও রোজই মেয়েদের ভীষণ মারত। একদিন বনের ধার থেকে সারাদিন কাজ করে রাতে ওরা যখন ফিরছে, পথের মধ্যে প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে ওরা জন কয়েক ওৎ পেতে থাকল, মেয়েপশুটা কাছ দিয়ে যেতেই একটা ওভারকোট চাপা দিয়ে ঢেকে ফেলে ওকে শ্বাস বন্ধ করে মারল। তারপরে সবাই পালিয়ে এসেছে, এক এক পথ ধরে। সারা পথে লিলিয়াকে আশ্রয় দিয়েছিল পোলরা, তারপরে ওদেরই আপন ইউক্রাইনিয়ানরা।

এই তো লিলিয়া—ক্রাস্নডনেরই সেই বালিকা, আর আর সবারই মতন সে-ও, পরিপুষ্টদেহ, নধরকান্তি, কোমলা! কিন্তু, না, আগের লিলিয়া আর নেই, ও অনেক দেখেছে জীবনের, মানুষকে অনেক

ভালবাসতে শিখেছে। ওর শরীর ও মন নিঃশেষিত হয়ে গেছে, কিন্তু ওর চোখের কোমল দৃষ্টি আজ যেন নির্যাতিত সর্বমানবের প্রতি অসীম করুণায় জ্বলছে, ওর মুখখানি অপরূপ শান্ত।

কেন এমন হয়? পের্ভোমাইস্ক্‌-এর স্কুলেপড়া মেয়ে, তৃণভূমিতে চঞ্চল হরিণীর মত ছুটে বেড়াত, গান গেয়ে ফিরত সখীদের সঙ্গে···কেন এদের জীবন থেকে এ সবই কেড়ে নিতে হবে? এতে কার কী লাভ? অন্যের সুখ, স্বচ্ছন্দ জীবন কেড়ে নেবার জন্য পৃথিবীতে কেন কতকগুলি লোক ওৎ পেতে থাকবে?

মেয়েদের সবারই চোখে জল। ওরা লিলিয়াকে আদর করে, চুমো খায়, একটুখানি ছোঁয়। ওরা কী করত লিলিয়ার মতন হলে? সবাই ভাবে।

ওদের চেয়ে বয়সে বড় স্কুলের ছাত্রী গুরাদুব্রভিনা, মায়া পেগ্‌লিভানোভাকে ওর ভারিক্কি চালের জন্য বুঝি ঈর্ষা করত। ও-ই এতক্ষণ চুপচাপ সংযত হয়ে বসে থাকে।

সাশা বন্দারেভা বলে ওঠে:

'এই, তোরা সব কাঁদছিস কেন? চল্‌, একটা কিছু গাওয়া যাক।' ও নিজেই ধরে—'ঘুমিয়ে আছে রাতের পাহাড়মালা।' কিন্তু সবাই ওকে থামিয়ে দেয়, ও গান বাইরে থেকে শুনতে পেয়ে এখনই সেপাই আসবে ছুটে। তার চেয়ে, লাজুক তনিয়া বলে, পুরানো ইউক্রাইনিয়ান গ্রাম্য গীতি 'মাটির ঘর' গাওয়া যাক। কিন্তু এও যে ভারি করুণ।

পের্ভোমাইস্কএর মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে গাইয়ে সাশা। সে-ই শুরু করে দেয়:

'একদা সাঁঝবেলা আমার কুটিরধারে
এলো তরুণ পথিক আধো অন্ধকারে;
আকুল চোখে সে মোরে চেয়ে গেল যে হায়,
ফিরেছে মোর পথিক দীন নীরবতায়···'

সবাই যোগ দেয় ওর সঙ্গে।

মস্কো-বেতারে কতদিন এই গান ভেসে এসেছে, আর ওরা কান পেতে থেকেছে। ওদের গান-গাওয়া ফুল-ফুটনো জীবন কে যেন ছিনিয়ে নিয়েছে আজ। এই গানের সঙ্গে বিগতদিনের সেই জীবন যেন ওদের ঘরে ফিরে আসছে মুহূর্তের জন্য। পের্ভোমাইস্ক থেকে ওদের চিত্ত উধাও হয়ে মস্কোর দিকে ছুটে যায়। একটা বৃহৎ মঙ্গলমধুর স্পর্শ যেন ওদের হৃদয় ছেয়ে ফেলছে।

উলিয়া, অলিয়া ও নিনার পাশে বসেছিল। অলিয়ার চোখেও একটা নীল স্বপ্ন, ওর শ্রীহীন মুখখানিও দেখতে সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিনার বাঁকা ভুরুর নীচে একটা স্পর্ধিত দৃষ্টি, সেটা তীক্ষ্ণ হয়েই জ্বলছে। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে উলিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে সে বলে :

'কাশুক তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।'

'কে কাশুক ?'

'অলেগ, এখন থেকে ওকে ওই নামেই ডাকবে। আমরা এখান থেকে সোজা আনাতোলিদের বাড়ি যাব একসঙ্গে, কেমন ?'

উলিয়া ঠিক বুঝতে পারে না। চুপ করে থাকে।

মেয়েরা আর একটা গান ধরে। ওরা ভুলতে চায় ওদের পীড়িত অন্তরবেদনাকে, মন্দভাগ্য বর্তমানকে। এবার লিলিয়া উলিয়াকে বলে, 'ভাই পুরোনো দিনে তুই যেমন আবৃত্তি করতিস, একটা কবিতা বল...'

সবাই ধরে বসে লের্মন্তভএর 'অসুর' কবিতা।

'কোন জায়গাটা ?'

'তোর যেটা খুসি।'

'না, সবটা।'

উলিয়া দাঁড়িয়ে স্পষ্ট সহজ সুরে শুরু করে, ওর দুটি হাত পাশে শিথিল ভঙ্গীতে ঝুলতে থাকে :

'স্বর্গ থেকে বিতাড়িত, অসুর পাপার্ত পৃথিবীর
ঊর্ধ্বে মহাশূন্য বহি' চলে ; ক্লান্ত নয়নে নিবিড়
স্বপ্নচ্ছায়া—অতিক্রান্ত স্বর্গ-প্রশিথিল শর্বরীর…'

অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। উলিয়ার আবৃত্তি যেন ওদের জীবনে রূপ নিয়ে সাড়া দিয়ে ওঠে। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, গরীয়ান, তারই সঙ্গে যেন ওরা ওদের দুর্ভাগ্যকে মিলিয়ে দেখতে থাকে। ওদের দুঃখানুভূতির সঙ্গে—অসুরের পক্ষে হোক—বিপক্ষে হোক—কাব্যবস্তু একীভূত হয়ে যায়।

সোনার পাখা উড়িয়ে দেবদূত তামারার পাপিষ্ঠ আত্মাকে স্বর্গে বয়ে নিয়ে চলেছে, নরকের দূতরা হুংকার তুলছে পেছন থেকে।

উলিয়া শেষ কথাগুলি আবৃত্তি করে :

'দূর হ, প্রেতিনীকুল, বিষাদনিশীথ-প্রান্তবাসী !
তামারার দুঃখভোগদিন শেষ আজ। অবিনাশী
আত্মা জ্যোতির্ময়—পাপ ঝরে গেছে দেহের ধুলায়।
পৃথিবী দিয়েছে বহু ক্লেশ আর্ত কন্টকশয্যায়
বেঁধে রাখি'। ব্যর্থ ভগ্ন জীবন অধীর বারম্বার
আকাশে বাড়ায়ে বাহু খুঁজেছে বিমুক্তি আপনার।
পৃথিবী দেয়নি স্থান, এরা নয় পৃথিবীর লাগি'।
নির্বাসনদণ্ডভোগ—সত্যপথে রহে নাই জাগি'
শপথ ভেঙেছে, তাই শাপদগ্ধা। জীবনের পারে
আজ দুঃখরাহুমুক্ত—মহাস্বর্গ ডেকে নেয় তারে !'

লিলিয়ার মাথা নুয়ে পড়েছে ওর বাহুতে, ও ছেলে মানুষের মত জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মেয়েরা ওর চারদিকে ঘিরে

দাঁড়ায় সান্ত্বনা দিতে। যে ভয়াবহ জীবন ওদের চারপাশে শৃংখল রচনা করেছিল, তাই যেন ওদের ঘরখানিকে ও হৃদয়কে থমথমে করে রাখে।

• •

জার্মান বেড়াজাল ডিঙিয়ে পালাতে ব্যর্থ হয়ে আনাতোলি পপভ, উলিয়া গ্রমোভা, ভিকতর পেত্রভ এরা তো একসঙ্গেই ফিরে এসেছিল। আনাতোলি সেই থেকে কিছুকাল পেত্রভদের সঙ্গে পোগোরেলিয়ে গ্রামেই কাটিয়েছিল। পের্ভোমাইস্ক থেকে যখন জার্মান সৈনিকরা সরে গেছে, ও আপন বাড়িতে ফিরে আসে।

নিনা ওদের বলেছিল—আনাতোলি বা উলিয়া, শহরে যাকে কম লোকে চেনে সে হিসাবে উলিয়াই বরং ভালো—অলেগের সংগে সংযোগ করে, পের্ভোমাইস্কের তরুণতরুণীদের নিয়ে একটা শাখা-সংগঠন গড়বার দায়িত্ব নিক। নিনা এই ইঙ্গিতও করেছিল অলেগ নিজে থেকেই এসব করছে না; আর, ওদের কিছু উপদেশ দিয়ে গিয়েছিল—প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে, একজনের কাছে অন্যদের নাম না করতে, আর অলেগের নাম কিছুতেই উল্লেখ করা চলবে না। কিন্তু এটুকু সবাইকে জানতে দেওয়া হবে যে এসব কিছু ওরা নিজেরাই মাত্র করছে না।

পপভদের ও গ্রমোভদের ফলের বাগানের সীমারেখা দিয়ে একটা পাহাড়ে খাড়ি বয়ে গেছে। ওরই ঢালুতে, বাগানের ছায়ায় ও তৃণভূমিতে যখন সন্ধ্যা নেমে আসছিল, উলিয়া ও আনাতোলি একটা আপেল গাছের তলায় গিয়ে বসল।

এই আপেলগাছগুলি পপভদের বড় আদরের জিনিষ। শরৎকালে পাকা ফলে যখন গাছগুলি নুয়ে পড়ত, বাগানটা ফুটে উঠত। পাছে ফল

কেউ পেড়ে নেয়, আনাতোলি তো রাতটা বাগানেই শুয়ে কাটাত। কিন্তু এবার বাগানের ফলন্ত চেরিগাছগুলিকেও জার্মানরা কেটে দিয়ে গিয়েছিল।

নিনার সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই, আনাতোলি ও উলিয়ার মনে হয়েছিল ওরা এক নূতন, অজানা বিপদ-সংকুল পথে পা দিয়েছে, এই পথ ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওরা যখন মুখোমুখি বসল, ওদের মন সংকল্পদৃঢ় ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

উলিয়ার সঙ্গে একা একবারে মুখোমুখি আনাতোলির একটু সংকোচ লাগে, তবু তা কাটিয়ে উঠেই বলে, কারণ কাজ আরম্ভের আগে আজ দুজনার মধ্যে সব কিছু পরিষ্কার করে নিতে হবে— : 'পের্ভোমাইস্কের নওজোয়ানদের ডেকে আনবার আগে গোড়ায় আমাদেরই স্থির করে নিতে হবে আমরা কী ধরণের জীবন যাপন করতে যাচ্ছি। আমি তো স্থির করেছি জার্মানদের জন্য কাজ করতে আমি যাব না, নাম তালিকাভুক্ত আমি করব না। আমাকে যদি পালিয়ে থাকতে হয়, গা ঢাকা দিতে হয়, মরতেও যদি হয় তাও রাজি, কিন্তু আমার কথার নড়চড় হবে না…'

উলিয়া মৃদুস্বরে বলল, 'আনাতোলি, তুমি জানো জার্মানরা আমাদের সব কিছু লুটে নিয়ে গেছে ; আমার, মায়ের, বোনের পোশাকগুলি পর্যন্ত কেড়ে তছনছ করে নিয়েছে। আমি রাতের পর রাত বাইরে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কাটিয়েছি, দেখেছি আমাদেরই শোবার ঘরে আমার রুগ্না মাকে ওরা চাকরানির মত হুকুম করে খাটিয়েছে…ওই রাতগুলি আমি আমাকে যাচাই করেছি এপথ নেবার অধিকার আমার আছে কি না। আমার মায়ের নামে শপথ করছি, এই পথই আমি নেবো, প্রয়োজন হলে জীবন দিয়ে যাব,' উলিয়া কালো চোখের স্থিরদৃষ্টি তুলে আনাতোলির দিকে তাকায়।

কিছুক্ষণ ওরা আবেগরুদ্ধ, নীরব হয়ে থাকে।

কিন্তু, আগে কোন মেয়েদের বলা যায়? ওরা পরামর্শ করে একে একে ঠিক করে। মায়া পেগ্‌লিভানোভা, সাশা বন্দারেভা ও লিলিয়া ইভানিখিনার কথা প্রথমেই ওঠে। কিন্তু ভিরিকোভা—কিশোর বাহিনীর নেত্রী কর্মঠ মেয়েটি?

'ভিরিকোভা? কিন্তু ওর হৃদয়ে কি পবিত্র আদর্শবোধের স্পর্শ কিছু আছে, যা সত্তাকে মহনীয় করে তোলে?' উলিয়া সায় দিতে পারে না।

'তার চেয়ে সেই লাজুক ধরণের মেয়েটি নিনা মিনায়েভা অনেক ভালো, ওর মনটি খাঁটি,' উলিয়া বলে। 'তা ছাড়া, গুরাদ্রভিনা,' উলিয়া হেসে বলে, 'মায়া বলে তো তাকেও নেওয়া যায়।' মায়ার সঙ্গেই বন্ধুত্ব ও আড়াআড়ি কি না।

উলিয়া কিন্তু তার পরম বন্ধু ভালিয়া ফিলাতোভা-র কথা তুলছেই না। আনাতোলি যখন তার কথা জিজ্ঞাসা করে. উলিয়া কিছক্ষণ চপ. করে থাকে।

'ফিলাতোভাকে নিতে চাও? কিন্তু ও যে বড় দুর্বল! ওর হৃদয় কত সুন্দর সে আমি জানি; কিন্তু কী মনে হয় জানো, ও একটি আঘাতও সইতে পারবে না, ও ঝরে পড়বে,' বলতে উলিয়ার ঠোঁট ও নাকের ডগা কেঁপে যায়। 'ছেলেদের কী করবে স্থির করেছ?' উলিয়া বুঝি বিষয়ান্তরে যেতে চায়।

ছেলেদের মধ্যে—সাব্যস্ত হল—নেওয়া হবে: ভিকতর তো বটেই, সাশার ভাই ভাসিয়া, ঝেনিয়া শেপেলেভ, ভলোদ্যা রাগোজিন আর বেসারাবিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিল যে তরুণ বোরিস গ্লোবান, এদের। আরও অনেক নাম ওরা বলে যায়।

রক্তাভ প্রকাণ্ড চাঁদ গাছের মাথায় উঠে এসেছে। বাগানে গাছের ছায়া পড়েছে। সারা প্রকৃতি রহস্যস্পন্দিত হয়ে ওঠে।

উলিয়া তার ঘরে ফিরে আসে। সেই ভিকতরদের সঙ্গে ফিরে আসা অবধি ও বাড়িতে রান্নাঘরের উষ্ণতায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানেই ওর খাট পেতে নিয়েছে।

উঃ, কি আরাম! জার্মানরা ওদের বা আনাতোলিদের বাড়িতে আসর জাঁকিয়ে বসে নি। গ্রামের আর আর বাড়ি থেকে দূরে টিলার উপরে পাশাপাশি দুখানি পৃথক বাড়ি গাছের ছায়ায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমনি মর্যাদায় আর নিঃসঙ্গতায় উলিয়ার অন্তরও সমৃদ্ধ।

উনোনের উপরে-রাখা প্রদীপখানি উসকে দিয়ে, বিছানাটা কাছে টেনে নেয়। শয্যার প্রান্তে বসে, গভীর ভাবমগ্ন চোখে সোজা তাকিয়ে থাকে: 'আজ থেকে ওর জীবন আর ওরই মাত্র নয়'—এই বোধ ওর সারা অন্তর ছেয়ে ফেলে।

তক্তাপোশের নিচে থেকে একটা পেটিকা টেনে এনে কাপড়চোপড়ের মধ্যে মোড়া একখানা খাতা বের করে নেয়। অনেকদিন এ খোলা হয় নি। একদিন এ খাতা কেন লিখতে শুরু করেছিল, তারই যেন কৈফিয়ত প্রথম পাতায় লেখা:

'মানুষের জীবনে কতকগুলি ক্ষণ আসে যখন তার জীবনের ভবিষ্যৎ পরিণতি ও আদর্শগত লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়। অনেকে বলেন তা যৌবনেই শুধু সম্ভব। একথা ঠিক নয়—অনেকের পক্ষে এ বাল্যের উজ্জ্বল দিনগুলিতেই ঘটে থাকে। (পমিয়ালভ্স্কি)'

উলিয়ার মন একটা অপূর্ব্ব আনন্দে ও বেদনায় চকিত হয়ে ওঠে, অত ছেলেবেলায়ই সে তার জীবনের পরিণতির ইতিহাস জেনেছিল কী করে?

আরও লিখেছে:

'মানুষের সংকল্পকে কে পরাজিত করতে পারে?...সংকল্পের মধ্যেই রয়েছে সত্তার আধ্যাত্মিক শক্তি...যা অভাবনীয়কেও রূপ দিতে পারে! (লের্মন্তভ)'

'আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি···নিনা মিনায়েভাকে আমি এত অপমানিত করেছি···আমি ভেবেছিলাম জীবনে সব কিছুই সুন্দর শ্রীময় হবে···ও এত নোংরা জামা পরে আসত···কিন্তু আমি কেন ভুলে গেলাম ওরা কত গরীব, ও যে অসহায়···আমদের দেশের দারিদ্র্য তো এখনও পুরো মেটে নি···নিনা, নিনা, ভাই, তুই আমাকে ক্ষমা করিস···'

আরও কয়েক পাতা পরে অস্ত্রভক্সির লেখা থেকে নেওয়া :

'জীবনের চেয়ে আদরের আর. মানুষের কিছু নেই। একবারই সে জন্মায়, এবং তাকে এরকম করেই বাঁচতে হবে যাতে পরে দুঃখ করতে না হয়, ক্ষুদ্র ও ঘৃণিত অতীতের জন্য লজ্জিত না হতে হয়···'

'অদ্ভুত ওই ম-ন! অবশ্য, ওকে মন্দ লাগে না (মাঝে মাঝে)। বেশ নাচও জানে। কিন্তু ওর সামরিক গুণগরিমা নিয়ে সারাক্ষণ এত বকবক করে, আমার একটুও ভালো লাগে না। কাল ও সেই কথা বলল, আমি অনেকদিন আগেই আঁচ করেছিলাম, কিন্তু একটুও কামনা করিনি··· আমি হেসে উঠেছিলাম। ও বললে, তাহলে ও আত্মহত্যা করবে—ডাহা মিছে কথা। এত মোটা, ওর রাইফেল কাঁধে যুদ্ধে যাওয়াই উচিত। কখ্‌খনও না, না, না···'

'নিরভিমান সেনানীদের মধ্যে সব চেয়ে সাহসী, সাহসীদের মধ্যে সব চেয়ে নিরভিমান—আমি কমরেড কতভ্‌স্কিকে এ ভাবেই মনে রাখব। গৌরবদীপ্ত ওর স্মৃতি অক্ষয় হোক। (স্তালিন)···'

উলিয়া মেয়েলি হাতে লেখা খাতাখানার উপর ঝুঁকে পড়ে পাতার পর পাতা উল্টে যায়।

বাইরের ফটক আস্তে আস্তে বন্ধ করে কে যেন দ্রুত লঘু পায়ে রান্নাঘরের দরজার দিকে এগিয়ে আসে। হঠাৎ উলিয়ার দরজা খুলে যায়, ভালিয়া ফিলাতোভা ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে উলিয়ার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে পড়ে।

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে না, উলিয়া বুঝতে পারছিল ভালিয়া হাঁপাচ্ছে, ওর বুক দুরদুর করে কাঁপছে। 'কী হয়েছে, ভালিয়া?' উলিয়া স্নিগ্ধস্বরে শুধোয়।

ভালিয়া মুখ তুলে তাকাল, ওর অশ্রুসিক্ত ঠোঁট বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

'উলিয়া, ভাই, ওরা আমাকে জার্মেনিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে…'

কুক্ষণে ও উলিয়াকে কিছু না বলে, ভয়ে পড়ে নাম লেখাতে গিয়েছিল শ্রমবিনিময় দপ্তরে। একটা পাহাড়ের উপরে শাদা একতলা বাড়িটা, দরজার বাইরে ওরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল, আর জোড় বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছিল পালা করে। ওর সঙ্গে তো ভিরিকোভাও ছিল। ঘরের মধ্যে বসেছিল একটা মোটা জার্মান কর্পোরাল, আর অদ্ভুত লম্বা ও পুষ্ট চিবুকওয়ালা নেমচিনোভা—ক্রাস্নডন ও পের্ভোমাইস্কের স্কুলগুলিতে ও-ই জার্মানভাষা শেখাত। এখন রুশদোভাষীর কাজ করছিল জার্মানদের।

ওরা ওদের পুরোনো শিক্ষয়িত্রীকে অভিনন্দন জানায়।

নেমচিনোভা ওদের চিনতে পারে, কৃত্রিম হাসিতে মুখ ভরে চোখের কালো পক্ষ্মগুলি নাচায়।

নেমচিনোভা ভালিয়াকে খুঁটিয়ে একে একে ওর বয়স, বাপ মায়ের নাম, সব কিছু একটা কাগজে লিখে নেয়, জার্মান কর্পোরালকে অনুবাদ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরালও জার্মান ভাষায় আর একটা কাগজে সব কিছু টুকে নেয়।

সবাইকে একই রকম প্রশ্ন করা হচ্ছিল।

'তোমার স্বাস্থ্য কেমন?' নেমচিনোভা জিজ্ঞাসা করে।

'এঁ্যা?' ভালিয়া অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ভেতরের ঘর থেকে একটি তরুণী এলোমেলো চুল, অস্বাভাবিক আরক্ত মুখ ও অশ্রুসিক্ত,

চোখে, একহাতে ব্লাউজের সামনের দিকে নিচের বোতাম আঁটতে আঁটতে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

'তোমার স্বাস্থ্য কী রকম?' নেমচিনোভা আবার জিজ্ঞাসা করে।

'তা, বেশ ভালো,' ভালিয়া বলে। ভিরিকোভা ওর ব্লাউজ ধরে পেছন থেকে হঠাৎ টানে, ভালিয়া কিছু বুঝতে পারে না।

'যাও, অধ্যক্ষের ঘরে যাও!' নেমচিনোভা বলে।

ডানদিকের সারে সরে গিয়ে ভালিয়া দাঁড়ায়।

একটি কাচাবয়সী যুবা অধ্যক্ষের ঘর থেকে বিবর্ণ বিক্ষিপ্ত চোখে জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু ভিরিকোভা কী করে সোজা বলে গেল—ওর শরীর খারাপ—যক্ষ্মা হয়েছে, ওর বুকের মধ্যে কী যেন ঘড়ঘড় একটা শব্দও হল? ও জার্মানদের নয়া হুকুমতে কাজ করতে আপনি রাজি হয়ে গেল, পের্ভোমাইস্ক শহরে থাকবার জন্য মিনতি করল জার্মান কর্পোরাল ও নেমচিনোভার দিকে চেয়ে।

ভেতরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভালিয়া অবাক হয়ে ভাবছিল, 'ভগবান, কী বলছে এসব ভিরিকোভা!'

ঢুকতেই সামনে সামরিক পোশাকপরা একটা জার্মান অফিসার দাঁড়িয়ে ছিল, কোণে টেবিলের পাশে স্তূপীকৃত ছাড়পত্র সামনে নিয়ে বসেছিল একটা জার্মান কেরানি। অফিসার জার্মান ভাষায় বলে উঠল:

'পোশাক খোলো!'

ভালিয়া বুঝতে পারে না, চারদিকে অসহায়ভাবে তাকায়।

জার্মান কেরানিটা ইউক্রাইনিয়ান ভাষায় বলে দেয়। ভালিয়া যেন ধরতে পারে না ঠিক, বলে, 'কী?' ওর মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে।

'কী…কী…?' কেরানিটা মুখ ভ্যাঙচায়, 'জামা কাপড় খুলে ফেলো।'

'জলদি! জলদি!'

অফিসারটা বলতে বলতে হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর লাল লোমশহাতে ভালিয়ার দাঁতের পাটি ফাঁক করে মুখের গহ্বর দেখে নেয়, পরক্ষণে ওর পোশাক খুলে ফেলতে শুরু করে।

ভয়ে লাঞ্ছনায় কাঁদতে কাঁদতে ভালিয়া তাড়াহুড়ো করে শিথিল বিপর্যস্ত হাতে পোশাক সব খুলে নেয়। ও শেষ পর্যন্ত শুধু জুতো পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওদের সামনে। সৈনিকটা ওর সারা গায়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে, বারবার ভালিয়ার কাঁধে, উরুসন্ধিতে, হাঁটুতে চিমটি কেটে কেটে পরীক্ষা করে দেখে। কড়া গলায় বলে,

'তাউগ্‌লিখ্‌!'

কেরানিটা ভালিয়ার দিকে না তাকিয়েই ছাড়পত্রের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভালিয়া পোশাক পরে নিচ্ছিল, ছাড়পত্রটা তুলে দেয়।

'ঠিকানা!'

ভালিয়া ঠিকানা দেয়। এবার ওকে ছেড়ে দেওয়া হল। বলে দেয়, কখন যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে ওকে যথাসময়ে জানানো হবে।

টলতে টলতে রাস্তায় নেমে পড়ে ও যেন সম্বিত ফিরে পায়। কড়া রোদে পৃথিবী খা খা করছে, ঘাসগুলিও জ্বলে গেছে। একমাস বৃষ্টি হয়নি এক ফোঁটা, রাস্তায় ধুলো জমেছে। উত্তাপে হাওয়া যেন ঝিলিক দিচ্ছে। রাস্তার মাঝখানে ধুলোর মধ্যে, একটা আর্তনাদ করে, ও ছড়িয়ে বসে পড়ল, দুহাতে মুখ ঢেকে।

ভিরিকোভা এসে ওকে টেনে তুলেছিল। পাহাড় থেকে নেমে, জেলের পাশ দিয়ে পথ—ভস্‌মিডোমিকি পার হয়ে, ওরা পের্ভোমাইস্কে ফিরে এল। সারাটা পথ ভালিয়া এক এক বার শীতে থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, আর ঘামে নাইছিল।

ভিরিকোভ়া ওকে বলেছিল, 'তুই একেবারে বোকা···আমি তোকে কী ইশারা করলুম? ওদের বলতে হয় স্বাস্থ্য ভালো নয় বলেই, আর এখানে ওদের সাহায্য করব একথাও বলতে হয়, ওরা তো তাই চায়! আর ডাক্তার তো শহরের হাসপাতালের নাতালিয়া আলেকসেইএভ্না, সে সবাইকে অসুস্থ বলে চালিয়ে দেয়, যে-জার্মানটা ওর সহকারী হয়ে আছে ওটা তো কিছু জানে না। তুই বুঝলিনি, বোকা মেয়ে! আমি তো এখানে একটা দপ্তরে কাজ পেয়ে গেছি, বরাদ্দ খাবারও পাবো নিয়মিত···'

ভালিয়া সারাটি পথ একটি কথাও বলে নি।

কী করবে এবার ভালিয়া? উলিয়ার অন্তর আর্দ্র হয়ে উঠল। কোলের মধ্যে ওর মাথাখানি নিয়ে নীরবে চুলে চোখে চুমো খেতে লাগল। আছে বৈকি পথ। ভালিয়াকে ওরা যেতে দেবে না, পের্ভোমাইস্কের ছেলেমেয়েরা ওকে আড়াল করে রাখবে। চাই কি, আজই আনাতোলি ওকে পোগোরেলিয়ে গ্রামে ভিকতরের কাছে রেখে আসবে। ভয় কি?

'কিন্তু মায়ের কী হবে? উলিয়া, ওরা যে মাকে নির্যাতন করবে!' ভালিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এত কান্না উলিয়ার ভালো লাগে না। এ কি বিলাপ? যখন জোয়ান মরদগুলি, দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুস্থ সুন্দর মহান্ তরুণ প্রাণগুলি প্রতিদিন লাখোলাখো যুদ্ধক্ষেত্রে, জার্মান বন্দীশিবিরে, কারাগারে স্তিমিত হয়ে পড়ছে, ওদের মা ও স্ত্রীরা কি বসে থাকছে? মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্য দিয়েও ওরা দিবারাত খেটে যাচ্ছে, কাজ করে যাচ্ছে, লড়ছে। আর ভালিয়া জার্মান হুকুম মেনে জার্মেনিতে চলে গেলেই কি কন্যাহারা ওর মা জার্মান শাসনে আরাম করে সুখে থাকবে? উলিয়া ভালিয়াকে ছেড়ে উঠে পড়ে, ওর ঘৃণা ধরে এই অসহায় বিলাপকে—ও

যেন সবার দয়া কুড়িয়ে ফিরতে চায়, প্রতিকার কিছু করবে না নিজে থেকে।

উলিয়ার বিছানায় মুখ ঢেকে ভালিয়া তেমনি ফোঁপাতে থাকে, 'আমি জানি, উলিয়া, তুই পর হয়ে গেছিস ; যেদিন তুই আমাকে ফেলে জার্মানদের আসার মুখে চলে গিয়েছিলি, সেদিনই জানি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে…আর আজ!?… আজ আর আমার পৃথিবীতে কেউ রইল না, আমি একলা হয়ে গেলাম…' উলিয়ার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে থাকে। কোনও জবাব দেয় না।

ভালিয়া উঠে দাঁড়ায়, উলিয়ার দিকে তাকিয়ে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেলে। 'বিদায়, উলিয়া…চিরকালের জন্য তোকে বিদায়…' চোখের জল চেপে ভালিয়া ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় বাইরের চন্দ্রালোকিত প্রাঙ্গনে।

উলিয়ার বুক ভেঙে যেতে চায়। আলো নিভিয়ে জানালা খুলে দিয়ে, পোশাক না ছেড়েই, বিছানায় শুয়ে পড়ে। আজ ওর চোখ থেকে ঘুম পালিয়েছে। বাইরের তৃণভূমি ও শহরতলীর রাত্রির বিচিত্র শব্দ কানে ভেসে আসছে। ওর যেন কষ্ট হচ্ছে, ভালিয়াকে জার্মানরা ছিনিয়ে নিতে আসছে, ভালিয়াকে সান্ত্বনার বা উৎসাহের কথা বলবার কেউ নেই বিদায় বেলায়ও।

হঠাৎ উলিয়ার কানে যায় বাগানে পাতার খস খস আওয়াজ, কাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে নরম মাটিতে। ওরা যেন একবারে কাছে চলে আসছে। উলিয়ার এখনই জানালা, বন্ধ করে দরজায় খিল এঁটে দেওয়া উচিত। কিন্তু উঠতে না উঠতেই উজবেক টুপিপরা একটি মাথা জানালায় উঁকি দিয়েছে :

'উলিয়া, ঘুমিয়ে আছ ?' এ আনাতোলি ! উলিয়া জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। 'ভিকতরের বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে…'

ভিকতরও. সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল, চাঁদের আলোয় ওর বিবর্ণ মুখখানি চেনা যাচ্ছিল।

উলিয়া স্তব্ধ থেকে শুধায়, 'কখন ?'

'আজই সন্ধ্যায়।' ভিকতর ঘৃণার সঙ্গে বলে, 'কালো পোশাকপরা সোনা-বাঁধানো দাঁত একটা মোটা জার্মান এস্-এস্ বাহিনীর লোক এসেছিল, সঙ্গে কতকগুলি সৈন্য, একটা রুশ পুলিশ। ওরা খুব মেরেছে বাবাকে। এক গাড়ি ভর্তি লোক ধরেছে। আনাতোলি যদি কালই পালিয়ে না আসত, ওকেও নিশ্চয় ধরত। আমি ওদের পেছনে পেছনে ছুটতে কত দূরে চলে গেলাম…।'

শুলগা গ্রেপ্তার হয়েছে যখন থেকে জানল, ভাল্কো উঠে পড়ে লাগল ক্রাস্নডন জেলের সঙ্গে সংযোগ করতে, শুলগাকে উদ্ধার করে আনা চাই।

সের্গেই তিউলেনিন অনেক চেষ্টা করেও সংযোগ করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ইভান তুর্কেনিচ সফল হল।

তুর্কেনিচদের পরিবারকে সম্মান করত সবাই ক্রাস্নডনে। একুশ সালের দুর্ভিক্ষের দিনে ওর বাবা ভাসিলি ইগ্নাতিয়েভিচ ও মা ফেয়োনা ইভানোভ্না একটি মেয়ে সঙ্গে ও শিশু ইভানকে কোলে নিয়ে ভেরোনেঝ থেকে ডনবাসে পায়ে হেঁটে চলে এসে দূর সোরোকিন খনিতে কাজ নিয়েছিলেন। এখানেই নূতন বসতি করেছিলেন। সেদিন মিলেরোভোর সমবায়ের অধ্যক্ষ ও তার স্ত্রী ওদের দুর্দশা দেখে ইভানকে পোষ্যপুত্র করে নিতে চেয়েছিল। সেই ইভান, স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে, আজ যখন অভিনয়ে শহরে নাম করেছে, সেদিনের পুরানো কাহিনী অভ্যাগতদের বলে সুখ পেতেন ফেয়োনা আর ভাসিলি।

শুধু তাই নয়, দক্ষিণ রণাঙ্গনে রুশব্যূহ ভেদ করে জার্মান বাহিনী যেদিন অগ্রসর হয়েছিল, একটা ট্যাংকধ্বংসী কামানবহরের নায়ক লেফ্‌টেনান্ট তুর্কেনিচ্‌কে আদেশ করা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়ে যাবার জন্য ; ডনতটে কালাচ্‌এর কাছে ওরা জার্মান আক্রমণকে বার বার হটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর দলের সবাই মারা পড়ল, ও নিজেও জখম হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে গেল। ওকে সেই অবস্থায়ই বন্দী করা হয়েছিল, কিন্তু সে চলতে পারছিল না বলে একটা জার্মান লেফ্‌টেনান্ট ওকে গুলি করে মরে গেছে ভেবে ফেলে রেখে চলে [illegible]ল। কিন্তু সে মরে নি। একটি কোসাক বিধবা দু সপ্তাহ ধরে [illegible]চ্‌কে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলল। সেই থেকে কামিজের নিচে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা তুর্কেনিচ্‌—বাড়িতে ফিরে এসেছে।

জেলের ভেতরের সঙ্গে সংযোগ করেছিল ওরই স্কুলের দুই পুরানো বন্ধু আনাতোলি কভালিয়ভ ও ভাসিয়া পিরোঝোক। কিন্তু অদ্ভুত সেই মাণিকজোড় !

খাটো গড়ন, ওক গাছের গুঁড়ির মত পেটানো মজবুত শরীর, কিন্তু 'বুদ্ধিতে দড়' কভালিয়ভ, মনটি তার মাটির। ছোটবেলা থেকেই ওর সাধ ও মস্তবড় ভারোত্তলক হবে, কিন্তু যে মেয়েটিকে ও ভালবাসত সে ওকে জ্বালিয়ে মারত, বলত খেলার জগতে সবার সেরা হচ্ছে দাবা খেলোয়াড়রা আর মইএর সবার নিচে [illegible]—ওদের নিচের স্তরে নাকি আর কিছু নেই এক কৃমিকীট ছাড়া। কভালিয়ভ ধূমপান করত না, মদ খেত না কখনও, শীতের সময়ে ওভারকোট ও টুপি ছাড়াই চলত, প্রতি সকালে বরফের জলে স্নান করত, আর প্রত্যেক দিন ভারতোলা অভ্যাস করত।

ভাসিয়া পিরোঝোক ছিল ঠিক উল্‌টো, ছিপছিপে গড়ন, চটপটে, বদ্‌মেজাজে, কালো কালো উজ্জ্বল চোখ ওর, আর মেয়েদের কাছে

খুব প্রিয়। ও ভালোবাসত মুষ্টিযুদ্ধ। মন ছিল দুঃসাহসী অভিযানের দিকে।

তুর্কেনিচ একদিন তার ছোট বিবাহিত বোনটিকে পিরোঝোকের কাছে পাঠিয়ে দেয় গ্রামোফোনের কিছু রেকর্ড নিয়ে আসতে, ফেরবার সময় রেকর্ডশুদ্ধ পিরোঝোক চলে এলো, সঙ্গে নিয়ে এলো বন্ধু কভালিয়ভকে। কয়েকদিনের মধ্যে ক্রাস্নডনের লোকেরা দেখে মুখ বাঁকাল—কভালিয়ভ ও পিরোঝোক আস্তিনে স্বস্তিক-আঁকা ফিতে বেঁধে পার্কের কাছে পোড়ো মাঠটায় কুচ করছে, পুলিশের তালিম নেওয়া হচ্ছে নীল আভরণ-কাঁধে-জড়ানো একটা জার্মান সার্জেন্টের কাছে।

পুলিশরা শহরে শান্তিরক্ষা করত, গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি পাহারা দিত। পুলিশদের একটা সুবিধা ছিল, যেখানেই থাক জার্মান সৈনিকগুলি ওদের সন্দেহ করত না। ভাসিয়া পিরোঝোক গুলগাকে খুঁজে তো বার করলই, গুলগার কক্ষে গিয়ে তাকে বলেও এলো উদ্ধারের ব্যবস্থা হচ্ছে।

কিন্তু সে কি সোজা কাজ? মাৎভেই কস্তিয়েভিচ্ গুলগাকে কারাকক্ষের বাইরে ছিনিয়ে আনতে হলে, কৌশলে বা ঘুষ দিয়ে হবে না, সশস্ত্র আক্রমণ করেই তা করতে হবে। সারা অগাস্ট মাসটা, ভান্যকোর নির্দেশে, অলেগ—ভালিয়া জেম্নুখভ, তুর্কেনিচ্, সেরিয়োঝা তিউলেনিন ও ইয়েভ্গেনি স্তাখোভিচকে নিয়ে, নওজোয়ানদের আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করে, অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে, আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

এদিকে উলিয়া গৃহকাজে এত আবদ্ধ থাকত, আর বাবা মাকে ভাঁড়িয়ে চলতে মোটেই অভ্যস্ত হয় নি বলে, অলেগের সঙ্গে দেখা করতে যেতে ওর কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল। অলেগদের বাড়ি যেদিন গিয়ে হাজির হল, বারন ফোন ভেন্‌ৎসেল পূর্ব রণাঙ্গণে চলে গিয়েছিল। ওকে দেখে মারিনা ছুটে এলো।

উলিয়াকে মারিনা জড়িয়ে ধরে। 'কোথায় ছিলি ভাই এতদিন?' আনন্দে মারিনার চোখে জল এসে পড়েছে। মারিনা এতক্ষণ ওর নিজের সোয়েটারটার বোনা খুলে ফেলে পশমের সুতোটুকু গুটিয়ে নিয়ে বাচ্চার জন্য একটা পোশাক সেলাই করছিল। 'এই হতভাগা জার্মানগুলো, ভাই, আমার শখের সব জিনিষগুলি কেড়ে নিয়েছে, ছেলের গা থেকে যদি এটাও খুলে না নেয় তবেই রক্ষে।'

মারিনার সঙ্গে নিনার দিদি অলিয়া বসে ছিল। ও একটু যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কলিয়া বাড়িতে থেকেও উলিয়াকে সম্ভাষণ করে না, ওর চোখে কেমন একটা আর্ত দৃষ্টি; উলিয়ার মনেও একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ে। কী হয়েছে? কলিয়া কেন ওর কাছে কিছু বলছে না?

একটা ছুতো করে অলিয়া উঠে পড়ে। মারিনা তখনও গল্প করেই চলেছে, সেই পারঘাটায় কী করে শিশুগুলি মরল, জার্মানদের হাত থেকে পালাবার ওদের সেই ব্যর্থ চেষ্টা। উলিয়ারও তো জানাই আছে সে সব।

পার্কের কাছ থেকে নিনাকে নিয়ে অলিয়া ফেরে। উলিয়াকে দেখেই সে বলে, 'তোমার কথাই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে হচ্ছিল, ভাই। আমার সঙ্গে আসবে কি, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতুম।' নিনার কণ্ঠস্বরেও বিমর্ষতা।

উলিয়াকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। নীরবে পথ চলে। নিনা উলিয়ার দিকে একবারও তাকায় না, ও যেন কী ভাবছে।

উলিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'নিনা! কী হয়েছে?'

'শীঘ্রই তুমি সব জানবে। কিন্তু আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।'

অনেক পথ, অনেক আঙিনা ঘুরে, কাছাকাছি অনেকগুলি একই রকম গড়নের বাড়ির একটিতে ওরা ঢুকল। উলিয়া আগে কখনও আসেনি এ জায়গায়।

তুর্কেনিচদের বাড়ি। ঢুকেই প্রথম ঘরটায় মনে হল তুর্কেনিচের বুড়ো বাবা তক্তাপোশের উপর শুয়ে আছেন, পাশে ওর মা কী একটা সেলাই করছেন, আর দুটি সুন্দরী তরুণী খালি পায়ে জানালার পাশে একটা আসনে বসে আছে—বোধ হয় বোন হবে। উলিয়া ঘরে ঢুকতেই ওরা কৌতুকভরে তাকাল।

উলিয়াকে নিয়ে নিনা দ্রুত পাশের আর একটা বড় ঘরে চলে যায়।

একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটি তরুণ তরুণী বসে আছে। টেবিলে খাবার সাজানো, গ্লাস ও কয়েকটা ভদ্কার বোতলও ছিল। অলেগ, ভানিয়া জেম্নুখভ, স্তাখোভিচ, লিউবা এদের চিনতে পারে উলিয়া। তুর্কেনিচ ও তিউলেনিনকে জানত না।

নিনা উলিয়াকে ভেতরে রেখে, তখনই আবার বেরিয়ে যায়।

অলেগ উলিয়াকে দেখে দাঁড়িয়ে ওঠে, ওর জন্য যেন বিপন্ন হয়ে এদিক ওদিক বসবার একটা আসন খুঁজছে ; স্বচ্ছ হাসিতে মুখখানি ভরে ও উলিয়ার দিকে তাকায়। ওই হাসি চারদিকের বিপদের সংকেতের মধ্যেও একটা উষ্ণ আশ্বাসের স্পর্শ নিয়ে আসে উলিয়ার হৃদয়ে।

ভিকতরের বাবাকে যে রাতে গ্রেপ্তার করেছিল, সেদিন প্রায় সব পার্টিসভ্য, পঞ্চায়েতের কর্মী ও শহরের করিৎকর্মা লোক এবং শিক্ষক, এনজিনিয়ার ও বাছাই খনিমজুর অনেকেই ধরা পড়েছিল। বুড়ো লিউতিকভও সে রাতে ধরা পড়ে। ভলোদ্যা অসমুখিনই কাজে গিয়ে সবার আগে একথা জানতে পায়।

কিন্তু সব চেয়ে ভয়ংকর খবর এলো তারও কয়েকদিন পরে। বিবর্ণ লিউবা পাগলের মত অলেগের কাছে ছুটে এলো ইভান কন্দ্রাতোভিচএর একটা বার্তা নিয়ে, ভালকো নিখোঁজ হয়েছে।

ভালকোর গোপন আশ্রয় কেন্দ্রেও জার্মানরা সে রাতে হানা দিয়েছিল। কিন্তু এই ঘাঁটি তো কন্দ্রাতোভিচ ছাড়া আর কারও

জানা ছিল না। ভালকো অবশ্য চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়েছিলেন। কিন্তু, আসল কথা, ভালকো যে শহরে ফিরে এসেছেন সে কথা কেউ জানত না। ওবাড়িতে পুলিশ এসে হানা দিয়েছিল, বাড়ির মালিকের খোঁজে। একথা পরে জানা গিয়েছিল।

ভালকো রাতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন একটি বিধবার বাড়ি। এর বাড়িতেই কন্দ্রাতোভিচ্‌এর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎএর ব্যবস্থা হয়েছিল।

সকাল বেলায় একটি বালক এসে খবর দিয়ে গেল আগের রাতে প্রচুর ধরপাকড় হয়েছে। ভালকো ছেলেটিকে কন্দ্রাতোভিচএর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বলে দিলেন এখানে এসে যদি ওকে না পায় কন্দ্রাতোভিচ যেন আধঘন্টাটাক অপেক্ষা করে। এর পরে গৃহস্বামিনীকে 'এখুনি আসছি' বলে সেই যে বেরিয়ে গেলেন আর তো ফিরে আসেন নি।

সেই বিধবার বাড়ি নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করেও যখন ভালকো (আন্দ্রেঈ খুড়ো) ফিরলেন না দেখা গেল, কন্দ্রাতোভিচ বিষম চিন্তিত হয়ে যে সব গোপন কেন্দ্রে তাকে পাওয়া সম্ভব সমস্ত জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরলেন। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না।

দিন কয় পরে জানা গেল, সেই ধরপাকড়ের দিনে শেষ রাতের দিকে রাস্তায় এক পথিককে জার্মান সেপাইরা সাপটে ধরেছিল—১।৭ নং খনির এক বুড়ো মজুর হলপ করে বলেছিল সে স্বচক্ষে দেখেছে খনির ভূতপূর্ব কর্মাধ্যক্ষ ভালকো তিনি।

আরও অদ্ভুত পিরোঝোক-কভালিয়ভএর খবর। তুর্কেনিচএর বোন জেনে এসেছিল, ধরপাকড়ের দিন সন্ধ্যায়ই ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। সেপাই মেল্‌নিকভ এসে রাতে শাসিয়ে গেল। ওরা কিন্তু ফিরল সেই ভোরে মাতাল হয়ে টলতে টলতে। আশ্চর্য, যে-কভালিয়ভ

মদ ছোঁয় না, তারও এই অবস্থা। ওরা নাকি রাত কাটিয়েছিল এক পানশালায়, বাড়ি এসেই ঘুম দিয়েছে।

অলেগ, তুর্কেনিচ, লিউবা এই সমস্ত খবর শুনে আতঙ্কিত হয়ে, ভিউলেনিন, জেম্নুখভ ও স্তাখোভিচ্‌কে পরামর্শের জন্ম ডেকে পাঠিয়েছিল।

এবার কর্তব্য কী? ভালকোর যে পরিকল্পনা ছিল—ওরা কি কারাগার আক্রমণ করে এই মুহূর্তে বন্দীদের ছিনিয়ে আনবে, অথবা ভরোশিলভ্‌গ্রাদ থেকে নূতন নির্দেশের প্রতীক্ষা করবে? সেখানকার গুপ্ত সংগঠনের কিছু লোকের সঙ্গে লিউবার যোগ আছে, সে গিয়ে এই নির্দেশ যথাশীঘ্র নিয়ে আসতে পারে, লিউবা বলল।

স্তাখোভিচ্‌এর তা মত নয়।

'আমরা গেরিলাদলে কী করতাম?' ও বলে। ও অনেক কথা বলে! 'দিনের পর দিন যখন ওরা নির্যাতন চালিয়ে যাবে, গুলি করে মারবে লোককে, আমরা কি চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকব? আজ যখন আন্দ্রেই খুড়ো ও আরও অনেকে ধরা পড়ে গেছে, আমাদের আঘাতের পথ বেছে নেওয়া এই মুহূর্তের গুরু দায়িত্ব।' কাজের কথার চেয়ে কথায় ঝাঁজ বেশি।

ভানিয়া জেম্নুখভ সংকোচের সঙ্গে অথচ নিজের অভিমতের উপর দৃঢ় আস্থা নিয়ে বলে, 'তুমি আমাদের আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলছ, ভাই। কিন্তু ভেবে দেখো, আমাদের যে আবার গোড়া থেকে সব শুরু করতে হবে। আমরা এবার গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে যোগ হারিয়েছি, সেপাইদের মধ্যে যারা আমাদের যোগসূত্র ছিল তাদের হারিয়েছি। তা ছাড়া, আমাদের তো আরও কত লোক দরকার…'

স্তাখোভিচ্ হঠাৎ উলিয়ার দিকে সোজা তাকিয়ে মুরুব্বির ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করে, 'পের্ভোমাইস্কে সাহসী বিশ্বাসভাজন ছোকরা মিলবে কি?'

উলিয়া বলে, 'নিশ্চয় ! কেন নয় ?'

উলিয়া অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল, স্তাখোভিচ আর ছেলেবেলার সে নয়, অনেক বদলেছে। বড় বড় বুকনি, কথাবার্তায় বেশ মুন্সিয়ানা আর আত্মবিশ্বাসের ভাব, লম্বা সরু হাতগুলি টেবিলের উপর রেখে মাথা টান করে বসেছিল। লিউবাও দেখছিল,' ও-ই যেন বৈঠকে নেতৃত্ব করছে এই ভাব।

লিউবা উলিয়ার পাশে বসেছিল।

আস্তে আস্তে শুধোয় : 'আমার বাবাকে জানতে ?...'

'আমি যে সেখানে ছিলাম, ভাই...'একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উলিয়া তেমনি কানে কানে গ্রিগোরি ইলিচের মৃত্যুর কাহিনী বলে যায়।

'যন্ত্রণায় আমাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল !' লিউবা আক্ষেপে ভেঙে পড়ে। 'জার্মানগুলোকে কত ঘৃণা করি জানো ? মনে হয় এই হাতে ওদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারি,' লিউবার চোখগুলি ক্ষমাহীন কাঠিন্যে জলছে।

উলিয়া মৃদুস্বরে বলে, 'আমারও এক একবার ভয় হয়, ভাই, কখন কী যে করে বসব, একটা প্রতিহিংসা পাগল করে তুলতে চায়...'

লিউবা কানের উপর মুখ নিয়ে গিয়ে সোজা প্রশ্ন করে বসে : 'স্তাখোভিচকে তোমার কেমন মনে হয় ?'

উলিয়া অনিশ্চয়তায় কাঁধ ঝাঁকায়।

'ওর কথায় হামবড়াইএর ভাব একটু বেশি সন্দেহ নেই,' লিউবা বলে, 'তবে ওর একটা কথা ঠিক—লোকের অভাব হবে না।' লেভাশভের কথা মনে পড়ে লিউবার।

উলিয়া বলে, 'কিন্তু শুধু লোকের কথা তো নয়, নেতৃত্বের প্রশ্ন রয়ে গেছে ; কে পরিচালনা করবে ?'

ওরই যেন ভাবনার প্রতিধ্বনি করে অলেগ সেই মুহূর্তে বলছিল :

'লো-লোকের অভাব আমাদের হবে না ; কথা হচ্ছে স-সংগঠনের···'ওর তরুণ কণ্ঠস্বরে মিষ্টি ঝংকার ছিল, কিন্তু এবার যেন ভয়ংকর তোতলাচ্ছিল। সবারই ওর দিকে চোখ ন্যস্ত। 'এ-একথা তো ঠিক, আ-আমরা স-সংগঠন নই, এ-এখানে বসে ক-কথা বলছি মাত্র। লিউবা, তুমি যাও, আমরা অ-অপেক্ষা করব। অপেক্ষা করব ঠিক নয়, প্র-প্রস্তুত হয়ে নেবো, ব-বন্দীদের সঙ্গে যোগ করবার চে-চেষ্টা করব।'

স্তাখোভিচ্ বিদ্রূপ করে বলে, 'আমরা সে চেষ্টা আগেই করেছি।'

অলেগ ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলে, 'সে ভার আমার উপর র-রইল। ওদের আত্মীয়স্বজন কিছু না কিছু তো ওদের পাঠাচ্ছে ; কাপড়ের ভাঁজে, রুটি বা খাবারের মধ্যে, দুএকটা চিঠি চালান করে দেওয়া যাবে···'

'এসব সামান্য ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে রাজি নই। আমাকে মাপ করবে, আমি নিজে যে পথ ভালো বুঝি তাই করব,' স্তাখোভিচ্ স্বর নামিয়েই বলে, কিন্তু ওর পাতলা ঠোঁটের রেখায় গর্বিত ভাব ফুটে ওঠে।

অলেগের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে।

'তুমি কী বলো, সেরিয়োঝা ?' স্তাখোভিচ্এর দিকে না তাকিয়ে অলেগ জিজ্ঞাসা করে।

সেরিয়োঝারও মত আক্রমণ চালানো হোক।

'কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, আমাদের সংগঠন নেই। শৃংখলাবোধও নেই।' অলেগ চুলের গোড়া পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে।

নিনা সেই মুহূর্তে দরজা খুলে দাঁড়াল, পিরোঝোক এসে ভেতরে ঢুকল : ওর মুখে শুকনো রক্তের দাগ, একটা হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ওর এরকম একটা অসহায় মূর্তি, সবাই ক্ষণেক বিহ্বল হয়ে থাকে।

তুর্কেনিচ জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার এসব ? কভালিয়ভ কোথা ?'

পিরোঝোক ছেলেমানুষিতে ভরা ওদের সকরুণ কাহিনী বলে যায়। ধরপাকড় শুরু হবার আগেই, সেইদিন, সলিকভস্কি ওদের ডেকে পাঠায় সশস্ত্র হয়ে সন্ধ্যায় যেতে, কাকে নাকি গ্রেপ্তার করতে হবে। 'আমরা ভাবলাম ওকাজ করলে আমরা আমাদের ক্ষমা করতে পারব না। আমি কভালিয়ভকে বললাম, 'চল, আনাতোলি, আমরা সিনিউখার পানশালায় গিয়ে মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকি, বলব নেশা হয়েছিল। কী আর করবে, নেহাৎ দু এক ঘা দিয়ে ছেড়ে দেবে। সন্দেহ তো আর করবে না।' তাই করেছিলাম। মুখে হাতে তারই চিহ্ন। তিনদিন ধরে আটকে রেখে ওরা জেরা করেছিল, আর মেরেছিল। কভালিয়ভ এখনও বিছানায় পড়ে আছে।'

পিরোঝোক ওর কাহিনী শেষ করে। ওর সারা চেহারা এতো সকরুণ ও কাহিনী এত ছেলেমানুষি মনে হয়েছিল, সবারই মুখে আচ্ছন্ন ব্যথার মধ্যেও অপ্রস্তুত স্মিতহাসি ফুটে ওঠে।

'আমাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ব-বলে, জার্মানদের কা-কাবু করবার যোগ্যতা রাখে!' অলেগ তোতলাতে তোতলাতে বলে, ক্রোধে কঠিন হয়ে ওঠে ওর মুখ।

০ ০ ০

'আমি, অলেগ কশেভয়, তরুণবাহিনীর সভ্য হয়ে, আমার সহকর্মীদের কাছে, আমার দুর্গত দেশের কাছে, আমার দেশবাসীর কাছে এই পবিত্র শপথ নিচ্ছি এই সংগঠন আমাকে যে কাজই দেবে আমি বিনা দ্বিধায় করব : এবং তরুণবাহিনী সংক্রান্ত সকল কাজে সম্পূর্ণ গোপনতা রক্ষা করে চলব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—দগ্ধ ও বিধ্বস্ত গ্রাম ও শহরগুলির জন্য, আমাদের দেশবাসীর রক্তের জন্য, নির্যাতনের দ্বারা নিহত আমাদের বীর খনিমজুরদের জন্য, ক্ষমাহীন প্রতিশোধ আমি নেবো। যদি তাতে

আমার প্রাণ দিতে হয়, ক্ষণ ইতস্তত না করেই তা দেবো। যদি নির্যাতনের মুখে বা ভীরুতাবশত আমি এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, আমার নাম ও আমার বংশের নাম চিরকাল যেন অভিশপ্ত হয়, এবং আমার সহকর্মীদের নির্দয় হাতে যেন আমার মহাশাস্তি হয়। রক্তের বদলে রক্ত, মৃত্যুর জবাব মৃত্যু…'

'আমি, উলিয়া গ্রমোভা, তরুণবাহিনীর সভ্য হয়ে, আমার সহকর্মীদের কাছে, আমার দুর্গত দেশের কাছে, আমার দেশবাসীর কাছে, এই পবিত্র শপথ নিচ্ছি…'

'আমি, ইভান তুর্কেনিচ, আমার সহকর্মীদের কাছে, আমার দুর্গত দেশের কাছে, আমার দেশবাসীর কাছে, পবিত্র শপথ নিচ্ছি…'

'আমি, ইভান জেম্নুখভ, আমার সহকর্মীদের কাছে, আমার দুর্গত দেশের কাছে, আমার দেশবাসীর কাছে, পবিত্র শপথ নিচ্ছি…'

'আমি সের্গেই তিউলেনিন, পবিত্র শপথ নিচ্ছি…'

'আমি, লিউবা শেভ্‌ৎসোভা, পবিত্র শপথ নিচ্ছি…'

তরুণবাহিনীর প্রধানদের শপথ-অনুষ্ঠান হয়ে যায়।

° ° ° °

সেই রাতে সের্গেই লেভাশভ কী ভেবে রেখেছিল কে জানে!

ও এসে রাতে লিউবার জানালায় আঘাত করল, আর লিউবা ছুটে গিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল! তারপর সারাটা রাত কথায় কথায় কেটে গেল…

লেভাশভ জানি কী ভেবে রেখেছিল ওর সম্বন্ধে!

তবু লেভাশভ তার পুরানো বন্ধু, যাবার আগে একটিবার তাকে বলে যেতেই হবে। স্তালিনো থেকে ফিরে এসে, আন্দ্রেই খুড়োর নির্দেশে, সে জার্মানদেরই একটা লরীর চালকের কাজ নিয়েছিল। লিউবা রাস্তা থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি একটা চিট

পাঠিয়ে দেয়। এই রাস্তার ছেলেগুলি সব লিউবার শিষ্য হয়ে পড়েছিল, লিউবা-ও তো অনেকটা ওদের মতই কি না।

সের্গেঈ তার কাজ থেকে সোজা চলে আসে—ময়লা জামা কাপড় পরা, ক্লান্ত, আর ভয়ানক বিষণ্ণ। লিউবা কোথায় যেতে চায়? তাকে ছেড়ে যাবে লিউবা? লেভাশভ কথা বলে না, ভয়ংকর গম্ভীর হয়ে থাকে। তার অর্থ, লিউবাকে বলিয়ে ছাড়বে সে কোথায় যাচ্ছে। লিউবা ক্ষেপে ওঠে, ঝগড়া শুরু করে দেয়। সে কি ওর বউ নাকি, প্রেমিকা নাকি? কী ভেবেছে কী লেভাশভ? ওকে কেন এরকম যন্ত্রণা দিচ্ছে, কী অধিকার ওর? আজ লিউবার জীবনে এত কাজ পড়ে আছে, প্রেমের কথা ভাববার সময় কোথা? ওর বন্ধু মাত্র, সহকর্মী। লিউবাকে যেতে হবে, পারিবারিক দরকার আছে ওর।

লেভাশভ লিউবার কথা যে বিশ্বাস করে নি, সে ওকে দেখলেই বোঝা যায়। একটু যেন ঈর্ষা হয়েছে ওর। নড়ে না, চুপচাপ বসে থাকে। লেভাশভের ঈর্ষা দেখে, লিউবার বেশ আরাম লাগে। কিন্তু লিউবাকে যে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। লেভাশভকে কিছু না বললে যে ও অমনি সারারাত বসে কাটিয়ে দেবে—এত জেদী। লেভাশভকে বিদায় দিয়েও তাই লিউবার ভারি দুঃখ হয়, লিউবা চলে যাবার পরও ও বোধ হয় তেমনি বিষণ্ণ হয়ে থাকবে, তাই ফটকের কাছ পর্যন্ত গিয়ে সের্গেঈর হাতটা ওর হাতে নেয়, একটু ওর একান্ত কাছ ঘেসে দাঁড়ায়, পরক্ষণে ছুটে ঘরে চলে এসে, কাপড় ছেড়েই, বিছানায় মায়ের কাছে শুয়ে পড়ে।

এবার মাকেও তো একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে যেতে হবে। একা একা মায়ের এই অবস্থায় ভারি কষ্ট হবে, একথা লিউবা বুঝছিল। কিন্তু মাকে বোঝাতে দেরী হবে না, তাও সে জানত। মাকে জড়িয়ে ধরে সে আদর করতে লাগল, চুমো খেতে লাগল, আর মা যা যা বললে

বিশ্বাস করবেন তাই বলে ভোলাতে লাগল, শেষ পর্যন্ত মায়ের পাশেই ঘুমিয়ে রইল।

ভোর হয়ে আসতেই লিউবা জেগে উঠল, গুনগুন করে একটা গানের কলি ভাজতে ভাজতে যাত্রার জন্য তৈরী হতে থাকে। অভিনেত্রী লিউবা! কিন্তু, না, এবার সে তার প্রিয় আশমানি রঙের চীনা সিল্কের ফ্রক, সিল্কের মোজা, লেসের অধোবাস ও নীল জুতোজোড়া স্যুটকেসে ভরল; চেরী ও আরও নানা উজ্জ্বল ফলফুলের বুটি তোলা একটা সাধারণ রঙীন ফ্রক পরে নিল। তারপরে দুটো ছোট ছোট আয়নার মাঝখানে এক একবার উত্তেজনায় হাতীর দাঁতের মত ধবধবে দুটি পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে মাথাখানি একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে দুঘণ্টা ধরে চুলগুলিকে কোঁকড়ানো করে আঁচড়াল। ঘরময় ছুটোছুটি করার মাঝখানেই অমনি কখন মুখেও কিছু পোরা হয়ে গেল, গুনগুনটা তো চলেছেই।

সকাল বেলাটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল ও বেশ হাওয়া দিচ্ছিল; দিগন্তলীন মাঠের উপরে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। লিউবা এক হাতে স্যুটকেস, অন্য হাতের উপর একটা হালকা সুতির কোট ফেলে, ভরোশিলভ্‌গ্রাদে যাবার রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ায়। হাওয়ার স্পর্শে ওর গাল রাঙা হয়ে উঠেছে, ফ্রকটাও উড়ছে।

জার্মান সৈনিক ও নায়েকগুলো লরীতে করে রাস্তা বেয়ে ছুটে যাচ্ছিল, লিউবাকে দেখে ওরা ডেকে ওঠে, হেসে ইশারা করে; লিউবা ঘৃণায় ভুরু কুঁচ্‌কে দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে একটা লম্বা নিচু হালকারঙের গাড়িতে চালকের পাশে একজন জার্মান অফিসারকে বসে থাকতে দেখে, লিউবা হঠাৎ হাত তোলে।

অফিসারটি গাড়ির ভিতরের দিকে ঝুঁকে যেন কার অনুমতি নিয়ে নিতে, গাড়িটা ব্রেক কশে থেমে যায়।

'বসে যাবে? এসো,' আফসারটি গাড়ির পেছনদিককার দরজা খুলে লিউবাকে মৃদু হেসে আহ্বান করে।

পেছনের আসনে কর্ণেল বসে ছিল, রোগা, শুকনো, চিমসে-যাওয়া গাল। বোঝা যাচ্ছিল চালকের সঙ্গে বসেছিল ওরই অধস্তন লেফটেনাণ্ট। লিউবাকে কর্ণেলের পাশাপাশি গিয়ে বসতে হল। ওরা উভয়ে উভয়ের দিকে অনম্র দৃষ্টিপাতেই তাকায়—কিন্তু উভয়ের দিক থেকে তার কারণ ছিল বিভিন্ন : কর্ণেল নিজেকে অধিস্বামী হিসাবেই ভাবছে, আর লিউবারও না স্বীকার করে উপায় ছিল না ওর বুক বেশ একটু ঢিপঢিপ করছে। সামনের আসন থেকে লেফটেনাণ্টও মাঝে মাঝে পেছন ফিরে এক পলক দেখে নিচ্ছিল লিউবাকে।

'ভহিন্ বেকেল্‌ন্ জী ৎস্থ ফার্‌ন্? (যাবে কতদূর)?' কর্ণেল হেসে জিজ্ঞাসা করে।

লিউবা কলস্বরে বলে ওঠে : 'কু···ছ্‌ছু বুঝিনে, রুশভাষায় বলো, আর না হয় চুপচাপ থাকো।'

দূরের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে কর্ণেল রুশভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করে—'কোথা, কোথা··· ?'

'কোথায়' শব্দটা বের করেছে তো, ভগবানকে ধন্যবাদ,' লিউবা বলে। '[illegible] গ্রাদ—মানে, লুগান্স্ক, ভের্শতেয়ে (বুঝেছ)? ঠিক হ্যায়।'

কথা বলতে শুরু করেই লিউবার দুর্বলতা কেটে যায়। ও এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে যে এবার সে যাই করুক তাই একটুও বেমানান ঠেকবে না—মোটাবুদ্ধি জার্মান কর্ণেলটার কাছে পর্যন্ত।

লিউবা নিজের কবজিটায় আঙুল দিয়ে ঠুকে ঠুকে শুধোয়, 'কটা··· কটা হল? সময় জিজ্ঞেস করছি···মাথায় গোবর আর কি!'

কর্ণেল লম্বা হাতটার প্রান্তে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে লিউবার মুখের কাছে ধরে।

পরস্পরের ভাষা না জানলেও এরা বেশ কাজ চালিয়ে নিচ্ছিল।

লিউবা তার পরিচয় দিয়ে যায়। লিউবা রঙ্গমঞ্চে নেচে থাকে, গেয়ে থাকে, কিন্তু পেশাদার অভিনেত্রী নয়। ওর বাবা ছিলেন কারখানার মালিক, গর্ল ভকায় ওদের একটা খনিও ছিল। বলশেভিকরা ওকে সাইবেরিয়ায় নিয়ে মেরে ফেলে, ওর বাবার সব সম্পত্তি কেড়ে নেয়। স্ত্রী ও চারটি সুন্দরী মেয়ে রেখে যায়, সে-ই সব চেয়ে ছোট। ভরোশিলভ্‌গ্রাদে গিয়ে কোথায় উঠবে? সে অনেক পরিচিতের বাড়ি আছে। আচ্ছা, কর্ণেল যদি চায় তো ওর ঠিকানাটা সে লেফটেনান্টের হাতে পাঠিয়ে দেবে।

'রুডল্‌ফ্‌, তোমার ভাগ্যই আমার চেয়ে প্রসন্ন দেখছি।'

'আজ্ঞে, যদি তাই হয়, আমি আপনার কথা বিশেষ করে বলব।'

ওরা মস্করা করে।

আচ্ছা, এখন যুদ্ধটা ঠিক কোথায় হচ্ছে? কিন্তু লিউবার মত সুন্দরী তরুণীর সে কথা জেনে কী লাভ? ও শান্তিতে আদরে ঘুমাক। ওরা শীঘ্রই স্তালিনগ্রাদ কেড়ে নেবে। লিউবা শুনে সুখী হবে, ওরা ককেসাসে ঢুকে পড়েছে। ...কে বললে ওকে ডনের উজানে কাছেই লড়াই চলেছে? শুনতে পায়, রুশ সুন্দরী মেয়েরা নাকি সব গুপ্তচর? তা নয়? ওই মঝর আর রুমেনিয়ানগুলো এসব গল্প করে বেড়ায়, বুঝতে পেরেছে কর্ণেল। হ্যাঁ, এ ঠিক, স্তালিনগ্রাদে লোকক্ষয় হচ্ছে প্রচুর।...দাও, তোমার ছোট্ট হাতটা আমার হাতে দাও। আমি তোমাকে যুদ্ধটা বুঝিয়ে দিচ্ছি...এই যে বড় রেখাটা দেখছ এটা স্তালিনগ্রাদ, আর ওখানে ওটা মজ্‌দক...না না, আমরা শুধু কঠিনপ্রাণ সৈনিকই নই, আমরা মেয়েদের মন রাখতেও জানি...কিছু চকলেট খাবে? এক চুমুক সরাব? হ্যাঁ, মেয়েরা মদ খায় না এতো ভালো কথা, তবে এ চমৎকার ফরাসী মদ। 'রুডলফ, গাড়ি রোখো...'

একটা বসতির কাছে গাড়ি থেমে যায়। পাশে একটা খাড়ি নেমে গেছে, ধারে ধারে বালির উপর দিয়ে শকট-চলা পথ। খাড়ির উপর দিকে পুরু ঘাসগুলি শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু ছায়াকীর্ণ গাছও আছে। ওখানে গিয়েই কর্ণেল ও তার অনুচররা লিউবাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে বসায়। শুকনো ঘাসের উপর একটা টেবিলের ঢাকনা বিছিয়ে পেতে সুন্দর সুন্দর নানা খাবার সাজিয়ে দেয়।

লিউবা মদ খায় না বটে, কিন্তু সে কারখানার মালিকের মেয়ে আর অভিনেত্রীও, এত সুন্দর সুন্দর খাবারগুলির কিছুই সে খাবে না, সে হতে পারে না। তাই খুশিমত বেশ কিছু তুলে মুখে পুরে দেয়। ওর পায়ের জুতোয় বালি ঢুকেছিল, খচ্‌খচ্ করছিল ; লিউবা ভাবে, জুতো খুলে বালি ঝেড়ে নিলে কি কারখানার মালিকের মেয়ের অযোগ্য কাজ হবে ? আগে ঝেড়ে তো নেয় জুতো খুলে নিয়ে। জার্মানগুলো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। লিউবা বুঝলে, না, আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়নি, অন্তত এদের কাছে।

লিউবার ভারি ইচ্ছা জেনে নেয়, ক্রাস্নডনের কাছাকাছি, রস্তভ্ জেলার উত্তরাংশে, কতগুলি জার্মান সৈন্যদল রয়েছে। লিউবা আগেই জেনেছিল, রস্তভ্ জেলার এই অংশটার কিছুটা লাল ফৌজ আবার দখল করে নিয়েছে। কর্ণেলএর মনে তখন কাব্য জেগেছে, এদিকে লিউবা ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছে লালফৌজ যদি ওদিকটায় জার্মানব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে আসে তবে তো আবার সেই বলশেভিক দাসত্ব কপালে! জার্মান বাহিনীর শক্তিতে লিউবার এতটা অবিশ্বাস ? কর্ণেল লিউবাকে সঠিক তথ্য জানিয়ে দেয়।

ওরা যখন খানাপিনায় মশগুল, স্টেশনের দিক থেকে একটা বিশৃঙ্খল পদধ্বনি ভেসে আসে। একটা ক্ষীণ আর্তনাদও যেন শোনা যায়। ক্রমে সেটা গভীর ও নিকটবর্তী হয়ে উঠতে থাকে, ধুলোয় দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কর্ণেল, লিউবা ও লেফটেনাণ্ট ছুটে খাড়ির উপরে

যায়। বিরাট একদল কৃশ যুদ্ধবন্দীকে একদল রুমেনিয়ান সৈন্যের প্রহরায় তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। ওদের সৈনিকের পোশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে, পায়ে অধিকাংশেরই জুতো নেই, শুকিয়ে সব কংকাল হয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছিল সেই ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকগুলি যেন আলগা ঝুলে পড়েছে ওদের কৃশ গায়ে। দাড়িগোঁফ কামানো হয়নি কতদিন, পথে পথে তরুনী বৃদ্ধ কোসাক মায়েরা কন্যারা যখন ওদের পাশে পাশে বিলাপ করতে করতে ছুটছিল আর রুমেনিয়ান সৈন্যের প্রহরা ভেদ করে ঢুকে পড়ে বন্দীদের মেলে দেওয়া হাতে রুটির টুকরো টম্যাটো ডিম ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, বন্দীদের মুখ অদ্ভুত করুণ হাসিতে বিকৃত হয়ে উঠছিল। রুমেনিয়ান সৈন্যরা সেই আর্তনাদপরায়ণ মেয়েদের উপর সঙ্গীন ও কিল চড় ঘুসি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

লিউবার স্মরণ নেই ও মুহূর্তে কী করে ওদের খাবারের জায়গা থেকে দুহাতে কিছু রুটি ও খাবার তুলে নিয়ে উঠে পড়ে খাড়ির তটে, ও পরে বড় রাস্তায় যুদ্ধবন্দীদের সারের কাছে, ছুটে গিয়েছিল। প্রহরী সৈন্যদের বাধা-ভেদ করে, ও সব খাবারগুলি বন্দীদের লুব্ধ বাড়ানো হাতে বিলিয়ে দেয়; সৈনিকরা ওকে কিলে ঘুসিতে যখন থ্যাৎলা করে দিচ্ছিল, ও ঝুঁকে-পড়া মাথাটিকে দুটি কনুয়ের আড়ালে রক্ষা করে আর্তনাদ করে শুধু বলছিল: 'পশুগুলি, তোরা যত খুশি আমায় মার; শুধু মাথায় আঘাত করিস না।'

দৃঢ়হাতে কে যেন ওকে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে রাস্তার একপাশে সরিয়ে নেয়। জার্মান লেফটেনান্টটা রুমেনিয়ান সৈনিকটার গালে গোটা হাতের প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দেয়। সামরিক পোশাক পরা একটা রুমেনিয়ান অফিসার কর্নেলএর সামনে সোজা সটান অভিবাদনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে, হিংস্র ক্রোধে বেত্রাহত একটা শিকারী কুকুরের মত কর্নেল দুর্বোধ্য স্খলিত ভাষায় ওকে গাল পাড়ছে।

আবার ওরা গাড়িতে চেপে বসতে ভরোশিলভ্‌গ্রাদের রাস্তায় যখন গাড়ি ছুটে চলেছে, লিউবা সম্বিত ফিরে পায়। কিন্তু, আশ্চর্য, জার্মানরা বোধ হয় লিউবার এ কাজটাকেও স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে।

ওরা শহরে পৌঁছে গেল। লিউবাকে কোথায় নামিয়ে দিতে হবে এবার? লিউবা একটুও ঘাবড়ায় না। সোজা রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড একটা বাড়ি দেখিয়ে দেয়, কারখানার মালিকের কন্যা কি যে সে বাড়িতে ওঠে!

লেফটেনান্ট ওর সুটকেসটা হাতে করে পেছন পেছন চলে, কোটটা হাতে ফেলে লিউবা এই সম্পূর্ণ অপরিচিত বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঢুকে একটু ইতস্তত করে, এখান থেকেই কি লেফটেনান্টকে বিদায় করে দিয়ে একতলার একটা ঘরে কড়া নাড়বে? লেফটেনান্টের দিকে একটু ইতস্ততভাবে তাকায়, লেফটেনান্ট কিন্তু এই দৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝে খালি হাতটা দিয়ে লিউবাকে কাছে আকর্ষণ করে। ঠিক রেগেও নয়, অমনি ওর লাল টক্‌টকে গালে কষে এক চাটি বসিয়ে লিউবা তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে পালায়। লেফটেনান্ট এটাকেও অদ্ভুত কিছু মনে না করে, গোবেচারা ভাবে সুটকেস হাতে পেছন পেছন ওঠে।

তিনতলায় উঠে প্রথম দরজাতেই ও কড়া নাড়ে, অনেকদিন পরে ও যেন আপন ঘরেই ফিরে এসেছে। দরজা খুলে এসে দাঁড়ান একটি তন্বী দীর্ঘাঙ্গী মহিলা—দেখে এককালে রূপ ছিল মনে হয়, অন্তত তনুসৌন্দর্যের চর্চা করতেন—ওর গর্বিত মুখভঙ্গীতে যেন একটা বিরক্তির ছাপ পড়েছে।

লিউবা বিকৃত উচ্চারণ করে ওর সাধ্যমত জার্মান ভাষায় বলে, 'দান্‌কে শোন্‌, হের্‌ লেফটেনান্ট (ধন্যবাদ)।' সুটকেসটা নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

'আইন্ ময়েন্ত (এক মিনিট)।' লেফটেনাণ্ট সুটকেসটা নামিয়ে রেখে, নোটবই বের করে ওর ঠিকানাটা লিউবাকে তাড়াতাড়ি লিখে দেয় এক টুকরো কাগজে। লেফটেনাণ্ট কুর্নিশ করে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে, লিউবা ঠিকানাটা হাতে তুলে নিয়ে মাথা নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করে।

এই জার্মান লেফটেনাণ্ট ও ঝলমলে পোশাকপরা জার্মানমতন সঙ্গী মেয়েটাকে দেখে আতংক ফুটে উঠেছিল মহিলাটির চোখে। লেফটেনাণ্ট বেরিয়ে যেতেই লিউবা ঘরে ঢোকে, মহিলাটি দরজা খিল এঁটে বেশ করে বন্ধ করে দেয়।

পাশের ঘর থেকে বালিকা-কণ্ঠ ভেসে আসে : 'ওরা কারা মা?'

মা বলেন, 'চুপ কর্, বাছা।'

লিউবা মহিলাকে বলে, 'তোমাদের এখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ভয় নেই, আমি তোমাদেব কিছু অসুবিধে করব না।' বেশ বড়, আসবাবে সাজানো কিন্তু অনেককাল যেন ঝাড়পোছ হয় নি সেই ঘরখানা, দেখে লিউবার মনে হয় কোনও ডাক্তার, বা স্থপতি, বা অধ্যাপক কারও বাড়ি হবে। কিন্তু এও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল গৃহস্বামী আপাতত বাড়িতে থাকেন না।

মহিলাটির চোদ্দ বছরের মেয়ে তোমোচ্‌কা এসে হাজির। ও এই মাত্রই বাড়ি ফিরে এসেছে। সুঠাম নধর অঙ্গ, পরিপুষ্ট গালে আরক্ত আভা ফেটে পড়ছে, তাতে বাদামী চোখ দুটি নেচে বেড়াচ্ছে। ও অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে : 'তোমাকে কে পাঠাল এখানে? জার্মানরা না আর কেউ?'

মহিলাটি মেয়েকে ধমক দেন, 'তোমোচ্‌কা, ওসব জিজ্ঞেস করো না।'

'কেন নয়, মা, ও যদি আমাদের এখানে থাকবে…'

মহিলাটি লিউবাকে জিজ্ঞেস করেন, সে কি জার্মান ?. লিউবা ঠিক বুঝতে পারে না কী বলবে। না, না, সে রুশ, অভিনেত্রী।

'কিন্তু রুশ অভিনেত্রীদের তো আগে থেকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ? তবে ?...' তোমোচ্‌কা এবার লিউবার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছে, ও জার্মানদের লোক। ঘৃণা ও রাগে ওর পরিপুষ্ট ছোট্ট গাল দুটি লাল হয়ে ওঠে, ও সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

লিউবাকে এখানে সেই ছাই-চাপা ঘৃণা ও ক্রোধের আগুনের মধ্যেই থাকতে হয়, বিজেতা দখলদাররা সর্বত্র বিজিতদের কাছে এই ব্যবহার পেয়েছিল, কিন্তু এ একরকম ভালোই হল লিউবার পক্ষে। আপাতত থাকবার জায়গা তো পাওয়া গেল।

লিউবা একটু ওদের অন্তরঙ্গ হতে চায়, ওদের এই নীরব ঘৃণা ও যেন ঠিক সহ্য করতে পারে না, বলে, 'আমি শীগগিরই এখান থেকে চলে যাব, একটা ভালো ঘর পেলেই। আমাকে কাপড় ছাড়বার জায়গাটা দেখিয়ে দাওনা।'

আধঘন্টার মধ্যেই লিউবাকে দেখা যায় ওর সেই আশমানি রঙের চীনা সিল্কের ফ্রক ও নীল জুতো পরে, হাতে কোটটা ফেলে, রেলপথ যেখানে শহরটাকে দুভাগ করে চলে গেছে সেই পথে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছে কামেন্নিব্রদ্‌এর দিকে। ও কিনা শহরে অভিনয় করতে এসেছে, তাই একটা স্থায়ী বাড়ির খোঁজে বেরিয়েছে এদিকে।

° ° °

বুড়ো নারেঝনি (কর্নেই তিখোনোভিচ্‌) ও মার্ফা কার্ণয়েস্কো-কে ওদের গাঁ মাকারভ-ইয়ারএ থেকে যেতে হল। ইভান ফিয়েদোরোভিচ্‌ ওদের বললেন, পুরানো গেরিলা দলের যারা বেঁচে আছে তাদের ও স্থানীয়

কৃষকদের মধ্য থেকে নূতন লোক জোগাড় করে, বা যে সব সৈনিক লালফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পাশাপাশি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের সংগঠিত করতে হবে। মার্ফার সঙ্গে আত্মীয়া হিসাবে পরিচয় দিয়ে তার স্ত্রী একাতেরিনা পাভলোভনাকেও রেখে গেলেন, ও এখানে কোনও একটা বড় গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা নিয়ে জেলার নূতন শাসকদের সম্বন্ধে খোঁজখবর করবেন। স্থির হল, ইভান ফিয়েদোরোভিচ ভরোশিলভ্‌গ্রাদে তার স্ত্রীরই এক বন্ধু মাশা শুবিনা-র গৃহে অতিথি হয়ে থাকবেন।

যাবার আগে মার্ফা ইভানকে কিছু খাইয়ে দিচ্ছে সকালবেলা, এমন সময় সেই বুড়ো—তৃণভূমিতে অলেগদের চারচাকাওয়ালা জুড়িখানা যে হাঁকাচ্ছিল, মার্ফারই এক দূর আত্মীয়—এসে হাজির। ইভান তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন, ইভানের সক্রিয় মন টাটকা খবর খুঁজে বেড়াচ্ছে, সবাইকে খুঁটিয়ে দেখছে বর্তমান পরিস্থিতিকে কে কী ভাবে নিচ্ছে। ইভানও যে শেয়ানা লোক, একথা সেই ধুরন্ধর বুড়োও বুঝেছে। ইউক্রাইনিয়ান জবানে বেমালুম বলে যায় :

'আরে ভাই, কী আর বলব। তিনদিন ধরে ওদের ফৌজ যেতেই থাকল, যেতেই থাকল। লাল ফৌজ তো পিছু হঠে গেল···আর সবাই তো বলছে গো ভলগার তীরে লড়াই হচ্ছে, কুইবিশেভের পথে, লেনিনগ্রাদ নিয়ে নিয়েছে, মস্কো ওরা ঘিরে ফেলেছে। হিটলার তো নাকি বলেছেই মস্কোকে না খাইয়ে শুকিয়ে মারবে···'

ফিয়েদোরোভিচের চোখে একটা দুষ্টু ঝিলিক খেলছে, 'বলো দেখি, বুড়ো, এসব কেচ্ছা বিশ্বাস করেছিলে? যাক ও কথা, এখন তুমি আমাকে তোমার পোশাক আর জুতোজোড়া দাও তো, আমি তোমাকে আমারগুলো দিয়ে দিচ্ছি, তোমারগুলো বেশ খাপ খেয়ে যাবে আমার গায়ে।'

বুড়ো বলে, 'ওহ্ হো, হাওয়া তাহলে ওদিকেই বইছে বুঝি? বেশ, আমি তোমাকে চক্ষের নিমেষে এনে দিচ্ছি—'

এই বুড়োর পোশাক পরে, কাঁধে একটা পুঁটলি ঝুলিয়ে, বেটে খাটো, চোস্ত দাড়িওয়ালা ইভান ভরোশিলভগ্রাদ কামেন্নিব্রদ-এ মাশা শুবিনের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইভান সাবধানী লোক, ভরোশিলভ্গ্রাদের পুরানো পরিচিতদের সহসা নিজে থেকেই বিশ্বাস না করে, মাশা শুবিনার মারফত একে একে ঝালিয়ে পরখ করে নেবেন।

ইভানের রাস্তা ধরে হেঁটে চলতে চলতে অদ্ভুত লাগছিল। ওরই আপন্ শহর। জন্মেছেন এখানে, দীর্ঘ কর্মময় জীবন এখানেই কাটিয়েছেন। ওঁরাই তো এ শহর গড়েছেন: ক্লাব, কারখানা, ইমারত। সেবার শহর-পঞ্চায়েত-থেকেই তো ওঁরা এই বাগান করবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। শহরের সৌধমালার একটা অংশ ইদানীং বোমা পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। শহরের সে রূপ আর নেই। সব কিছুই যেন উপেক্ষিত; রাস্তায় ঝাঁট পড়েনি, জল দেওয়া হয়নি, বাগানে ফুলগুলি শুকিয়ে উঠেছে, মাঠে আগাছা জন্মাচ্ছে, হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এসে ধুলোয় আর আবর্জনায় ছেয়ে যায় সব কিছু। জল সরবরাহও একরকম বন্ধ। শহরের নয়া মনিবরাও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ওরা স্থায়ী হয়ে বসতে পারবে কি না এখানে।

কয়লাকুঠির দেশ ভরোশিলভগ্রাদ। কিন্তু এখন আর বিচিত্র বর্ণাঢ্য পোশাকপরা শ্রমজীবীরা কলমুখর করে রাখে না পথকে; ফলে ফুলে আর পায়রায় ছেয়ে থাকে না বাড়িগুলি। লোকেরা যেন বিষণ্ণ, বিবর্ণ। ওরা কি বেশবাস করা নাওয়া পরিচ্ছন্ন থাকাও ভুলে গেছে?

রাস্তায় রাস্তায় জলুষ আছে আজও—কিন্তু সে অন্যরকম। জার্মান, ইতালিয়ান রুমেনিয়ান, মঝর সৈনিক ও সেনানায়কদের বিচিত্র স্কন্ধাভরণ ও বেশভূষা জমকালো করেছিল শহরকে—রাস্তায় রাস্তায় ওদেরই বিচিত্র

বুকনি ও গাড়ির হুস্‌হুস্‌ শব্দ। ইভানের মনে হতে লাগল : একদিন যেন ওঁর গৃহ ছিল, সেই গৃহ থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন, তারপর একদিন চুপিচুপি ঢুকে দেখতে পেলেন—নূতন মালিক গৃহের সম্পত্তি তছনছ করছে, লুঠ করে নিচ্ছে, ওঁর পরিবার ও পরিজনদের লাঞ্ছিত করছে, অথচ তিনি অক্ষম হয়ে পড়েছেন, অসহায় দৃষ্টিতে দেখে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। এই শহরের জন্য জনগণের জন্য অদ্ভুত একটা করুণায় ওঁর মন ভারি হয়ে ওঠে।

কিন্তু শুবিন কী করে এভাবে থাকতে পারছে? একদিন শুবিন জার্মান আক্রমণের মুখেও ওর অতি আপন এই শহর ছেড়ে যেতে রাজি হয় নি।

জীর্ণ কালো-রঙের পোশাক পরা, অযত্নগ্রথিত খোঁপায় জড়ানো লালচে চুল, ময়লা পায়ে পরা ছেঁড়াখোড়া চটি—মাশা শুবিনও কি নৈরাশ্যে আর আত্মদৈন্যে ঝিমিয়ে পড়েছে? ইভান আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারেন না : 'একি মাশা, তোমারও এই অবস্থা!'

মাশা উদাসভাবে নিজের দিকে তাকায়, বলে : 'তাইতো! কে আর নিজের দিকে লক্ষ্য করে, বলো…সবারই এই অবস্থা। আর এতে একটা সুবিধেও আছে, জার্মানদের নজর পড়ে কম…আর তা ছাড়া জলও নেই শহরে…'

মাশা নীরব হয়ে যায়, এতক্ষণে যেন ইভান ফিয়েদোরোভিচ্‌ লক্ষ্য করেন এত কৃশ হয়ে গেছে ও। ঘরখানি ঠাণ্ডা, শ্রীহীন, খা খা করছে। মাশা কি কিছু খায় নি? ও কি সব বিক্রি করে দিয়েছে?

ওঁর থলে হাতড়ে কিছু খাবার বের করে আনেন : একটু অপ্রতিভ স্বরে বলেন, 'এসো মাশা, আমরা কিছু খাই…বাড়ি থেকে কিছু দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে করে, মেয়েদের কাণ্ড…'

শুবিন দুহাতে মুখ ঢাকে, 'হা ঈশ্বর, এসব কী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি?' হঠাৎ ওর বাঁধ ভেঙে যায়, উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে বলতে থাকে :

'আমাকে নিয়ে চলো কাতিয়ার (একাতেরিনা পাভলোভ্‌না) কাছে, আমি তোমাদের চাকর হয়ে থাকব; এই ঘৃণিত অবমাননা থেকে আমাকে বাঁচাও, দিনের পর দিন কর্মহীন লক্ষ্যহীন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা—এ তো তিলে তিলে মেরে ফেলা…'

ইভান স্তম্ভিত হয়ে যান। ওঁর ভুরুপ্রান্তের ললাটরেখাগুলি গভীর হয়ে ওঠে। জার্মান দখলে শহরে শহরে গাঁয়ে গাঁয়ে জনগণের ক্রোধ ও ঘৃণা কি এই মাশার মতই বিপুল হয়ে উঠেছে? ইভান ও তার সহকর্মীরাই তো এই প্রচণ্ড প্রতিরোধের শক্তিকে সংগঠিত করতে পারছেন না। ওরা কতটুকুই বা করে উঠেছেন? এ দোষ তো ওদেরই। কিন্তু একে কাটিয়ে উঠতে হবেই যে কোনও উপায়ে।

'মাশা: তোমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করছি। এ শুধু তোমার, আমার, বা কাতিয়ার কথা নয়। তাহলে তো আমরা লুকিয়ে বসে থাকতে পারতাম। আমি তোমাকে পালাবার পথের খোঁজ দেখাতে আসিনি, তোমাকে দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি ভুলিয়ে দিতেও আসি নি। তুমি জানো, আমি রাষ্ট্রের সেবা করছি। তুমি কি জনগণের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, নিজেকে উৎসর্গ করতে রাজি আছ?'

মাশা মৃদুকণ্ঠে বলে, 'আমি প্রস্তুত।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়ো, তোমাকে ভয়ংকর নির্যাতিত হতে হবে। তুমি কি সহ্য করতে পারবে?'

মাশা এক মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকে, যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়। সে বলে:

'আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব না।'

ইভান মাশার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নেন…মাশা পারবে তো? অসম সাহসের প্রয়োজন পড়বে, অদ্ভুত কৌশল খাটানো চাই, খোদ শয়তানকেও ঠকিয়ে আসতে হবে যে।

মাশার ভয়ডর নেই। ইভান মাশার হাতে একটা ঠিকানা দিতেই, মাশা তখনই বেরুবার জন্য উঠে পড়ে। এই আনুগত্য অথচ অভিজ্ঞতার অভাব ইভান ফিয়েদোরোভিচের মর্ম স্পর্শ করে। তিনি সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে বলেন :

'এভাবে গেলে তো চলবে না, মাশা! তোমাকে দেখাতে হবে যেন তুমি এক সৌখিন কলাভবনে কাজ করছ, দিনের বেলায়ই তোমাকে যেতে হবে। কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। আমি তোমাকে ওসব বলে দেবো। কিন্তু আগে বলো দেখি, তুমি কাদের সঙ্গে বাস করছ এ বাড়িতে? আমাকে জেনে নিতে হবে।'

তিনটে ঘর আর একটা রান্নাঘর নিয়ে গোটা বাড়িটা—অর্ধেকটায় বাড়ির বৃদ্ধ মালিক নিজে থাকত, আর অর্ধেকটায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত মাশা। বুড়ো এককালে এনজিনের কারখানায় কাজ করত। ওর ছেলেরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, কেউ সেনাদলে যোগ দিয়েছিল, মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। এখানে একাই থাকত পুঁথিপত্রের মধ্যে ডুবে। লোকে ওকে 'মহাত্মা' আখ্যা দিয়েছিল, আর সত্যই খুব সৎলোক ছিল সে।

মাশা বলে, 'তোমাকে আমার মামা বলে পরিচয় দেবো কিন্তু। আমার মায়ের দেশও ইউক্রাইন। তোমাকে গ্রাম থেকে আসতে লিখে পাঠিয়েছিলাম, আমার এখানে কষ্ট হচ্ছে কি না তাই...'

ফিয়েদোরোভিচ্ পরিহাস করে বলেন, 'বেশ, তোমার মামাকে এবার মাহাত্মাজীর কাছে নিয়ে চলো।'

০ ০ ০

বুড়ো কথা বলতে বলতে বার বার ইভানের কালো দাড়ি আর কপালের ডানদিকে একটা দাগ ছিল সেটার দিকে তাকাচ্ছিল। বুড়োর

মাথাটা ছিল অতিরিক্ত বড়ো। ওরা যখন ঘরের মৃদু আলোকে মাথা হাত নেড়ে কথা বলছিল—দেয়ালে ছাদে ওদের ছায়াগুলি গিজগিজ করছিল, ওদের মনে হচ্ছিল যেন ওরা আদিম গুহাবাসী মানব।

'জার্মানরা দেশ চালাবে কি? ওরা লুটেপুটে নিতেই ব্যস্ত। এনজিনের কারখানাটা—যা তখনও পড়ে ছিল, নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি—জার্মেনি থেকে ক্রুপ্ এলো, তিন তিনটে কোম্পানী এসে মাপজোঁক করে খুঁটি বসিয়ে তিন ভাগ করে নিয়ে—পুরানো চাষীরা যেমন ক্ষেতে আল বাঁধত—জার্মেনিতে পাচার করে দিল। আমরা কাজ করব কী? আমরা ট্যাঙ্ক বানিয়েছি, এনজিন গড়েছি, কামান ছাঁচে বসিয়েছি; এখন স্টোভ মেরামত করেই খুশি। কাজ কোথায়? জার্মানরা কারখানার এক টুকরো লোহাও পড়ে থাকতে দেয়নি, সব পুছে নিয়েছে। মজুররা কী করবে? ওরা বলে, 'চমৎকার নূতন মনিব হয়েছে আমাদের'—চোখের জলের মধ্য দিয়ে হাসি ফুটে বেরোয়...'

ইভান [illegible] বুড়োর কাছে জার্মানদের লুঠের এই নিখুঁত কাহিনী শুনছিলেন। ইভান চাষীর ছদ্মবেশে এসেছিলেন, বললেন, 'আমরা গাঁয়ের লোকেরা বলি কি, জার্মানরা এদেশে শিল্প গড়তে দেবে না, ওরা কয়লা আর গম নিঃশেষ করে নিয়ে যাবে; আমাদের দেশ হবে কাচামাল জোগাবার উপনিবেশ, আর আমাদের দশা নিগ্রোদের মত...' একজন চাষীর মুখে এসব কথা শুনে বুড়ো যেন অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ করে তাকায়। ইভানের চোখে আবার সেই দুষ্ট হাসির ঝিলিক খেলে যায়, বলে চলেন, 'আজ্ঞে, অবাক হচ্ছেন কেন, আজকাল পাড়াগাঁর চাষীরা আর অত মুখ্যুসুখ্যু নেই, বোঝসোঝ হয়েছে তো...তা ছাড়া, ওরা ছাই গ্রাম থেকেই নেবে কী, কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চাষের কাজ করতে হচ্ছে, এক জমিতেই দু দুটো ফসল

করতে হবে, সারের জন্য জমি পতিত রাখা যাবে না—ফলন হবে কদ্দুর বুঝতেই পারছেন।'

বুড়ো কান পেতে শোনে। 'অ, তবে ওরা লুঠ করতেই বেরিয়েছে? চোরের দল! তাহলে, ওরা কোনও সিজিলমিছিলই করবে না, চারপাশে সব ভেঙে পড়ছে…ওরা চোর ছ্যাঁচোর সব, এই সভ্যতা নিয়েই পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছে—সভ্যতা বটে! কতকগুলো বুনো বর্ব্বর,' বুড়ো বলে যায়।

ইভান খুশি হয়ে মনে মনে বলেন, 'আহা, ঠাকুরদা, এ যে আমার চাষীর জবান তোমার মুখেও গো।'

বুড়ো গলার স্বর একটুও না বদলে গম্ভীর হয়ে বলে, 'আচ্ছা, তুমি যখন তোমার ভাগ্নীর বাড়িতে আসো, তোমাকে কেউ নজর করে নি তো?…'

'নজর করলেই বা! আমার সঙ্গে সনাক্ত করার সব কাগজপত্র রয়েছে…'

বুড়ো সে কথা কানে না তুলেই মহাগম্ভীর হয়ে বলে যায়: 'তা বুঝছি, কিন্তু আমাকে তো পুলিশে একটা খবর দিতে হবে, নিয়ম হয়েছে কিনা। তা, ইভান ফিয়েদোরোভিচ, আমি তোমাকে গোড়া থেকেই চিনেছি। তুমি আমাদের কারখানায় অনেক এসেছ, তা ছাড়া তোমাকে অনেকেই চিনতে পারবে…'

ইভানের স্ত্রী সত্যই বলছিলেন, ওঁর জন্ম হয়েছিল রাজটীকা নিয়ে।

পরদিন ইভানের নির্দেশে যে-লোকটিকে নিয়ে মাশা ফিরে এলো, তার কাছে জার্মানদের সব খবর পাওয়া গেল। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ তখন পাকিয়ে উঠেছে। ও ঘরের মহাত্মাটিও যে ওদেরই লোক, গুপ্ত সংগঠনের কাজে শত্রুর পশ্চাতে রয়ে গেছে, এ খবরও তার কাছেই জানলেন ইভান।

কয়েকটা দিন ইভানের কাটল শহর ও জেলার বিভিন্ন হারানো সূত্রগুলির সঙ্গে যোগ প্রতিষ্ঠা করতে। এমনি একদিনে, পূর্বোক্ত সহকর্মীটির সঙ্গে অভিনেত্রী শ্রীমতী লিউবা এসে উপস্থিত।

আগ্রহের সঙ্গে ইভান ক্রাস্নডনের খবর জিজ্ঞাসা করেন। মাৎভেই কস্তিয়েভিচ্ কেমন আছে? লিউবা একে একে সব বলে যায়। সেদিন ক্রাস্নডনে যাদের ধরে নেওয়া হয়েছিল, তাদের পরিজনদের কাছে জার্মানরা বলেছিল ওদের ভরোশিলভ্‌গ্রাদে চালান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে কথা ওরা কেউ বিশ্বাস করে নি। ওদের দৃঢ় ধারণা, বন্দীদের ভের্খনেদ্‌ভান্নাইয়ার অরণ্যে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে।

ইভান আক্ষেপ করে ওঠেন…' আহ্‌হা, গুলগা,…অমর কোসাক…' হঠাৎ মনটা তার মোচড় দিয়ে ওঠে…ওঁর স্ত্রী? কী করে সে কাটাচ্ছে ওখানে, একা?…'

'জানো? বড় কঠিন এই গুপ্ত সংগঠনের কাজ।' ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করতে করতে ইভান যেন লিউবাকে উদ্দেশ করে নয়, আপন মনেই বলে যাচ্ছেন, 'আগেকার দিনের কাজের সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে না। সেকালে, গৃহযুদ্ধের যুগে, জারপন্থী সেনানায়কদের দখলেও অবস্থা এত খারাপ হয়নি। সেদিন আমাদের সঙ্গীরা যোদ্ধারা এখানেই কারখানায় খনিতে গ্রামে গ্রামে সক্রিয় ছিল। আর আজ, সবাই সরে গেছে—হয় যুদ্ধক্ষেত্রে, না হয় নিরাপদ এলাকায়। যারা রয়ে গেছে, তারা—দেখছই তো—অনভিজ্ঞ, অসংগঠিত হয়ে ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া, সেদিনের শত্রুরা তো এদের তুলনায় ছেলেমানুষ। এরা লাখো লাখো দেশবাসীকে হত্যা করছে…কিন্তু এদের একটা দুর্বলস্থান রয়েছে: এরা নির্বোধ, বোকার মত হুকুম তামিল করছে, আর টহল দিয়ে ফিরছে; চারদিকে, আশপাশে তাকিয়ে দেখছে না, কোথায় কী হচ্ছে… এরা জনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন…ঠিক এখানেই আমাদের সুযোগ, বুঝেছ?'

লিউবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে একথা বলে, আবার ঘরময় পায়চারি চলতে থাকে। 'জনসাধারণকে একথাই আমাদের বোঝাতে হবে, ওদের সাহস দিতে হবে, এদের ঠকিয়ে এড়িয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। লোক বাছাই করে নিয়ে আমাদের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, ওরাই কাজে এগিয়ে যাবে।

'আমাদের জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াবার দরকার নেই, আমরা ডনবাসের লোক, আমরা খনিতে খনিতে, গাঁয়ে গাঁয়ে, জার্মান অফিসে, শ্রমবিনিময় দপ্তরে, স্থানীয় শাসনব্যবস্থায়, গ্রামের মাতব্বরের ঘাঁটিতে, পুলিশ ও গুপ্তচর বাহিনীর মধ্যে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ব। স্থানীয় কর্মীরা—মজুর, কৃষক, নওজোয়ান এক একটা দলে, ধরো, জনা পাঁচ করে থাকবে—ছোট ছোট দলে ওরা ভাগ হয়ে থেকে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ওৎ পেতে থাকবে, সর্বত্র মোতায়েন থাকবে; আর দিনের পর দিন একটা ধ্বংস, প্রতিশোধ, নির্মম রক্তাক্ত প্রতিরোধের বিভীষিকায় শত্রুদের ভয়ে পাণ্ডুর করে তুলব,' বলতে বলতে ইভানএর মুখ প্রতিহিংসায় এত ভয়াল হয়ে ওঠে যে লিউবা যেন মুহূর্তকাল আর শ্বাসগ্রহণ করতে পারছিল না। আবার লিউবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইভান জিজ্ঞাসা করেন, চোখগুলি মিটমিট করে তাকান :

'কী নাম তোমার? বলো, কী চাই তোমার…'

সেইক্ষণে লিউবার মনে পড়ে যায়, ওরা ছয়জন সহকর্মী সার বেঁধে সেদিন গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জানালার সামনে মেঘগুলি নত হয়ে উড়ে যাচ্ছিল; কয়েক পা করে এগিয়ে গিয়ে ওরা একে একে সেই শপথ নিয়েছিল, অলেগ ও ভানিয়া শপথনামা লিখে দিয়েছিল—এ যেন মাত্র কথার সমষ্টি আর রইল না, কঠিন দুর্লঙ্ঘ্য একটা আদেশ যেন ওদের মাথার উপরে নেমে এসেছে। লিউবা গম্ভীর স্বরে বলে :

'আপনার উপদেশ ও সাহায্য আমরা চাই।'

‘কিন্তু এই আমরা কারা ?’

‘তরুণবাহিনী···আমাদের সেনাধ্যক্ষ ইভান তুর্কেনিচ্, লালফৌজে লেফটেনান্ট ছিল, জখম হয়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আমাদের নায়ক (কমিশার) অলেগ কশেভয়, গর্কী স্কুলের ছাত্র। আমরা ত্রিশজন দলের শপথ নিয়েছি···এক এক উপনায়কের নেতৃত্বে পাঁচজনের ক্ষুদ্রতর চক্রগুলিও সংগঠিত হয়েছে—অলেগ এরকম করতে বলেছিল···’

‘চমৎকার ছোকরা, তোমাদের এই অলেগ···’

ইভান ফিয়েদোরোভিচ্ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। টেবিলের একপাশে আপনি বসে লিউবাকে সামনে এনে বসান, দলের সবার নাম ও চরিত্র জানতে চান। লিউবা যখন স্তাখোভিচ্এর কথায় এসেছে, ইভান ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন।

‘দাঁড়াও,’ ইভান লিউবার হাত স্পর্শ করলেন। ‘কী নাম বললে ওর ?’

‘ইয়েভ্গেনি।’

লিউবা স্তাখোভিচএর ক্রাস্নডনে আসার কাহিনী বলে যায়।

ইভান বলেন, ‘ওর সম্পর্কে কিন্তু তোমাদের একটু হুশিয়ার থাকা ভালো, ওকে একটু চোখে চোখে রেখো···ইয়েভগেনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছে···কে জানে জার্মানদের চর হয়ে তো আসে নি সে তোমাদের মধ্যে ?’

লিউবা একটু অস্বস্তি বোধ করে। স্তাখোভিচকে সে-ও ঠিক পছন্দ করে না। কিন্তু, তা বলে এতটা···? না, তা হয় না। স্তাখোভিচ্ যে দীর্ঘকাল যুবসংঘের সভ্য ছিল, ওদের সঙ্গে কাজ করেছে ; তা ছাড়া, ওর বাবা একজন খনিমজুর, ভাইয়েরা কম্যুনিষ্ট, লালফৌজে রয়েছে।··· লিউবার বিবর্ণ মুখ পরিচ্ছন্ন দীপ্ত হয়ে ওঠে, উজ্জ্বলচোখে শান্ত স্বরে সে বলে :

'না, এ অসম্ভব। হঠাৎ হয় তো ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিল...'

লিউবার এই সোজাসুজি উত্তর পেয়ে ইভান চমৎকৃত হন।

ইভান বলেন, ওর চোখে যেন একটা অদ্ভুত বিষাদের ছায়া :

'শোন, মেয়ে...এককালে আমরাও ওরকম ভাবতাম। কিন্তু আজও পৃথিবীতে সেই সব ঘৃণিত লোক- রয়েছে যারা ওদের আদর্শবাদকে মুখোশ হিসেবেই নিয়েছে, যারা ওদের চিন্তাধারাকে জীর্ণবাসের মতই সুবিধা বুঝে বদলে নেয়—দুনিয়া জুড়ে এদেরই তো লাখ লাখ লোককে ফাসিস্তরা তালিম দিয়ে তুলছে, এরা জনগণের শত্রু। তা ছাড়া, দুর্বলচিত্তও কেউ কেউ রয়েছে, যারা ভেঙে পড়ে...'

'কিন্তু স্তাখোভিচ্ তো তা নয়,' লিউবা জোর দিয়ে বলে।

'বেশ, আমরা তাই আশা করছি। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, একবার সে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল, আবারও সে সাহস হারাতে পারে।'

'আমি অলেগকে আপনার বক্তব্য বলব,' লিউবা সংক্ষেপে বলে।

'আমি যা যা বলেছি তুমি অনুধাবন করতে পেরেছ সব ?'

লিউবা মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'তবে এবার কাজ চালিয়ে যাও...যে লোকটি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল সে-ই আমাদের যোগসূত্র রইল। ওর সঙ্গে যোগ রেখো। যদি কখনও বিপদে পড়ো, আমার কাছে এসো—আমি ওকে বলে রাখব...'

লিউবা কৃতজ্ঞ চোখে ইভানের মুখের দিকে চেয়ে মাথা নামিয়ে নেয় ; 'ধন্যবাদ আপনাকে।'

ওরা আসন ছেড়ে উঠে পড়ে।

'তরুণবাহিনীর সভ্যদের আমার জঙ্গী বলশেভিক অভিনন্দন

জানাবে…' অত্যন্ত আদরের সঙ্গে ইভান লিউবার মাথাখানি দুটি হাতের মধ্যে টেনে এনে, একবার এ চোখ, আর বার ও চোখে চুমো খেয়ে, আস্তে আস্তে ওকে ঠেলে দেন।

'এবার যাও।'

'শহরবাসীরা! ক্রাসনডনের জনগণ! খনিমজুরভাই! যৌথ খামারের চাষীভাই!

'জার্মানরা মিথ্যে কথা বলছে। স্তালিন মস্কোতে রয়েছেন। হিটলার মিছে কথা বলছে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে বলে। লড়াই তো সবে জ্বলে উঠছে মাত্র। লালফৌজ ডনবাসে ফিরে আসবে।

'হিটলার আমাদের জার্মেনিতে পাঠাচ্ছে, ওদের কারখানায় খাটাবার জন্য, আমাদের পিতা স্বামী পুত্র কন্যাদের ঘাতক হবার জন্য।

'যেয়ো না জার্মেনিতে, যদি সত্বর তোমাদের স্বামী পুত্র ভাইদের সঙ্গে মিলতে চাও।'

'জার্মানরা আমাদের যন্ত্রণা দিচ্ছে, নির্যাতন বাড়িয়ে তুলছে, আমাদের সেরা লোকদের ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করছে—ওরা আমাদের ভয় দেখাতে চায়, আমাদের ওদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসাতে চায়।

'কশাই জালিমকে রোখো। দাসত্ব বরণ থেকে যুদ্ধে মৃত্যুও যে ভালো।

'আমাদের মাতৃভূমি বিপন্ন। কিন্তু শত্রুকে পরাজিত করবার শক্তি তার আছে। তরুণবাহিনী তার ইস্তেহারে সমস্ত সত্য সংবাদ জানাবে। সত্যের জয় হবে।'

'আমাদের ইস্তেহার পড়া হয়ে গেলে লুকিয়ে রাখো, মুখে মুখে ঘরে ঘরে, গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে দাও।

'জার্মান জালিম নিপাত যাক।
তরুণবাহিনী।'

কোথা থেকে এলো স্কুলের খাতা থেকে ছেঁড়া একটা পাতায় লেখা ওই ছোট্ট ইস্‌তেহার? বাজারের এক কোণে একটা বিজ্ঞপ্তিফলকে এঁটে দিয়েছে। ওতেই তো আগে জেলার খবরের কাগজ 'সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমি' এঁটে দেওয়া হত। আর ইদানীং জার্মানরা কালো হলদে কাগজে ওদের পোস্টারগুলো এঁটে দেয়।

একটি দুটি করে লোক জড়ো হতে থাকে। বাজারে গ্রাম থেকে চাষীরা ঠেলাগাড়িতে করে সব্জী, শস্য, ফলমূল, মধু, হাঁসমুর্গি নিয়ে এসেছিল—ওদের ঘোড়া আর গোরুষাঁড়গুলো সব জার্মানরাই কেড়ে নিয়েছে; আর শহর থেকে কেউ বা এসেছিল একটা টুপি, একখানা রুমাল বা তোয়ালে, একটা স্কার্ট, একজোড়া জুতো—নেহাৎ কয়েকটা পেরেক, একটা কুড়ুল বা কিছু লবণ, কিছু সুতির জামাকাপড়, কারও হাতে দিদিমার যত্ন করে তোরঙ্গে তুলে রাখা পুরানো কালের জরিদার পোশাক। কেনাবেচা এই পণ্য-বিনিময়েই হচ্ছিল। জার্মান মুদ্রা মার্ক কে বিশ্বাস করে হাতে রাখবে? ওরা ক'দিন আছে কে জানে?

জার্মান পোস্টারখানার একটা ছবিতে ছিল মস্কোতে জার্মান সৈন্যরা কুচ করছে, একটাতে জার্মান অফিসাররা লেনিনগ্রাদে নেভানদীতে স্নানে নেমেছে, আর একটায় স্তালিনগ্রাদে নদীর ধারে জার্মান সৈন্যরা রুশ মেয়েদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাওয়া খাচ্ছে। ঠিক এই পোস্টারটির উপরই অই ছোট্ট ইস্‌তেহারখানি সেঁটে দেওয়া।

ক্রমে সেখানটায় ভিড় জমে যায়। অধিকাংশই মেয়ে, বুড়ো, আর কিশোরকিশোরী। পেছন থেকে লোকজন ঠেলাঠেলি করছে, আগিয়ে আসতে চাইছে, সারসের মত গলা বাড়িয়ে দেখছে। কিন্তু প্রথম সারে

যারা দাঁড়িয়েছিল তাদেরও নড়বার লক্ষণ নেই, ওদের যেন কে আটকে রেখেছে, নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা গুঞ্জন পড়ে গেছে, দেখতে দেখতে রটে গেল : 'মিথ্যে কথা জার্মানরা নেভার তীরে পৌঁছে গেছে। মিথ্যে কথা ওরা স্তালিনগ্রাদ জয় করে নিয়েছে, আমাদের মেয়েদের সঙ্গে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। মিথ্যে কথা লালফৌজ ধ্বংস হয়ে গেছে, ইংরেজরা মংগোলদের ভাড়া করে এনে রণক্ষেত্র আগলাচ্ছে। তাহলে, ক্রাস্নডনে নির্ভয়ে সত্য খবর জানাবার মতন লোক আজও রয়ে গেছে; ওরা জবরদস্তি ধরপাকড় খুনখারাবি চালিয়ে সবাইকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারেনি।

পুলিশের ফিতে-বাঁধা হাতে, চেক-কাটা জ্যাকেট ও পাৎলুন পরা, ভারি বুটপায়ে, কোমরে একটা পিস্তল ঝুলোনো—অদ্ভুত ক্ষীণকায় একটা লোক, পুরানো ঢঙের টুপিপরা মুর্গির মত সরু মাথা উঁচিয়ে, সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকল। এ আর কেউ নয়, ইগ্‌নাৎ ফমিন। ওকে দেখে মুহূর্তে লোকেরা ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে, ওকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

সেরিয়োঝা তিউলেনিন, ফমিন যাতে চিনতে না পারে, টুপিটা চোখের উপর টেনে নামিয়ে, ভিড়ের পেছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ও ভাসিয়া পিরোঝোককে ফমিনের দিকে তাক করে কী ইশারা করল। কিন্তু পিরোঝোক কী করতে হবে জানে, সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছিল। পিরোঝোক ও কভালিয়ভকে বরখাস্ত করা হলেও, পুলিশের লোকেরা ওদের অতটা দোষী ভাবতে পারে নি, এখনও খাতির করত। ওরা একসঙ্গেই ইস্‌তেহারটার দিকে এগিয়ে যায়।

'কী করছিস্ সব এখানে? হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছিস? ভাগ্, ভাগ্ এখান থেকে'—ওর হলদে রঙের খোজার মত মুখটা পাকিয়ে, ক্ষুদে ধূসর রঙের চোখগুলি পিটপিট করে যেন বেরিয়ে আসছে ঢিলে

চামড়ায় জড়ানো কোটর থেকে, ফমিন ফোঁস ফোঁস করে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলে।

পিরোঝোক যেন একটা কেউটের মত ফমিনকে সাপটে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল, সেও বাল-কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল :

'শুনতে পাচ্ছ...সরে যাও এখান থেকে, ভালোর জন্যই বলছি।'

ফমিন ইস্‌তেহারটা ছিঁড়ে তুলে নিয়ে পকেটে রাখল। লম্বা হাতগুলি ছড়িয়ে ভিড় ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগল। পিরোঝোক যেন একটা মুহূর্ত ফমিনের গায়ে গায়ে এঁটে লেগে থাকে। পরক্ষণে ভিড় ভেঙে দিতে দিতে সেও লাফিয়ে এগিয়ে যায়। লোকজন সরে যেতে থাকে।

ফমিন সারাটা বাজার গম্ভীর, ভারি বুট পায়ে, ঘুরে বেড়ায়। বেচাকেনায় রত লোকেরা থমকে ফিরে ওর অপস্রিয়মান পিঠের দিকে তাকায় আর ওদের মুখে ফুটে উঠছিল বিচিত্র [illegible]!—ভয়, বিস্ময়, একটা দুঃশীল আনন্দ...ফমিনের পিঠে চেক-কাটা জ্যাকেটে বড় বড় ছাপানো হরফে লেখা একটা ইস্‌তেহার এঁটে দেওয়া :

'এক টুকরো মাংস, এক চুমুক ভদ্‌কা, আর এক প্যাকেট সিগারেটের জন্য তুমি আপন দেশের লোককে ধরিয়ে দিয়েছ। তোমার কুৎসিত জীবন দিয়ে তার জবাব দিতে হবে। হুঁশিয়ার!'

ফমিনকে কেউ কিছু বলল না। সমস্ত বাজারটা ঘুরে সে থানায় গিয়ে ঢোকে।

এদিকে ভিড়ের মধ্যে সেরিয়োঝা ও পিরোঝোক এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা একলাই নয়। হঠাৎ এককোণ থেকে বেরিয়ে আসছে, দেখতে পাওয়া যাবে—আটপৌরে পোশাকে শান্ত মেয়েটি তোসিয়া মাশ্‌চেংকো-কে। আর তোসিয়া যেখানে আছে, কাছাকাছি ওর সঙ্গী ত্যিয়োপা সাফনভ্‌ থাকবেই। একবার সেরিয়োঝার উজ্জ্বল

চোখের দৃষ্টি ভিৎকা লুকিয়ান্‌চেংকোর কালো কোমল চোখগুলির উপর গিয়ে পড়ে, পরক্ষণে সরে যায়। সোনালী চুলের জোড়বেণী-দোলানো ভালিয়া অনেকক্ষণ ধরে একটা ময়লা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা ঝুড়ি হাতে পসারীদের বসবার জায়গাগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ও কী কিনছে বা বিক্রি করছে কারও বলবার সাধ্যি নেই··

লোকেরা ওদের বাজারের থলেতে, ঝুলিতে, শাকসবজি ও তরমুজের স্তূপের নিচে দেখতে পায় ছাপানো হরফে লেখা হলদে বাদামি রঙের ইস্‌তেহার ছড়ানো। কোনও কোনওটায় লেখা—'হিটলারি ব্যবস্থা বরবাদ হোক,' 'রুটির বরাদ্দ বাড়াতে হবে···'

লোকেদের বুক কেঁপে ওঠে···

বাজারের ভিড়ের মধ্যে সেরিয়োঝার সঙ্গে শহরের হাসপাতালের ডাক্তার নাতালিয়া আলেক্‌সেইএভ্‌নার দেখা হয়ে যায়। নাতালিয়া এসেছিলেন একজোড়া মেয়েদের জুতো নিয়ে, বদলে কিছু সওদা করবার জন্য। নাতালিয়া খুশি হয়ে ওঠেন :

'এই যে সেরিয়োঝা! তোমাকে বড্ড দরকার ছিল।'

ওরা জনতা এড়িয়ে কয়েকটা কুঁড়ে ঘরের আড়ালে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়।

কথা ছিল, সেরিয়োঝা ও ভালিয়া বাজার-ফেরতা একসঙ্গে শ্রম-বিনিময় দপ্তরে যাবে। সেখান থেকে প্রথম জার্মেনিযাত্রী তরুণতরুণীর দল রওনা হবে আজ। কিন্তু ভালিয়া দেখতে পেয়েছে সেরিয়োঝাকে দূর থেকে একটি মেয়ের সঙ্গে আড়ালে চলে যেতে। ভালিয়া আর ফিরে তাকায় না। অভিমানে ওর ঠোঁট কেঁপে যায়, ও ক্লান্ত চোখে ঝুড়ির আলুর নিচে বাকি ইস্‌তেহারগুলো লুকিয়ে চাপা রেখে, একাই বাজার থেকে বেরিয়ে বিনিময় দপ্তরের দিকে এগোয়।

পাহাড়ের উপরে শাদা একতলা বাড়িটার সামনের প্রাঙ্গণ জার্মান

সৈনিকরা ঘিরে রেখেছে। ঘেরাওএর বাইরে ঢালুটায়, যারা আজ চলে যাবে—মা ও পরিজনদের সঙ্গে তারা এসে দাঁড়িয়েছে।. একটা গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন থমথমে ভাব। হু হু হাওয়া দিচ্ছে, আর ধুলোর রাশ উড়িয়ে নিয়ে আসছে পাশের পথ থেকে। কিন্তু কেউ জোরে কথা বলছে না। মায়েরা চোখের কোণে আগত অশ্রুকণাটুকুও হাতের প্রান্তে মুছে নিচ্ছে। মেয়েরা রুমালে চোখ চেপে ধরছে। ওরা জোরে কাঁদতেও ভরসা পাচ্ছে না।

ভালিয়া পাহাড়ের প্রান্তে ভিড়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে ১৭ নং খনিটা ও আঁকাবাঁকা রেলপথগুলি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

ক্রমে অনেক লোক এসে জড়ো হতে থাকে। বাজারে যারা ইস্‌তেহার বিলি করছিল ওরাও একে একে সবাই আসে। হঠাৎ ভালিয়া দেখতে পায় রেলবাঁধ ধরে সেরিওঝা আসছে, হাওয়ায় ওর টুপিটা উড়িয়ে না নেয় তাই ও সামনে ঝুঁকে পড়ে পথ চলছিল, ভিড়ের দিকে লক্ষ্য করে। ও পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরে সোজাসুজি ভালিয়ার একবারে কাছাকাছি চলে আসে। ভালিয়ার আরক্ত ঠোঁটগুলি কৌতুকে নেচে ওঠে, ও সেরিয়োঝার দিকে তাকায় না, কথাও বলে না।

ভালিয়া রাগ করেছে, সেরিয়োঝা বুঝল। ও মৃদুস্বরে বলে, 'ও তো নাতালিয়া আলেক্‌সেইএভনা…।' আরও কানের কাছে মুখ এনে. ফিস্ ফিস্ করে বলে : 'ক্রাস্নডন-পল্লীর অনেক নওজোয়ানও এগিয়ে এসেছে… ওরাও কাজ করছে…অলেগকে বোলো…'

ভালিয়া মাথা নেড়ে সায় দেয়। ও ছিল সদরদপ্তরের যোগসূত্র কি না। সেই মুহূর্তে ভালিয়ার চোখে পড়ে উলিয়া গ্রমোভা আর একটি মেয়ের সঙ্গে একটা সুটকেস ধরাধরি করে নিয়ে আসছে ভস্‌মিডোমিকির রাস্তা ধরে।

জনতার দিকে ইঙ্গিত করে, সেরিয়োঝা আবার চুপিচুপি বলে, 'ওখানেও একবার যাবে দরকার হলে?'

'ভালিয়া সম্মতি জানায়।

শ্রমবিনিময় দপ্তরের অধ্যক্ষ শ্‌প্রিক বুঝতে পারে একটু তাড়া না দিলে এখানে সারাদিন ভিড় জমেই থাকবে। আত্মীয়স্বজন যারা বিদায় দিতে এসেছে তারা সরে যাবে না। পুরো সামরিক পোশাকপরা শ্‌প্রিক সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হুকুম করে যাদের যাবার কথা আছে ওরা এখনই এসে অফিস থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে গিয়ে প্রাঙ্গণে সার হয়ে দাঁড়াক। কেরানিটা ইউক্রাইনিয়ান ভাষায় একথাই আবার চেঁচিয়ে জানিয়ে দেয় পাশ থেকে।

ঘেরাওএর মধ্যে জার্মান সৈন্যরা আত্মীয়স্বজনদের আর ঢুকতে দেবে না। সবাই বুঝল এবার শেষ বিদায় নিতে হবে। এতক্ষণকার স্তব্ধ মথিত একটা শোকোচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ে। ছোকরারা অনেক কষ্টে উপরের ঠোঁট কামড়ে রাখে, কিন্তু মায়েরা বোনেরা যখন জড়িয়ে ধরে কান্নায় আছড়ে পড়ে, বুড়ো বাবাও যখন চোখের কোণে টলটল করছে একফোঁটা অশ্রু মুছে নেন, ওদের মুখ যন্ত্রণায় ভীষণ হয়ে ওঠে।

সেরিয়োঝা ভালিয়ার কাছে ওর দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে কর্কশকণ্ঠে বলে ওঠে, 'যাও এবার, এ-ই সময়…।'

ভালিয়ার চোখের জল বাঁধ মানে না, ও সেরিয়োঝার কথা শুনতেও পায় না, যন্ত্রের মত সেই ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে যায়, ঝুড়ি থেকে বাকি ইস্‌তেহারগুলো বের করে, একে একে ওভারকোট বা জ্যাকেটের পকেটে স্যুটকেসের হাতলে বা পুঁটুলি-বাঁধা দড়িতে গুঁজে দেয়।

ঘেরাওএর কাছ থেকে সহসা জনতা আতঙ্কে পেছনে ঠেলে ছুটে আসে, ভালিয়া ভিড়ের মধ্যে চাপা পড়ে যায়। যারা বিদায় দিতে

এসেছিল তাদের মধ্যে অনেক তরুণ তরুণী ঘেরাওএর মধ্যে গিয়ে পড়েছিল, সৈন্যরা ওদের হাত ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে পুরে ভারি আমোদ পাচ্ছিল, আর ওরা কাতর হয়ে মিনতি করছিল, কেঁদে চেঁচিয়ে উঠছিল। জনতা সহসা আতঙ্কে পেছনে ছুটে আসছিল।

সেরিয়োঝার মুখে একটা ক্রোধ ও যন্ত্রণার চিহ্ন, ও কোথা থেকে ছুটে এসে ভালিয়ার বাহু ধরে ভিড়ের মধ্য থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। নিনা ইভান্ত্সোভা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ও হাঁপ ছেড়ে বলে :

'ভগবান রক্ষা করেছে···আমি ভেবেছিলাম অই পশুগুলি···।' নিনা দুজনারই হাত ওর সুডৌল দীর্ঘ দুখানি হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। 'আজ পাঁচটায়, কাণ্ডকের ওখানে···জেম্নুখভ ও স্তাখোভিচ্‌কেও বোলো', ভালিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে। 'উলিয়াকে দেখেছ?' জবাবের অপেক্ষা না করে নিনা ছুটে উলিয়ার খোঁজে চলে যায়। ভালিয়ার মত নিনাও সদরদপ্তরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল।

ভালিয়া ও সেরিয়োঝা তখনও পাশাপাশি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে—ওরা উভয়েই পরস্পরকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না। সেরিয়োঝার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ও ভালিয়াকে কী যেন বলবে, ভারি জরুরি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় না।

ভালিয়া কোমলস্বরে বলে, 'আমি যাই।'

কিন্তু ভালিয়া যায় না, আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। হঠাৎ, চারপাশের এই মর্মান্তিক আবহাওয়ার মধ্যেও, হৃদয় যেন ভারি চঞ্চল হয়ে ওঠে, চারদিকে তাকিয়ে ওর কেমন লজ্জা করতে থাকে, ঝুড়িহাতে এক ছুটে পাহাড় বেয়ে দ্রুত নেমে পালিয়ে যায়।

উলিয়া ঘেরাওএর পাশে দাঁড়িয়েছিল। ভালিয়া ফিলাতোভাকে সুটকেস হাতে ঢুকতে দিয়েছিল যে সৈনিকটা, উলিয়ার বাহু ধরেও টানতে চেয়েছিল। উলিয়া ধীর গম্ভীর চোখে ওর চোখের দিকে ফিরে

তাকিয়েছিল মাত্র, সৈনিকটা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ·ও কি ওর মনুষ্যত্ব একবারে ভুলে যেতে পারছিল না ?

আগের দিন সারারাত উলিয়া ফিলাতোভাদের বাড়ি কাটিয়েছে। ওর কোলের মধ্যে আর্ত্ত কন্যার মত ভালিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, ভালিয়ার মা বারে বারে উঠে এসেছেন—ওঁর ঘুম কোথায়, মেয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছেন, দুজনার মুখে চুমো খেয়ে সরে গেছেন, মেয়ের সুটকেসের মধ্যে আরও কিছু টুকিটাকি গুছিয়ে দিয়েছেন, না হয় কোণের একটা আরাম কেদারায় চুপচাপ বসে রয়েছেন। ভালিয়া চলে গেলে, তার তো আর কেউ থাকবে না, শূন্য হয়ে যাবে ঘর।

কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল।···উলিয়া ভালিয়াকে শেষবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ঘেরাওএর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আর ভালিয়াকে দেখতে পাবে না।

ওরা প্রাঙ্গণে সার বেঁধে দাঁড়ায়। ওদের হাতে নিজ নিজ শহরের নাম-লেখা ও ওদের ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া একটি করে অনুমতিপত্র নেম্‌চিনোভা দিয়ে দেয়, কোনও নাম লেখা থাকে না কিন্তু তাতে। ওদের বাক্‌স প্যাটরা সব প্রাঙ্গণের একধারে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে, ওসব নাকি পরে লরীতে করে যাবে। ফিলাতোভার উদ্‌ভ্রান্ত চোখ চারদিকে সখী উলিয়াকে খুঁজে ফেরে। একটা মোটা কর্পোরাল ধমক দিয়ে ওকে ঠেলে দেয়।

বিদায়ের এ মর্মন্তুদ বেদনা কে বুঝবে। বাইরে মায়েরা মেয়েরা যখন ডুকরে কেঁদে উঠছে, বুড়ো বাবা যখন জামার আস্তিনে চোখ লুকিয়ে নিচ্ছেন,—ঘেরাওএর মধ্যে তরুণতরুণীর দল যেন অন্য জগতের হয়ে গেছে, কেউ রুমাল নাড়ছে, কেউ প্রিয় মুখগুলির দিকে শেষবারের জন্য ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে, কেউ অবরুদ্ধস্বরে অস্ফুট কী কথা কয়ে উঠছে, কারও নির্বাক চোখে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে।

হাতে একতাড়া হলদে কাগজ, শ্‌প্রিক প্রাঙ্গণে বেরিয়ে আসে। হুকুম করে :

'শ্‌তিল্‌গেস্তান্তন্‌। (চুপ করে দাঁড়াও।')

মোটা কর্পোরাল গর্জন করে হেঁকে ওঠে, 'শতিল্‌গেস্তান্তন্‌।'

মুহূর্তে সব স্তব্ধ হয়ে যায়। শ্‌প্রিক প্রথম সারের সামনে গিয়ে ওর মোটা আঙুল ওদের গায়ে ছুঁয়ে এক এক করে গোণে। মোট দুশো এই দলে যাচ্ছে। শ্‌প্রিক কাগজগুলো কর্পোরালের হাতে দিয়ে হাতে একটা ইঙ্গিত করে। একদল সৈন্য জনতার মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পথ করে দাঁড়ায়। সার বেঁধে-দাঁড়ানো নির্বাসিত যাত্রীদল বড় অনিচ্ছায়ও যেন নড়ে ওঠে, চলতে থাকে। চলতে চলতে ভালিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চোখে পথের দুধারে সখীকে খুঁজে ফেরে। দেখতে পায় না উলিয়াকে। উলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকে। ব্যগ্র হয়ে এক একবার পায়ের আঙুলে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে ভালিয়াকে খোঁজে :

'ভালিয়া, ভালিয়া, আমি তোর সঙ্গে রয়েছি, ভাই...' কিন্তু ভালিয়াকে কি ও দেখতে পায়? ওর চোখে মুখে একটা অসহায় যন্ত্রণার চিহ্ন। ওকে ঠেলে জনতার ভিড় আর্তনাদ করতে করতে উন্মত্তের মত যাত্রীদের পাশে পাশে পেছনে পেছনে ছুইতে থাকে।

'উলিয়া!' নিনা হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ায়; বলে, 'আমি তোমাকে খুঁজে ফিরছি। আজ পাঁচটায়, কাগুকের ওখানে...লিউবা ফিরে এসেছে...'

উলিয়া—যেন শুনতে পায়নি—নীরবে তাকিয়ে থাকে : ওর কালো চোখে একটা বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

° ° °

অলেগ—চওড়া কাঁধ, একটা কাঁধ আরেকটা থেকে ঠেলে উঁচুতে উঠেছে—টেবিলের পাশে বসে, জ্যাকেটের ভিতরকার পকেট থেকে নোটবইটা বের করে গম্ভীরভাবে পাতা ওলটায় : সামনে টেবিলের

উপর এক বোতল ভদকা, গেলাস ও রেকাব সাজানো। অন্যান্য সবাই কেউ টেবিলের পাশে, কেউ খাটের উপরে বসেছে।

কাল পর্যন্ত-ও ওরা মুক্তপ্রাণ দুষ্টুমিতে ভরা স্কুলের বন্ধু ছিল, কিন্তু আজ ওদের সবারই সেদিন বুঝি অতীত হয়ে গেছে। যেদিন ওরা একসঙ্গে শপথ নিয়েছিল, সেদিন থেকেই বাল্যবন্ধুর উদ্দামতা ঘুচে গিয়ে, ওদের মধ্যে এসেছে সমান আদর্শ, সংগঠন ও স্বাধীনতার জন্য রক্তদানের বন্ধন।

এলেনা নিকোলাইএভ্‌নার ঘরে ওরা এর আগেও মিলেছে। জরিদার চাদর-বিছানো তাকিয়ায় ভর্তি এলেনার খাটের বিছানা, অলেগের জাজিমে-ঢাকা আখরোট কাঠের তক্তাপোশ, জানালার গরাদে-জড়ানো টম্যাটো গাছগুলিতে পাকা ফল ধরেছে—এসব ছেলেবেলার মুক্তপ্রাণ দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আজ এখানে ওদের গুপ্ত বৈঠক বসেছে। ওরা আর একটা নূতন পথ বেছে নিয়েছে—সংগ্রামের পথ। অলেগ আর মায়ের আঁচলে-বাঁধা দুলাল নয়, অলেগ আজ দুর্দান্ত গেরিলা নেতার নাম নিয়েছে—'কাশুক'।

অলেগকে কোলে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে অলেগের মা এলেনা কাশুককে বিয়ে করেছিলেন। ইউক্রাইনের গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে কাশুককে সবাই জানত। ছেলেবেলায় অলেগ ক্ষেতের কাজ, শিকার, ঘোড়ায় চড়া, নীপার নদীতে নৌকো বাওয়া—সব কিছুতে হাতেখড়ি নিয়েছিল এঁর কাছে। এই স্মৃতিবিজড়িত স্বনামধন্য পুরুষের সঙ্গে অলেগ নূতন জীবনকে মিলাতে চেয়েছিল। অলেগ আবার নোটবইটা খুলে কর্মসূচি দেখে নেয়।

আজ লিউবা শেব্‌ৎসোভা বলবে। লিউবা দাঁড়িয়ে উঠেই ভ্রূকুঞ্চিত করল। ওর পথের বিপদ আপদ, দেখা শোনা, বৈঠক ইত্যাদির পুরো বর্ণনা করতে তো দু রাত লেগে যাবে···

ও আসবার সময় ওর সঙ্গে একটা বেতার-যন্ত্র দিয়ে দিয়েছে। আর, হ্যাঁ, ও যে জার্মান অফিসারদের সঙ্গে ওরকম করে মিশে কাজ উদ্ধার করতে পেরেছিল, ওরা তার প্রশংসা করেছে। এ-ও বলেছে, এবার তাকে শুধু ক্রাস্নডনে থাকলেই চলবে না। তাকে ভরোশিলভগ্রাদে ও অন্যান্য জায়গারও ছুটোছুটি করতে হবে; জার্মান, রুমেনিয়ান, ইতালিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান (মঝর) অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। ওটা নাকি খুব দরকার, আর লিউবা তা পারবেও।

এবার ফিরে আসবার সময় রেডক্রসের এক গাড়িতে আসা গেল। একজন প্রধান ও কয়েকজন সহকারী ডাক্তার, আর পাঁচ ছ'জন সৈনিক, ওরা সবাই একটু একটু মদ খেয়ে নেশায় ঢুলছিল। এদের সঙ্গে আসার কারণ, জার্মানরা নেশা করলে ওদের ঠকাতে বেশ সুবিধা হয়। তা ছাড়া, এবার লিউবার সুটকেসটা একটু ভারি ছিল কিনা। এরকম সঙ্গই সে চাইছিল।

কিন্তু আরেকটা লাভ হয়ে গেল। গাড়িতে বড় বড় জালা ভরতি খাঁটি স্পিরিট ছিল, আর যুদ্ধক্ষেত্রে আহত রোগীদের পক্ষে স্পিরিটের উপযোগিতা তো যাদুকরের দণ্ডের মত, একথা লিউবা জানত। যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালেই তো জার্মানরা ওসব নিয়ে যাচ্ছিল।

লিউবা এক কাজ করেছে। ভুলিয়ে ভালিয়ে প্রধান ডাক্তারকে রাজি করিয়েছিল রাত্রিটা ক্রাস্নডনে ওদের বাড়ি কাটিয়ে যেতে। লিউবা বলেছিল, ও তো অভিনেত্রী, ও ক্রাস্নডনে অভিনয় দেখাবার জন্য যাচ্ছে, উঠবে এক পরিচিত বন্ধুর বাড়ি। তাই হল।

সারা রাত ধরে জার্মানগুলো মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকল। লিউবা এমন কি ওদের সামনে নেচেছে-ও সেই রাতে, অভিনেত্রী কি না। আর এর সঙ্গে ওর সঙ্গে মিষ্টি হেসে কথাও বলেছে। ফলে এই হয়েছিল ওদের মধ্যেই লিউবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য আড়াআড়ি পড়ে

গেল। একটা সৈনিককে তো একজন ডাক্তার তলপেটে এক লাথি বসিয়ে দিল।

মা তো চটে লাল। এ কি আগুন নিয়ে খেলা! কিন্তু মাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখালে লিউবা, চারজালা স্পিরিট চুপিচুপি সরিয়ে রাখা হয়েছে। মা বুঝলেন মেয়ের তার মাথা খারাপ হয়নি।

অলেগের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল, ইভান ফিয়েদোরোভিচ্ স্তাখোভিচ্ সম্পর্কে যা বলেছিলেন সংঘের কর্মপরিষদের কাছে গোড়াতেই সেটা তুলতে। লিউবা ভ্রূক্ষেপহীন, একটু বেহিসেবি মেয়ে, এক এক সময় যাকে দেখতে পারত না তার সম্বন্ধে নিষ্ঠুর হতেও জানত। লিউবা একথাও সোজা বলে দিল, ইভান স্তাখোভিচ্‌কে জার্মানদের চর বলেও সন্দেহ করেছেন।

টেবিলের উপর রোগা হাতগুলি রেখে এতক্ষণ স্তাখোভিচ সব অভিযোগ শুনে যাচ্ছিল, কিন্তু মনোবল হারায় নি। লিউবার শেষ কথায় একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে। ওর হাত আর ঠোঁটগুলি থরথর করে কাঁপতে লাগল, ও আহত অসহায় দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাচ্ছিল, ও যেন নেহাৎ ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছে। তেমনি আহত করুণ দৃষ্টিতে লিউবার চোখের দিকে তাকিয়ে, বার বার করে বলতে লাগল :

'উঁ…উঁ বললেন ও কথা ?…ভাবতে পারলেন উঁ ?…'

সবাই স্তব্ধ হয়ে থাকল। স্তাখোভিচ দুহাতের মধ্যে মাথা লুকিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা তুলে শান্তকণ্ঠে বলে গেল :

'এ সন্দেহ আমি কী করে দূর করি…কিন্তু ইভান ফিয়েদোরোভিচ্ কেন বললেন না, এক সপ্তাহ ধরে আমরা তাড়া খেয়ে ফিরছিলাম, আমাদের সামান্য কয়েকজনই মাত্র বেঁচে ছিল, আমাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।…

'হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি···জার্মানরা যখন অফুরন্ত গুলিগোলা ছুঁড়ে আমাদের বিপর্যস্ত করে অগ্রসর হচ্ছিল, আমি একটা ঝোপের মধ্যে পড়েছিলাম···আমি ভাবলাম, আমরা আর কেউ আজ বেঁচে থাকব না। আমি সাঁতার কাটতে জানতাম, পাশেই নদী ছিল···ভাবলাম আমি এখনও বেঁচে যেতে পারি, এখনও দেশের কাজের জন্য বাঁচতে পারি··· বাঁচতে বড় সাধ হয়েছিল···আমি ঝুপ করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে পালিয়ে এসেছিলাম···বুঝতে পারছি, আমি মরতে ভয় পেয়েছিলাম।'

সে এত সরলভাবে বলে গেল সব, বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না।

ভালিয়া জেম্‌লুখভ বলল, 'বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু তুমি কেন আমাদের কাছে বলেছিলে, তোমাকে গেরিলাযোদ্ধাদের সদরদপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছে?'

'ওরা আমাকে একসময়ে পাঠাতে চেয়েছিল-যে···আমি যখন একা বেঁচে রইলাম, ভাবলাম সেই আদেশ আমার উপরে এখনও রয়েছে··· তাই তোমাদের বলেছিলাম। তা ছাড়া, আমি জার্মানদের সঙ্গে লড়েছিলাম, গেরিলা-সংগঠনের অভিজ্ঞতাও আমার কিছু ছিল, আমি আজও তো লড়তে চাই···'

ঘরের গুমোট একটু কাটে। তবু মনে হতে থাকে, সমস্ত ব্যাপারটাই বড় নোংরা। এ কেন ঘটল!

স্তাখোভিচকে নিয়ে কী করা যায়? ওর গোড়াকার শিক্ষাই ভুল হয়েছে। ওর দাদাদের সঙ্গে ও নিজেকেও একজন কম্যুনিষ্ট বলে ভাবতে শিখেছিল। দলের চাঁইয়েরা আসত, ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে স্তাখোভিচও বড়দের মতই একজন মাতব্বর হয়ে উঠেছিল। জেলা কম্যুনিষ্ট যুবসংঘের নেতাদের মধ্যেও ও নিজের স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু এই নেতৃত্ব ও সেবা ও কর্মের দ্বারা অর্জন

করে নি। ও গোড়া থেকেই দল পাকাতে, উপরের স্তরের কর্মীদের সঙ্গে দহরম মহরম করে কাজ বাগাতে, ওস্তাদ হয়েছিল। বড়দের স্বভাব ও কর্তৃত্ব নকল করে করে ও-ও নিজেকে একটু উপরের স্তরের কর্মী ও নেতা বলেই ভাবত। সাধারণ কর্মী ও নওজোয়ানদের সঙ্গে ব্যবহারে ওর এই ভাব ধরা পড়ত।

আসলে ও ভেবেছিল, ও কেন সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে মরবে? ইভান ফিয়েদোরোভিচ্ নিজেকে যদি বাঁচিয়ে থাকেন, স্তাখোভিচ্এর সেই অধিকার নেই কেন? ইভান কোন অধিকারে ওকে সন্দেহ করছেন? স্তাখোভিচ্ ভুলে গিয়েছিল, সারা জীবনের কাজ সাধনা ও ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের অধিকার অর্জন করতে হয়।

হঠাৎ সেরিয়োঝা তাকে মর্মান্তিক আঘাত করল। সে দুটি কথায় নিজ বক্তব্য পেশ করল:

'ওদিকে গুলিগোলা চলেছে, আর এ সাঁতার কেটে জলে ভেসে পড়েছে! দলের অবশিষ্ট লোকেরা মৃত্যু পণ করে গুলির মুখে এগিয়ে গেল! যেন ওরা একে বাঁচাবার জন্যই মৃত্যুর পথে চলে গেল?…'

সাহসদৃপ্ত, উজ্জ্বল চোখ, সামরিক চালচলনে অভ্যস্ত, স্বভাবনম্র ইভান তুর্কেনিচ এতক্ষণ কথা না বলেই বসে ছিল। ও যখন বলতে উঠল, কান পেতে সবাই শোনে:

'সৈনিককে আদেশ পালন করতে হয়। আর তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে চলে এসেছ। রণক্ষেত্রে আমরা এর শাস্তি দিই গুলি করে, অথবা শত্রুর গুলির মুখে আগিয়ে দিয়ে। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত রক্ত দিয়েই করতে হয়…'

স্তাখোভিচ্ বিবর্ণ হয়ে গিয়ে বলে, 'আমি রক্ত দিতে ভয় পাইনে।'

লিউবা বলে ওঠে, 'তুমি একটি আস্ত দাঁড়কাক, ময়ূরের পালক পরেছ।'

সবাই অলেগের অভিমত জানবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। অলেগ

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'আমার বক্তব্য ইভান তুর্কেনিচ্ সম্পূর্ণ বলেছে। স্তাখোভিচ্‌এর কার্যকলাপ দেখে মনে হয়, ও শৃঙ্খলাবোধ শেখে নি… আমাদের দলের কর্মপরিষদে এরকম লোক থাকতে পারে কি?'

সবাই চকিত হয়ে ওঠে। এতক্ষণ এ প্রশ্নই সবার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্তাখোভিচ্ অসত্যপরায়ণ, ও অন্যায় গোপন রেখে সেদিন ওদের সঙ্গে শপথ নিয়েছিল। চমৎকার সহকর্মী! পবিত্র সেই দিনটিকেও ও কলুষিত করেছে।

'আমাকে বিশ্বাস করছ না? আমাকে পরীক্ষা করে নাও…' স্তাখোভিচ্ একবারে ভেঙে পড়ে; বার বার ওদের চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে করুণা আকর্ষণ করে বলতে থাকে। অনেক যত্ন করে এলোমেলো করে গোছানো মাথার চুলগুলি মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে, ওকে বিভ্রান্ত দেখায়।

অলেগ কঠিন হয়ে ওঠে। ও সেই কাণ্ডক।

অলেগ বলে, 'কিন্তু তুমি কর্মপরিষদে থাকতে পারো না, একথা কি বুঝতে পারছ?'

স্তাখোভিচ্ স্বীকার করে নেয়, সত্যই সে অনুপযুক্ত।

অলেগ বলে, 'তোমাকে কাজ আমরা দেবো; তোমার মর্যাদা ফিরিয়ে আনবার সুযোগ আমরা যথেষ্ট দেবো। তুমি জঙ্গী পাঁচের চক্র-নেতা আজও থাকবে। কিন্তু তোমাকে অপরাধ স্বীকার করে তার শাস্তি নিতে হবে।'

লিউবা বলে, 'এরকম চমৎকার পরিবার থেকে ও এসেছিল। ধিক্ ওকে!'

সবাই ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় স্তাখোভিচ্‌কে কর্মপরিষদ থেকে বহিষ্কার করা হবে। স্তাখোভিচ মাথা অবনত করে বসেছিল, নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে, দাঁড়িয়ে বলে:

'এ আমার মহাশাস্তি, এ তোমরাও বুঝতে পারছ···কিন্তু তোমাদেরও এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমি কোনও অনুযোগ করছি না। আমি শপথ করছি···' ও কথা শেষ করতে পারে না, ওর ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ একটা স্তব্ধতা আচ্ছন্ন করে থাকে সবাইকে। একজন সহকর্মীর সম্বন্ধে এই প্রথম ওদের দুঃখময় অভিজ্ঞতা।

অলেগএর মুখ উদার হাসিতে ভরে যায়, ঈষৎ তোতলানো স্বরে ও বলে :

'তো-তোমরা দেখো, ও শু-শুধরে নেবে। আমি কথা দিচ্ছি।'

তুর্কেনিচ ওকে সমর্থন করে শান্ত কণ্ঠে বলে :

'যুদ্ধক্ষেত্রে এরকমটা হয় না ভেবেছ? তরুণ অনভিজ্ঞ সৈনিক প্রথমে একটু ভয় খেয়ে যায়, ক্রমে দক্ষ যোদ্ধা হয়ে ওঠে।'

এবার লিউবা ইভান ফিয়েদোরোভিচএর সঙ্গে দেখা হবার কাহিনী সবিস্তারে বলে যায়। অবশ্য, কী করে কার সাহায্যে সে তার সঙ্গে দেখা করেছিল একথা কাকেও জানাবার অধিকার লিউবার নেই; কিন্তু লিউবা ইভানের মত ঘরময় পায়চারি করে পর্যন্ত দেখাল, ইভান ফিয়েদোরোভিচ কেমন করে লিউবাকে গ্রহণ করলেন, কী ভাবে ওর সঙ্গে কথা বললেন। হ্যাঁ, তরুণবাহিনী সংগঠন ঠিক পথেই চলেছে। গেরিলা সদর-দপ্তরের প্রতিনিধি ওদের সমর্থন করেছেন, অলেগের প্রশংসা করেছেন, আসবার সময় লিউবাকে আদর করে চুমো খেয়েছেন। ওদের কাজে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন।

এরা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অলেগ খুশিতে উপচে-পড়ে বলে, 'ভানিয়া, শোনো! একবার ভেবে ত্থাখো! তরুণবাহিনী আছে তাহলে! অনুমোদন পেয়েছে। এখন থেকে আমাদের জীবন আর আমাদের নয় : পার্টির, দেশের কাজে উৎসৃষ্ট!'

ওরা নিজেদের যেন নূতন চোখে দেখতে শুরু করেছে। একটা অপূর্ব অনুভূতিতে পরস্পরের হাতস্পর্শ করে, অভিনন্দিত করে পরস্পরকে।

লিউবা উলিয়াকে আলিঙ্গন করে, চুমো খায়, যেন ওরা দুই বোন।

ভানিয়া জেমুখভ দলের সংগঠক হয়েছিল। সে এবার নূতন নূতন পাঁচ পাঁচ জন সভ্যের চক্রের নূতন উপনায়কদের নির্বাচনের প্রস্তাব তোলে। দল বেড়ে যাচ্ছিল। 'আমরা পের্ভোমাইস্ক নিয়েই শুরু করি তাহলে?' ভানিয়া চশমার মধ্য দিয়ে উলিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে।

উলিয়া দাঁড়িয়ে ওঠে, দুটি হাত পাশে ঝুলে পড়েছে : সবাই ওর দিকে চোখ তুলে তাকায়—একটি তরুণীদেহের বিকশিত সৌন্দর্যের বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃকণা যেন ওদের নিষ্পাপ অন্তর ও অপ্রগল্ভ মুখচ্ছবিকে বিস্মিত আনন্দে ও সুখানুভূতিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। কিন্তু উলিয়া এসব মোটে লক্ষ্য করে না।

উলিয়া প্রস্তাব করে, 'পের্ভোমাইস্ক থেকে ভিতিয়া পেত্রভ ও মায়া পেগলিভানোভাকে উপনায়ক করে নেওয়া হোক।' হঠাৎ লিউবার চোখের উপর ওর চোখ পড়ে যায়—'আর ভস্‌মিডোমিকি পাড়ায় সংগঠনের ভার লিউবাকে দেওয়া হোক। আমরা কাছে কাছেই থাকব।'

'কী বলছ যা তা!' লিউবা আরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করে ওঠে। ও তো ভারি সংগঠক কি না! কিন্তু উলিয়ার প্রস্তাবই সবাই মেনে নেয়। মুহূর্তে ও যেন দেখতে পায় ও ভসমিডোমিকিতে কাজে নেমে পড়েছে। মন্দ হবে না, লিউবা ভাবে।

সেরিয়োঝা উঠেই যেন সব গুলিয়ে ফেলে। ঠোঁট দুটো কেমন যেন ফুলিয়ে হেঁড়ে গলায় সুরু করে, 'আমার দুটো কথা বলবার আছে।' হঠাৎ সবাই ওর ধরণ দেখে এত আমোদ পেয়ে যায় যে কিছুক্ষণ ওকে কথাই বলতে দেয় না।

'প্রথম কথা, ইগনাৎ ফমিন সম্পর্কে। আমরা কি ওই সজারুটাকে সহ্য করব না কি?' সেরিয়োঝা ক্রোধে আরক্ত হয়ে ফেটে পড়ে। 'ওই বেইমান গুলগাকে ধরিয়ে দিয়েছে, কে জানে আর কতজনার নাম ও শত্রুর হাতে দেবার মতলব করেছে।... আমি কী বলতে চাই? আমি বলছি ওকে খতম করে ফেলা হোক। আমাকে ভার দেওয়া হোক, আর আমি এমনিতেও ওকে খুন করবই,' সেরিয়োঝা কথা শেষ করে, সহসা সবার মনে হয় সেরিয়োঝা নিশ্চয়ই ইগনাৎ ফমিনকে খুন করবে।

অলেগের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, ওর ললাটে খাড়া রেখাগুলি ভেসে ওঠে। সবাই চুপ করে থাকে।

তুর্কেনিচ ওর স্বভাবসুলভ শান্ত গম্ভীর স্বরে সেরিয়োঝাকে সমর্থন জানায়, 'কী মত তোমাদের? ঠিক বলেছে সেরিয়োঝা। ইগনাৎ বেইমান। ওকে ফাঁসি দিতেই হবে। প্রকাশ্য স্থানে ওকে ঝুলিয়ে দিতে হবে, আর ওর বুকে একটা কাগজে লিখে এঁটে দিতে হবে—কেন ওর এই শাস্তি। দেখে অন্যদেরও শিক্ষা হোক। তা ছাড়া', তুর্কেনিচ যেন সহসা নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন হয়ে ওঠে—'ওরা আমাদের রেয়াৎ করে না, করে কি?... আমাকে ও তিউলেনিনকে এ ভার দাও...'

এই প্রথম ওরা এই ভীষণ শাস্তির প্রস্তাব নেয়। অলেগ গম্ভীরভাবে প্রস্তাব ভোটে দেয়। সবাই অন্তর যাচাই করে দেখুক, অলেগের তাই ইচ্ছা। স্থির হয়, তুর্কেনিচ ও তিউলেনিনই এ কাজ করবে।

সেরিয়োঝা আবেগ দীপ্ত চোখে বলে ওঠে, 'এই তো চাই! এ শূয়োরগুলোকে এভাবেই শিক্ষা দিতে হয়।...এবার আমার দ্বিতীয় কথা...'

সেদিন বাজারে নাতালিয়ার সঙ্গে সেই কথাই হল। শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে ক্রাস্নডন নামেই আরেকটা পল্লী (বসতি) আছে, সেখানে কতকগুলি তরুণতরুণী জার্মানদের সঙ্গে লড়বার জন্য সংগঠিত

হয়েছে। নাতালিয়া এ খবর জেনেছিলেন শিক্ষয়িত্রী আন্তেনিনা এলিসেইএংকোর কাছ থেকে। নাতালিয়া ওদের বলেছিলেন শহরের সঙ্গে ওদের যোগ করিয়ে দেবেন।

সেরিয়োঝার প্রস্তাব অনুসারে ভালিয়া বর্ৎস্কে এদের সঙ্গে যোগ প্রতিষ্ঠা করবার ভার দেওয়া হল।

ভালিয়া বর্ৎস, নিনা, অলিয়া—এরা ততক্ষণ উঠোনের চালাঘরটায় মারিনার সঙ্গে বসে চারদিকে চোখ রাখছিল।

অলেগের মা বা মামা এরা বাড়ি ছিলেন না। সেই সুযোগেই তো এখানে বৈঠকের আয়োজন হয়েছে। দিদিমা ভেরা তাই বুঝেই না মারিনা ও তার বাচ্চাকে উঠোনের চালাঘরে সরিয়ে দিয়েছিলেন আগে থেকে।

অন্ধকার হয়ে এলো। ওরা তখনও আলোচনায় মশগুল। হঠাৎ দিদিমা দরজায় এসে দাঁড়ান, দেখেন ভদ্‌কার বোতল তেমনি পড়ে রয়েছে,গেলাসও শূন্য, বলেন, 'তোমরা একটু চা খাবে তো, চা তৈরি করে ফেলেছি আমি!' গুপ্ত দলের সভ্যরা হঠাৎ আতঙ্কে যেন চমকে উঠল।

দিদিমা ভালিয়া, নিনা ও উলিয়াকে নিয়ে, কিছু খাবার আর চা দেওয়ালেন। কেরোসিনের বাতিটা থেকে ধোঁয়া উঠছিল, তার ক্বচিৎ আলোকআভা পড়ছিল কখনও কারও মুখে, হাতে, পোশাকে—তাতে সেই আধো অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ওদের সত্যিই কতকগুলি ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে হচ্ছিল।

অলেগ চুপি চুপি শুধোয়: 'মস্কো বেতার শুনবে?'

সবাই তামাশা বলে ভাবে। একমাত্র লিউবা চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে: 'বলো কি, মস্কো থেকে?'

অলেগ বলে, 'একটা সর্ত্ত আছে: কোনও প্রশ্ন করতে পারবে না:কউ...'

অলেগ একবার উঠোনের মধ্যে গিয়ে ত্বরিতে ফিরে আসে। বলে; 'একটু ভাই অপেক্ষা করতে হবে…' পরক্ষণে মাতুল কলিয়ার ঘরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অলেগ ডেকে বলে : 'নিনা, একবার এদিকে এসো, আমাকে সাহায্য করবে।'

নিনা ঘরের মধ্যে চলে যায়। তরুণতরুণীর দল বিশ্বাস করতে পারে না তখনও এ-ও কি সম্ভব! আবার অলেগ তামাশা করছে ওদের সঙ্গে, এ মুহূর্তে, এখানে—তাও তো সম্ভব বোধ হচ্ছে না!

হঠাৎ ওরা শুনল, কলিয়ার ঘর থেকে একটা মৃদু, পরিচিত, প্রায় যেন ভুলে যাওয়া শীষ-দেওয়ার শব্দ ; একবার খড়খড় করে উঠে, একটা বাজনা বেজে ওঠে—কোথায় নাচ হচ্ছে। একটা জার্মান কুচকাওয়াজের বাজনা অনবরত বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে। একটা লোক জার্মান ভাষায় দ্রুত—না থেমে—বলেই চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে, ওর যেন থামবার হুকুম নেই।

সহসা হাওয়ায় একটা খড়খড় আওয়াজ : তারই মধ্য দিয়ে পরিষ্কার শুনতে পাওয়া গেল গভীর পেলব স্বরে বেতারঘোষক ইউরি লেভিতান বলছে :

'সোভিয়েৎ বিজ্ঞপ্তিদপ্তর থেকে…সাতুই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সংবাদ বলছি…সন্ধ্যাবেলার ঘোষণা…'

ভানিয়া জেম্নুখভ তাড়াতাড়ি ভালিয়াকে বলে, 'টুকে নাও, টুকে নাও।' নিজেই একটা পেনসিল তুলে নেয়। 'আমরা কাল ছাপিয়ে বের করে দেবো!'

আবার সেই মুক্ত দেশ থেকে মুক্ত কণ্ঠ পৃথিবীর দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে :

'সাতুই সেপ্টেম্বর আমাদের ফৌজ শত্রুবাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াই লড়েছে স্তালিনগ্রাদের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে…নভোরসিস্ক ও মজ্‌দক এলাকায়ও লড়াই হয়েছে…অন্যান্য রণাঙ্গণে নূতন কিছু সংবাদ নেই…'

এই মুহূর্তে, পর্দা-দেওয়া জানালায় কে টোকা মারল। না, জার্মানরা বা পুলিশ নয়। অলেগ ও তুর্কেনিচ এসে হাজির। তুর্কেনিচ ঝোরাকে নিয়ে বাইরে সবজিক্ষেতের দিকে চলে যায়। কী ব্যাপার?

তুর্কেনিচ বেড়ার কাছে ঝুঁকে পড়ে ঝোরাকে কানে কানে কী বলে। শরতের মিষ্টি রোদ এসে ওদের গায়ে পড়ে। হ্যাঁ, ঝোরা রাজি হয়ে যায় এক মুহূর্তে। কুকুরগুলোকে এমনি করেই শাস্তি দিতে হয়।

যাদের কর্তব্যবোধ সংকল্পকে ইস্পাতের মত কঠিন করেছে এ কাজে তাদেরই যাওয়া উচিত। ঝোরা তেমনি সোনার টুকরো ছেলে। ওর হাত কাঁপবে না, ও জেনেছে এ-ই ন্যায়। আর পিটোনো শরীর পালোয়ান কভালিয়ভকে নেওয়া হল সঙ্গে; সের্গেই লেভাশভকে নিলেও মন্দ হত না কিন্তু।

° ° °

'একটা আদালত বসাবার কথা কী স্থির করলে?' ঝোরা জিজ্ঞাসা করে। লোকটাকে ফাঁসি দেবার আগে জানতে দেওয়া হবে ওর বিচার হয়েছে।'

তুর্কেনিচ বলে, 'আদালত আমরাই বসাব।'

'আমরা ওর বিচার করব দেশবাসীর নামে। আজ জনগণের প্রতিনিধি আমরাই তো…' ঝোরার দৃপ্ত কালো চোখগুলিতে আগুন ঠিকরে পড়ে।

তুর্কেনিচ ভাবে, 'আগুনের পারা ছেলে এ!'

'কিন্তু আমাদের আরও একজনার দরকার যে,' তুর্কেনিচ জানায়।

ঝোরা এক মুহূর্ত ভেবে নেয়। ভলোদ্যাকে দিয়ে হবে না, ওর মন বড় কোমল।

'বেশ, আমার দলের রাদিক ইউর্কিন-কে নেওয়া চলে। আমাদের স্কুলের ছাত্র। ও পারবে মনে হয়।'

'কিন্তু ও তো ছেলেমানুষ। ও হয় তো সহ্য করতে পারবে না।'

ঝোরা বলে, 'তা নয়। ওতে বালকদের কিছু হয় না। ওরা বেশ কাটিয়ে উঠতে পারে। বরং আমরা—যারা বড় হয়েছি, তারাই কাহিল হয়ে পড়ি। ও বেশ ধীর স্থির, আর দুঃসাহসী।'

ঝোরার বাবা কাঠ পালিশ করছিলেন উঠোনের একটা চালা ঘরে। ঝোরা হঠাৎ দেখতে পেল দেয়ালের একটা ফাঁক দিয়ে ওর ক্ষেপা মা ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন : ঝোরা মাকে সোজা বলে দেয়, ও এখন যথেষ্ট সেয়ান হয়েছে, ওর বন্ধুরাও কেউ ছেলেমানুষ নয় আর, ঝোরা একদিন হয় তো আপনি পছন্দ করে একটি মেয়েকে বিয়ে করে এনে ঘরে তুলবে, মায়ের অবাক হলে চলবে না তো।

ওরা যখন ঘরের মধ্যে ফিরে গেল, ভলোজা টাইপগুলি বেছে নিয়ে—কয়েক পংক্তি সাজিয়ে ফেলেছে। কিন্তু অক্ষরগুলো এক ছাঁচের নয়, কী আর করা যাবে! ঝোরা ওর বাবার করা কালিতে ব্রাশ ডুবিয়ে নেয়। এক তা কাগজ ফেলে দিয়ে, উপরে রোলার চালিয়ে দেওয়া হয়।

ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে :

'বুবুর সঙ্গে বেড়িয়ো না বিকেল বেলায় বলে দেবো বাড়াবাড়ি বুবুবুবু।'

এ কি ?

ভলোজা বলে, 'ওদের 'ব' হরফটাই বেশি ছিল কি না, তাই 'ব'-ই খুঁজে বসিয়েছে বারবার। এমন কি, শেষে একসঙ্গেই চারটা 'বু' জুড়ে দিয়েছে। আর, যতিচিহ্নগুলি যে হরফের মত বসাতে হবে এ তার খেয়াল হয় নি।

যাক, একটা কাজ এখনই হতে পারে, কম্যুনিষ্ট যুবসংঘের সভ্যদের জন্য সাময়িক কার্ড ছাপিয়ে নেওয়া যাক কিছু। যুবসংঘের সভ্য তো ওরা এখনই গ্রহণ করতে পারে, বিশেষ তরুণবাহিনী যখন অনুমোদন

রাত্রির অন্ধকারে আঁকা একটি ছিপছিপে মূর্তি খিলানটার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলে :

'এখানেই…'

ক্ষীণকায় ক্ষুদ্র একটি বালক ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণাগ্র কনুই আর হাঁটু দিয়ে বেয়ে তরতর করে খিলানের উপরে উঠে যায়। ওখানে ঠিক মাঝখানটায় ও কিছুক্ষণ ধরে কী যেন করে। হঠাৎ ফমিন দেখল অনেক উপরে একটা মোটা দড়ির ফাঁস ঝুলছে।

নিচে থেকে আরও বয়স্ক একটি ছোকরা—মাথার কালো টুপির চূড়া উপরের দিকে উঠেছে—বলে ওঠে :

'ডবল গেরো দিয়ে খিলানের সঙ্গে বাঁধো হে।'

লম্বা-টুপিপরা এই ছোকরাকে সে যেন ওদের পাড়ায় ওর ঘরের আশপাশেই অনেক দেখেছে। ওর স্বর শুনে কেমন মনে পড়ে যেন।

ইগনাৎ ভয় পেয়ে যায়। ও কাৎরাতে থাকে, একটা কীটের মত ওর লম্বা শরীরটা কুঁকড়ে আঁকুপাকু করে, অই ফাঁসটার নিচ থেকে ও সরে যেতে থাকে। একটা ভীষণ জোয়ান মূর্তি কাছেই উবু হয়ে বসেছিল, বুট দিয়ে একটা লাথি দিয়ে ওকে আগের জায়গায় সরিয়ে দেয়।

ফমিন ওকে চিনতে পেরেছে, ও কভালিয়ভ। ও আরেকটা লোককে চিনতে পেরেছে, ওই যে লরী চালায়। উঁহ্-হুঁ, ফমিন বুঝতে পেরেছে, ওরই জন্য এত দুর্ঘটনা ঘটে শাসনদপ্তরের গাড়িগুলিতে! একবার যদি ও ছাড়া পায়, এ খবরটা দিতে হবে নিশ্চয়, জার্মানরা কতদিন থেকে খোঁজ করছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আর্মেনিয়ান উচ্চারণ-ভঙ্গীতে ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কে প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে বলে ওঠে :

'সোভিয়েৎ পিতৃভূমির নামে…'

ফমিন আর একবার আকাশের দিকে তাকায়, গাঢ় কুয়াশা-ঢাকা

আকাশ যেন সাদা একটা জ্যোতিঃ কণা বিচ্ছুরিত করে দিয়েছিল, তারই আলোকে দেখতে পেল—মাথার উপরে দড়ির মোটা ফাঁসটা তেমনি ঝুলছে, আর সেই ছোট্ট ছেলেটা খিলানের উপরে, ফাঁসটা পা দিয়ে চেপে, নিচের দিকে তাকিয়ে, বসে আছে তখনও। আর্মেনিয়ান উচ্চারণের কথাগুলি নীরব হয়ে যায়। হঠাৎ দারুণ একটা বিভীষিকা পেয়ে বসে ফমিনকে। ফমিন ভয়ংকর কাৎরাতে শুরু করে। কতকগুলি কঠিন হাত ওকে ধরে তুলে পায়ের উপর খাড়া করে দেয়, আড়াআড়ি খিলানের উপরে বসা ছেলেটা ফমিনের মুখের নিচ থেকে তোয়ালেটা ছিঁড়ে ফেলে, তারপরে গলায় ফাঁস পরিয়ে দেয়।

ফমিন মুখে-গোঁজা কাপড়টা ছিঁড়ে ফেলতে একবার চেষ্টা করে, শূন্যে ভীষণ দোল খেয়ে নড়তে থাকে, তারপর টান হয়ে ঝুলে পড়ে, ওর পায়ের পাতা প্রায় মাটি ছোঁয় এসে, গায়ে কলার-তোলা সেই গলাবন্ধ কোট। তুর্কেনিচ ওর দেহটা সাদোভায়া রাস্তার দিকে মুখ করে ফিরিয়ে দিয়ে, বুকে ফমিনের অপরাধ বিবৃত করে লেখা একখানা কাগজ পিন দিয়ে এঁটে দেয়। ফমিনের ফাঁসি হয়ে যায়।

সবাই এক একদিকে সরে পড়ে। শুধু রাদিক ইউর্কিন এই রাতটুকু ঝোরাদের বাড়িতেই কাটিয়ে যাবে।

রাদিক শীতে থরথর করে কাঁপছিল।

ঝোরা ভয় পেয়ে যায়, ফিসফিস করে বলে, 'কিরে, বোধ করছিস কেমন?'

ঝোরার দিকে স্থির কোমল দৃষ্টি তুলে রাদিক বলে, 'বড্ড ঘুম পেয়েছে…চোখের পাতা জড়িয়ে [illegible]…[illegible]নেক সকালেই শুই কি না!'

পার্কের গাছগুলোর নিচে সেরিয়োঝা চিন্তাগম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিল। ফমিনের শাস্তি হয়ে গেল। ফমিন যেদিন ওরই আশ্রিত সেই দয়ার্দ্র

চোখ দীর্ঘকায় গুলগাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেরিয়োঝা সেদিনই শপথ নিয়েছিল এর শাস্তি ওকে দেবে। তারপর দিনের পর দিন ওর চেষ্টার বিরাম ছিল না··· আজ প্রতিশোধ-শান্তি।··· একটা বড় ক্লান্তি ওকে জড়িয়ে ধরছে, গরম জলে একবার গা রগড়ে স্নান করে নিতে যদি পারত, আর বড় সাধ হচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে নিভৃত কথা কয়ে কাটায়—এমন কিছু যা অনেক অনেক দূরের, উজ্জ্বল, মধুর, পাতার মর্মরের মত, ঝর্ণার কল-কলের মত, ক্লান্ত ঘুমিয়ে পড়া চোখে সোনার রোদের মত···

ভালিয়ার একটু সঙ্গ এ সময়টায় বড় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কী করে যাবে এই রাতে? ওর মা, ছোট বোন ওরা সব রয়েছে। তা ছাড়া, ভালিয়া নিশ্চয়ই শহরে নেই; দুদিন হয়ে গেল ও তো সেই ক্রাস্নডন পল্লীতে···

বরফের মত ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, দুটি খালি পা ঠাণ্ডায় ও ধূলায় নীল হয়ে গেছে, ভিজে জামায় কাঁপতে কাঁপতে সেরিয়োঝা তিউলেনিন শেষ পর্যন্ত ভানিয়া জেম্নুখভের জানালায় এসে টোকা দেয়।

জানালায় পর্দা নামিয়ে দিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, দুই বন্ধু রান্নাঘরে এসে বসে। ভানিয়া স্টোভে কেটলিতে করে গরম জল চড়িয়ে দেয়, সেরিয়োঝা স্টোভটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বসে একটু গরম হয়ে নিতে চেষ্টা করে। বাইরে অবিরাম ঝিরঝিরে বৃষ্টি, জানালায় টিপ টিপ করে ছাট লাগছে, দমকা হাওয়া গুঙিয়ে ফিরছে। এই সময়ে সীমাহীন তৃণভূমিতে একলা পথিকের ভাগ্য কল্পনা করে, উষ্ণ রান্নাঘরের মধ্যে দুই বন্ধু যেন সান্ত্বনা পায়।

নাকে চশমা-আঁটা, খালি পা ভানিয়া গভীর আবিষ্ট স্বরে বলে :

'এই রাতে কল্পনা করো নির্বাসিত পুশকিন তার ছোট্ট কুড়েখানিতে বসে আছেন, আর ওঁর বুড়ি দাইমা আরিনা রদিয়োনোভনা বসে

চরকা কাটছে…দূরে বহুদূরে তুষারে-ঢাকা সেই গ্রাম, বাইরে ঝড় গর্জাচ্ছে…'

ঝোড়ো মেঘ আকাশে নেমেছে, কুণ্ডলিত
তুষারের পুংজ পড়ে মালার মতন ;
আহত পশুর মত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বায়ু
গর্জে ওঠে, কভু কাঁদে শিশুর ভাষায়…

মনে পড়ে এই জায়গাটা ? চমৎকার, নয় ?

মাঝে মাঝে কলেজের বন্ধু পুশ্‌চিন্ আসত জুড়ি হাঁকিয়ে। দূর থেকে ঘন্টার ঠুনঠুন শব্দ। পুশকিন ভাবতেন, 'ওরা করা ? সেপাই নয় তো ?' পুশ্‌চিন এসে হাজির। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দুই বন্ধুতে বসে কত আলাপ আলোচনা…'

ভানিয়া দাঁড়িয়ে উঠে আবার আবৃত্তি করে :

'বন্ধু, পেয়ালা ভরে পান করো ;
তুমি দুঃখের সাথী !
দুঃখ-অশ্রুদূরিত হৃদয়ে
জাগে বসন্ত রাতি ॥
টিটিভ পাখী সাগরের পারে
উড়ে গেছে সেই কবে ;
বলো কোন বালা কলসীতে জল—
ভোর হয়েছিল সবে…'

ভানিয়ার দিকে কোমল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সেরিয়োঝা ঠোঁটগুলি কুঁকড়ে স্টোভের কাছে উবু হয়ে বসে ছিল। কেটলিতে জল বেশ ফুটছিল তখন। ঢাকনাটার ফাঁক দিয়ে শোঁ শোঁ করে ফুটন্ত জল উপচে পড়ছিল।

এই প্রথম একলা কাজ নিয়ে ও বাইরে এলো, এতে বিপদও থাকতে পারে।...মাকে যখন বলল ও দিন কয়েকের জন্য নাতালিয়া আলেকসেই-এভ্‌নার বাড়ি যাবে, ওর মায়ের মনে কী জানি কষ্ট হয়েছিল। মা হয় তো ভেবেছেন, আজ বাবাও ঘরে নেই, মেয়ে পর হয়ে যাচ্ছে!...মা কি কিছু সন্দেহ করেছেন?

নাতালিয়া বলতে থাকেন, 'তোসিয়া ইয়েলিসেইএঙ্কো শিক্ষয়িত্রী, ও আর ওর মা আমার মায়ের সঙ্গে বাস করে। ভারি জেদি আর স্বাধীনচেতা মেয়ে, তোমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়ই হবে—আমার ভয় কী জানো, ওরা হয় তো আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যাবে, কোথায় দাড়িগোঁফওয়ালা গুপ্ত সংগঠনের একজন কর্মীকে নিয়ে যাব, না সঙ্গে নিয়ে চলেছি একটি সুন্দরী কিশোরীকে।' নাতালিয়া যখন কথা বলেন, স্পষ্টই বোঝা যায়, কারও মনের দিকে তাকিয়ে বলেন না। 'অবশ্য সেরিয়োঝার উপর আমার গভীর আস্থা আছে। ও যখন বলেছে জেলা-সংগঠনের পক্ষ থেকে তুমিই যাবে, আমার আর কিছু বলবার থাকে না। আমার ধারণা ও আমার চেয়ে এসব ভালোই বোঝে। আমি তোমাকে সাহায্য করব। আর দেখো, তোসিয়া যদি তোমাকে উড়িয়ে দেয়, তুমি কলিয়া সুম্‌স্কয়-এর সঙ্গে কথা বোলো, আমার যেন মনে হয় ও-ই এদের নেতা। কলিয়া ভালোবাসে লিদা আন্দ্রোসোভা বলে একটা চপল মেয়েকে, এ আমার বাপু ভালো লাগে না। তবে, হ্যাঁ, ও-ও নিশ্চয়ই ওদের দলের সভ্য।...আর একটা কথা, তুমি যদি মনে করো কলিয়া সুম্‌স্কয়-এর নিজেরই শহরে যাওয়ার দরকার পড়বে জেলা-সংগঠনের সঙ্গে যোগ করবার জন্য, আমি ওকে দুদিনের অসুখের ছুটির ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ও তো কাছেই একটা খনিতে কাজ করে, আর আমি জেলা শ্রমবিনিময় দপ্তরেরও ডাক্তার কি না...'

ভালিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'জার্মানরা আপনার কথা মঞ্জুর করবে?'

'ওদের কথা বোলো না!' নাতালিয়া বল্লেন। 'সর্বত্র তো আমাদের লোকই রয়েছে। এক একটা জার্মান অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে থাকছে কর্মচারীদের, কিন্তু ওরা রুশদের চেহারা তো আর মুখস্থ করতে পারে না, ওরা আমাদের চেহারার পার্থক্য ধরতেই পারে না। কে বিশেষ একদিন কাজ করতে এলো, আর কে এলো না, ধরতেই পারবে না। এদের ঠকানো এত সোজা...'

নাতালিয়া যে রকমটা বলেছিলেন তাই ঘটল।

দুদিন ভালিয়া বসে রইল—সেই বরফে জমে যাওয়া খনি এলাকায় একটু সবুজের চিহ্ন কোথাও নেই—ভালিয়াকে কেউ পাত্তাই দিল না। তরুণবাহিনীর নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে তখন, আর এ কি না এসেছে নিবিড় দীর্ঘপক্ষ্ম-জড়ানো চোখ, সোনালি চুলের বেণী দুলিয়ে এক মেয়ে।

রাস্তায় একহাঁটু কাদা। শীত পড়া পর্য্যন্ত রাস্তাঘাটের অবস্থা এরকমই চল্‌বে। অনেক রুমেনিয়ান সৈন্য এই সময়টায় স্তালিনগ্রাদের দিকে যাচ্ছিল। ওদের কামান আর ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলো অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাদায় আটকে থাকত। আর চালকগুলো তেড়ে মেড়ে শাপশাপান্ত করে পাড়া উজাড় করত।

তোসিয়া ইয়েলিসেইএঙ্কো বেশ নধর দেহ, কালো চোখ, সুন্দরী, বছর তেইশের মেয়ে। সে জেলা-সংগঠনকে তো সোজা আক্রমণ করে বসল, ক্রাসডনের মতন জায়গায় যেখানে খনিমজুরদের বসতি রয়েছে সেখানে ওদের অনুরোধেও একজন নেতাকে পাঠানো গেল না? একজন এরকম কর্মীকে পাঠানো গেল না, যে ওদের কাজ শিখিয়ে যাবে? 'সদরদপ্তর থেকে কেন কেউ এলো না?' তোসিয়ার কালো চোখগুলি যেন জ্বলছে। ও গর্বভরে বলে, 'আমাদেরও তরুণ সংগঠন রয়েছে।'

ভালিয়াও কম যায় না। ও-ও পরিচ্ছন্ন ঠোঁটগুলি বেঁকিয়ে গর্বভরে বলে, 'সদর দপ্তরের প্রতিনিধি হয়ে আমিই এসেছি। বড়োদের তো সব গ্রেপ্তারই করেছে। আমাদের সংগঠনই ভরোশিলভগ্রাদএর আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দেশে কাজ করছে। তা ছাড়া, নেতাদের কেউ এখানে আসবে কেন, তোমাদের দল এরকম কী কাজ করেছে?…তোমার যদি বিন্দুমাত্র ধারণা থেকে থাকে এসব কাজ সম্বন্ধে', ভালিয়া উপেক্ষা-কঠিন স্বরে বলে, 'এরকম জায়গায় না বুঝেই নেতাদের পাঠানো, গুপ্ত সংগঠনের কাজেরও নিয়মবিরুদ্ধ।' ভালিয়া বক্তব্য শেষ করে। আঘাত মর্মে লেগেছে।

তোসিয়া ক্ষেপে ওঠে, 'কি, কিছু কাজ হয় নি এখানে! চমৎকার খবর রাখো তো তোমরা! যাক্‌, আমি অত বোকা নই একটা আগন্তুক মেয়েকে কিছু না জেনে বলতে যাব সব।…'

নিজেদের মূল্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এই দুটি সুন্দরী মেয়ে কিছুতেই একসঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে রাজি হত না, দীর্ঘনাসা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ময়লা-রং কলিয়া সুমস্কয়এর মধ্যস্থতা ছাড়া। ওর কোসাক পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ও পেয়েছিল দুঃসাহস ও ধূর্ততা, আর দুর্বার সংকল্প।

কিন্তু তোসিয়াকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল কলিয়ার কথা, তোসিয়া তো ভাণ করল ও চেনেই না। কিন্তু ভালিয়া ওকে সোজাসুজি শুনিয়ে দেয় তরুণবাহিনী জানে তোসিয়াদের নেতা কলিয়ার কথা, তোসিয়া যদি দেখা না করিয়ে দেয় তো ভালিয়া নিজেই খুঁজে বার করবে তাকে।

'কী করে বার করবে শুনি?' তোসিয়া যেন একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

'দরকার পড়ে তো, লিদা আন্দ্রোসোভার কাছে খোঁজ নেবো!'

লিদার বয়ে গেছে তোমাকে বলতে!'

'তোমাদের পক্ষেই বিপদ সেটা…আমি তাহলে নিজেই খোঁজ করব, আর ওর ঠিকানা জানা না থাকায়, ওকে হয় তো কোন বিপদেই ফেলব…'

তোসিয়া হার মানে।

কলিয়া সুমস্কয় সেই পল্লীর প্রান্তে একবারে তৃণভূমির গায়ে একটা কাঠের বাড়িতে বাস করত। ওর বাবা এক সময়ে কয়লাবোঝাই শকট হাঁকাতেন, ওরা তখন আধা-গ্রাম্য জীবন যাপন করত।

সুমস্কয় ওদের সব কথা শুনে, ওদের নীরবে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে আসে; একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে চিলে ঘরে উঠে যায় সবাই। উপরে উঠতেই এক ঝাঁক পায়রা ভীষণ পাখা ঝাপটে উড়ে যায়, কোনওটা মাথায় কাঁধে এসে বসে, হাতের উপরে এসে নামতে চায়; অবশেষে কলিয়া একটা হাত বাড়িয়ে দিতেই দুধের মত শাদা ঝলমল একটা পায়রা সেখানে নেমে স্থির হয়ে বসল, যেন ছাঁচে তৈরি।

হেরাক্লেসের মত গড়ন একটি তরুণ চিলে ঘরে বসে ছিল, ওদের ওখানে আসতে দেখে হঠাৎ যেন বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি এখানে ওখানে ছড়ানো খড় কুড়িয়ে নিয়ে ওর পাশেই কী একটা জিনিস ঢেকে ফেলল, কিন্তু সুমস্কয় তাকে ইশারা করে জানিয়ে দেয় ঠিক আছে সব। হেরাক্লেস হেসে খড়গুলো আবার সরিয়ে দেয়, ভালিয়া দেখে একটা বেতার যন্ত্র রয়েছে।

সুমস্কয় গম্ভীরভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়, 'ভলোদ্যা ঝ্দানভ…ভালিয়া 'অনামী'—বোধ হয়! তোসিয়া ভলোদ্যা ও আমি—আমাদের সংগঠনের নেতৃস্থানীয় এই তিনজনই।' ওর চারদিকে বকম্ বকম্ করতে করতে পায়রাগুলি জড়ো হচ্ছে।

ওরা যখন আলোচনা করছে সুমস্কয় ভালিয়ার সঙ্গে শহরে যাবে কিনা, ভালিয়ার মনে হয় হেরাক্লেস-এর চোখ পড়েছে ওর উপর। ভালিয়া

অস্বস্তি বোধ করে। এই তরুণের সৌষ্ঠবময় দেহ যেন ব্রোন্‌জে কুঁদে-তোলা একটি মূর্তি, স্বাস্থ্যে অপ্রগল্‌ভ সৌন্দর্যে দীপ্ত। হঠাৎ কেন জানি ভালিয়ার খালি পায়ে সেরিয়োঝাকে মনে পড়ে যায়, ওর হৃদয়ে একটি কোমল পুলকিত বেদনা বেজে ওঠে, ভালিয়া আনমনা হয়ে পড়ে।

চারজনাই চিলে ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সুমস্বয় দুধের মত শাদা পায়রাটাকে ধরে জোরে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়, ওটা পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আকাশে দৃষ্টি-সীমার বাইরে উড়ে চলে যায়, আর সবগুলি পায়রাও দেখাদেখি ওর মাথা কাঁধ ছেড়ে বাড়িগুলির ছাদের উপর দিয়ে উড়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। তোসিয়া হাত মেলে দিয়ে জোড়ে হেসে ওঠে, ওর হাসি উজ্জ্বল এক টুকরো রোদের মত মদির।

তৃণভূমির উপর দিয়ে সকালেই ভালিয়া ও কলিয়া সুমস্বয় চলেছে শহরের পথে। আগের দিনের রাতের কুয়াশা কেটে গিয়েছিল, উষ্ণ সূর্যালোকে এরই মধ্যে মাটি শুকিয়ে উঠেছে। পরিষ্কার হাওয়ায় দীর্ঘ সূক্ষ্ম মাকড়সার জালগুলি উড়ে উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আকাশে জার্মান সৈন্যবাহী বিমানের শব্দ হয়, সব স্তালিনগ্রাদের দিকে ছুটে চলেছে। আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

ওরা যখন আধাআধি পথ এসেছে, ভালিয়া ও সুমস্বয় পাহাড়ের ধারে উষ্ণ রোদে বসে একটু জিরিয়ে নেয়। সুমস্বয় একটা সিগারেট ধরায়।

হঠাৎ তৃণভূমিতে অনেক দূর থেকে গানের সাড়া ভেসে আসে। সেই সুর এত পরিচিত যে ভালিয়া ও সুমস্বয়এর মনে অনুরণন জাগিয়ে তোলে…'ঘুমিয়ে আছে রাতের পাহাড়মালা'…ডনেৎস্‌ তৃণভূমির অধিবাসীদের কাছে অতি প্রিয় এই গান, কিন্তু এখানে এই ভোর-বেলায় কে এ গান গাইছে?…কনুইএ ভর দিয়ে উঠে, ওরা অপেক্ষা করে। ক্রমে সেই গান নিকটবর্তী হয়ে আসে। একটি পুরুষ ও একটি

মেয়েলি স্বর, ভারি তরুণ, প্রাণপণ চীৎকারে যেন পৃথিবীকে লড়াইএ আহ্বান করছে।

ভালিয়া ছুটে গিয়ে টিলার মাথায় চড়ে উঁকি মারে, পরক্ষণে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে জোরে হেসে ওঠে। ওমা, এ যে হাত ধরাধরি করে ভলোদ্যা অসমুখিন ও বোন লুদমিলা (লুসিয়া) আসছে: ভালিয়া পাহাড়ের ঢালু বেয়ে চঞ্চল হরিণীর মত ওদের দিকে ছুটতে থাকে, ও যেন আবার বালিকা হয়ে উঠেছে। সুমস্কয় বিশেষ অবাক হয় না, ধীরে ভালিয়ার পিছু পিছু অগ্রসর হয়।

'কোথায় যাচ্ছ সব?'

'গ্রামে দাদুর কাছে, কিছু গম চেয়ে আনতে।...সঙ্গে কে?'

ক্রাসনডন বসতির কলিয়া সুমস্কয়, আমাদেরই ছেলে।'

ভলোদ্যা বলে, 'ভালিয়া, এবার আমার বোন লুসিয়াকে সভ্য করে নিতে হবে। ওর সঙ্গে এই মাত্র আসতে আসতে বোঝাপড়া হয়ে গেল।'

লুসিয়া অভিমান ভরে বলে, 'দেখ্ দিকি ভাই তুই-ই বল, এতদিন আমাকে কিছু বলবে না, সব লুকিয়ে লুকিয়ে...আমি বুঝি আর কিছু জানি নি? আমি সব বুঝতাম, সেদিন তো ছাপার হরফগুলিই দেখে ফেললাম, দাদা ধুয়ে পরিষ্কার করছিল...কি দুর্গন্ধ...ভালিয়া, ভাই, আজ জানিস কী কাণ্ড হয়েছে?' লুসিয়া চকিত দৃষ্টিক্ষেপে একবার সুমস্কয়এর দিকে তাকিয়ে নেয়।

ভলোদ্যা লুসিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'দাঁড়া, আমি বলছি। আমাদের কারখানার লোকেরা নিজ চোখে দেখে এসে বলেছে। পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ দেখে—কালো লম্বা গলাবন্ধ কোট গায়ে, ও যেখানে পাহারা দিচ্ছিল, সেখানে ফটকের খিলানের সঙ্গে বাঁধা ফাঁস আটকে ঝুলছে—ফমিন। তুমি জানো ওকে, সেই বেজন্মা পুলিশটা! ওর

বুকে একটা লেখা পিন দিয়ে আটকানো…'দেশদ্রোহীদের প্রতি এই শাস্তি!' এই কাণ্ড…বুঝতে পারছ?' ভলোস্তা স্বর নামিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'একটা কাজের মত কাজ হয়েছে! দিনের আলোয় দুঘণ্টা ধরে লাশটা ঝুলছিল। একটা পুলিশও কাছাকাছি কোথাও ছিল না, আশ্চর্য্য একেবারে ওর নিজের পাহারা দেবার জায়গায়! দলে দলে লোক যেয়ে দেখে এসেছে, শহরে সবার মুখে আজ এই কথা।'

ভলোস্তা বা ভালিয়া এর কিছু জানত না। কর্মপরিষদ ওদের না জানিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভলোস্তার দৃঢ় বিশ্বাস গুপ্ত বল-শেভিক সংগঠনেরই এটা কাজ। কিন্তু ভালিয়ার মুখ হঠাৎ অত্যন্ত বিবর্ণ হয়ে যায়।

'তুমি ঠিক জানো, আমাদের কারও কিছু ঘটেনি তো?', ভালিয়া জিজ্ঞাসা করে, ওর ঠোঁট থরথর করে কেঁপে ওঠে, ও সামলাতে পারে না।

ভলোস্তা বলে, 'অদ্ভুত! ঘৃণাক্ষরেও কেউ কিছু টের পায় নি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে বেচারি মা—ভেবেই সারা…তার ছেলেরই এই কীর্তি, ওই কুত্তার বাচ্চাটাকে নাকি আমিই ফাঁসিতে লটকেছি আর আমারও নাকি ওই অবস্থাই হবে। আমি লুদমিলাকে চিমটি কেটে দি, ওরে মায়ের মেজাজ বিগড়েছে, চ' দাদুর কাছে যাবার নাম করে সটকে পড়ি…'

ভালিয়া হঠাৎ সুমঙ্গয়কে বলে ওঠে, 'কলিয়া, চল চল যাই।'

বাকি পথটা ভালিয়া যেন ওকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। সুমঙ্গয় ভালিয়ার এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারে না।

ওদের বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ভালিয়া তরতর করে উঠে আসছে। সুমঙ্গয় একটু সংকোচের সঙ্গে ওর পেছন পেছন এসে খাবার ঘরে ঢোকে।

আঁটসাঁট কালো পোশাকে আবৃত দেহ মারিয়া আন্দ্রেইএভনা,

সামনে কাচমাচু লুসি, হালকা চুলগুলি ঘাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, গম্ভীর হয়ে বসেছিল। ভালিয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মারিয়া তাড়াতাড়ি উঠে মেয়েকে কী বলতে যান, কিন্তু পারেন না ; ভালিয়ার কাছে ছুটে গিয়ে, একবার মেয়ে একবার সুমঙ্গয়এর দিকে সন্দেহাতুর চোখে তাকিয়ে, মেয়েকে প্রাণপণে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এই মুহুর্তে ভালিয়া বুঝতে পারে ভলোস্থার মায়ের মত তার মা-ও একটা কাতর উদ্বেগে কাল কাটাচ্ছেন, তারও বিশ্বাস এ ব্যাপারে নিশ্চয় ভালিয়া জড়িত আছে, তাই না ও কয়েকদিনের জন্য দূরে চলে গিয়েছিল।

সুমঙ্গয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি বোধ করছে, ভালিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতন তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। কী বলবে মাকে ?

ছোট্ট লুসি ছুটে এসে ভালিয়ার হাতে এক টুকরো কাগজ দেয়। ভালিয়া খুলে দেখে, কিন্তু পড়বার আগে হাতের লেখা দেখেই চিনতে পারে। ওর রাস্তার ধূলোমাখা রোদে-পোড়া মুখে একটা সুখ-স্মিত হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। এক পলক সুমঙ্গয়এর দিকে তাকায় ভালিয়া, ওর সারা মুখ, গলা, কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে। ভালিয়া মায়ের হাত ধরে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে যায়।

'মামণি !' ও বলে। 'মাগো ! কী সব যা তা ভেবে দুঃখ পাচ্ছ। কিন্তু তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, বুঝতে পারো না, আমাদের উদ্দেশ্য কী— আমার ও আমার বন্ধুদের, তুমি কি বুঝবে না এ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনে, বলো মা !' ভালিয়া মায়ের মুখের উপর দুটি চোখ নিবদ্ধ রেখে বলে, ওর মুখ একটা সুখানুভূতিতে প্রস্ফুটিত গোলাপের মত হয়ে উঠেছে।

মারিয়ার নিটোল মুখে একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়ে, মনে হয় একটা আবেগে ভরে উঠেছেন।

'ঈশ্বর তোদের মঙ্গল করুন, বাছা!' মারিয়া আন্দ্রেইএভনা বলেন। 'ঈশ্বর তোদের মঙ্গল করুন,' আবার একথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলেন।

• • •

বাবা মা যখন বুঝতে পারেন না সন্তান কোন ভাবনা ও অনুভূতির রাজ্যে বিচরণ করছে; এবং দেখতে পান, সে এক গুপ্ত রহস্যময় কর্মে জড়িয়ে পড়ছে, অথচ জানেন না সে কী, কাজেই নিষেধও করতে পারেন না—অবস্থাটা তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

সকালে খাবার সময়ই ভানিয়া বুঝতে পারে, আজ একটা কিছু হবে। বাবা আলেকসান্দের ফিয়োদোরোভিচ্ ছেলের দিকে একটিবারও তাকান না, ওঁর মুখ নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বোন নিনা কুয়ো থেকে জল তুলে ফিরে এসে যখন ফমিনের ফাঁস লটকানোর সব খবর বলল, ঝড় উঠল।

ওর বাবার মুখের অদ্ভুত রূপান্তর হল, গালের শিরাগুলি ফুলে উঠল, বিষাক্ত স্বরে, ছেলের দিকে একটুও না তাকিয়ে, বলে ওঠেন:

'সে খবরের জন্য দূরে যেতে হবে কেন? এখানেই বিশেষ খবর পাওয়া যেতে পারে…' এই 'বিশেষ' 'ঘনিষ্ঠ' এই সব শব্দগুলি ফিয়োদোরোভিচ্ এক একটা উপলক্ষে বলতেন। 'কী হে, বলো কিছু আমাদের, শুনি! তুমি তো খুব ঘনিষ্ঠ ও মহলে।'

'ঘনিষ্ঠ মানে? পুলিশ মহলে? কী বলতে চাও?' ভানিয়া বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

'তিউলেনিন কী করছিল এখানে কাল? সাঁঝবাতির পরে?'

'সাঁঝবাতি আইন কে মানছে! নিনা যেন কখনও বাইরে যায় না সাঁঝবাতির পরে! ও এমনি দেখা করতে এসেছিল, আর এ-ই তো প্রথম নয়…'

'চোপ রও, মিথ্যেবাদী কোথাকার!' টেবিলের উপর প্রচণ্ড ঘুশি মেরে ওর বাবা ফেটে পড়েন। 'তুই জানিস্ তার মানে জেল! ওকে কেন আসতে দিস্?'

ভানিয়া উঠে দাঁড়িয়ে, ওর বাবার রাগকে ভ্রূক্ষেপ না করে, শান্তস্বরে বলে, 'তোমার জিজ্ঞাস্য ঠিক এ-ই নয়। তুমি জানতে চাও, আমি গুপ্ত সংগঠনের সভ্য কি না, এই তো? আমি তা নই। ফমিনের কথা? আমি এই মাত্র নিনার মুখেই প্রথম শুনলাম। আমি বলি, ঠিক হয়েছে, কুকুর! শহরের সবাই একথা বলছে, নিনার কাছে শুনলে তো? এ তো তোমারও মত। কিন্তু আমি তোমাকে লুকোবো না, আমি ওদের যথেষ্ট সাহায্য করছি…যুবসংঘের সভ্য হিসাবে এ আমাদের কর্তব্য-ও। এতদিন তোমাকে বা মাকে কিছু বলিনি, তোমরা অযথা ভাববে বলে…'

'শুনলে, নাস্তাসিয়া ইভানোভ্না?' ওর বাবা স্ত্রীর দিকে ক্ষ্যাপার মত তাকিয়ে বলেন। 'এই তোমার পুত্র, বুকের রক্ত দিয়ে পেলে বড় করেছ! আমরা সারা জীবন দুঃখ কষ্ট সহ্য করে গেলাম, ভরসা ছিলি তুই! আলেকসান্দ্রার লেখাপড়া হল না, নিনারও না, আজ তুই এই ফাঁস গলায় জড়াচ্ছিস। তোর মধ্যে লজ্জা বলে কিছু নেই! তোর মায়ের দিকে চেয়ে দেখ একবার, তোর জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে, আর তুই তাকিয়েও দেখিস নে!'

'আমায় কী করতে বলো তোমরা?'

'খেটে রোজগার কর! নিনা তো করছে।'

'কাদের জন্য খাটব? জার্মানদের জন্য? তোমার এক ছেলে দাদা তো লালফৌজের সঙ্গে রয়েছে, তুমি কি চাও ওদের শত্রুর জন্য খেটে দিয়ে ওদের মৃত্যুর দিনকে আমি কাছে এনে দিই? আমাদের লোকেরা ফিরে আসুক, দেখো আমি সবার আগে কাজে যাবো…'

ওরা পিতাপুত্র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে।

'খাওয়া জুটবে কোথা থেকে?' ওর বাবা চীৎকার করে ওঠেন। 'তুমি কি চাও তোমাকে কেউ পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিক? সবাই যার যার স্বার্থ নিয়ে ভাবছে, সবারই আবল্যি আছে। কে তোর মত মাথা খারাপ করে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে!'

'ও কথা ঠিক নয়!…তুমি যখন খেটে সোভিয়েতের সম্পত্তি দূরে নিরাপদ এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলে, কোন স্বার্থ সাধন করেছিলে?…'

'আমার কথা হচ্ছে না…'

'কেন নয়? তুমি কেন তোমাকে অন্য সবার চেয়ে বড় মনে করবে? তোমার অসুখ শরীরে যখন তোমাকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল, তুমি কেন দিন রাত্রি খেটে জিনিষপত্র তদারক করে মালপত্র বোঝাই করে গাড়িতে তুলেছিলে? স্বার্থই সব নয়!…আর এরকম তো আরও লোক রয়েছে যারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চায়! তুমি একলাই নও…' ভানিয়ার কণ্ঠস্বরে একটা আশ্চর্য আবেগ ঝংকৃত হয়ে ওঠে।

আজ রবিবার। নিনা কাজে যায়নি। ভুরু কুঁচকে শয্যার প্রান্তে ও বসেছিল, এই তর্কাতর্কির মধ্যে একটিবার ও চোখ তুলে তাকায়নি…কে জানে ও কী ভাবছিল।…কিন্তু মা নাস্তাসিয়া ইভানোভনা—ক্ষেতে ও ঘরের কাজে খেটে খেটে অসময়েই বার্ধক্য এসে পড়েছিল তার। দুর্বল, দয়ার্দ্র হৃদয় এই মহিলা পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ভয়ে কাঁপছিলেন পাছে আলেকসান্দের ভানিয়াকে শাপান্ত করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। আলেকসান্দের যখন কথা বলছিলেন, নাস্তাসিয়া মাথা নেড়ে নীরবে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন; আবার ভানিয়া যখন কথা বলছিল, স্বামীর মুখের দিকে একটা সকরুণ হাসি মেলে তাকিয়ে তিনি যেন বলতে চাইছিলেন, ক্ষমা করো একে, এ অর্বাচীন, তোমারই ছেলে যে।

ভানিয়া স্পষ্ট মুখের উপর জানিয়ে দেয়, ও যা সত্য মনে করেছে তাই করবে…

ভানিয়ার বাবা সহসা ভেঙে পড়েন। 'নাস্তাসিয়া ইভানোভনা, শুনলে তো, এই ছেলেকে আমরা পেলে তুলেছি…এবার আমাদের দরকার ফুরিয়েছে। সব শেষ!…' দুটি হাত ছুঁড়ে, পাশ ফিরে ঘর ছেড়ে চলে যান।

নাস্তাসিয়া পেছনে পেছনে ছুটে যান। নিনা তেমনি ঝুঁকে পড়ে শয্যার প্রান্তে নীরবে বসে থাকে।

ভানিয়া ঘরে লক্ষ্যহীন ভাবে পায়চারি করতে থাকে। ওর মন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। লালফৌজে দাদার উদ্দেশে একটা কবিতা লিখে মনকে সান্ত্বনা দিতে চায় (ও এমনি কবিতা লিখতে বসত মন ব্যাকুল হয়ে উঠলে):

'আমার বন্ধু, গুরু,

সোনার টুকরো দাদা…'

বা—'সাশা আমার দাদা…'

নাঃ, শব্দ জোগাচ্ছে না। তা ছাড়া লাভও নেই, পাঠানো তো আর যাবে না দাদাকে।

সহসা বিদ্যুৎচমকের মত ভানিয়ার খেয়াল হয়, নিঝ্‌নে-আলেক-সান্দ্রোভ্‌কায় ক্লাভার কাছে যেতে হবে একবার…

এলেনা কশেভায়ার মনও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার ছেলের মন থেকে তিনি তো কখনও দূরে থাকেন নি। আজ যেন ছেলে তার কাছ থেকে কী লুকোতে চায়। আজ ওর দিদিমাও বেশি আপন ওর, ভাই কলিয়াও এই ষড়যন্ত্রে রয়েছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

একটা অমোঘ ভাগ্য যেন অলেগএর দিকে ডানা মেলে আসে। এলেনা কি বাধা দেবেন না, বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, ছেলেকে ছিনিয়ে আনবেন না এই পথ থেকে?

এলেনা বুঝতে পারেন না, ছেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন, কি ছেলেকে ফিরিয়ে আনবেন। একটা উদ্বেগ, একটা ভয় দিনের পর দিন

যেন ওঁকে কুরে কুরে খায়, ওঁর শক্তি ও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে, মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়, কপোলে ললাটে গভীর রেখা পড়ে।

কিন্তু কাণ্ডকের স্ত্রী তিনি। আজ ছেলেকে বীর্যের পথ থেকে, ন্যায়ের পথ থেকে, সংগ্রামের পথ থেকে কী করে টেনে আনবেন? কিন্তু এলেনার অপরিসীম স্নেহ তো বিপদের ক্ষণে সন্তানের রক্ষাকবচ হয়ে থাকতে পারে। তরুণবাহিনীর নামে যেদিন ইস্‌তেহার বেরুতে থাকে, সেদিন থেকেই এলেনা নিশ্চিত জানতেন অলেগ এতে সক্রিয়ভাবেই আছে। কিন্তু অলেগ তো খুলে কিছু বলে না নিজে থেকে এসে। অলেগের কাজের জন্য মা লজ্জা বোধ করেন না, একটা উত্তেজনা ও গর্বে তার অন্তর ভরে থাকে, কিন্তু নীরবে একটা যন্ত্রণায়ও বিক্ষত হয়ে ওঠেন।

একদিন, যেন কথায় কথায়, জিজ্ঞাসা করে বসেন :

'তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে আজকাল?'

'অলেগ একটু লজ্জিত ভাবে বলে :

'ন্‌-নিনা ইভান্তসোভা…'

সকালে যেদিন শুনলেন ফমিন ফাঁসে লটকেছে, এলেনার মনে হল তিনি চেঁচিয়ে উঠবেন। আত্মসংবরণ করে শয্যায় আশ্রয় নিলেন, রহস্যময়ী ভেরা যেন ভেঙে পড়বেন না কিছুতেই, স্নেহাকুল মায়ের মত একটা ভিজে তোয়ালে এলেনার মাথায় জড়িয়ে দেন।

অলেগ এ কোন পথে গিয়ে পড়েছে! এ ছাড়া কি কোনও উপায় ছিল না?

এদিকে সদা পরিচ্ছন্ন-বেশ অলেগ চালাঘরের খাটিয়ার উপর বসে, সামনে একটা কাঠের আসনে উপবিষ্ট কলিয়া সুমস্কয়কে নিয়ে দাবা খেলতে বসেছে। মাঝে মাঝে ওদের মধ্যে যে একটা দুটি কথা বিনিময় হচ্ছিল সহসা সাধারণ লোকের কানে গেলে মনে করাও আশ্চর্য হত না যে এরা দাগী বদমায়েশ। যথা—

সুমস্কয় : 'স্টেশনে একটা শস্যসংগ্রহ-কেন্দ্র আছে…গম ভাঙিয়ে কারখানা থেকে যখন প্রথম এনে রাখা হল, কলিয়া মিরোনভ ও প্লাগুতা তাতে পোকা ছড়িয়ে দিল…'

চুপচাপ।

কশেভয় : 'চাষীরা কি ফসল ঘরে তুলেছে?'

সুমস্কয় : 'ওদের বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ এখনও মরাইএ-ই তোলা রয়েছে। মাড়ানোর উপায় কী? তাই সব পড়ে আছে।'

আবার চুপচাপ।

কশেভয় : 'সরকারি খামারে তোমাদের নিজেদের লোক রয়েছে, বেশ ভালো কথা। আমরা সদরদপ্তরে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। গ্রামে গ্রামে সংগঠনের শাখা খোলবার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে?'

'সামান্য।'

'আরও জোগাড় করতে হবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কোথায়?'

'তৃণভূমিতে খুঁজে পেতে দেখবে। আর ওদের কাছ থেকে কিছু কেড়েও নিতে পারো—ওরা অসতর্ক…'

সুমস্কয় : 'সবুর করো—কিস্তি।'

কশেভয় : 'উঁহুঁ। তোমাকে হঠে যেতে হবে, মন্ত্রী আছে আমার।'

সুমস্কয় : 'আমি ঘোড়া চালাই নি।'

কশেভয় : 'নৌকো দিয়ে খেতে তো!'

'আমার অবস্থা এখন দেখছি ক্রান্সের মত,' সুমস্কয় হেসে ওঠে।

চুপচাপ।

সুমস্কয় : 'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে কোরো না, এই ফাঁসে লটকানোর ব্যাপারে তোমাদের কোনও হাত আছে কি?'

কশেভয় : 'কে বলতে পারে ?'

'চমৎ-কার !' সুমস্কয় পরম খুশি হয়ে বলে ওঠে। 'এরকম আরও কিছু হওয়া চাই—দরকার হলে, অতর্কিতে আক্রমণ করেও। আর পুঁটি মাছের চেয়ে রুই কাৎলা হলেই ভালো।'

'ঠিক বলেছ। ওরা যথেষ্ট সুরক্ষিত হয়ে চলে না।'

সুমস্কয় দাবা ছেড়ে দিয়ে বলে, 'আর খেলে লাভ নেই, আমার ঘুঁটির অবস্থা কাহিল, আর তাছাড়া এবার বাড়ি রওনা হতে হবে।'

অলেগ দাবার ছক সরিয়ে রাখে। দরজার কাছে গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে ফিরে আসে।

'শপথ নিয়ে যাও...'

ওরা মুখোমুখি, হাত সোজা করে দাঁড়ায়, মুখে একটা পবিত্র গম্ভীর ভাব।

সুমস্কয় জামার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে নেয় হাতে, একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়ে মুখে।

মৃদুস্বরে বলে যায় : 'আমি, নিকোলাই সুমস্কয়, তরুণবাহিনীর সভ্য হয়ে, আমার সহকর্মীদের কাছে, আমার দুর্গত দেশের কাছে, আমার দেশবাসীর কাছে, এই পবিত্র শপথ নিচ্ছি...'

° ° °

সুমস্কয়এর হাত নিজের হাতে চেপে ধরে অলেগ তাকে সহকর্মিত্বের অভিনন্দন জানায় : 'আমার অভিনন্দন নাও, ভাই...এখন থেকে, তোমার জীবন আর তোমার নয়—পার্টির, সারা দেশের।'

এবার সমস্যা হচ্ছে, কোনও ক্রমে ঘরে গিয়ে, পোশাক ছেড়ে, টুক্ করে বিছানায় শুয়ে পড়া। মা হয় তো এতক্ষণে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন, বা ঘুমোবার ভাণ করে আছেন। মায়ের জিজ্ঞাসু, যন্ত্রণাকাতর চোখগুলির দিকে অলেগ তাকাতে পারে না।

পা টিপে টিপে, রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে, আস্তে আস্তে শোবার ঘরের দরজা খুলে, ঘরে ঢোকে। টেবিলে একটা বাতি জ্বলছে, তারই আলোয় দেখা যায়—মা তখনও কাপড় ছাড়েন নি ; বিছানার উপরে ছোট তামাটে দুটি হাত হাঁটুর মধ্যে গুঁজে, আলোর দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। মারিনা, দিদিমা, নিকোলাই, শিশুটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এরকম তো কখনও হয় না, মা এত রাতে জেগে বসে আছেন !

পা টিপে টিপে খাটের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, অলেগ মায়ের কোলে মুখ লুকোয়। মায়ের দুহাতের তেলোর মধ্যে মুখ ঘসে যেন তার উষ্ণতা গ্রহণ করে, দূর থেকে ভেসে আসা মালতীফুলের গন্ধের মতন একটা গন্ধ···

'মা আমার !' অলেগ দুটি উজ্জ্বল চোখ মায়ের দিকে তুলে, অস্ফুট-স্বরে বলে। 'তুমি তো সবই বুঝতে পারছ, সবই তো জানছ, মা !'

মা ওর দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি বলেন, 'আমি বুঝেছি, বাছা !'

অলেগ মায়ের চোখগুলি খুঁজে ফেরে, কিন্তু মা সেগুলি লুকিয়ে নিয়েছেন ওঁর রেশমের মত চুলের মধ্যে, ক্ষীণস্বরে বলেন···

'বীর হবি···শক্তিমান হবি···সর্বদা···সর্বত্র···সোনা আমার··· জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত···'

অলেগ মৃদুকণ্ঠে বলে, 'হয়েছে···হয়েছে···এবার···এবার শোবে চলো···তোমার চুলগুলি আমি খুলে দিই ?'

ছেলেবেলায় যেমন কতদিন করেছে, অলেগ মায়ের খোঁপার মধ্যে আঙুল চালিয়ে খুঁজে খুঁজে একটা একটা করে গোঁজা কাঁটাগুলি বের করে নেয়। মা ছেলের হাতের কাছে মাথাটা নুইয়ে আগিয়ে দিয়ে মুখখানা তেমনি লুকিয়ে বসে থাকেন, শেষ কাঁটাটাও খোলা হয়ে যায়,

গাছ থেকে পাকা আপেলের খশে পড়ার মতন ভারি শব্দ করে চুলের ঘন গোছাগুলি কবরীর বন্ধনমুক্ত হয়ে এলেনার সারা গা খানি ঢেকে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

০ ০ ০

জার্মান-অধিকৃত আবাদ-অঞ্চল দিয়ে যেতে যেতে কোনও আগন্তুক নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যেত দেখে: কোথাও কতকগুলি গ্রামের ভস্ম-শেষের মধ্যে ক্বচিৎ একটা বিড়াল বসে ঝিমুচ্ছে; আবার, কতকগুলি গ্রামে হয় তো জার্মানদের পা-ও পড়েনি। অবশ্য, সৈন্য-চলাচলের পথে পড়ে, আর লুঠের সুবিধে হবে, এরকম কতকগুলি গাঁয়ে ওরা পাকাপাকি ডেরা বেঁধেছিল।

ক্লাভা আর তার মা যেখানে আত্মীয়দের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন, নিঝ্‌নে-আলেকসান্দ্রোভ্‌কা এমনি এক গাঁ।

জার্মানরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে পড়েছিল। ক্লাভার সম্পর্কে মামা ইভান নিকানোরোভিচ যৌথখামারের চাষী ছিল। জার্মানরা এসে হুকুম করল, যৌথ খামার-টামার চলবে না, জমি আবার ভাগে বেঁটে দেওয়া হবে; তবে হ্যাঁ, কোসাক চাষীদের প্রত্যেকের চাষের যন্ত্রপাতি ঘোড়া বলদ হলে তবেই তো একাজ সম্পন্ন হতে পারে, ততদিন জার্মানরা দশ দশটা রুশপরিবারের একজন করে রুশ মোড়ল নিযুক্ত করে দেবে, তারই অধীনে কাস্তে কোদাল নিয়ে জমি চষতে, ফসল ফলাতে লেগে যাও।

কিন্তু এই যে কাস্তে কোদাল নিয়ে দিবারাত্রি চাষীরা খাটবে, জার্মানরা তারও উপায় রাখল না। ধরে ধরে সমর্থদেহ রুশ মরদ মেয়েগুলিকে পর্যন্ত জার্মেনিতে চালান করে দিচ্ছিল। গোরু ঘোড়া শূকর মুর্গি হাঁস ডিম উদ্বৃত্ত ফসল এসব তো হরদম কেড়ে নেওয়াই হচ্ছিল। এখন চাষীরা খাবে কী, বাঁচবেই বা কী করে?

শাসন-ব্যবস্থা অপূর্ব একটা মইএর মত মাটি থেকে আকাশে উঠে গেছে : গ্রামের রুশ মোড়ল, তার উপরে পরগনার নায়েব জান্দের্স্—এদের তো তাও চোখে দেখা যেত, চাষী বউএরা দেখলেই থুতু ফেল্‌ত খোদ শয়তানের চর বলে ; তার উপরে জেলার ফৌজদার, তার উপরে সুবাদার গ্রুকের—তিনি তো মানুষের চোখে দেবতার মতন অদৃষ্টিগোচর ; তারও উপরে সুবা-চক্রের প্রভু অসূর্যম্পশ্য মেজর শ্‌তান্দের—কিন্তু এ তো দক্‌তর লুদে-র অধীনে একটা দপ্তর মাত্র ; তারও উপরে, ভরোশিলভ্‌গ্রাদের রণাধ্যক্ষ একদিকে সামরিক শাসন ব্যবস্থার প্রভু, অন্যদিকে কিয়েভে রয়েছেন ভূমি-সচিব স্বয়ং।

কৃষকরা সহজেই বুঝে নিয়েছিল, এই অপরিমিত পরগাছার পুংজ ওদের কলজের রক্ত শুষে খাবার জন্যই কায়েম হয়ে বসতে চাইছে, এটা লুঠেরাদের হুকুমত। জার্মানরা বর্বর পশুশক্তি নিয়েই রুশদেশের ঘাড়ে চেপে বসেছিল, কিন্তু একথাও সরল চাষীদের অজানা ছিল না—এই ব্যবস্থাকে অস্বীকার করাই বাঁচবার একমাত্র পথ।

তাই ইভান নিকানোরোভিচ ও গ্রামবাসীরা পাশাপাশি আর আর পাঁচটা গাঁ গুন্দরভ্‌স্কায়া, দাভিদোভ, মাকারভ-ইয়ার প্রভৃতির বাসিন্দাদের মত দখলকার জার্মানদের চোখে ধূলো দিয়ে চলাই সাব্যস্ত করল।

মাঠে কাজ করছে দেখাতে হবে কিন্তু কাজ করবে না, উৎপন্ন ফসলের নিজেদের প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকিটুকু ফেলে ছড়িয়ে দিতে হবে, গোরু হাঁস মুর্গি খাদ্য লুকিয়ে মজুত করে রাখতে হবে। আর এ কাজ রুশ চাষীদের বেশ ভালোই জানা আছে। একটা বাধা ছিল গ্রামের মোড়ল, তাই দেখতে হবে মোড়ল যেন নিজেদের লোক হয় ; আর যদি কোনও কুকুর জার্মানদের পা চেটে মোড়ল হয়ে বসে কোথাও—অবশ্য মানুষ নশ্বর জানাই আছে—একদিন গুম হয়ে যাবে, কেউ টেরও পাবে না।

আঠারো বছরের মেয়ে ক্লাভা কভালিয়ভার এসব কথা ভাববার নয়। ক্লাভার দুঃখ ও আগের মত ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারে না বলে, লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, সখীরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল, বাবারও কোনও সন্ধান নেই! ক্লাভা নিভৃত প্রহরগুলি ভানিয়ার স্বপ্ন দেখে কাটায়—একদিন ওদের বিয়ে হবে, ঘর হবে, ছেলেপুলে হবে, এই দুঃস্বপ্নের দিনগুলি কাটবে।

পড়াশোনা করেও তো সময় কাটতে পারত, কিন্তু বই কোথায় নিঝ্‌নে-আলেকসান্দ্রোভ্‌কায়? তাই একদিন যখন শোনা গেল গাঁয়ের স্কুলে নূতন মাষ্টারনী এসেছেন, ক্লাভা ছুটে দেখতে গেল। এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলে, ক্লাভার বই পড়ার সুবিধা হবে।

স্কুলের কাছেই বাড়িটা, আগের শিক্ষয়িত্রী-ও এখানেই থাকতেন। দরজায় কড়া নেড়ে ঘরে ঢুকতেই ক্লাভা দেখতে পায়, নবাগতা সব ঝাড়পোছ করছেন। জানালার কাছটা ঝাড়তে ঝাড়তেই আধো ফিরে আগন্তুকের দিকে মহিলাটি তাকান। উৎক্ষিপ্ত ভুরুদুটির একটিকে আরও কপালে তুলে সহসা দাঁড়িয়ে উঠে, জানালার গায়ে হেলান দিয়ে, ক্লাভার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন:

'তুমি…'

কথাটা শেষ না করেই এগিয়ে আসেন ক্লাভার দিকে। শাদাসিধে পোশাকে ছিপছিপে সুন্দরী মহিলাটি, ধূসর রঙের চোখে মনে হয় একটা যেন সোজা কঠিন দৃষ্টি, ঠোঁটের পরিচ্ছন্ন রেখা আর সারা মুখখানিতে প্রতিক্ষণই একটি প্রাণখোলা উজ্জ্বল হাসি খেলে বেড়াচ্ছে।

'বই খুঁজছ? কিন্তু জার্মানরা তো স্কুলে আস্তানা করেছিল, বইএর তাকগুলো সব ভেঙেচুরে তছনছ করেছে। তবু দেখব কী আছে।' এত পরিষ্কার আর জড়তাহীন কথা বলার ভঙ্গী, যা শুধু সব চেয়ে কৃতী রুশ স্কুলশিক্ষকদের মধ্যেই মেলে। 'তোমার বাড়ি কি এ গাঁয়ে?'

ক্লাভা অনিশ্চিত সুরে বলে, 'তাই হবে।'

'দ্বিধা করছ কেন?'

ক্লাভার সব গুলিয়ে যায়।

শিক্ষয়িত্রী সোজা ওর দিকে তাকান। 'এসো, বসা যাক।'

ক্লাভা দাঁড়িয়েই থাকে।

'আমি তোমাকে ক্রাস্নডনে দেখেছি।' ক্লাভা চোখ নিচু করে আড় চোখে শিক্ষয়িত্রীর দিকে তাকাচ্ছিল। মহিলাটি বলে যান, 'আমি ভেবেছিলাম, তোমরা চলে গেছ।' আবার সেই হাসি ঝিলিক দিয়ে যায় মুখখানিতে।

'না কোথাও যাইনি তো আমি,' ক্লাভা কোনওক্রমে বলে।

'তা হলে, কাকেও আগিয়ে দিতে গিয়েছিলে।'

ক্লাভা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি তা জানেন কী করে?'

'আমি জানি…কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না…তুমি বোধ হয় ভাবছ এ কোন জার্মান চরের পাল্লায় পড়া গেছে…'

'আমি কিছুই ভাবছি নে…'

'হ্যাঁ, ভাবছ বই কি!' শিক্ষয়িত্রী হাসলেন, মুখখানি একটু রাঙা হয়ে ওঠে: 'বলো না, কাকে আগিয়ে দিতে গিয়েছিলে?'

'আমার বাবাকে।'

'উঁহুঁ, নিশ্চয় নয়।'

'হ্যাঁ, বাবাকে।'

'বেশ, তোমার বাবা কী করেন?'

ক্লাভা আরক্ত হয়ে উঠে বলে, 'কয়লাখনিতে কাজ করতেন।'

'বসো না, কেন লজ্জা করছ,' শিক্ষয়িত্রী আদর করে ক্লাভার হাত ধরেন, ক্লাভা বসে পড়ে।

'তোমার প্রাণের বন্ধু চলে যাচ্ছিল বুঝি?'

'কে বন্ধু ?' ক্লাভার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল।

'লুকোচ্ছ কেন, আমি সব জানি...' শিক্ষয়িত্রীর চোখ থেকে কঠিন দৃষ্টিটুকু একবারে উবে গিয়ে, কোমল লঘু হাসিতে চোখ দুটি যেন নাচতে থাকে।

ক্লাভার হঠাৎ বড় রাগ হয়, ও ভাবে, 'আমি আপনাকে কিছুতে বলব না।' সজোরে বলে, 'আপনি কী যা তা বলছেন, এর কিছু মানে হয় না।' ক্রোধে আরক্ত হয়ে' উঠে পড়ে।

শিক্ষয়িত্রী আর নিজেকে সামলাতে পারেন না, উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে ওঠেন, মাথাখানি একবার এদিকে একবার ওদিকে দুলে নুয়ে নুয়ে পড়ে, আমোদে ভেঙে পড়ে দুখানি ছোট ধবধবে হাত একবার মুঠো করছিলেন আর মেলে ধরছিলেন।

'কিছু মনে কোরো না, বাছা...কিন্তু তোমার সবটুকু মন যে মুখখানিতে ফুটে বেরিয়েছে,' তিনি বলেন। পরক্ষণে দ্রুত ভঙ্গীতে উঠে গিয়ে ক্লাভার দুটি কাঁধে ধরে তাকে বুকের কাছে টেনে আনেন। 'আমি তামাশা করছি, ভয় পেয়ো না। আমি একজন সাধারণ রুশ শিক্ষয়িত্রী মাত্র...একটা কিছু করে তো খেতে হবে, তা বলে জার্মানদের কাছে বিকিয়ে যেতে হবে এরকম তো কোনও কথা নেই।'

দরজায় কে জোরে কড়া নাড়ে।

ক্লাভাকে মুক্ত করে দিয়ে, শিক্ষয়িত্রী দ্রুত দ্বারের কাছে গিয়ে একটুখানি ফাঁক করে দেখেন—

'মার্ফা...' মৃদুস্বরে আহ্লাদের সঙ্গে বলে ওঠেন।

শাদা ঝলমল একটি ওড়না পরা, দীর্ঘদেহ, পুষ্টহাড় একটি মহিলা, বগলে একটা পুঁটুলি নিয়ে, ধূলোমাখা খালিপায়ে এসে ঘরে ঢুকল।

ক্লাভার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করে বলল, 'খবর সব ভালো তো? এই দেখো না পাশের বাড়িতে থেকেও, নিঃশ্বেস ফেলবার জো কি যে

তোমার সঙ্গে বসে একটুখানি কথা বলব'—শিক্ষয়িত্রীকে উদ্দেশ করেই মুচকি হেসে জোরে জোরে কথাগুলি বলে, ফকফকে শাদা মসৃণ দাঁতগুলি চোখে পড়ে।

'তোমার নামটি কী? ক্লাভা! এসো তোমাকে নিয়ে স্কুলঘরে বসিয়ে দিই, বই দেখবে। চলে যেয়ো না কিন্তু, আমি শিগগিরই আসছি।'

ফিরে এসে, একাতেরিনা পাভ্‌লোভ্‌না উত্তেজনায় ভেঙে পড়েন, 'তারপর?'

মার্ফা শির-বের-করা চওড়া রোদে-পোড়া একখানা হাতে চোখ ঢেকে বসেছিল, এখনও তরুণ বয়সের দীপ্তি ঝরে পড়ে নি—সেই ঠোঁটের কোণে যন্ত্রণার রেখা পড়েছে।

চোখ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে সে বলতে লাগল, 'সুখবর কি দুঃসংবাদ বলব জানিনে, পোগোরেলিয়ে থেকে একটা লোক এসে বলে গেল আমাকে, আমার গর্দেই কর্নিয়েংকো নাকি বেঁচে আছে। ওরা সাট জন বন্দী জার্মান সৈন্য-বাহিনীর জন্য কাঠ কাটছে ওখানে, ছাউনিতে থাকে, যেতে আসতে পাহারা, উপোষ থেকে থেকে শরীরে শোথ নেমেছে। আমি কী করব, কাতেরিনা? যাব ওখানে?'

একাতেরিনা নীরবে মার্ফার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী বলবার আছে? মার্ফা হয়তো সপ্তাহ ধরে পোগোরেলিয়েতে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে, তার বন্দী স্বামীর দেখা আর পাবে না। যদি দূর থেকে দেখতে পায়ও, তাতেই কী লাভ? ওদের যন্ত্রণা বাড়বে বই তো নয়?

'কাতেরিনা, তুমি কী করতে, আমার মতন হলে? তাই বলো!'

একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলে কাতেরিনা বলে,

'আমি যেতাম। আর জানি, যাওয়া বৃথা হলেও, তুমিও যাবে।'

'আমারও মনে হয়, যাওয়া বৃথাই হবে···আমি যাব না,' এই বলে মার্ফা আবার হাত দিয়ে চোখ ঢাকে।

'তোমার শ্বশুর কর্নেই তিখোনোভিচ্ কি জানেন একথা ?'

কর্নেই মার্ফাকে বলেছিলেন কিছু লোক হলে বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা করা যেত।

একাতেরিনা পাভ্‌লোভ্‌না ইভান ফিয়োদোরোভিচ্‌এর কথা মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। যদি খবর দেবার কিছু থাকত, মার্ফা নিজেই তো বলত।

জানালা দিয়ে সকালের শান্ত সোনালি রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ক্লাভা একটা আলমারি-ভরতি বইয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছেলেবেলায় এসব সে পড়েছিল, ক্ষণেকে সেদিনের স্মৃতি ওর মনকে ভার করে তোলে। সেদিন যেন চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

শিক্ষয়িত্রী এসে শুধোন, 'পেলে কিছু ?' ধূসর রঙের চোখগুলি ওঁর যেন কোন গভীরে হারা হয়ে গেছে; বলতে লাগলেন, 'জানো, এই জীবন যেন কতকগুলি বিদায়ের মুহূর্ত দিয়ে গাঁথা। যৌবন উচ্ছলিত হয়ে বয়ে যায়; যখন বয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, আমরা তাকিয়ে দেখি জীবন-ও অস্তম্লান হয়ে পড়েছে। আমি যদি আজ তোমার বয়স ফিরে পেতাম—কিন্তু, না, তুমি বুঝবে না…দ্যাখো, তোমার বন্ধু যখন আসবে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ো। কেমন ?'

এই সূত্রেই একদিন ভানিয়া জেম্‌খভ পাভ্‌লোভ্‌নার বাড়ি এসে উপস্থিত হল। ওর মুখে একাতেরিনা ক্রাস্নডনের খবর সব শুনলেন, সেখানকার গুপ্ত সংগঠনের সমস্ত কর্মী কী করে ধরা পড়ে গেল। শুলগার স্ত্রী ছেলেপুলে আজ অনাথ হয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা তো আজও ভাবছে, শুলগা একদিন ফিরে আসবে।…এই তো মার্ফা হাতের তেলোয় চোখ ঢেকে বসে ছিল এখানেই, ওর স্বামী এত কাছে অথচ তাকে এক পলক চোখের দেখাও দেখতে পারবে না সে। আবার কোথায় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, অজানা শুকিয়ে ঝরে পড়বে ক্ষুধায়

কঠিন পরিশ্রমে…কশাই দুশমনদের কি আমরা চূড়ান্ত শাস্তি দিতে পারব না ?

মার্ফা আর গর্দেইর কথা কাতেরিনা গল্প করেন জেমুখভের কাছে।

ভানিয়ার মনে পড়ে যায় ভিকৃতর পেত্রভ্‌কে। ওরাও তো আছে পোগোরেলিয়ে-তে। একটা এলোমেলো ভাবনা দানা বাঁধতে থাকে ওর মনে, সে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, বন্দীদের সংখ্যা কত হবে ? রক্ষীরা কি অনেক ?'

. কাতেরিনার মনেও একটা ভাবনা রূপ নিতে থাকে। তিনি বলেন, 'মনে করে দেখো তো দেখি, ক্রাস্নডনে আমাদের লোক এরকম কাদের জানা আছে তোমার, সবাইকে সংগঠিত করে তুলতে পারবে যারা ?'

কন্দ্রাতোভিচ্‌ ছিলেন। হ্যাঁ, আর মনে পড়ছে, ডাকঘরে কাজ করে একটি কম্যুনিষ্ট মেয়ে। তা ছাড়া, আহত লালফৌজের লোকেদেরও তো বাড়ি বাড়ি লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। তাদের তো নাতালিয়া আলেক্সেইএভ্‌না আজও চিকিৎসা করছেন, সেরিয়োঝার কাছে শুনেছিল। এরাও রয়েছে।

'তবে, তুমিই এ কাজের ভার নাও। এদের সঙ্গে সংযোগ করো, দলে টেনে আনো। লোকে ছেলেমানুষ বলবে ? তাতে কী এসে যায় ?' একাতেরিনা হেসে বলেন। 'তা ছাড়া, তোমাদের তো তরুণবাহিনীও রয়েছে, অন্যদের কোনও সংগঠন নেই।' আর একটা কথা, ভানিয়া ক্রাস্নডনে ফিরে গিয়ে যেন খবর দেয় ওদের বাড়িতে, গর্কী স্কুলের অধ্যক্ষ সাপ্‌লিন এ গাঁয়েই খনিমজুরদের বস্তিতে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। ভাবনার কিছু নেই।

স্থির হল, ক্লাভাই তরুণবাহিনী ও নিঝ্‌নে-আলেকসান্দ্রোভকার কর্মীদের মধ্যে যোগসূত্র হবে। আর একাতেরিনা পাভলোভনা ওকে সাহায্য করবেন।

'ক্লাভাকে কিন্তু আমার পরিচয় দিও না,' কাতেরিনা মৃদু হাসতে হাসতে বলেন। 'আমি নিজেই ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নেবো।'

এবার ভানিয়া ধরে পড়ে, 'কিন্তু আপনি আমাদের কথা কী করে জানেন, বলুন।'

'তা আমি কিছুতে বলব না, সেটা বিশ্রী হবে'—কাতেরিনার মুখে একটা বিষাদের ছায়া পড়ে।

ইভান নিকানোরোভিচের বাড়িতে অন্ধকারে ভানিয়া ও ক্লাভা বসে আছে। ভানিয়াকে ক্লাভার মা এ পরিবারের বন্ধু বলেই মানতেন, পছন্দও করতেন ছোকরাটিকে। তাই স্বচ্ছন্দে পালকের বিছানায় এলিয়ে পড়ে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিলেন। ক্লাভার যেন একটু ঈর্ষা হয়েছে, ভানিয়াকে বলে :

'এতক্ষণ ওখানে কী করছিলে?'

ভানিয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'একটা কথা গোপন রাখতে পারো তো বলি।'

'তুমি আমাকে সন্দেহ করছ?'

'শপথ করে বলো!'

'আমি শপথ করছি!'

'উনি কী বললেন, জানো? সাপলিন বেঁচে আছেন। তারপরে অনেক কথা হলো···ক্লাভা!' ক্লাভার হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে, মৃদু গম্ভীর স্বরে ভানিয়া বলে, 'আমরা জার্মানদের সঙ্গে লড়বার জন্য তরুণ-তরুণীদের নিয়ে একটা সংঘ গড়েছি—তুমি কি আসবে এতে?'

'তুমি কি ওতে আছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে আমিও নিশ্চয় থাকব!···' ক্লাভা ওর উষ্ণ হাতগুলি

ভানিয়ার কানের উপর মেলে দেয়। 'আমি যে তোমার, আমার সবটুকু, জানো না কি ?'

'ইচ্ছা হলে তুমি এখনই আমাদের দলের শপথ নিতে পারো। আমি আর অলেগ এটা লিখেছিলাম। আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, তোমাকে মুখস্থ করে নিতে হবে।'

'আমি শিখে নেবো, ওগো আমি যে তোমারই...'

'এ গ্রাম ও পাশাপাশি গ্রামগুলির তরুণতরুণীদের সংগঠিত করে তুলতে হবে তোমাকে।'

'তোমার জন্যই আমি তা-ও করব...'

'কিন্তু এ সব লঘুভাবে নিলে চলবে না। যদি কিছু ভুলচুক অসাবধানতা ঘটে যায়, মৃত্যু অনিবার্য...'

'তোমারও ?'

'হ্যাঁ, আমারও।'

'আমি তোমার সঙ্গে মরতে রাজি...'

'কিন্তু আমাদের দুজনারই বেঁচে থাকা কি বেশি ভালো নয় ?'

'নিশ্চয়, সে অনেক ভালো।'

'আমি তা হলে চললুম। অন্য ঘরে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে শোব। তা না হলে ভালো দেখাবে না।'

ক্লাভার উষ্ণ ঠোঁটগুলি ওর কানের কাছে গুনগুন করে যায় : 'কোথা যাবে ওখানে ? আমি যে তোমার... ওগো, তুমি কি জানো না... আমার সবটুকু তো তোমারই...'

০ ০ ০

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি, ভস্‌মিডোমিকি ও ২াখ নং খনি-এলাকা নিয়ে, পের্ভোমাইস্কের তরুণবাহিনী সংগঠন বেশ জমে উঠল। পের্ভোমাইস্ক স্কুলের উপরের শ্রেণীর উৎসাহী ও কর্মঠ ছেলেরা প্রায় সবাই এসে এতে

ঢুকেছিল। তা ছাড়া, অন্যান্য অঞ্চল থেকেও কিছু যুবক, কিছু পিছিয়ে-পড়ে-থাকা লালফৌজের তরুণ নায়ক এতে যোগ দিয়েছিল।

পের্ভোমাইস্ক সংগঠনের নিজেদের বেতারযন্ত্রও ছিল। ওরা সোভিয়েৎ বিজ্ঞপ্তি দপ্তর থেকে প্রচারিত ইস্তেহার স্কুলের খাতার পাতায় হাতে লিখে প্রকাশ করত। সে কি অদ্ভুত উত্তেজনা, আর আশংকা! বরিস গ্লোভান, সেই বেসারাবিয়া থেকে পালিয়ে আসা জিপসি ছেলেটি—পুশ্‌কিনের 'বেদে' 'কবিতার নায়ক 'আলেকো' বলে ওকে দলের সবাই ডাকত—ও তো ভাঙা যন্ত্রপাতির টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে নিজেই নূতন বেতার-যন্ত্র তৈরি করতে লেগে যায়।

একদিন তো ওকে বমাল পুলিশে ধরেছে। গ্লোভান চোস্ত রুমেনিয়ান ভাষায় ওদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেয়, ওর তো জানা ছিল কি না। ও বলে, আরে, আমি তো সিগারেট ধরাবার বাতি তৈরি করি এ দিয়ে, তোমরা আমার রুজি কেড়ে নিচ্ছ? দাঁড়াও, আমি বলে দিচ্ছি রুমেনিয়ান অফিসারদের। তখন তো সৈন্যদলের সঙ্গে রুমেনিয়ান অফিসার প্রায়ই থাকত কিনা। কী আর করবে, ওকে ছেড়ে দিতেই হল।

লিলিয়া ইভানিখিনা পাশের গাঁ স্লখোদল-এর স্কুলে মাস্টারি নিয়েছিল। ওর মারফতই কাছাকাছি গ্রামগুলির সঙ্গে সংযোগ রাখত পের্ভোমাইস্ক্ সংগঠন। এরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছিল: ডনেৎস্-এর তীর ধরে এরা দল বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্রগুলি ঘুরে আসত, কখনও জার্মান ও রুমেনিয়ান সৈনিকরা যখন ছাউনি ফেলত ওদের অস্ত্রশস্ত্রও কিছু কিছু সরিয়ে ফেলত। পের্ভোমাইস্কের দলের সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে, হাতিয়ার যা বেঁচেছিল—সেরিয়োঝা তিউলেনিনের হাতে পৌছে দেওয়া হয়েছিল। ও-ই এগুলো গুপ্ত জায়গায় রেখে দিত। দলের মাত্র কয়েকজনই এগুলোর খোঁজ জানত।

অলেগ কশেভয় ও ভানিয়া জেমুখভ যেমন তরুণবাহিনীর নেতা ছিল, ক্রাস্নডন পল্লীকেন্দ্রে তেমনি ছিল সুমস্কয় ও তোসিয়া ইয়েলি-সেইএংকো, পের্ভোমাইস্ক সংগঠনের প্রাণ তেমনি ছিল উলিয়া গ্রমোভা ও আনাতোলি পপভ।

আনাতোলিকে কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে পের্ভোমাইস্কের নায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। আর উলিয়া নিয়েছিল নানা ইস্তেহার ও আবেদন-পত্র লিখে দেবার ভার। যে মেয়েটি একদিন একই সঙ্গে নেচেছিল, গেয়েছিল, ইস্কুলে সবার সঙ্গে পড়েছিল, তৃণভূমির বুকে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছিল—সেই ছিপছিপে, কালো ঘন চুলের বেণী-দোলানো মেয়েটি দেখতে দেখতে দলের সবার চোখেই অসামান্য মর্যাদার অধিকারী হয়ে দাঁড়াল। ওর উজ্জ্বল তারার মত চোখগুলি যেন একটা রহস্যময় শক্তিতে আয়ত হয়ে উঠল, বালচাপল্য মৌন ও সংযত গাম্ভীর্যে মন্থর হয়ে এল।

তরুণ বয়সের বৈশিষ্ট্য এই, সত্যমিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর ও কুৎসিতকে সে অভিজ্ঞতা ও গবেষণার নিরিখে যাচাই করে নেয় না, একটি কথা একটি দৃষ্টিপাত একটি আচরণের মধ্য দিয়েই ধরে নেয়। উলিয়ার প্রশান্ত গাম্ভীর্যের আড়ালে যে সংবেদনশীল ভাবসমৃদ্ধ মন লুকিয়ে রয়েছিল, তা এমনি ক্ষণিক দৃষ্টিপাতে, কথায়, ভঙ্গীতে, মুহূর্তে প্রকাশ হয়ে পড়ত। দলের কাজে, বৈঠকে, পরামর্শে, বন্ধুবান্ধবীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উলিয়ার প্রভাব স্বীকার করে নিত।

পের্ভোমাইস্কের মেয়েরা সাধারণত ইভানিখিন বোনেদের বাড়িতেই একটা ঘরে মিলত। ওদের বাবা মা বড় একটা লক্ষ্য করতেন না মেয়েরা কী করছে না করছে। একদিন ওরা এখানে এসে জড়ো হল আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থাটা শেষ করে রাখবার জন্য।

এ সেই লিউবার জোগাড় করে রাখা জিনিষপত্র—ওদের বাড়িতে জার্মানদের কাছ থেকে সে পাচার করেছিল। উলিয়া শুনেই বলেছিল,

'আমাদের ছেলেদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ওরা আমাদের মত নয়, ওদের লড়াই করতে হবে তো।'

উলিয়া অনেক দূরে তাকিয়ে দেখছিল, যখন সে বলেছিল :

'সময় আসবে যখন আমাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে যেতে হবে, সেদিন অনেক ব্যাণ্ডেজেরই দরকার পড়বে।'

ওরা বসে বসে এ কাজগুলো এগিয়ে রাখছিল। শুরা ডুব্রভিনা আগে অতটা ঘেঁসত না, কিন্তু মায়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও এসে ঝুঁকেছিল।

সাশা বন্দারেভার মাথায় একটা না একটা কিছু খেলছেই। ও বলে উঠল, 'জানিস ভাই, আমাদের কী রকম লাগছে? ঠাকু'মার আড্ডায় দেখতাম রাজ্যির বুড়ী পেনশন-পাওয়া খনিমজুরনীরা এসে জড়ো হত, বসে বসে সেলাই করত, বুনত, তাশ খেলত, না হয় ঠাকু'মার সঙ্গে বসে আলুর খোশা ছাড়াত। ঘন্টার পর ঘন্টা চলেছে তো চলেছেই। হঠাৎ একজন মুখ ফুটে, হাই তুলে, গা মোচড় দিয়ে বলত—'এক আধ ফোঁটা হলে মন্দ হত না, কী বলো গো!' নাকের নিচে সবারই এক ঝিলিক হাসি, 'তা মন্দ নয় গো'—কেউ আবার বলত। এবার ঘাগড়া ওড়না হাতড়ে দু এক আধলা বার করে একসঙ্গে চাঁদা তুলে দিত। আর, একটি ছোটখাটো বোতল হাজির হত টেবিলে। এক আধ চুমুক খেত আর কি, তা বেশ চাঙা হয়ে উঠত দেখতাম।' সাশা চিবুকের নিচে হাত রেখে বসে দেখাচ্ছে, 'এমনি করে সব বসত, আর গান জুড়ে দিত…'.

মেয়েরা সব হেসে উঠল। তা, 'বুড়ি ঠাকু'মাদের মতন ওদেরও একটা ব্যবস্থা করলে মন্দ হত না—'কী বলিস, ভাই!…'

এই সময়ে সদর দপ্তরের বার্তা নিয়ে নিনা ইভান্তসোভা এসে হাজির। সদর দপ্তরের নাম শুনলেই মেয়েদের মনে হত, কোথায় গুপ্ত কক্ষে বয়স্ক নেতারা সব বসে আছেন, ওঁরা সর্বদা সশস্ত্র, দেয়ালে নানা মানচিত্র ঝোলানো, বেতার মারফত মস্কোর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ

রাখছেন। নিনা আজকাল আর মেয়েদের সঙ্গে বসবার সময় পায় না। ও এসে উলিয়াকে ডেকে বাইরে নিয়ে যায়। কয়েক মিনিট পরেই উলিয়া ফিরে আসে, ওকে তখনই কোথায় যেতে হবে। মায়া পেগ্‌লিভানোভাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলে যায়, বাড়ি বাড়ি ব্যাণ্ডেজের পুঁটুলিগুলি যেন পৌঁছে দেয়, সাত আটটা পুঁটুলি উলিয়ার হাতে দেবার জন্যও বলে যায়, শীঘ্র দরকার হতে পারে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই উলিয়া ঘাগড়া গুটিয়ে ওদের বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে পপভদের বাগানে গিয়ে পড়ে। একটি চেরিগাছের নিচে ঘন ঘাসের মধ্যে—সামনে জেলার একটা মানচিত্র ছড়ানো—আনাতোলি পপভ ও ভিকতর পেত্রভ আড়াআড়ি শুয়ে আছে। মনে হল ওরা উলিয়ার প্রতীক্ষা করে ছিল। চুলের বেণীগুলি হাত দিয়ে হঠাৎ পিঠের দিকে ঠেলে দিয়ে, ঘাগড়াটা পায়ের চারদিকে আঁটসাট করে জড়িয়ে নিয়ে, হাঁটু গুঁজে, সে ওদের পাশে বসে পড়ে; মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখে।

পের্ভোমাইস্ক সংগঠনের একটা পরীক্ষার দিন এসেছিল। ওদের উপর সদর দপ্তর থেকে আদেশ হয়েছিল, পোগোরেলিয়ের কাঠ-কাটায় নিযুক্ত যুদ্ধবন্দীদের ছিনিয়ে আনতে হবে। আনাতোলির দুঃসাহসের অন্ত নেই, ওর সংগঠনশক্তি, নিখুঁত কর্মপদ্ধতি, দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধের উপর অসীম্‌ আস্থা ছিল সবারই। আনাতোলির বৈশিষ্ট্য এই, ও ওর সহকর্মীদের মধ্যেও এই গুণগুলি সঞ্চারিত করে দিত।

মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করে, আনাতোলি জিজ্ঞাসা করে, 'রক্ষীরা কোন জায়গাটায় থাকে?'

'রাস্তার ডান ধারের বাড়ীগুলিতে। বাঁ দিকে একটা জঙ্গলের ধারে বন্দীদের শিবির, চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। ওখানে একটা মাত্র সান্ত্রী টহল দিচ্ছে। ওই একটাকে সাবাড় করতে পারলেই অবশ্য

আমাদের কাজ হাসিল হয়, বন্দীদের মুক্ত করে আনতে পারি। গ্লোভানকে সঙ্গে নিলেই ও তালা খুলে দেবে ওর যন্ত্রপাতি দিয়ে।···কিন্তু তাহলেও বড় আপশোশ থেকে যাবে, বাকিগুলোকেও একসঙ্গে সাবাড় করলেই বেশ হত···,' ভিকতরের কথার স্বরে একটা কুটিল হিংস্রতা।

ভিক্‌তর তার বাবার মৃত্যুর পর থেকে অনেক বদলে গিয়েছিল। শুয়েশুয়ে একগাছি শুকনো ঘাস চিবোতে চিবোতে আনাতোলির দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকে।

ভিকতরের মনোভাব আনাতোলি ও উলিয়া উভয়েই বুঝতে পারে। কিন্তু উলিয়া বলে ঃ

'আমাদের সংক্ষেপেই কাজ সারা উচিত। সবগুলোকে আক্রমণ করবার মত শক্তি আমরা সংগ্রহ করিনি তো এখনও।' আনাতোলিও তাতেই মত দেয়।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা পোগোরেলিয়ের কাছে ডনেৎসের দক্ষিণ তীরে ঘন ঝোপের আড়ালে ওরা পাঁচজন একে একে জড়ো হতে থাকে— আনাতোলি, ভিকতর, ওদের স্কুলের বন্ধু ভলোদ্যা রাগোজিন, ঝেনিয়া শেপেলেভ্‌, ও বরিস্‌ গ্লোভান। ওদের প্রত্যেকের কাছে রিভলবার ছিল। ভিকতরের কোমরে একটা ছোরাও ঝোলানো থাকত।

আকাশে চাঁদ ছিল না, দক্ষিণ প্রদেশের শরৎ কালের তারাভরা রাত। নদীর দক্ষিণতীর ছিল খাড়া, বাম তীর জলের সঙ্গে সমান্‌ হয়ে দূর অন্ধকারে মিশে গেছে। এক একটা জায়গায় বাধা পেয়ে জল ছলাৎ ছলাৎ করে উঠছে, মনে হচ্ছে বাছুর যেন গোরুর বাট থেকে দুধ চুষে চুষে খাচ্ছে। ওরা ওখানে বসে বসে মাঝরাত্রির জন্য অপেক্ষা করে, তখনই রক্ষী বদল হবার সময় কিনা।

সামনে এক দুঃসাহসী অভিযান। অপরূপ আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ওরা ক্ষণকালের জন্য ভুলে যায় ক্রূর বাস্তবকে।

'ভিকতর, এ জায়গাটা তোর মনে পড়ে?' আনাতোলি শুধোয়।

ওরা এদিকটায় সাঁতার কেটে নদী পারাপার করত। ভিকতর ওপার থেকে সাঁতরে আসছিল একদিন, কিন্তু এপারে স্রোতে ভেসে গিয়ে আনাতোলি হাবুডুবু খচ্ছে। ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছিল ঝেনিয়া মশ্‌কভ ও ভলোদ্যা রাগোজিন। হঠাৎ দেখতে পেয়ে মশ্‌কভ তখনই জলে ঝাঁপিয়ে না পড়লে, আনাতোলিকে বাঁচানো দুষ্কর হত।

কিন্তু কোথায় আজ ওদের বন্ধু মশ্‌কভ? ওর কোনও ঠিকানা নেই। ও লালফৌজে নূতন নূতন লেফটেনান্ট হয়ে গিয়েছিল। 'আর এরাই তো মাছির মত মরছে…'রাগোজিন বলে।

বরিস গ্লোভানও চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। শান্ত ডনেৎস্‌ নয়, ও খর-স্রোতা দ্‌নীয়েস্তর-তীরের লোক। ওর দেশে আকাশে মাথা উঁচু করে কালো পপলারশ্রেণী দাঁড়িয়ে থাকে, কেবল ধুধু মাঠই নয়।…

শেপেলেভ বলে, 'সত্যি, সুন্দর তোদের দেশ। কেন এমন হয়না, যার যেথানে খুশি চলে যেতে পারবে, বাস করতে পারবে। হোক না সে ব্রেজিলে…এই যুদ্ধটা সব নষ্ট করে দিল। আমি অবশ্য…এই ডনবাস আমার দেশ, সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে পবিত্র।…'

'কিন্তু যদি নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে চাও, তবে যেয়ো আমার দেশ তিরাস্‌পোল-এ,' বোরিস শান্ত হাসিতে মুখ ভরে বলে। 'অবশ্য গোরু কেনবার সওদাগরি নিয়ে নয়। বেশ তো, এসো রেডক্রসের কাজ নিয়ে। চমৎকার হবে, তাই না?' বোরিস খুশি হয়ে ওঠে।

আনাতোলি রহস্য করে বলে ওঠে, 'কি হে, এ যে গুলজার করে বসেছ, দেখছি। চুপ করো।' ওরা নদীতটের ঝাউবনের স্তব্ধতায় শুয়ে থেকে শোনে—ছলছল ছলাৎ করে বয়ে চলেছে নদী।

'এ-ই সময়…' আনাতোলি বলে।

মুহূর্তে প্রকৃতির সেই সহজ শান্ত পরিবেশ ও সুখোজ্জ্বল জীবনের স্বপ্নাবেশ ভেঙে যায়। সবাই কান খাড়া করে ওঠে।

ধার ঘেঁসে ঝোপের আড়ালে আড়ালে ব্যারাকের পাশের জঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করে ওরা গুড়ি মেরে চলতে থাকে, সামনে অন্ধকারে ভিকতর পথ দেখিয়ে চলে।

জঙ্গলের প্রান্তসীমায় গিয়ে, ওরা দূর থেকে রাইফেল-কাঁধে টহল দিচ্ছে সান্ত্রীকে দেখতে পায়। আর আধ ঘন্টা পরেই পাহারা বদলাবে।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ব্যারাকটা। চারদিক খোলা। বাঁ দিকে সান্ত্রী টহল দিচ্ছে, আরও বাঁয়ে রাস্তা, তারও পরে গ্রামের বাড়িগুলি দেখা যায়।

দূরে দুজন সৈনিকের কুচ করে আসার শব্দ হল। সান্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করেই আসছে। রক্ষীরা সামরিক কায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়। রাইফেলের খটাখট্, গোড়ালি ঠোকার শব্দ, একটা হুকুম হেঁকে ওঠে, পরক্ষণে আবার দুজনার সামরিক কায়দায় পা ফেলে চলে যাওয়ার শব্দ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে নিঃশব্দ রাত্রির কোলে।

এবার সময় হল। আনাতোলি ঝেনিয়া শেপেলেভ-এর দিকে ফিরে তাকায়। কিন্তু ততক্ষণে সে বুকে হেঁটে জঙ্গলের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, গ্রাম-সীমান্তে রক্ষীদের তাঁবুর দিকে নজর রাখবার ভার তার উপর।

ভিকতরের হাত ধরে একটু চাপ দেয় আনাতোলি, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'আমিও আসি তোমার সঙ্গে? কী বল?'

বন্ধুত্বের ক্ষণিক দুর্বলতা। পরক্ষণে ভিক্তর মাথা নেড়ে নিষেধ করে, বুকে হেঁটে একলাই এগিয়ে যায়।

আনাতোলি, বরিস গ্লোভান ও রাগোজিন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ভিকতর ও টহলরত সান্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রতিক্ষণে মনে হতে থাকে, বুঝি এখনই ভোর হয়ে যাবে।

ভিকতর আস্তে আস্তে গুড়ি মেরে কাঁটাতার পর্যন্ত এগোয়। একবার ওর বাবার কথা মনে পড়ে, প্রতিহিংসা ধ্বক ধ্বক করে ওঠে বুকে। দ্রুত নিঃশ্বাস বইতে থাকে, কিন্তু ও ভয় পায় না। অন্ধকারে ওর তীব্র চোখগুলি জ্বলছে। কাঁটাতারগুলি পর্য্যন্ত ও স্পষ্ট দেখতে পায়। সান্ত্রী টহল দিয়ে এই কোণ পর্য্যন্ত আসে, অন্য কোণে গুড়ি মেরে পড়ে থাকে ভিকতর। ও আশংকায় কেঁপে ওঠে, ওকে দেখে ফেলবে না তো সান্ত্রীটা! কোমর থেকে প্রকাণ্ড ছোরাটা বের করে দাঁতে আঁকড়ে ধরে, চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে।

সান্ত্রী টহল দিতে দিতে এক একবার দু হাত ঘসতে থাকে, ওর ঘুম পাচ্ছিল। একবার কাঁটাতারের বেড়ার ওই বিশেষ কোণটিতে এসে ব্যারাকের দিকে পেছন ফিরে, ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে: কাঁধে রাইফেলটা তেমনি আছে, দু হাত পকেটে ঢুকিয়ে ও ঝিমুচ্ছে। মাত্র দু গজ দূরে।

হঠাৎ ভিকতরের মনে হল আর বুঝি সময় নেই, এবার ভোর হয়ে যাবে। মুহূর্তে ও লাফিয়ে উঠে, সান্ত্রীর সামনে ছোরা তুলে দাঁড়ায়। সান্ত্রী এক বর্ষীয়ান জার্মান, চোখ খুলতেই ও ভয়ে চকিত হয়ে উঠে আর্তনাদ করে শুধু বলে উঠতে পারল—

'এ-থ্!'

হাত দুটি পকেট থেকে আর টেনে নেবার সময় পায় নি। ভিকতর চিবুকের বাঁ দিকে গলায় ছোরাটা আমূল বসিয়ে দেয়। গপ্‌গপ্ করে রক্ত বেরুতে থাকে, ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে, লোকটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ভিকতর লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আরও কয়েক ঘা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু তার আর কোনও দরকার হয় নি। ছোরাটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ভিকতর ওয়াক্ ওয়াক্ করে ভয়ংকর

বমি করতে আরম্ভ করে। আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে ও বমির শব্দটা চাপতে চেষ্টা করে।

রাগোজিন এসে ওর হাত ধরে টেনে নেয়:

'চলো, রাস্তার দিকে সরে পড়া যাক!...'

ভিকতর রিভলবারটা বের করে হাতে নিয়ে, রাগোজিনের সঙ্গে রাস্তায় গিয়ে আবার গুড়ি মেরে পড়ে থাকে।

বরিস গ্নোভান তার যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল। ও দ্রুত কাঁটাতারের জালের মধ্যে একটা রাস্তা করে ঢুকে ব্যারাকের দরজার কাছে গিয়ে তালাটা ভেঙে ফেলে খিল খুলে দেয়। দরজা খুলতেই ভেতর থেকে একটা দুর্গন্ধ ভ্যাপসা হাওয়া এসে নাকে লাগে। বন্দীরা ঘুমিয়ে ছিল। আনাতোলি ঢুকে পড়ে, ওদের ডেকে জাগিয়ে তোলে:

'তভারিশ্ (বন্ধুরা)...' উত্তেজনায় আবেগে আনাতোলির স্বর বন্ধ হয়ে যায়।

বন্দীদের মধ্যে একটা চাপা কলরব পড়ে যায়। কিন্তু ওরা মুহূর্তে সতর্ক হয়ে চুপ করে যায়।

আনাতোলি আবার বলে, 'জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নদীর দিকে চলে যান ভাই সব, নদীর তীর ধরে চলতে থাকুন। গর্দেই কর্ণিয়েংকো বলে কেউ আছেন এখানে?'

'হ্যাঁ, এই তো সে এখানেই!' ভিড়ের মধ্যে একজন সাড়া দেয়।

'বাড়ীতে আপনার স্ত্রী অপেক্ষা করে আছেন, চলে যান।' আনাতোলি ব্যারাক থেকে বেরিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

বন্দীরা একে একে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে বাইরে চলে যায়। হঠাৎ কে একজন দু হাতে আনাতোলির কাঁধ জড়িয়ে ধরে, আনন্দ-স্খলিত স্বরে কানে কানে বলে, 'আনাতোলি, ভাই আনাতোলি?...'

আনাতোলি যেন লাফিয়ে ওঠে, লোকটার অতি কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখে :

'ঝেনিয়া মশ্‌কভ···' আনাতোলি যেন একটুও অবাক হয় না।

'আমি তোর গলার স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম।' মশ্‌কভ বলে।

'দাঁড়াও···চলো, একসঙ্গেই যাচ্ছি।···' মশ্‌কভ বিশ্বাস করতে পারেনা, ও কি সত্যই মুক্ত? ও অভিভূত হয়ে পড়ে।

আনাতোলি, ভিকতর, মশকভ—অন্যান্যদের কাছ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মশকভের পায়ে জুতো নেই, চোখ বসে গেছে, চুলে জট বেঁধেছে, ছেঁড়া জামাকাপড় থেকে একটা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। ওদের বিস্ময় ক্যাটে না, এইমাত্র না ওরা মশকভএর কথা বলাবলি করছিল। আর কখনও দেখা হবে কে ভেবেছিল? একটা পাহাড়ি সুঁড়িপথের গহ্বরে বসে ওরা যেন গল্প করে করেই বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেবে।

ওদের জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। স্কুলে যখন পড়ত, কত সোনার স্বপ্ন ওরা দেখেছিল, একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেন হাতছানি দিয়ে ওদের ডেকেছিল। ওরা কি ভেবেছিল এই জীবনই ওদের জন্য অপেক্ষা করে আছে? তবু, উপায় তো নেই···ভিকতর সংগ্রামের আহ্বানকে অস্বীকার করে না।

হঠাৎ দূরে ডনেৎসের তীরে আকাশ অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। অনেকটা জায়গা জুড়ে সেই আলো একটা আরক্ত চাঁদোয়ার মত ছড়িয়ে পড়ে। তার উজ্জ্বল রশ্মি যেন ওদের গিরিপথটার মধ্যেও এসে পড়ছিল।

ভিকতর শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'ওটা কোনদিকে হবে?' এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দ থেকে আনাতোলি বলে, 'গুন্দরভ্‌স্কি গ্রাম।' গলার

স্বর নামিয়ে. বলে, 'ও কাণ্ডক···মরাইগুলি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রতি রাতেই ও এসব করছে আজকাল···'

° ° °

পরপর কতকগুলি কাজই তরুণবাহিনী করল। কিন্তু জার্মানরা কিছু আঁচ করতে পারে নি। জার্মান-অধিকৃত গোটা রুশ অঞ্চলে জনগণ দুর্বার ক্রোধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছিল, দুএকটা ছোটখাটো আক্রমণ ও দুএকটা সৈনিককে গুম করে ফেলায় ওদের টনক না নড়বারই কথা।

রুশজার্মান রণক্ষেত্রে যুদ্ধ তখন স্তব্ধভাব ধরেছে। উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে সর্বত্র এই স্তব্ধতা—সবাই যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে স্তালিন-গ্রাদের কামান ট্যাঙ্ক ও বোমারুর ঘর্ঘর শব্দ।

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসটাও চলে গেল। ক্রাস্নডনের উপর দিয়ে রুশ যুদ্ধ বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবার দৃশ্য বন্ধ হয়ে গেল। আজকাল দেখা যেত দলের পর দল জার্মান ও রুমেনিয়ান সৈন্যরা লটবহর, কামান, ট্যাঙ্ক নিয়ে ছুটেছে সব স্তালিনগ্রাদ ও মজ্‌দক রণাঙ্গনে। কিন্তু ওরা আর ফিরে আসছিল না। যাবার পথে ক্রাস্নডন শহরে দু একদিন এক আধ রাত কাটিয়ে যেত। এমনি চলল।

কয়েকদিন ধরে কশেভয়দের বাড়িতে হাসপাতালেরও একটা জার্মান অফিসার ও আর্দালিসঙ্গে একটা রুমেনিয়ান অফিসার আস্তানা করেছিল। আর্দালিটা ভারি মজার লোক ছিল, রুশ ভাষা জানত। আর হাতের কাছে যা পেত এক টুকরো রশুন থেকে একখানা পেন্সিলকাটা ছুরি পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে মেরে দিত।

রুমেনিয়ান অফিসারটা কলিয়া মামার ঘর দখল করেছিল। সারাদিন ও সাদা পোশাকে শহরময় আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াত।

কলিয়া আর্দালিটার সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছিল। সে একদিন জিজ্ঞেস করে বসল, 'কী ব্যাপার হে?' আর্দালিটা সার্কাসের ভাঁড়ের মত গালে বাতাস ভরতি করে ফুলিয়ে, দুহাতে গালে আঘাত করে বাতাসটা ফস করে হঠাৎ বের করে দিয়ে গাল বাজিয়ে, মজার সুরে বলে:

'গুপ্তচর!'

ঠিক এই কথাবার্তার পরেই কিন্তু কলিয়ার তামাক খাবার নলটা আর দেখতে পাওয়া গেল না।

এলেনা নিকলাইএভ্‌নার ঘর দখল করেছিল জার্মান অফিসারটা। ওর বুকে ক্রান্স ও খারকভের যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাবার চিহ্ন স্বরূপ পদক ছিল। যে ক'দিন ও ছিল, মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকত। আর বকত: গোড়ায় বলশেভিকদের দফা নিকেশ করে, তারপরে নাকি একে একে ইংরেজ ও আমেরিকানদের খতম করবে। রুমেনিয়ান অফিসারটাকে ওতো নজরেই আনত না। কিন্তু যাবার আগে আগে ওর পৃথিবী জয়ের উৎসাহ যেন থিতিয়ে আসে।

'স্তালিনগ্রাদ!…হা…' ও তর্জনী তুলে আপশোস করে বলে। 'বলশেভিকরা জয়ী হচ্ছে…' ওর নেশায় লাল চোখে জল এসে পড়েছে।

চলে যাবার আগে ওর নেশা একটু কেটেছিল। কী আর করবে? উঠোনে যতগুলো মুর্গি চরে বেড়াচ্ছিল গুলি করে মেরে ফেলল। সঙ্গে নিয়ে যাবার উপায় নেই, পাগুলি দড়িতে বেঁধে কটকে ঝুলিয়ে রেখে গেল।

রুমেনিয়ান আর্দালিটা অলেগকে ডেকে নিয়ে দেখাল। আর একবার ভাঁড়ের মত গাল বাজিয়ে, ঝুলানো মুর্গিগুলোর দিকে তাকিয়ে, বলল।

'সভ্যতা!'

অলেগ তার পেন্সিল-কাটা ছুরিখানা অবশ্য আর দেখতে পায়নি।

হিটলারি "নয়া হুকুমত" ক্রাস্নডনে একবারে টাটকা হাইডেলবুর্গ ও বাদেন-বাদেন মার্কা সমাজ চূড়ামনিদের এনে হাজির করেছিল। শাসকদের মধ্যে উপরওয়ালা ব্রুখনের, বালদের; খনি বিশেষজ্ঞ বর্ষীয়ান শ্‌ভাইদে। খনির ব্যবস্থা লক্ষ্য করতে গিয়ে ভদ্রলোক তো দেখে অবাক, মজুর নেই, যন্ত্রপাতি নেই, যানবাহন নেই, কাঠ নেই, কাজেই খনি-ই নেই। ভদ্রলোক সিদ্ধান্ত করলেন, কাজেই কয়লাও নেই। এবং নিজের অফুরন্ত অবসর তিনি কাটাতে লাগলেন, ঘোড়াকে রুশ ছোঁড়াগুলো দানা দিচ্ছে কি না তাই দেখে, আর মুর্গি, শূকর ও গোয়ালঘর তদারক করে।

তারও নিচের প্রভুদের জানাই আছে—শ্‌প্রিক, জান্‌ৎর্ম; তারও নিচে পুলিশ নায়ক সলিকভস্কি, পুরাধ্যক্ষ স্তেৎসেংকো। হৃষ্টপুষ্ট নাদুস নুদুস পুরাধ্যক্ষের কাজ হচ্ছে, সকাল থেকেই নেশায় বুঁদ হয়ে প্রতিদিন ছাতা হাতে ঘড়ির কাটায় কাটায় ঘর থেকে বেরিয়ে শহরের কাদাভর্ত্তি রাস্তাগুলিতে এক পাক দিয়ে আবার কাঁটায় কাঁটায় ঘরে ফিরে আসা—ভাবখানা যেন একটা গুরুদায়িত্বের কাজ হল। সিঁড়ির সব চেয়ে নিচের ধাপে দারোগা ফেনবংগ্‌ ও তার সৈনিক চেলাচামুণ্ডারা। প্রকৃতপক্ষে এরাই সব কাজ চালাত।

দিনের পর দিন ক্রাস্নডন শ্রীহীন হয়ে পড়ছিল। আলো নেই, জ্বালানি কাঠ নেই, অক্টোবরের জলে কাদায় ভরতি খনি এলাকা, কোনও বাড়ির জানালাগুলি খুলে নিয়েছে, কারও বাড়ি শূন্য পড়ে আছে, জার্মানরা বেড়া ভেঙে নিয়েছে, জিনিষপত্র যা পেয়েছে চুরি করে নিয়েছে। লোকগুলি আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে, শুকিয়ে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছে, পরস্পরকে যেন আর চিনতে পারে না। হঠাৎ দেখলে থমকে

দাঁড়াতে হবে, মনে হবে, 'এখানে কি মানুষেরা বাস করে? এরা কি মানুষের মত দেখতে?'

এমনি এক দিনে জলঝড়ের মধ্যে ভরোশিলভগ্রাদ থেকে লিউবা ওর বাড়ির সামনে এসে নামল। এক তরুণ জার্মান লেফটেনাণ্ট জমকালো গাড়িখানার দরজা খুলে দিয়ে বাইরে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়। লিউবা সুড়সুড় করে ছোট সুটকেসখানা হাতে করে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ঘরের মধ্যে চলে যায়।

মা মিরোনোভ্না আজ আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না, মেয়েকে নিয়ে শুতে যাবার সময় বলে ফেলেন :

'মন লিউবা, একটু বুঝে সুঝে চলিস্…এদিকে লোকেরা কী বলাবলি করছে জানিস্? জার্মানদের সঙ্গে তোর নাকি খুব মাখামাখি চলেছে।'

'তাই বলছে নাকি লোকে? সে তো চমৎকার, মা, আমার তো তাই চাই' লিউবা হাসতে হাসতে বলে। তারপরে কুঁকড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

পরদিন সকালেই, খবর পেয়ে, ভানিয়া জেম্নুখভ ছুটে এল লম্বালম্বা পা ফেলে এক হাঁটু কাদা ভেঙে শীতে হি-হি করতে করতে। ভস্মি-ডোমিকি পাড়া আর ওদের বাড়ির রাস্তার মাঝখানে তো একটা পোড়ো মাঠ মাত্র।

লিউবা ঘরে একলা তখন, একহাতে একখানা আয়না ধরে অন্যহাতে মাথায় চুলপাট করা চলেছে, আর ঘরময় খালি পায়ে আটপৌরে সবজে ফ্রকখানা পরনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। আর আপন মনে কী সব বকছে :

'হ্যাঁ, লিউবা-লিউবুশকা! ছোকরাগুলো এত মেতেছে কেন তোমার পেছনে? আমি তো বুঝি নে…কী ছাঁদ আহা!…মুখখানা বড়, চোখগুলো পিটপিটে…তবে, হ্যাঁ, শরীরের গড়নটা বেশ ভালোই…'

একবার মাথা এদিকে একবার ওদিকে কাৎ করে ঘুরিয়ে আয়নার মধ্যে দেখে, কোঁকড়া চুলগুলো ঝাঁকিয়ে, মেঝেতে জোরে জোরে পা ফেলে নাচতে নাচতে ও গুনগুন করে গায় :

'লিউবা তোমার বিয়ে!
ধরে দেবো টিয়ে—'

ভানিয়া যে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে ওর খেয়াল নেই। ভানিয়া একটু কাশল।

কিন্তু ও অপ্রস্তুত হবার মেয়ে নয়। পেছন ফিরে ভানিয়াকে দেখে, নীল চোখগুলি কুঁচকে হো হো করে হেসে ওঠে।

ভানিয়া ভারি গলায়, বলে, 'লেভাশভের কপালে ভোগ আছে দেখতে পাচ্ছি, তোমার জন্য ওকে সেই গোগোলের গল্পের নায়কের মত জারের রাণীর পায়ের চটি জোগাড় করে আনতে না হয়!'

লিউবা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, বলে, 'আরে, জানোনা, তোমাকে কিন্তু আমার সের্গেই-র চেয়েও পছন্দ!'

ভানিয়া ভড়কায় না, বলে, 'আরে ভাই, আমি চোখেই দেখতে পাইনে, সব মেয়েই তো আমার কাছে সমান। আমি ওদের গলার স্বর শুনে শুধু বুঝতে পারি। তাছাড়া, আমার পছন্দ অর্গানের মত দানাদার গলা, আর তোমার গলা, ভাই, ঘন্টার মত রিন্‌রিনে।...বাড়ি কেউ নেই তো?'

'কেউনা...মা ইভান্তসোভদের বাড়ি গেছেন।'

'আয়নাটা রাখো তো। এবার বসো, কথা আছে...লিউবোভ গ্রিগোরিয়েভ্‌না! অক্টোবর বিপ্লবের পঁচিশ বার্ষিকী উৎসব আসছে তোমার খেয়াল আছে কি?

'নিশ্চয়!' আসলে লিউবা কিন্তু ভুলেই গিয়েছিল।

ভানিয়া ঝুঁকে পড়ে লিউবার কানে কানে কী বলে।

'চমৎকার! আচ্ছা মনে করেছ তো! খাশা প্রস্তাব!' লিউবা তো স্ফূর্তিতে ভানিয়ার ঠিক ঠোঁটের উপর একটা মিষ্টি চুমো খেয়ে ফেলল, শশব্যস্ত ভানিয়া হাঁসফাঁস করে চশমা হারায় আর কি।

০ ০ ০

'আচ্ছা মা তোমরা কখনও কাপড় চোপড় রঙাও নি।'

লিউবার মা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল মেয়ের দিকে।

'ধরো, তোমার একটা শাদা ব্লাউজ রয়েছে…এখন নীল রঙ করাবে?'

'কেন করব না, অনেক করেছি।'

'লাল রঙও করাতে পারতে বুঝি?'

'কেন, যে কোনও রঙ, যেমন খুশি তোমার…'

'মা'মনি, আমাকে লাল রঙ করানোটা শিখিয়ে দাও না, আমার ভারি দরকার।'

০ ০ ০

অসমুখিনদের বাড়ির কাছেই মাসি লিৎভিনোভা থাকে ছেলেপুলেদের নিয়ে। ভলোদ্যা অসমুখিন মাসির বাড়ি গিয়ে পেড়ে বসে, 'মারুস্যা মাসি, কাপড় চোপড় কখনও রঙ করিয়েছ কি, অন্য রঙ?'

'কেন, ভলোদ্যা, বাবা, অনেক করেছি।'

'আমাকে দু তিনটে বালিশের অড় লাল রঙ করিয়ে দেবে?'

'কিন্তু বাবা, রঙ যে উঠে যায় কখনও কখনও। গালে কানে রঙ লেগে যাবে।'

'না, মাসিমা, আমি রাতে মাথায় দিয়ে ঘুমোবো না। দিনের বেলায় দেখতে সুন্দর দেখাবে তাই…'

০ ০

ঝোরা আরুতিউনিয়ান্তস্ বাবাকে সোজাই জিজ্ঞাসা করে: 'বাবা,

তুমি তো কাঠে লোহায় দবি্য রঙ করতে জানো। আমাদের একটা চাদর লাল রঙ করে দাও না, ওই গুপ্ত সংগঠনের লোকেরা চাইছে।'

'আমি আলবত লাল রঙ করে দিতে পারব। কিন্তু—চাদর? মা, জানলে পরে?' বাবার কণ্ঠস্বরে একটু শংকা প্রকাশ পায়।

'বাবা, তোমাকে কিন্তু আজ স্থির করতে হবে, কে বাড়ির কর্তা—তুমি, না মা! যা হোক, তোমাকে লাল-রঙ-করা একখানা চাদর দিতেই হবে, যে করে হোক…'

° ° °

ভালিয়া বৎস্ সেরিয়োঝার সেই চিঠি পাওয়ার কথা একদিনও মুখ ফুটে বলে নি, সেরিয়োঝাও জিজ্ঞাসা করে নি। কিন্তু তারপর থেকে ওরা অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়ল, সকাল হলেই একে অন্যের পথ চেয়ে থাকত। সধারণতঃ সেরিয়োঝাই দেরেভিয়ান্নী রাস্তায় আগে গিয়ে হাজির হত। অক্টোবরের দিনগুলিতেও খালিপায়ে একমাথা কোঁকড়া চুল নিয়ে ঘুরে বেড়াত—এই কৃশতনু ছেলেটিকে মারিয়া আন্দ্রেইএভনা ও ছোট্ট লুসিও ভালোবেসে ফেলেছিল, অথচ ও তো মারিয়ার সামনে জড়োসড়ো হয়েই থাকত।

একদিন তো লুসিই বলে ফেলল, 'আচ্ছা, আপনি জুতো পরেন না কেন?'

সেরিয়োঝা হেসে বলেছিল, 'খালিপায়ে নাচতেই তো সুবিধে।'

কিন্তু তারপর থেকে বরাবর সেরিয়োঝা জুতো পায়ে দিয়েই ওদের বাড়ি যেত। আসল কথা, জুতোগুলি সারিয়ে নেবার সময়ই ও করে উঠতে পারেনি।

তরুণবাহিনীর সভ্যরা যখন কাপড়ে লাল রঙ করার ধুম লাগিয়েছে,

ভালিয়া ও সেরিয়োঝা আগেকার লেনিন ক্লাবের অভিনয়-ঘরে এক সিনেমা দেখাবার সময় এই চতুর্থবার ইস্‌তেহার ছড়াতে গেল।

বরাবরকার মত, সেরিয়োঝা দর্শকদের বসবার আসনের সামনের দিকে প্রবেশ পথে গিয়ে দাঁড়াল, ভালিয়া একবারে পেছনে চলে এল। যেই আলো নিভিয়ে দেওয়া হল, বিলম্বাগতরা তখনও অন্ধকারে হাতড়ে নিজেদের আসন খুঁজে নিচ্ছে—ইস্‌তেহারগুলি সারা ঘরময় দুদিক থেকে ওরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলো।

চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। লোকে গিজগিজ করছে, নির্ধারিত আসনের চেয়ে দর্শকদের সংখ্যাই বেশি—যে বসতে পেয়েছে বসেছে, আর সব দাঁড়িয়ে। সেই ভিড়ের মধ্যে সেরিয়োঝা ও ভালিয়া মিশে যায়। ওরা পাশাপাশি মঞ্চের অদূরে চতুর্থ সারের আসনগুলির কাছে এসে দাঁড়ায় তখন পর্দার উপরে ছবি দেখাবার আলো এসে পড়েছে মেশিন-চালকের ঘর থেকে। তাতেই দেখা গেল, মঞ্চের বাঁ দিকে পর্দার সামনে উপর থেকে প্রকাণ্ড একটা লাল নিশান বাতাসে দুলতে দুলতে ঝুলছে, মাঝখানে চক্রাকার একটু হলদে জমির উপর কালো স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা। কনুই দিয়ে ভালিয়ার কনুইএ একটু ঠেলে দিয়ে, সেরিয়োঝা ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদিকে দেখিয়ে কানে কানে বলল :

'আমি মঞ্চের উপরে যাচ্ছি। ছবি শেষ হয়ে গেলে, সবার সঙ্গে তুমিও বেরিয়ে যেয়ো, দরজায় টিকিট দেখছে মেয়েটির সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু গল্প কোরো…যদি ওরা দরজা বন্ধ করে দিতে চায়, মিনিট পাঁচেক কোনওক্রমে দেরি করিয়ে দিয়ো।'

ভালিয়া নীরবে মাথা নাড়ে।

পর্দায় তখন ছবি দেখানো আরম্ভ হয়ে গেছে: বড় বড় শাদা অক্ষরে ছবির জার্মান নামের রুশ অনুবাদ লেখা হয়ে ফুটে ওঠে পর্দায়—'প্রথম অভিজ্ঞতা।'

সেরিয়োঝা একটু লজ্জিতভাবে বলে, 'তারপরে তোমাদের বাড়ি, কেমন ?'

ভালিয়া মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মুহূর্তে সেরিয়োঝা ভালিয়ার পাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। মঞ্চের ডান দিকে ছোট একটা দরজা দিয়ে মঞ্চের পেছনে ঢোকবার পথ। সেদিকে একটা চোখ রেখে ভালিয়া ধীরে ধীরে বেরোবার দরজার দিকে সরে যেতে থাকে। ছবি শেষ হয়ে গেল, আলো জ্বলে উঠল আবার, দর্শকরা বাইরে চলে যেতে লাগল, ভালিয়া কিন্তু কোথাও সেরিয়োঝাকে দেখতে পায় না।

ভালিয়া বাইরে গিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে একটা গাছের নিচে দাঁড়ায়। পার্কটা ঠাণ্ডা, ভিজে স্যাঁতসেতে, আর অন্ধকার। গাছের পাতা এখনও ঝরে যায় নি, ঠাণ্ডা বাতাসে ওরা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। অভিনয়-ঘর থেকে শেষ দর্শকটিও বেরিয়ে গেল। ভালিয়া ছুটে টিকিট মেয়েটির কাছে গিয়ে, মাটিতে ঝুঁকে পড়ে খোলা দরজা দিয়ে আসা আলোতে যেন কী খুঁজতে থাকে।

'একটা টাকার থলে দেখেছ, চামড়ার ? এখানটায় হারিয়ে গেল।'

বর্ষীয়সী টিকিট-নেয় মহিলাটি বলে, 'আমি কোথায় দেখব গা ? সব লোক তো বেরিয়ে গেল এই মাত্তর।'

ভালিয়া চারদিকে হাতড়ে দেখতে থাকে, পায়ে পায়ে জায়গাটা কাদা হয়ে গেছে।

'এখানটাই হবে।...রুমালটা বের করেছি, এই তো একটুখানি গেছি, থলেটা পড়ে হারিয়ে গেল।'

মহিলাটিও চারদিকে খুঁজতে থাকে।

এদিকে সেরিয়োঝা, ডানদিকের দরজা দিয়ে মঞ্চে না উঠে, মঞ্চের সামনের আলোকমালা ডিঙিয়ে সোজা উপরে উঠে গেল। উঠেই, সেই

লাল নিশানটা ধরে টানতে টানতে ঝুলে পড়ল। নিশানটা পড়ে গেল, শূন্য বসবার আসনগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে, সেরিয়োঝা তাড়াতাড়ি নিশানটা কয়েক ভাঁজ করে গুটিয়ে জামার নিচে ভরে নেয়, মনে হয় রোগা লিকলিকে একটা ছেলের পেটের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা পিলে। না হয়, ভুঁড়ি।

সিনেমাঘরের দাড়োয়ান মেশিনঘর বন্ধ করে রেখে, বাইরে বেরোবার দরজার কাছে এসে, গজ গজ করে ওঠে :

'এখনও আলো জ্বলছে! আমাকেই তো কৈফিয়ৎ দিতে হবে পরে। আলো নিভিয়ে দাও, তালাবন্ধ করব।'

ভালিয়া ছুটে ওর কাছে গিয়ে জামার প্রান্ত ধরে মিনতি করে বলে, 'দারোয়ানজী, একটুখানি রাখো! দরজা বন্ধ কোরো না, আলো না হলে কিছু যে দেখতে পাব না, আমার টাকার থলেটা হারিয়ে গেছে, একটুখানি অপেক্ষা করো।'

দারোয়ানজী কোমল হয়ে বলে, 'কোথায় পড়ে গেল?' নিজেই চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে।

সেই মুহূর্তে, একেবারে চোখের উপরে টেনে আনা টুপিপরা একটা ছোকরা, সরু সরু ঠ্যাং, আর পেটটা অদ্ভুত মোটা, শূন্য অভিনয়-ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যায়। 'ম্যা-আ-ও' করে একটা করুণ আর্তস্বরে ডেকে উঠে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ভালিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস টেনে বলে, 'মাগো, কি চেহারা!'

ভালিয়া আর কিছু বলতে পারে না, ওর পেট ফেটে হাসি আসছে, মুখে হাত চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রায় ছুটে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে।...

ওদের আর কাপড় লাল রঙ করে নিতে হয় না।

০

মায়ের সঙ্গে অলেগের বোঝাপড়া হয়ে যাবার পর, বাড়ির সবাই অলেগের সাহায্যে এগিয়ে আসে। বাড়ি থেকে আর সে বাধা পায় না, অনন্যমনা হয়ে কাজে লেগে যেতে পারে।

ষোলো বছরের ছেলে অলেগের জীবনে ও মনে একটা রূপান্তর হতে থাকে। দিনের পর দিন ওর তরুণহৃদয়ে একদিকে পুরোবর্তীদের মহান আদর্শ, তার উপর পিতা/কাণ্ডকের দুঃসাহসী জীবনকথা, অন্যদিকে সহকর্মীদের সঙ্গে যে বিপজ্জনক পথে সে পা বাড়িয়েছিল তার অভিজ্ঞতা এসে দোলা দিয়ে যায়। অলেগের একান্ত সহকর্মী তো নিনা ইভান্তসোভা—ঢেউ খেলানো ঘন কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে বলিষ্ঠ কাঁধে, রোদে পোড়া দুটি সুন্দর হাত, বাঁকা ভুরুর নিচে বড় বড় ধূসর চোখে দৃপ্ত আবেশগাঢ় দৃষ্টি—ওর চেয়েও বয়সে কিছু বড়, কিন্তু নিনা ভয় কাকে বলে জানে না, অলেগের ইচ্ছামাত্র নিজে থেকে ও সব কাজ নিখুঁত ভাবে করে দেয়।

ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে বসে নীরবে কাজ করে যায়, ইসতেহার লেখে, গেরিলা সদরদপ্তরে পাঠাবার জন্য বিবরণী তৈরী করে, তরুণবাহিনীর সভ্যদের জন্য সাময়িক পরিচয়পত্র গুছিয়ে রাখে, একটুও একঘেয়ে লাগে না। কিন্তু যখনই ওরা কথা বলে, ওদের মাথা উঠে যায় মেঘ-লোকে, মানুষের মহান কীর্তি ও ভাবনার শরিক ওরা, ধ্বজাবাহী। শান্তমূর্তি নিনার চোখে একটা অটুট স্বপ্ন ও রহস্যের মণ্ডন। অলেগের চিত্ত পরিণত হয়ে ওঠে।

অলেগ বুঝতে পারে, দলের ও নায়ক হয়ে উঠেছে। ওর ভুলচুকের জন্য, ওর অসতর্কতার জন্য দলের ক্ষতি হবে ; ও যদি কর্মহীন হয়, দল পেছিয়ে পড়বে। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, বন্ধুবৎসল ভারি মিশুক স্বভাব অলেগের কিন্তু একবার মনেও হ না, ও তার আপন সহকর্মীদের

উপর প্রভুত্ব করবার সুযোগ পেয়েছে। অসম্ভব কথা। বরঞ্চ, দলের এক বৈঠকে যখন তুর্কেনিচ ও জেম্নুখভ ওকে ওর অসাবধানতার জন্য তিরস্কার করেছিল, অলেগ যেন হাতেনাতে ধরা পড়েছে সেই স্কুলেপড়া ছাত্রের মত কাঁচুমাচু হয়ে পড়ল।

৬ই নভেম্বর (নূতন পঞ্জিকা অনুযায়ী), অক্টোবর দিবসের আগের দিন, কশেভয়দের ঘরে তরুণবাহিনীর কর্মপরিষদের বৈঠক বসল। সংযোগরক্ষী দূত তিনজন ভালিয়া বর্ৎস, নিনা ও উলিয়া ইভান্তশোভাও উপস্থিত থাকল। এই শুভদিনে অলেগের উদ্যোগে ও তিউলেনিনের প্রস্তাবক্রমে সেদিন রাদিক ইউর্কিনকে কম্যুনিষ্ট যুব সংঘের সভ্য করে নেওয়া হয়।

রাদিক ইউর্কিন আর সেই ছেলেমানুষটি নেই, যে ঘুমঘুম চোখে ঝোরাকে বলেছিল, 'আমার সকাল সকাল শোওয়া অভ্যেস্ কিনা!' ও আজকাল তিউলেনিনের নায়কত্বে জঙ্গী পাঁচের চক্রে রয়েছে। ঘন পক্ষ্মল শান্ত চোখগুলি তুলে সে যখন চারদিকে সভ্যদের দিকে তাকাচ্ছিল, দুই জোড়া সুন্দর ও কোমল মেয়েলি চোখ যেন ওর দিকে সর্বক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে স্নেহে হাসছিল। রাদিক কাঁচুমাচু করে চোখ নামিয়ে নেয়।

অলেগ বলে, 'রাদিককে কো-কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে?'

কেহ কথা বলে না।

ইভান তুর্কেনিচ বলে শেষপর্যন্ত, 'ওর জীবনের পরিচয় দিক।'

'ব-বলো তোমার জীবনের কথা…'

'আমার জন্ম ক্রাস্নডন শহরে ১৯২৮ সালে, আমি গর্কীস্কুলে পড়তাম…' রাদিক থেমে যায়, আর কি কথা আছে ওর জীবনের বলবার মত…ভেবে পায় না…তাড়াতাড়ি যোগ করে দেয়, "জার্মানরা আসবার পরে আর আমি স্কুলে যাই নি…'

'কোনও সামাজিক কাজে ছিলে তুমি কখনও?' ভানিয়া জেম্‌খভ জিজ্ঞাসা করে।

'না, নয় তো' বাল্‌কোচিং গভীর নিঃশ্বাস ফেলে রাদিক বলে।

এই যেন যথেষ্ট হয়েছে।

জেম্‌খভ আবার জিজ্ঞাসা করে, 'তরুণবাহিনীর লক্ষ্য ও কর্মপন্থা জানো তুমি?'

রাদিক ইউর্কিন দৃঢ়স্বরে জবাব দেয়, 'তরুণবাহিনীর উদ্দেশ্য যে পর্যন্ত একটি জার্মানও এদেশে থাকবে, ওদের সঙ্গে লড়াই করা।'

তুর্কেনিচ বলে, 'ছেলেটি রাজনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত, সন্দেহ নেই।'

লিউবা বলে ওঠে, 'নিশ্চয়, ওকে নেওয়া হোক।' ওর সারা অন্তর যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছে অপরূপ কিশোরটির প্রতি দাক্ষিণ্যে।

সবাই সাড়া দিয়ে ওঠে, 'গ্রহণ করা হোক ওকে, গ্রহণ করো!' অলেগ, সর্বাগ্রে নিজেই হাত তুলে, মুখখানি হাসিতে ভরিয়ে তুলে, বলে:

'যাদের সমর্থন আছে ওকে যুবসংঘে নেবার পক্ষে তারা হাত তুলে অভিমত জানাও।'

সবাই হাত তোলে। 'সর্বসম্মতিক্রমে,' অলেগ বলে। দাঁড়িয়ে আহ্বান করে, 'এদি-দিকে এসো...'

রাদিকের মুখ একটু পাণ্ডুর হয়ে যায়, ও টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে। তুর্কেনিচ ও উলিয়া ওদের চেয়ার সরিয়ে নিয়ে যাবার জায়গা করে দেয়, একাগ্রচোখে ওর দিকে তাকায়।

অলেগ গম্ভীরভাবে বলে, 'রাদিক! কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে তোমাকে সভ্যপদের এ সাময়িক পরিচয়পত্র দেওয়া হল। একে আপন মর্যাদার মত সর্বপ্রযত্নে রক্ষা কোরো। তোমার সভ্যপদের চাঁদা তুমি

তোমাদের পাঁচসভ্যের চক্রের হাতেই দেবে। লালফৌজ যেদিন ফিরে আসবে, তোমাকে কম্যুনিষ্ট যুবসংঘের জেলাকমিটির তরফ থেকে এর পরিবর্তে স্থায়ী পরিচয়-পত্র দেবার ব্যবস্থা হবে...'

মোটা কাগজে লেখা সেই পরিচয়পত্রখানা রাদিক হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে। ওতে বাঁদিকে রাদিকের পুরো নাম (পিতৃক নাম শুদ্ধ), জন্মদিন, সভ্য হবার তারিখ ৬ই নভেম্বর লেখা, নিচে লেখা 'ক্রাস্নডন কম্যুনিষ্ট যুব সংগঠন তরুণবাহিনীর পক্ষে, কর্মসচিব কাশুক।' ডান দিকে চাঁদা দাখিলের স্বীকৃতি লেখবার জায়গা। মলাটে উপরের দিকে লেখা রয়েছে, 'জার্মান আক্রমণকারী নিপাত যাক!' একেবারে নিচে, 'সোভিয়েট দেশের লেনিনবাদী কম্যুনিষ্ট যুবসংঘ।'

রাদিক অতি মৃদুস্বরে বলে, 'আমি আমার জামার ভাঁজের মধ্যে এ'খানা সেলাই করে রেখে দেবো, সর্বক্ষণ আমার গায়ে এ থাকবে।' কাগজখানা জামার ভেতরের পকেটে রেখে দেয়।

'এখন তুমি যেতে পারো,' অলেগ বলে।

সবাই রাদিকের হাতস্পর্শ ক'রে অভিনন্দন জানায়।

রাদিক সাদোভায়া রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বৃষ্টি আর নেই, কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। রাদিকের মুখে একটা সার্থকতা ও কঠোরতার দীপ্তি। আজ রাত্রেই ওর উপর ভার রয়েছে তিনজন ছেলেকে নিয়ে একটা কাজে বেরোবার। অক্টোবর বিপ্লবদিবস উদ্‌যাপনের জন্য ওরা প্রস্তুত হচ্ছে। রাদিক পাহাড়ের গায়ে উঠে, যেখানে কৃষিবিভাগের জার্মান নায়কের দপ্তর, ঠোঁট মুচড়ে বেঁকিয়ে চোয়ালটা সামনে প্রক্ষিপ্ত হয়ে যায়—একটা তীব্র শীষ বাজিয়ে ওঠে—জার্মানদের জানিয়ে দিচ্ছে সে বেঁচে আছে, সে আঘাত করবে।

শুধু রাদিক নয়, সেদিন রাত্রে অক্টোবর বিপ্লবদিবস উদ্‌যাপনের জন্য সবাই তৈরি হয়ে নিচ্ছে। পের্ভমাইস্কের সংগঠন ইভানিখিনদের বাড়িতে পৃথকভাবে উৎসবের অয়োজন করেছে। ওরা ছাড়া আর সবাইকে অলেগ আহ্বান জানিয়েছে।

ঘরের মধ্যে তখন কেবল অলেগ, তুর্কেনিচ, জেম্নুখভ, নিনা ও উলিয়া ছিল। হঠাৎ অলেগ চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর ওর স্বভাব ঠিক উত্তেজনার সময়ই ও বেশি করে তোতলায়:

'মে-মেয়েরা, স-সময় হয়ে গেছে।' অলেগ মামার ঘরের সামনে গিয়ে কড়া নাড়ে, 'মামী! সময় হয়ে গেল!'

মারিনা একখানা শালে মাথা জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে; পেছনে পেছনে কলিয়া। দিদিমা ভেরা ও মা এলেনাও ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

ওভারকোট গায়ে পরে, মারিনা, উলিয়া ও নিনা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়—ওরা কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখবে। এ সময়ে—যখন সব লোক তখনও জেগে আছে এবং রাস্তায় চলাচল করছে—ওরা একটা বিপজ্জনক কাজে হাত দিতে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি!

গাঢ় হয়ে এল সন্ধ্যা। দিদিমা জানালায় কালো পর্দা টেনে দিয়ে, ঘরে একটা ক্ষীণদীপ জেলে দেন। অলেগ বাইরে উঠোনের পাশে মারিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। না, কাছাকাছি কেউ নেই।

কলিয়া তার ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে মুখ বার করে চারদিক লক্ষ্য করে দেখে, পরক্ষণে একটা তার গলিয়ে বাইরে দাঁড়ানো অলেগের হাতে বাড়িয়ে দেয়, অলেগ একটা খুঁটিতে জড়িয়ে তা রাস্তার পাশে ইলেকট্রিকের খুঁটির সঙ্গে জড়ানো তারে সংলগ্ন করে দেয়।

কলিয়ার ঘরে অলেগ, তুর্কেনিচ ও জেম্নুখভ পেন্সিল কাগজ নিয়ে

টেবিলের পাশে প্রস্তুত হয়ে বসেছে। কিছু তফাতে বিছানায় সোজা হয়ে বসে আছেন দিদিমা, তারই পাশে এলেনা আগ্রহে ও কিছুটা ভীত দৃষ্টিতে সামনে ঝুঁকে পড়েছেন। সবার দৃষ্টি বেতার-যন্ত্রটার উপর।

কোনও বিশেষ একটা ষ্টেশনে, একটুও শব্দ না করে, মুহূর্তে কাঁটাটা ঘুরিয়ে দিতে কলিয়াই ঠিক পারত। হঠাৎ মনে হল যেন বহু হাততালি একসঙ্গে পড়ছে…মাঝে মাঝে একটা অনর্গল জার্মান বুকনি ভেসে এসে কানে ধাধা লাগাচ্ছে, বুঝতে বাধা দিচ্ছে। তবু ঘোষক যখন বক্তার নাম করল পরিষ্কার শুনতে পাওয়া গেল। মুখর অভিনন্দন আর থামতে চায় না, শংখধ্বনির মত ঘরখানিকে শুদ্ধ যেন ভরিয়ে তুলল। ক্রমে সেই ধ্বনি শান্ত হয়ে আসে, তার মধ্য থেকে প্রশান্ত, দৃঢ়, তেজোগর্ভ সেই কণ্ঠ উৎসারিত হয়ে ওঠে :

'বন্ধুগণ, আজ আমরা অক্টোবর বিপ্লবের পঁচিশ বছর পূর্ণ হবার দিনের উৎসব করছি। পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে, আমাদের দেশে সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা চালু হয়েছে। কাল থেকে ছাব্বিশ বছর শুরু…'

গেল ৭ই নভেম্বরে মস্কোর লালচত্বরে লালফৌজের কাছে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি…তারপর আর এই স্বর ওরা শোনে নি। কিন্তু এ তাঁরই স্বর নিশ্চিত। তবু, ওরা যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারে না। এলেনা, আরও সামনে ঝুঁকে পড়ে, চুপি চুপি শুধোন :

'তিনিই ?'

'হ্যাঁ…শ-শ-শ !' অলেগ চুপ করতে ইঙ্গিত করে, ওর পেন্সিল খশখশ করে লিখে চলেছে।

তুর্কেনিচ, ভানিয়া—ওর চশমা একবারে কাগজের গায়ে লাগছে—দ্রুত লিখে যাচ্ছে। কিন্তু লিখতে কষ্ট হচ্ছিল না। উনি ধীরে ধীরে বলছিলেন। মাঝে মাঝে একটু থামছিলেন, খাবার জন্য গেলাসে জল

ঢেলে নেবার শব্দটি পর্যন্ত কানে আসছিল। ক্রমে সেই কথা বলার ছন্দটি স্পষ্ট হয়ে এল, ওরা অবাক হয়ে দেখছিল, তিনিই এ···আর ওরা কিনা ক্রাম্নডনে বসে সেই স্বর শুনছে, লিখে নিচ্ছে। এ-ও কি সম্ভব ?

ম্লান প্রদীপের শিখায় সেই নিঃশব্দ ঘরে, বাইরে যখন শেষ শরতের ঝড় জল ও অন্ধকার রাত্রি, মানুষ যেখানে নির্যাতিত লাঞ্ছিত—সেই দেশে, ভেসে আসছে মুক্ত আত্মার স্পর্শ গোপন বেতার-যন্ত্রে, এই অনুভূতি যার না য়েছে সে কী করে বুঝবে কী ভাবাবেশ এই কয়েকটি চিত্তকে আলোড়িত করে তুলেছিল···

ওদের লাঞ্ছনা, ওদের অবমান, সেই ষোলো বছরের তরুণ থেকে গেঁয়ো মিস্ত্রির কন্যা, বুড়ি দিদিমা—ওদের নির্যাতিত আত্মা ওই অপূর্ব কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কাছে কথা কয়ে উঠছে :

'হিটলারি দস্যুরা···আমাদের দেশের অধিকৃত অঞ্চলের অসামরিক জনগণকে, নরনারী, বালবৃদ্ধ, আমাদেরই ভাইবোনকে নির্যাতিত করছে, খুন করছে,···যে দস্যুরা, যে বর্ব্বরা আত্মমর্যাদার শেষ কণা হারিয়েছে, যারা পশুর পর্য্যায়ে নেমে গেছে, তারাই নির্দোষ নিরস্ত্র জনতার উপর এই অভূতপূর্ব অত্যাচার চালাতে পারে···আমরা জানি কারা এই নির্যাতন চালাচ্ছে, 'য়ুরোপের নয়া হুকুমতের' এই কর্তাদের আমরা জানি, এই ইতর সুবাদার, ফৌজদার, নায়েব, আর সমর নায়কদের। ওদের নাম লাখো লাখো অত্যাচারিত জনতা জানে। এই কশাইরা মনে রাখে যেন ওদের অপরাধের দায়িত্ব ওরা এড়াতে পারবেনা, নির্যাতিত জাতিগুলির প্রতিশোধের হাত থেকে ওরা নিস্তার পাবে না···'

এই তো ওদের প্রতিশোধ কামনা বাঙময় হয়ে উঠেছে, মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে কারুণিক তাঁরই মুখে···

মস্কোর আর পৃথিবীর সেই স্পন্দিত রাত্রিটুকু ক্রামডন-পল্লীর ক্ষুদ্র কুটিরেও এসে প্রবেশ করে। ওরাও সেই প্রবুদ্ধ পৃথিবীর এই বোধটুকু একটা উজ্জ্বল সুখের মত জেগে থাকে।

বক্তৃতার শেষে প্রত্যেকটি রণধ্বনিকে অভিনন্দিত করে উঠেছিল শ্রোতারা।

'আমাদের গেরিলাযোদ্ধ, নরনারীদের জয় হোক !'

'শুনলে তো ?···তিনি ওকথা বললেন !' কলিয়া বেতার বন্ধ করে দেয়। মুহূর্তে সেই আধো-অন্ধকার ঘরে গভীর নিঃশব্দতা নেমে আসে। বাইরে বন্ধ জানালায় শীতার্ত রাতের ঝোড়ো হাওয়া কাতরাতে থাকে। অনেক শত মাইল দূরে, অনেক নিষ্পেষিত অশ্রুর আড়ালে, সেই দূরাগতস্বর-চাপা পড়ে যায়···

° ° °

রাত্রি এত অন্ধকার ছিল, মুখ কাছে নিলেও দেখতে পারা যেত না। একটা ঠাণ্ডা ভিজে ঝোড়ো হাওয়া রাস্তায়, ঘরের ছাদে, চিমনিতে, টেলিগ্রাফের তারে, খুঁটিতে, আছাড় খেয়ে গুঙ্গিয়ে মরছে। শহরের আনাচ-কানাচ যাদের নখদর্পণে তারাই শুধু পথ চিনে এই দুর্যোগে ঘরে ফিরতে পারত।

রাত্রে পুলিশ সাধারণতঃ ভরোশিলভগ্রাদ যাবার রাস্তার মোড় থেকে গর্কী ক্লাব পর্যন্ত এই জায়গাটা টহল দিত। আজ এই কাদায় ও শিরশিরে ঠাণ্ডায় ওদেরও দেখা নেই।

প্রহরীদের চৌকি দেবার গুমটি ঠিক একটা দুর্গ চূড়ার মত, পাথরে তৈরি, তার মাঝে মাঝে ফুটো করা রয়েছে। নিচের দিকে দপ্তর আর খনি এলাকার প্রবেশ পথ। চূড়ার দক্ষিণে ও বামে উঁচু ইঁটের প্রাচীর।

চওড়া-কাঁধ সের্গেই লেভাশভ ও অগ্নিশিখার মত লঘুদেহ শক্ত

হাত পা লিউবার উপযুক্ত কাজই ওরা নিয়েছিল। সের্গেই একটা হাঁটু পেতে একটা হাত বাড়িয়ে দেয় লিউবাকে। লিউবা অন্ধকারেও সেই হাত ঠিক ঠাওর করে ধরতে পারে, ও হেসে ওঠে। জুতো পরা ওর পা ওই বাঁকানো হাঁটুর উপর রেখে, লিউবা পরমুহূর্তে সের্গেই-র কাঁধে চড়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে পাথরের দেয়ালের উপরে হাত বাড়িয়ে দেয়, সের্গেই ওর গোড়ালি শক্ত করে ধরে রাখে, যাতে পড়ে না যায়। লিউবা দেয়ালে পেট চেপে রেখে, দুহাত অপরদিকে ঝুলিয়ে জোরে ঝুঁকে পড়ে, লিউবার এত জোর ছিল না সের্গেইকে হাতে টেনে তুলে নেয় দেয়ালের উপরে। সের্গেই লিউবার কোমর আঁকড়ে ধরে দেয়ালের গায়ে পা ঠেকা দিয়ে দিয়ে, এক ঝাঁড়া দিয়ে একটা হাত দেয়ালের উপরে গলিয়ে দেয়, তারপরে আর একটা হাত, এবার উপরে উঠে পড়ে। দুজন পাশাপাশি দাঁড়ায়।

দেয়ালের উপরটা ঢালু আর ভিজে, এমনিতে পড়ে যাবার ভয়। সেভাশভ তারই উপর সোজা দাঁড়িয়ে, কপালটা চূড়ার গায়ে ঠেকিয়ে দুহাত উপরে তুলে ছড়িয়ে দেয় ওতেই। লিউবা আবার সের্গেইর কাঁধে চড়ে দাঁড়ায়, সের্গেইর গায়ে হাতীর মত শক্তি সন্দেহ নেই। এবার লিউবা চূড়ার গায়ে ফুটোগুলিতে পা রেখে উঠে দাঁড়ায়। দমকা হাওয়ায় ওর গায়ের জ্যাকেট, স্কার্ট—ওকে শুদ্ধ জড়িয়ে নেবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সব চেয়ে কঠিন কাজ সারা হয়ে যায়।

চূড়ার মাথায় পতাকা-দণ্ড ছিল। লিউবা ওর কোটের তলা থেকে একটা পুঁটুলি বের করে, তারই প্রান্তের একটা দড়ি সেই পতাকা-দণ্ডের ডগায় বেঁধে দেয়। আরও একটা ছোট পুঁটুলি বের করে নিয়ে পতাকা দণ্ডের গোড়ায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়, চূড়ার ফুটোগুলির পাশে তা লেগে থাকে। হাত ছেড়ে দিতেই, পতাকা-দণ্ডের মাথায় বড় পুঁটুলিটা জোর হাওয়ায় মেলে গিয়ে পতপত করে উড়তে লাগল।

ওরা তেমনি করে নেমে এল। সের্গেই দেয়াল থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু লিউবা দেয়ালের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে থাকল, সের্গেইর কাঁধে পা রেখে দেয়াল পর্যন্ত নেমে, ওর মাটিতে কাদায় লাফিয়ে পড়তে আর মোটেই ইচ্ছা নেই। সের্গেই মৃদুস্বরে হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকে। অন্ধকারে ওকে দেখতে পায় না, কিন্তু আন্দাজে বুঝতে পারে, চোখ বুঁজে হাত বাড়িয়ে লিউবা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক সের্গেইর গলা জড়িয়ে ধরে ওর বুকে ও পড়েছিল, লিউবাকে তেমনি জড়িয়ে রেখে সের্গেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু লিউবা নিজেকে মুক্ত করে নেয়, উত্তেজনায় ভরে উঠে সের্গেইর কানে কানে ফিসফিস করে বলে, ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস সের্গেইর মুখে ছড়িয়ে পড়ে :

'সের্গেই, আজ তোমার গীটারটা বাজাবে তো ?'

সের্গেইর চেতনায় একটা মুগ্ধতা, সে আবিষ্ট স্বরে বলে, 'নিশ্চয় ! কিন্তু তার পোশাকটা বদলে নিতে হবে তো, আমাকে তুমি জুতোয় মাড়িয়ে কাদা কাদা করে দিয়েছ।'

'কখ্খনও নয় ! এমনি তোমাকে যেতে হবে !' লিউবা আহ্লাদে হেসে ওঠে।

ভালিয়া ও সেরিয়োঝা তিউলেনিনের উপর ভার পড়েছিল—সব চেয়ে বিপজ্জনক, শহরের মাঝখানটা। সেখানে জেলা পরিষদের বাড়ি, শ্রমিকদপ্তর—পুলিশ সর্বত্র পাহারা দিচ্ছে ; পাহাড়ের ওদিকেই সান্ত্রীরা রয়েছে। কিন্তু সেই ঝোড়ো কনকনে হাওয়া আর অন্ধকার সেরিয়োঝার সুবিধে করে দিল। ভালিয়া জেলা পরিষদের বাড়ির প্রান্তে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখতে লাগল, পাশেই অনেক কালের শূন্য পড়ে থাকা 'পাগলা জমিদারের বাড়ি'—তার পচে-যাওয়া মই দিয়ে সেরিয়োঝা তরতর করে চিলে ঘরে উঠে গেল, পনেরো মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে ফিরে এল।

ভালিয়ার ভারি শীত শীত করছিল। সেরিয়োঝা এত শীঘ্র ফিরে আসায় ও আরাম বোধ করল। কিন্তু সেরিয়োঝা ওর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে, শান্ত চাপা স্বরে বলে :

'আর একটা আছে, দাঁড়াও, এটা শাসন দপ্তরের বাড়ির ছাদে জুড়ে দিয়ে আসতে হবে!'

'ওখানে পুলিশ পাহারা রয়েছে যে?'

কিন্তু সেরিয়োঝার জানা ছিল, বাড়িটার পেছন দিকে একটা পালাবার পথ ছিল। আগুন লাগলে ওটা ব্যবহার করা হত। সে পথেই ও ঢুকবে।

'বেশ চলো' ভালিয়া বলে।

পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে ওরা রেলপথ ধরে চলতে লাগল। এতক্ষণ ধরে ওরা পথ চলেছিল যে, ভালিয়ার মনে হয় ওরা বুঝি পাহাড়ের ওপাশে ভের্খনেদুভান্নী-তে এসে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সেরিয়োঝা রাত্রিতে বিড়ালের মত দেখতে পায়। ও বলল :

'ঠিক আমার পেছন পেছন এসো। বাঁয়ে ভীষণ ঢালু, পা ফসকে গড়িয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই—একেবারে পুলিশের ঘাঁটিতে…'

পার্কের গাছগুলির ছায়ায় এবার ওরা চলেছে। হাওয়া শাখায় শাখায় দোলা দিয়ে যাচ্ছিল, আর বরফের মত কনকনে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ওদের গায়ে মাথায় পড়তে লাগল। অনেক পথ ঘুরে ওরা ভরোশিলভ স্কুলের পেছনে এসে উপস্থিত হল—ছাদে বৃষ্টি পড়ার শব্দ থেকেই ভালিয়া বুঝতে পারে। এটাই শাসনদপ্তরের বাড়ি আজকাল।

সেরিয়োঝা মই বেয়ে উঠতে থাকে। অনেকক্ষণ চলে যায় তবু ফিরে আসে না। সেই অন্ধকারে মইএর নিচে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ভালিয়ার বড় একা একা লাগে। পৃথিবী যেন শত্রু হয়ে গেছে, তারই মধ্যে এই অন্ধকারে ওরা কত অসহায়। ভালিয়া, ভালিয়ার মা, ছোট্ট লুসি…আর

ভালিয়ার বাবা? এই অন্ধকারে তিনি হয় তো কোথাও আশ্রয় পাননি, বাইরে পথ চলতে চলতে দিক ভুল হয়েছে। খনিগুলি শ্রীহীন অকেজো হয়ে পড়ে আছে, শহর ও গ্রামগুলি জলে কাদায় ভরে গেছে। রাত্রে পথে, গৃহে আলো নেই, এখানে ওখানে সেপাই সান্ত্রী ওৎ পেতে রয়েছে··· হঠাৎ ওর মনে হল সেরিয়োঝা ওই বৃষ্টি পড়া ছাদ থেকে বুঝি আর নেমে আসবে না, ভালিয়া ভেঙে পড়তে চায়। কিন্তু না, মইটা নড়ে ওঠে, ভালিয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

'এই যে তুমি!' সেরিয়োঝার গলায় খুশি ঝরে পড়ে।

ভালিয়ার মনে হয় অন্ধকারে ও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, ভালিয়া ওই হাতে নিজের হাত রাখে। বরফের কণার মত ঠাণ্ডা।···এই ছিপছিপে পাতলা ছেলেটা কত সহ্য করতে পারে—ছেঁড়া জুতো পায়ে কাদায় হেঁটে হেঁটে এতক্ষণ নিশ্চয় জল ঢুকে গেছে তাতে, গায়ের বোতাম-খোলা জামাটাও হাওয়ায় উড়ছে···ভালিয়া সেরিয়োঝার গালে হাত-দুটি রেখে অনুভব করে, সে-ও বরফের মত ঠাণ্ডা।

গাল থেকে হাত সরিয়ে না নিয়েই, ভালিয়া বলে, 'তুমি যে ঠাণ্ডায় জমে গেছ একেবারে।'

সেরিয়োঝা ক্ষণকাল কিছু বলে না, ওরা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের শূন্য শাখাগুলি ওদের চারপাশে মাতামাতি করে। সেরিয়োঝা ফিসফিস করে বলে:

'আর ঘুরপথে যাব না···চলো এখান থেকে বেড়া ডিঙিয়ে চলে যাই···'

সাপলিনদের বাড়ির পাশ দিয়ে ওরা অলেগদের বাড়ির দিকে এগোয়। হঠাৎ সেরিয়োঝা ভালিয়ার হাত ধরে টেনে নিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়ায়। ভালিয়া বুঝতে পারে না, সেরিয়োঝার ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে যায়।

'দুটো লোক আসছে এদিকে। ওরা আমাদের কথা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে,' সেরিয়োঝা ফিসফিস করে বলে।

'তুমি যত আজগুবি স্বপ্ন দেখছ।'

'আরে না, ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে…'

'চলো অলেগদের উঠোনে ঢুকে পড়ি।'

কিন্তু সাপলিনদের বাড়ির পাশ ঘুরে আসতে না আসতেই সেরিয়োঝা আবার ভালিয়াকে হাত ধরে থামায়। অলেগদের বাড়ির উলটোদিক থেকে ঠিক ওই দুটি মূর্তি এসেও একই সঙ্গে দাঁড়িয়েছে।

'তুমি ঠিক ঠাওর করতে পারোনি, আমার ধারণা…' ভালিয়া বলে।

'না, ওই তো দাঁড়িয়ে আছে।'

কশেভয়দের দরজা খুলে কে বেরিয়ে আসতেই ওই দুটি মূর্তির সঙ্গে ধাক্কা খায়। এলেনা নিকলাইএভনার শান্ত স্বর শোনা যায়:

'এ কে, লিউবা? ঘরে যেয়ে বস্‌ছ না কেন?'

'শ-শ-শ!'

এই মরেছে! লিউবারাও সন্দেহ করেছে ভালিয়াদের।

'এ যে আমাদেরই লোক!' সেরিয়োঝা ভালিয়ার হাত ধরে টেনে নিয়ে এগিয়ে যায়।

অন্ধকারে লিউবার চাপা হাসি শুনতে পাওয়া যায়। সে, গীটার হাতে লেভাশভ, সেরিয়োঝা, ভালিয়া, হেসে ভেঙে পড়ে, পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরে কশেভয়দের রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে ঢোকে। জলে ভিজে গায়ে কাদা মেখেও আজ ওদের মনের আনন্দ উপচে পড়ছে।

দিদিমা ভেরা হাতবাড়িয়ে ওদের আহ্বান করে বলেন:

'এসো, বাছারা এসো!' ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন!'

মৃদু প্রদীপের আলোকে, চুল্লীহীন এই ঘরে, আজ ওদের উৎসব। একটা সোফার আশপাশেই জন বারো জড়াজড়ি করে বসেছে। একে

একে সবাই সেই বক্তৃতা জোরে জোরে পড়ল, বেতারযন্ত্রে যারা ধরেছিল তাদের মতই এরাও উদ্বেল হয়ে উঠল। যারা তরুণ, মহান আদর্শের সংস্পর্শে তাদের হৃদয় পরস্পরের প্রতি গভীর প্রীতিতে সম্বদ্ধ হয়ে পড়ে। একদিন ওরা এই দুঃসহ দুঃখভোগের শেষে নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করবে, এই নিশ্চিত বিশ্বাস ওদের চোখে শুকতারার অঞ্জন পরিয়ে দেয়। মা এলেনাও যেন এদের মধ্যে থেকে উদ্ভিন্ন তারুণ্যে ও সুখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। বুড়ি দিদিমা শংকায় ও করুণায় এই প্রাণ-উচ্ছল তরুণতরুণীদের দিকে একান্ত আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু এ কি! উৎসবের রাতেও এ রা কি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকবে? দিদিমার ভালো লাগে না, বলে ওঠেন:

'যাও যাও সব! টেবিলের পাশে যেয়ে বসো: এই রাতে একটু আমোদ করো, ভদ্‌কার বোতল তো দেখবার জন্যই নয় শুধু! গা একটু গরম করো!'

অলেগ সাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'দিদিমা, কেউ নেই তোমার মত দুনিয়ায়…এসো এসো ভাই সব সরে এসো টেবিলের কাছে।'

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, বেশি গোল করা যাবে না। আর ওরাও মজা পেয়ে গেল, যেই জোরে বলতে যায়, সবাই ওকে শ-শ-শ করে থামিয়ে দেয়। আর ওরা তক্ষুনি নিয়ম পাশ করিয়ে নিল, যেই তার সঙ্গীর সঙ্গে বেশি মশগুল হয়ে পড়বে, ওকেই বাইরে চৌকি দেবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

স্তেপা সাফোনভ এমনি অফুরন্ত বকর বকর করতে পারত, তায় একটু মদ খেলে তাকে আর থামায় কার সাধ্য। ওর পাশে বসেছিল নিনা ইভান্ত্‌শোভা, তারই সঙ্গে ফ্লেমিংগো পাখী সম্বন্ধে আলাপে সে এত মত্ত হয়ে উঠল যে বেচারিকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে হল। ও যখন ঘরে ফিরে এল, টেবিল সোফা ইত্যাদি সব কোণে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া

হয়েছে, লেভাশভ তার গীটারে 'বোস্টন' নাচের তাল তুলেছে। বিদেশী বোস্টন নাচের তাল।

নাচে লিউবার জুড়ি কেউ নেই। অবশ্য দীর্ঘকায়, দৃপ্ত, ছিপছিপে তুর্কেনিচ মন্দ নয়। অলেগও স্কুলে বেশ ভালোই নাচত। লিউবা একে একে দুজনার সঙ্গেই নাচল।

নিনাকে আবার পাকড়াও করেছে সাফোনভ। নাচবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ফ্লেমিংগো পাখী নিয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত বিরক্তিতে আরক্ত হয়ে উঠল নিনা, বলল :

'তোমার সঙ্গে নাচতে পারব না, স্তেপা, তুমি আমার চেয়ে খাটো, আমার পায়ের আঙুল মাড়িয়ে দিচ্ছ, আর সর্বক্ষণ বকর বকর করছ!'

এই বলে ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালায়।

অলেগের সঙ্গে নিনা যখন নাচছিল, ওকে অদ্ভুত সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

ভেরা আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না : 'এ কি কতকগুলি ঢিমে বিদেশি নাচ শিখেছে আজকালকার ছেলে মেয়েরা! 'গোপাক হোক!'

লেভাশভ গীটারে মুহূর্তে 'গোপাক' এর তাল তুলে দেয়। লোকগীতি ও লোকনৃত্যের মধ্যেই যেন জনতার আত্মা ধরা পড়ে। অলেগ দুই লাফে ঘরের অপর প্রান্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দিদিমার কোমর ধরে কখনও, কখনও মেঝেতে উবু হয়ে বসে, পা ছুঁড়ে—উৎক্ষিপ্ত ভুরুর কোণে কুটিল ভ্রূভঙ্গী—যখন গোপাক নাচের ভঙ্গী গুলি দেখাতে থাকে, অলেগকে মনে হয় যেন সেই চিরকালের ইউক্রাইনীয় কোসাক! আর দিদিমার নাচেও অপূর্ব মর্যাদাময় ভঙ্গী।

কালো চোখ, মুক্তোর মত দাঁত, সুন্দরী মারিনা আজকের দিন উপলক্ষে ওর সবগুলি জড়োয়ার হার খুলে গলায় পরেছে। ও-ও উদ্বুদ্ধ

আগ্রহে দুহাত ছুড়ে দিয়ে মেঝেতে গোড়ালি ঠুকে ঠুকে ঘূর্ণী হাওয়ার মত এগিয়ে আসে। কলিয়া তার সঙ্গে নাচল।

লিউবা বলে, 'এবার 'রুশ' নাচ, সের্গেই! ইউক্রাইনিয়ান হয়ে গেল।'

লেভাশভ মশগুল হয়ে গোপাক বাজাচ্ছিল। রুশ নাচের তাল শুরু করে উঠতে পারে না, তার আগেই বিদ্যুৎ গতিতে পা ফেলে ফেলে, মাথা ও ঘাড় একটুও নড়তে পারে না, লিউবা সেরিয়োঝার সামনে চলে এসে পা ঠুকে আবার ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে পেছনে চলে যায়।

এবার সেরিয়োঝা তিউলেনিনের আহ্বান গ্রহণ করতে হয়। পা টিপে টিপে ফেলে ফেলে, একজন আর একজনকে প্রদক্ষিণ করে আসছে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে লিউবা আবার মুখোমুখী হয়ে পড়ছে, লিউবার মুখ আরক্ত হয়ে পড়েছে, সোনালী কোঁকড়া চুলের রাশ কাঁপছে, কি আবেগ! ও কত যে ঠমক ও মুদ্রা শিখেছিল, সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে…এ সেই অপূর্ব 'নটী লিউবা!'

সেরিয়োঝা প্রশান্ত ধীর তালে নেচে চলেছিল, টুপিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে, একবার সহসা সে লিউবার দিকে এগিয়ে যায়, দুটি হাত দিয়ে হাঁটু ও গোড়ালিতে গীটারের তালের সঙ্গে সঙ্গে তালি দিয়ে, দুজনেই গোড়ালি ঠুকে থেমে যায়। সবাই আনন্দ-ধ্বনি করে ওঠে। লিউবা হঠাৎ যেন একটু বিষন্ন হয়ে পড়ে, বলে:

'এই 'রুশ' নাচ আমাদের…'

এতক্ষণ লেভাশভ একটি বারও লিউবার দিকে চোখ তুলে তাকায় নি। আপন মনে ও গীটার বাজিয়ে চলেছিল, লিউবাকে ও ভালবাসে, প্রাণ ঢেলে ও বাজিয়েছিল। লিউবা আর নাচে না, লেভাশভের পাশে ওর কাঁধে ছোট্ট শ্বেত পাপড়ির মত ধবধবে হাতখানি রেখে বাকি সময়টুকু বসে থাকল।

তরুণবাহিনীর সভ্যরা সেদিন লালফৌজের দুর্দশাগ্রস্ত কয়েকটি

পরিবারে অর্থ সাহায্য করল। এই টাকা ওরা চাঁদা তুলে জোগাড় করে নি, জার্মান লরী থেকে পাচার করে সিগারেট, দেশলাই, কাপড় চোপড়, নানারকমের খাবার, ও স্পিরিট বিক্রি করে তুলেছিল।

ভলোদ্যা অসমুখিন তার মাসি, লিটভিনোভা, মারুস্যা ও তারই পড়শী আর একটি লালফৌজের অফিসারের স্ত্রী কালেরিয়া আলেকসান্দ্রোভনাকেও কিছু অর্থ দিয়েছিল, ছেলেমেয়েদের হাতে কিছু কিনে দেবার জন্য সেই বিশেষ পর্ব উপলক্ষে।

রাতে কালেরিয়া আলেকজান্দ্রোভ্‌নার বাড়িতে ছোটখাটো একটা উৎসব হল, তাই দিয়ে। আলু আর কফির শাশ দিয়ে গমের পিঠে তৈরি হল। ভলোদ্যার মা এলিজাভেতা, মেয়ে লিউদমিলাকে (লুসিয়া) সঙ্গে নিয়ে এলেন। মারুস্যা ছেলেপিলেদের নিয়ে এলেন। কচি ছেলেমেয়েরা চাপা গলায় কয়েকটা সোভিয়েট সঙ্গীত গাইল। মায়েরা চোখের জল ফেললেন। বাচ্চারা শীঘ্রই সব ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাতে ঝোরা এল, সারা গায়ে কাদা মাখা। মুস্কিল, ওকে সেই লুসিয়ার পাশেই বসতে হল। লুসিয়াই এনে দেয় কিছু ঘরে তৈরি ভদ্‌কা, খেয়ে ও গম্ভীর হয়ে থাকল। লুসিয়ার সামনে ও কিছুতেই সহজ হতে পারে না।

কিছু পরে ভলোদ্যা ও টলিয়া অর্লভ এল। ওরা তিনবন্ধুতে কানে কানে কী সব ফিসফিস করে বলতে লাগল।

'কোথায়?' টলিয়ার উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঝোরাকে ভলোদ্যা জিজ্ঞাসা করে।

'হাসপাতাল,' গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় ঝোরা। 'আর তুমি?'

ভলোদ্যার ছোট ছোট কালো চোখগুলি সাহস ও ধূর্ততায় ঝিকমিক করে ওঠে, ঝোরার দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে, উত্তেজিতস্বরে ফিসফিস করে বলে, 'আমাদের স্কুল…'

ঝোরা ওর গভীর বিষণ্ণতা থেকে সহসা যেন সজাগ হয়ে ওঠে,

'বলো কি? সেকি নয়?'

ভলোন্দা বলে, 'মোটেই নয়।'

স্কুলবাড়িটার জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে, যাক গে পরে একটা নূতন তৈরি করে নেবো আমরা!'

লুসিয়া বুঝতে পারে ওর কাছে সব কিছুই গোপন করছে ওরা। ও রাগ করে বলে:

'দাদা, তোমাদের যদি গোপন বৈঠকের এত কাজ পড়ে থাকে, বাড়িতে থেকো। সারাদিন ধরে ছেলেরা মেয়েরা সব বাড়ি এসে খোঁজ করে যাচ্ছে: ভলোন্দা বাড়িতে? বাড়ি আছে ভলোন্দা'!

টলিয়ার একটু নেশা হয়েছিল ও দাঁড়িয়ে ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলে: তোমাদের সবাইকে অক্টোবর বিপ্লবের পঁচিশ বার্ষিকী উৎসবের অভিনন্দন!'

ঝোরা তেমনি বিষণ্ণ হয়ে থাকে। ওকে আরও দেখিয়ে দেখিয়ে যেন, লুসিয়া বাড়াবাড়ি করে টলিয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর কানের কাছে চুমো খায়, কোমল হয়ে বলে, 'তোমার নেশা হয়েছে, টলিয়া...'

আসর ঠিকটি জমে না, ভেঙে যায়। সবাই যার যার বাড়ি চলে যায়।

মারুস্যার খুব ভোরে উঠে সংসারের কাজ কর্ম ও ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করার অভ্যাস। পরদিন ঘুম থেকে উঠে আটপৌরে ফ্রকখানা পরে চটিতে পা গলিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। জানালার সামনেই পোড়ো মাঠটা; বাঁ দিকে শিশুহাসপাতাল ও ভরোশিলভ স্কুল, ডান দিকে পাহাড়ের উপরে, জেলাপরিষদ ও 'পাগলা জমিদারের বাড়ি'। মারুস্যা হঠাৎ অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন... ভরোশিলভ স্কুলের মাথায়—মেঘলা আকাশের নিচে একটা লাল পতাকা—

হাওয়ায় একবার জড়িয়ে গিয়ে, একবার মেলে গিয়ে, পত পত্ করে উড়ছে।

তার চেয়েও বড় আর একটা লাল পতাকা পাহাড়ের উপরে পাগলা জমিদারের বাড়ির চূড়ায়। অনেকগুলি জার্মান সৈনিক মই বেয়ে উপরে উঠবার জন্য জড়ো হয়েছে। কিন্তু কেন জানি দু এক পা উঠে আর উপরে যেতে সাহস করছে না। সারা শহর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

মারুযিয়া চটি ছুঁড়ে ফেলে, তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে, একখানা শালও জড়িয়ে না নিয়ে, সেই আটপৌরে ফ্রকেই পড়শীর বাড়িতে ছুটে যায়।

কালেরিয়া রাত্রিবাস পরেই জানালার কাছে হাটু গেড়ে পতাকাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসেছিলেন। শুকনো চিমসে যাওয়া গালদুটি বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

'মারুস্যা! দেখো, দেখো···ওরা আমাদের ভুলে যায় নি। আমাদের একথা জানিয়ে দেবার জন্যই এটা করেছে···'

ওরা উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করলে।

° ° °

লাল নিশান আরও অনেক জায়গায় উড়েছিল। জেলাসংভরণ সমিতির বাড়িতে, পের্ভমাইস্ক ও ক্রাস্নডনের অনেকগুলি খনিতে, ক্রাস্নডন নামের গাঁ খানাতেও।

সারা শহর থেকে এই পতাকার শোভা দেখবার জন্য লোক জড়ো হতে লাগল। সেপাই শান্ত্রীরা লোকদের তাড়া করতে করতে হিমসিম খেয়ে গেল। কেউ কিন্তু একটা পতাকা নামিয়ে আনতে সাহস করে না, প্রত্যেকটির নিচেই শাদা কী একটা জিনিস বেঁধে রাখা, গায়ে কালো অক্ষরে দুটি কথা লেখা: 'মাইন আছে!'

দারোগা ফেন্‌বংগ, ভরোশিলভস্কুলের ছাদে উঠে দেখল, সত্যিসত্যি একটা তার পতাকা থেকে চিলেঘরের জানালাপর্যন্ত গেছে আর সেখানে প্রত্যক্ষ একটা মাইন পাতা রয়েছে।

এখন মাইনকে পোষ মানাতে পারে এমন তো কেউ ছিল না ক্রাস্নডনে। ক্রথনের সান্ত্রীদের জেলা সদরদপ্তর রভেন্‌কিতে লোক পাঠাল, সেখানেও কেউ পারে না। শেষ পর্যন্ত গাড়ি ছুটিয়ে ভরোশিলভ-গ্রাদে খবর পাঠানো হল। সেখান থেকে বেলা একটা নাগাদ লোক এসে মাইনগুলি তুলে আনে। মজার কথা, মাইন শুধু একটাই ছিল ভরোশিলভস্কুলে টাঙানো পতাকার সঙ্গে বাঁধা ওটা ভলোদ্যা অসমুখিন ওখানে রেখেছিল, বাকিগুলি ধোঁকা দেওয়া হয়েছিল মাত্র।

অক্টোবর বিপ্লবের স্মরণে ক্রাস্নডনে লালনিশান তোলবার খবর ডনবাসের শহরে শহরে গাঁয়ে গাঁয়ে রটে গেল। জার্মান শান্ত্রীদের এই অকর্মণ্যতার কথা আঞ্চলিক প্রধান সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল ক্লের্‌ও শুনলে। ক্রথনের কে হুকুম করা হল, তাকে গুপ্ত সংগঠনের হদিশ খুঁজে বের করতে হবে, তা না হয় ওকে সাধারণ সৈনিকের পদে নামিয়ে দেওয়া হবে।

কী আর করে ক্রথনের? এই গুপ্ত সংগঠনটি সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও ওর নেই। আর সব গেস্টাপো অফিসাররা যা করত। সেও আরও কিছু নিরপরাধ লোককে ধরে নিয়ে কোতল করল। কিন্তু তরুণ-বাহিনীর একজনও ধরা পড়ল না।

কী করে ধরা পড়বে? ধরো, এখন তরুণবাহিনীর বিশিষ্ট সভ্য স্তেপা সাফোনভ, মাথা একদিকে কাৎ করে থুথু দিয়ে পেন্সিলের শীষ ভিজিয়ে নিয়ে তার রোজনামচা লিখছে:

'সন্ধ্যা পাঁচটায় সেন্‌কা এসে বললে গোলুবিয়াৎনিকিতে আসর বসবে, সুন্দরী সব মেয়েরা আসবে। গিয়ে কিছুক্ষণ থেকেছিলাম। ছ্যা, দুএকটা 'মাল' ভালো, বাকি সব পচা…'

আড্ডায় বসে ভদ্‌কায় টং হয়ে টলিয়া হয় তো কোন এক প্রণয়িনী ছলনাময়ী কিমোচকার কথা নিয়ে ভলোদ্যাকে ক্ষেপাতে শুরু করেছে। ওর মুখ আরক্ত, চোখে শয়তানি দৃষ্টি চিকচিক করছে।...

আপন মনে ঝোরা কালো আর্মেনিয়ান চোখে গভীর বিষন্ন দৃষ্টি মেলে সামনে তাকিয়ে হয়তো বলে যায় :

'হায় নারী...'

লের্মন্তভ এর উপন্যাসের নায়ক পেচোরিন এর জন্য দরদে ও উথলে উঠেছে! ও তো জানে হতাশ প্রেমিকের কি মর্মবেদনা, নারী কি নির্মম...

এই সব।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে অলেগ ও কলিয়া মস্কোবেতারে খবর পেল, স্তালিনগ্রাদের উত্তরপশ্চিমে জার্মানব্যূহ লালফৌজ বিদীর্ণ করে ফেলে, স্তালিনগ্রাদ রনাঙ্গনের জার্মান সৈন্যদের সরবরাহের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে, অনেক বন্দী ও হয়েছে। আরও শুনল, ডননদীর পূর্বতীরে লালফৌজ এসে পৌঁছেছে। ডনেৎস্‌এর তীরে লালফৌজের আসার অপেক্ষায় তুর্কেনিচ এদিকে শহরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করতে লাগল।

শহর ও শহরের বাইরে বিস্তৃত এলাকায় কর্মরত তরুণবাহিনীর তিনটে স্থায়ী দল হয়েছিল : ক্রাস্নডন-কামেনস্ক রাস্তায় ভিকতর পেত্রভের নেতৃত্বে একটা দল জার্মান সৈন্যবাহী গাড়িগুলি আক্রমণ করে বেড়াত; দ্বিতীয় দল লালফৌজের লেফ্‌টেনান্ট প্রাক্তন যুদ্ধবন্দী ঝেনিয়া মশ্‌কভের নেতৃত্বে ভরোশিলভ্‌গ্রাদ-লিখায়া রাস্তায় পেট্রল-বাহী গাড়িগুলিকে আটক করত, চালক ও প্রহরীদের মেরে ফেলে তেল মাটিতে ঢেলে নষ্ট করে দিত।

তিউলেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় দল সব কাজেই হাত পাকিয়েছিল—

অস্ত্র, খাদ্য ও পোশাকবাহী লরীগুলিকে লুঠ করত, দল থেকে বিচ্ছিন্ন বা পেছিয়ে-পড়া জার্মান সৈন্যদের ঘায়েল করত, এমন কি শহরে পর্যন্ত।

এক এক দলের সভ্যরা একসঙ্গে বৈঠকে মিলত, যার যার নির্ধারিত কাজ নিয়ে একে একে সরে পড়ত। প্রত্যেকের অস্ত্রশস্ত্র তৃণভূমিতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় লুকিয়ে রাখত।

নভেম্বরের শেষাশেষি, তরুণবাহিনী গ্রামের লোকদের কাছে জানল পনেরো শো গাভীর এক বিরাট পালকে জার্মানরা রস্তভ অঞ্চল থেকে পশ্চাতে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। ওরা ডনেৎসের সেতু পার হয়ে, নদী ও কামেন্স্ক-গুন্দরঙস্কারার কাচা রাস্তাকে দুদিকে রেখে অগ্রসর হচ্ছিল। কতকগুলি ইউক্রাইনিয়ান রাখাল, ও বারো তেরোজন জার্মান রক্ষী সঙ্গে আছে মাত্র।

সেই রাত্রেই, তিউলেনিন, পেত্রভ ও মশকভের দল রাইফেল ও টমিগান হাতে নিয়ে উত্তর ডনেৎসে পড়েছে একটা খালের সঁকোর পাশে জঙ্গলাকীর্ণ এক ক্ষুদ্র গিরি সংকটে এসে জড়ো হল। অলেগও ত্রাখোভিচও ওদের সঙ্গে এসেছিল। অগ্রবর্তী চরেরা এসে খবর দিয়ে গেল, মাইল তিনেক দূরে ওরা রাত্রিটা কাটাচ্ছে, খড়ের গাদায় ছেড়ে দিয়ে গোরুগুলিকে খাইয়ে নিচ্ছে।

সকালে ভয়ঙ্কর কুয়াশা পড়েছিল। এদিকে রাতে তুষার ও বরফ পড়ায়, রাস্তাঘাট ও তৃণভূমি জলে আর কাদায় ঢেকে গিয়েছিল। রাতটা ওরা জড়াজড়ি করে আমোদ তামাসায় বসে কাটিয়ে দেয়:

ঠাট্টা করে বলে:

'তোফা, ছুটির দিন কাটাবার বেড়ে জায়গা বটে!'

সকাল আসি আসি করেও আসতে চায় না। ঠাণ্ডায় অন্ধকারে, ওর চোখ যেন জড়িয়ে থাকে, ঘুমজড়ানো চোখে শুয়ে শুয়ে ও ভাবে: 'এই আবহাওয়ায় উঠে কি কোনও কাজ হবে, তার চেয়ে

আবার বিছানায়ই শুয়ে পড়া যাক !…' কিন্তু ভোরের এই জড়তা ভাঙে কর্তব্যের আহ্বানে, ডনেৎস্-প্রান্তরে ভোরের আলো নামে। কিন্তু দেড়শো গজের বেশি দূরে আর দৃষ্টি চলে না।

সমগ্র বাহিনীর নায়ক তুর্কেনিচের আদেশে ওরা সাঁকোর নিচে ডান তীরে যেদিক থেকে জার্মানদের আসার কথা, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া হাতে রাইফেল ধরে প্রস্তুত হয়ে রইল। অলেগ ও স্তাখোভিচ আরও উজানে খাল যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানটায় ঘাপটি মেরে থাকে।

স্তাখোভিচকে যদিও কর্মপরিষদ থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল, তবু তরুণবাহিনীর বিভিন্ন দুঃসাহসী অভিযানে ও সাংগঠনিক কাজে ও আগের মতই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে রয়ে গিয়েছিল। অভ্যাসবশে ওর সঙ্গে সমস্ত সভ্যরা পূর্ব ব্যবহারই অক্ষুন্ন রেখেছিল। বলতে কি, দলের খুঁটিনাটি সমস্ত খবরই স্তাখোভিচের জানা ছিল।

আর, ওর চরিত্রের যে দুর্বলতার কথা ধরা পড়েছিল, সে তো সাধারণ সভ্যরা কেউ জানত না। কাজেই স্তাখোভিচ্ সম্পর্কে সতর্কতাবোধের প্রয়োজন আছে বলে কারও মনেই হয়নি।

এই অভিযানেও অলেগ স্তাখোভিচকে সঙ্গে করে এনেছিল, ওকে বীরত্বের কাজ দেখিয়ে পূর্বযশ ফিরে পাবার সুযোগ করে দেবার জন্য।

অনেক দূর থেকে গাভীগুলির বিচিত্র রব কানে আসছিল : ক্রমে সেই ডাক স্পষ্টতর হয়ে আসতে থাকে। অলেগ ঝোপের মধ্য থেকে বলে :

'ভালোই হয়েছে ! মনে হচ্ছে গোরুগুলি খুব তৃষ্ণার্ত। ওরা নদীতে জল খেতে নামবে, আমাদের সুবিধে হয়ে যাবে।'

স্তাখোভিচ উত্তেজিতস্বরে বলে উঠল : 'দেখো ! দেখো !'

ঘন কুয়াশার মধ্য থেকে ক্রমে একটি দুটি একশো হাজার লালচে শিঙওয়ালা মাথা যেন গল্পলোকের অলীক জীবের মত মুখ বের করে বেরিয়ে আসতে থাকে, একটা গভীর হাম্বা রবে দিঙমণ্ডল ভরিয়ে-তোলে।

রাস্তার দিক থেকে কতকগুলি জার্মানের কথা বলার শব্দ শোনা গেল। মনে হল কাদা ঠেলে বেশ মজা করেই আসছে।

অলেগ ও স্তাখোভিচ গুড়ি মেরে ছুটে চলে আসে অন্যান্যদের কাছে।

তুর্কেনিচ সাঁকো থেকে কয়েক হাত দূরে একটা মাটির স্তূপে দাঁড়িয়ে তটের ঘাসের আড়াল থেকে পথের দিকে লক্ষ্য করছিল, ওর বাঁ কাঁধে ঝোলানো একটা টমিগান। ওর পায়ের কাছে আর একটা টমিগান বাঁ-দিকের কাঁধে ঝুলিয়ে মশকভ বসেছিল সাঁকো লক্ষ্য করে। অন্যান্য সবাই কিছুটা তফাতে তীরের দিকে মাথা রেখে শুয়েছিল।

অসতর্ক জার্মান সৈনিকরা কথা বলতে বলতে সাঁকোর উপরে উঠে পড়েছে। কাঠের উপরে ওদের ভারি বুটের শব্দ হয়। ওদের রাইফেলগুলি কাঁধে ঝুলছে বা হাতে করে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। এরকম জায়গায় ওরা কোনও গরিলাদলের মুখোমুখি হবে আশা করেনি। তুর্কেনিচ এক হাঁটু গেড়ে টমিগান তাক করল, মশ্‌কভ শুয়ে পড়ে টমিগান হাতে তুলে নিল। মুহূর্তে তুর্কেনিচের বন্দুক গর্জে উঠল, মশকভও শুরু করল। অন্যান্যদের হাতের রাইফেল থেকেও গুলি ছুঁড়তে লাগল। দেখতে দেখতে [illegible] সাঁকোর উপরে গুলি খেয়ে কুপোকাত। দুটো জার্মান তখনও সাঁকোর উপরে পা দেয় নি, ওরা ছুটে পালাল। পেছনে পেছনে সেরিয়োঝা, মশকভ, স্তাখোভিচ গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাড়া করল।

এত অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনাগুলি পলকে ঘটে গেল, অলেগ শিশুর মত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। গুলি ছুঁড়তে ওর মনেই রইল না। যখন খেয়াল হল, গুলি ছোঁড়বার আবশ্যক আর হল না।

তুর্কেনিচ ও আরও কয়েকটি ছেলে সাঁকোর উপর থেকে মৃত দেহগুলি একটা ঝোপের মধ্যে সরিয়ে ফেলল। ওদের রাইফেলগুলি হাত করল।

গাভীপাল তখন জলে সামনের দুপা বাড়িয়ে দিয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিচ্ছে। নাক বিস্ফারিত করে জলে মুখ ডুবিয়ে গল্‌গল্‌ চুকচুক কত রকম শব্দ করে জল খাচ্ছে। কত বিচিত্র ধরণের গাই গরু ষাঁড়, বাছুর, কালো, লাল ও শাদা রঙের এক অপরূপ সমাবেশ।

বুড়ো রাখালেরা যেন ভাগ্যের এই ওঠাপড়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। ওরা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে তামাক খাচ্ছিল। সশস্ত্র অলেগদের আসতে দেখে ওরা উঠে দাঁড়ায়। সুতির জামার উপরে ভেড়ার চামড়ার ফতুয়া পরা, খাটো পাচন হাতে—দেখে মনে হয় ওদের সর্দার হবে—সামনে এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানায়।

পেছনে দলের লোকদের দিকে ফিরে বলে, 'গেরিলাদল!'

'অলেগ ওদের সর্দারকে টুপি নামিয়ে অভিবাদন করে বলে, আমরা জার্মান রক্ষীদের খতম করে দিয়েছি, যাতে এগুলো আর জার্মানদের হাতে না পড়ে, এদের ছত্রভঙ্গ করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে আমাদের সাহায্য করুন।'

'ছড়িয়ে দিতে হবে! হ্যাঁ? কেন দিবেক···? এ আমাদের গোরু আছে।' একজন বুড়ো বলে ওঠে।

অলেগ হেসে জোরে বলে, 'কিন্তু ফিরিয়ে নেবেন কী করে এদের?'

সেই বুড়ো রাখাল বিষাদের স্বরে মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিক বুলেছ বাছা, লিতে লারবেক মুই।'

সর্দার বুড়ো গাভীর পালের দিকে তাকিয়ে গর্বে আর হতাশায় দুহাতে মাথা আঁকড়ে ধরে বলে :

'ডন-নদীর চরের গোরুগো! কুথায় সব ছড়িয়ে পড়বেক, আহ্‌ হায় হায়···'

তরুণরা বুঝতে পারে, এই গোরুগুলিকে ছড়িয়ে দিতে ওদের কত বেদনা বোধ হচ্ছিল। জার্মানরা জোর করে ওদের দেশে এগুলি চালান করছিল, তাতেই কি এদের কম কষ্ট হয়েছিল? কিন্তু আর নষ্ট করবার মত সময় হাতে ছিল না।

অলেগ রাখালদের হাত থেকে একটা পাচন চেয়ে নিয়ে পালের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তৃষ্ণা শান্ত করে গোরুগুলি তখন উন্মনা হয়ে তাকিয়েছিল, কেউ এলোমেলো চরে বেড়াচ্ছিল, ওরা যেন বলছিল: 'কোথায় তোমরা, রাখালরা? এখন কী করতে হবে আমাদের তাই বলো?'

অলেগের পেছু পেছু রাখালরা ও অন্যান্য সঙ্গীরাও পালের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওরা মাঝখান দিয়ে পথ কেটে গোটা পালকে দুভাগে ভাগ করে দেয়। কিন্তু চেঁচিয়ে, হাঁকাহাঁকি করে, পাচন ঘুরিয়ে তাড়া করে। এটুকু করতেই অনেক সময় কেটে যায়। বুড়ো সর্দার বলে: 'উঁহু, উয়াতে হবেক না। বন্দুক চালাও, এমনিও মরবেক।'

'তাই?...ওহ্' অলেগ যেন আকস্মিক একটা বেদনায় ভ্রূকুটি করে ওঠে। পরক্ষণে একটা নির্মমতা ওর মুখে ফুটে ওঠে। কাঁধ থেকে টমিগানটা তুলে নিয়ে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে দেয় গোরুর পালের মধ্যে।

কয়েকটা গোরু ষাঁড় জখম হয়ে পড়ে যায়। ঘায়েল হয়ে কতকগুলি গোঙাতে গোঙাতে করুণ মাথাখানি শেষবারের মত তুলে শুয়ে এলিয়ে পড়ে চিরতরে। সঙ্গে সঙ্গে সেরিয়োঝা, মশকভ এলোপাথাড়ি পালের মধ্যে গুলির ঝাঁক ছুঁড়তে থাকে। আর্ত হাম্বারবে দিক মুখরিত করে তুলে ছত্রভঙ্গ গোরুর পাল বিচ্ছিন্ন ভাবে দিকে দিগন্তে তৃণভূমিকায় ছড়িয়ে পড়ল।

অলেগ তুর্কেনিচকে জিজ্ঞাসা করে, 'অই সুন্দর বাঁকানো শিঙওয়ালা গোরুগুলিকে লক্ষ্য করে দেখেছ?...ওগুলো ভারতবর্ষ থেকে এসেছে,

সেই মোঙ্গোলদের যুগে : অস্ত্রাখানে সাল্‌স্ক্‌ তৃণভূমিতে ওরা ছড়িয়ে রয়েছে আজও।'

অলেগের মনে পড়ে, ছেলেবেলায় [illegible] তীরে, রৌদ্রালোকে, তৃণভূমিতে সংখ্যাতীত গাভীপাল···ও অপরপিতা কাণ্ডকের সঙ্গে বেড়াত···সেদিন কে ভাবতে পারত, সেই অলেগ আজ···তার বন্ধুরা···

ওরা জীবনের এ কোথায় চলে এসেছে। অলেগ আবার ভ্রূকুটি করে ওঠে, কোথায় যেন একটা ব্যথা। এমনি নীরবে পথ চলে বাড়ি ফিরে আসে।

০ ০ ০

জার্মানরা ক্রাস্নডন থেকে মাত্র একটা দলকেই ভুলিয়ে ভালিয়ে জার্মানীতে পাঠাতে পেরেছিল। তারপর থেকে সবাই শ্রমবিনিময়-দপ্তরকে পাশ কাটিয়েই চলত।

এবার বাড়ি বাড়ি বা রাস্তায় চড়াও হয়ে লোকজনদের ধরে ধরে ওরা চালান দিতে সুরু করল, এককালে দাসব্যবসায়ীরা নিগ্রোদের যেমন জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে যেত।

জার্মানরা ভরোশিলভগ্রাদ থেকে 'নবজীবন' বলে একখানা কাগজ বের করত। তাতে এই সব নির্বাসিতদের উজ্জ্বল জীবনের কথা অনেক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ফলাও করে ছাপা হত। কিন্তু এ ছাড়াও, কিছু কিছু অপরীক্ষিত চিঠি ক্রাস্নডনে এসে পৌছত বিশেষ করে পূর্ব প্রাশা থেকেও, আর তাতেই ওদের মর্মান্তিক জীবনের ছাপ আভাসে কিছুটা বোঝা যেত। সুদূর প্রবাসে ক্ষেতমজুর, না হয় ঝিচাকরের বেগার খেটেই ওদের মুক্ত উজ্জ্বল জীবনের আকাঙ্ক্ষা মিটছিল। চিঠিপত্র বড় একটা এসে বাড়িতে বাবা মার হাতে পড়ত না।

সেই যে মেয়ে কমুনিষ্টটি ডাকঘরে কাজ করত, সে বলেছিল আগে সব চিঠিগুলিই একটা রুশ ভাষায় অভিজ্ঞ জার্মান সামরিক কর্মচারী খুঁটিয়ে

দেখত, তারপরে অধিকাংশই জমিয়ে জমিয়ে নাকি পুড়িয়ে ফেলা হত।

তরুণবাহিনীর কর্মপরিষদের তরফ থেকে উলিয়া গ্রমোভার উপর ভার পড়েছিল, কর্মক্ষম যুবক যুবতীদের ধরে ধরে বাইরে পাঠানোর বিরুদ্ধে যা কিছু করা যায় সে সব ব্যবস্থার নেতৃত্ব নিতে। উলিয়া ইস্তেহার লিখে বিলি করত, বাইরে পাঠানোর কথাবার্তা হয়ে আছে যাদের তাদের শহরে কাজের জোগাড় করে দিত, না হয় নাতালিয়া আলেক্সেইএভনার সাহায্যে ওদের স্বাস্থ্য খারাপ বলে চালিয়ে দিত, অগত্যা গ্রামে বস্তিতে পালিয়ে থাকবার উপায় করত।

উলিয়ার মনে যেন বরাবর একটা ব্যথা থেকে গিয়েছিল। ভালিয়াকে ও রক্ষা করতে পারেনি। আজ পর্যন্ত ভালিয়ার কোনও চিঠিপত্রই এল না বাড়িতে। ওর যেন নিজেকেই অনেকটা অপরাধী মনে হয়।

আজকাল আনাতোলিদের বাড়িতেই বেশ সুবিধা। আনাতোলির বাবা যুদ্ধে যাবার পর থেকে, আনাতোলিই তো বাড়ির কর্তা। মা তাইসিয়া প্রকফিয়েভ্না আর ছোট বোন তো আনাতোলির ভক্ত, কিছুতেই বাধা-বাঁধন নেই।

উলিয়ার কিন্তু বাড়িতে একদিন সংঘাত এল। ওরা তরুণ-বাহিনীর সভ্য একথা সম্পূর্ণ গোপন রেখেই ওদের চলতে হত, এমন কি, বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটাবার যদি কখনও প্রয়োজন হত, উলিয়া বলে বেরাত ঘরে মন টিকছে না। একটু বন্ধুদের বাড়িতে বেড়িয়ে আসবে। উলিয়া বাড়ির কাজগুলিও প্রাণপণে করে দিত। কিন্তু বাবা মার প্রাণে একটা আশংকা থেকেই যেত, মেয়ের ধরণ-ধারণ বিপজ্জনক মনে হত। একদিন বাবা মাৎভেই মাক্সিমোভিচ মেয়েকে একটা কাজে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব তুললেন। মেয়েকে কশে ধমকালেন যা অনেক দিন করেননি তাকে। কিন্তু ফল হল উলটো। অভিমানী মেয়ে জানিয়ে দেয়, আর

যদি কখনও বাবা কিংবা মা খাবার কথা নিয়ে ওকে খোঁটা দেন সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

বুড়ো মাৎভেই হার মানলেন। এযে ওদের বড় আদুরে মেয়ে। বাবা বুঝলেন, মেয়ের উপর হুকুমজারি করবার দিন ফুরিয়েছে। রুগ্না মা মাত্রেনা সাভেলিয়েভ্না শয্যা থেকে আর্ত পাখীর মত কালো দুটি চোখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ডাকঘরের সেই মেয়েটির কাছ থেকে একদিন এক তাড়া চিঠি নিয়ে আনাতোলিদের বাড়ি উলিয়া ছড়িয়ে বসেছে। আনাতোলি· সুখোদোল-এ লিলিয়া ইভানিখিনার কাছে গিয়েছিল। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। আনাতোলির মা ও বোন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেয়ালের ঘড়িটা টিক টিক করে চলেছে। বাতিদানের কাছে মুখ নিয়ে উলিয়া চিঠিগুলির প্রথম দু এক পংক্তি পড়েই সরিয়ে রাখছে। দূর থেকে নির্বাসিত পুত্র কন্যাদের কি করুণ ভাষণ! কিন্তু বন্ধু ভালিয়ার কোনও লেখা চোখে পড়ে না।

শীত পড়ে এসেছিল। বাইরে হাওয়ায় একটা মৃদু আর্তনাদ। খড়খড়ি-বন্ধ করা সেই ঘরে একলা জেগে বসে থেকে উলিয়ার হঠাৎ মনে হতে থাকে বিচিত্র রহস্য সংকেতময় এই পৃথিবীতে সে বড় একা···

এই হৃদয় কাকেও পুরোপুরি ঢেলে দেওয়া যায় না কেন? ভালিয়াকে সে ছেলেবেলা থেকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু ভালিয়ার পাশে গিয়ে তার এই দুঃখের মুহূর্তে সে তো দাঁড়াতে পারেনি গৃহের বন্ধন ছেড়ে? সে কি বলবে—দেশের মুক্তি সাধনায় আরও মহত্তর কর্তব্য সে কাঁধ পেতে নিয়েছে, তাই সে ভালিয়ার জন্য একান্ত নিজেকে দিতে পারেনি? কিন্তু এতো কাজ অজুহাত, ভালিয়ার জন্য ওর সত্যিকার দরদ ছিল না নিশ্চয়ই···

কিন্তু এখনও কি ভালিয়াকে মুক্ত করে আনা যায় না? কিন্তু উলিয়া

কী করবে সেই শত্রুর দেশে গিয়ে? ভালিয়ার যদি একটি ছেলে বন্ধু থাকত, সেই পারত।

উলিয়ার কি আছে তেমন বন্ধু? উলিয়া যদি আজ এ অবস্থায় গিয়ে পড়ে, কে তাকে উদ্ধার করে আনবার জন্য প্রাণ দেবে? নেই কি সেই মানুষ যাকে উলিয়া প্রাণ দিয়ে [illegible] পারে? উলিয়া তাকে দেখেনি, সেই বীর উদারহৃদয় দীর্ঘকায় পুরুষ—সাহসদৃপ্ত, শিশুর মত নির্মল দুটি চোখ—নিশ্চয় সে আছে কোথাও। উলিয়ার প্রাণে একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগে ভালোবাসবার…দুটি চোখ বুঁজে, সব কিছু ভুলে, নিজেকে সঁপে দেবার…ধোঁয়াটে বাড়ির ক্ষীণ আলোকে ওর কালো চোখে বেদনার ঝড় দোলা খেয়ে ফিরতে থাকে।

হঠাৎ একটা মৃদু গোঙানি, ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ…আনাতোলির ছোট বোন ঘুমের ঘোরে কী বকছে। উলিয়া চমকে ওঠে,…ওর সুন্দর নাকের ডগা কেঁপে যায়। সামনে চিঠির তাড়া খোলা ছড়ানো…উলিয়া আরক্ত হয়ে ওঠে, এ কি অলস স্বপ্নে সে নিজেকে জড়াচ্ছে! নিজের উপর রাগ করেই যেন আরও চিঠিগুলির উপর ঝুঁকে পড়ে।

অলেগও তুর্কেনিচের সামনে যেয়ে দাঁড়ায় উলিয়া। বলে:

'চিঠিগুলি পড়া যায় না! অসহ্য…নাতালিয়া আলেক্সেন্দ্রএভ্না বলেছেন, এমনি আটশ লোককে পাঠানো হয়েছে এই শহর থেকে। আরও পনেরো শ'র তা নাকি তৈরি হচ্ছে…কিন্তু এ হতে দেওয়া চলে না—আমাদের আক্রমণ চালিয়ে কেড়ে আনতে হবে ওদের, না হয় শ্প্রিক্‌কে মেরে ফেলতে হবে!…'

অলেগ বলে, 'মে-মেরে ফেললে ওদের কিছু লোকসান হবে না, আর একজনকে পাঠাবে।'

উলিয়া প্রতিহিংসায় দৃপ্ত দুই চোখ তুলে বলে, "তা হলে সেই তালিকা

নষ্ট করো…আমি জানি কী করে তা করতে হবে, শ্রম বিনিময় দপ্তরকে পুড়িয়ে দিতে হবে!'

তরুণবাহিনীর তরফ থেকে এই দুঃসাহসিক কাজের ভার নিয়েছিল সেরিয়োঝা তিউলেনিন ও লিউবা শেরৎসোভা, ভিতিয়া লুকিয়ানচেংকো সাহায্য করেছিল।

শীত পড়ে গিয়েছিল, রাত্রি গাঢ় অন্ধকার। এবড়ো খেবড়ো কাদা কঠিন হয়ে জমে গেছে। একবার হুচোট খেয়ে পড়লেই চারদিক সেই শব্দে সচকিত হয়ে উঠবে, এত নিস্তব্ধ। লুকিয়ানচেংকোদের বাগানে একসঙ্গে জড়ো হয়ে, সেখান থেকে, রাস্তা ধরে না গিয়ে, শাখা রেলপথ ধরে একবারে পাহাড়ের গায়ে উঠে যাওয়া হল। কান পেতে, ঠাওর করে করে ওরা চলল। সশস্ত্র সেরিয়োঝা ও ভিতিয়ার হাতে এক টিন পেট্রল ও কয়েকটা আগুনে বোতল। লিউবার হাতে মাত্র এক ভাঁড় মধু, ব্রাশ ও একসংখ্যা 'নবজীবন' কাগজ।

সান্ত্রী টহল দিচ্ছে। শুধু ওর পায়ের শব্দ থেকে বোঝা গেল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দালানটা থেকে হাত চল্লিশেক দূরে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। ভিতিয়া আর এগোয় না। যত চুপচাপ কাজ হয় তত ভালো। সেরিয়োঝা ও লিউবা গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল জানালার কাছে।

লিউবা জানালার নিচের দিকের কাচে মধু মাখিয়ে একখণ্ড খবরের কাগজ এঁটে দিল। সেরিয়োঝা একটা হীরের টুকরো দিয়ে ঘসে ঘসে কাচটা কেটে উঠিয়ে আনল। আর একটা কাচ। ব্যস, এবার একটু বসে জিরিয়ে নেয়।

সান্ত্রীটা ফটকের গায়ে পা ঠুকছে, নিশ্চয় ওটা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। আবার টহল দিতে শুরু করে। সেরিয়োঝা ঝুঁকে পড়ে জানালায় ওঠবার সিঁড়ির মত করে মুঠিবদ্ধ দুটি হাত বাড়িয়ে দেয়

লিউবার দিকে। লিউবা তাতে একপা রেখে জানালার কাঠ ধরে দাঁড়িয়ে অন্য পা জানালার মধ্যে গলিয়ে দেয়, কাটা কাচে লেগে পা ছড়ে যায়। যে পর্য্যন্ত না নিচে মেঝেতে পা ঠেকছে, ভিতরের দেয়ালে হাত রেখে লিউবা নেমে যায়।

নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই সেরিয়োঝা পেট্রলের টিন এনে হাতে তুলে দেয়। লিউবা অনেকক্ষণ ভিতরে থাকে। লিউবা যদি কোনও চেয়ারে বা টেবিলে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে, তা হলেই হয়েছে। কাকেও আর ফিরতে হবে না।

লিউবা যখন জানালার কাছে ফিরে এল, একটা পেট্রলের কড়া গন্ধ ওর আশে পাশে। ও সেরিয়োঝার দিকে চেয়ে হাসল। একটা পা জানালার গায়ে বাইরে গলিয়ে দিয়ে মাথা আর দুটি হাত বাড়িয়ে দেয়। সেরিয়োঝা বগলে শক্ত করে ধরে বাইরে চলে আসতে সাহায্য করে।

সেরিয়োঝা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। লিউবা ও ভিতিয়া নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়। কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা বোতল বের করে জানালার ভিতর দিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারে। এক ঝলক উৎক্ষিপ্ত আগুনে চোখ মুহূর্ত্তের জন্য ধাঁধিয়ে দেয়। আর একটা বোতল ছুঁড়ে মারার জন্য অপেক্ষা না করেই, সেরিয়োঝা পাহাড় বেয়ে রেলপথের দিকে ছুটে পালায়।

পেছনে পেছনে সান্ত্রী গুলি ছোড়ে, হিস্‌হিস্ করে মাথার উপর দিয়ে গুলি চলে যায়। উদ্দীপ্ত আগুনে, চারদিক দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখায়।

সেদিন রাত্রে উলিয়া পোশাক না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। একটু পর পর চুপি চুপি জানালার কাছে উঠে গিয়ে কালো পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। মিশমিশে অন্ধকার। অনেক রাত হয়ে গেল, ঝিমুচ্ছে আবার জানালায় উঠে গিয়ে দেখছে—হঠাৎ সেই আলোর

ঝলক, আর গুলির শব্দ। উলিয়া চমকে উঠল. ধাক্কা খেয়ে একটা চেয়ার উলটে পড়ল, একটা কোট গায়ে জড়িয়ে নিতে হুশ হয় না, সেই বেশেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে যায়। পেছন পেছন মা ডাকেন। উলিয়া দূরে যেন একটা আর্ত্তনাদও শুনতে পায়। কে জানে, সেরিয়োঝা ও লিউবার তো কিছু হয়নি! উলিয়ার মন ভয়ে কাঁপতে থাকে। এই ধ্বংসের প্রয়োজন আছে, একথা সে জানে। কিন্তু জীবন থেকে সমস্ত প্রেম, পৃথিবী থেকে সমস্ত মঙ্গল তো মুছে যাবে না? জার্মানরা হন্যে হয়ে ফিরছিল। ওরা সংঘের খেঁই খুঁজে পাবে না তো?

লালফৌজ স্তালিনগ্রাদে, ডনতটভূমিতে, উত্তর ককেসাসে, ভেলিকি-লুকির চারদিকের যুদ্ধে বিজয়ী হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সারা জেলায় তরুণবাহিনীর শাখা ছড়িয়ে পরেছিল, আরও দুঃসাহসিক কাজে ওরা ব্রতী হচ্ছিল। এরই মধ্যে সভ্যসংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর সাহায্যকারী হিসাবে আরও ঢের বেশি লোক এসে জুটেছিল আর তাদের মধ্যে শুধু তরুণরাই ছিল না।

বুড়ো খনিমজুর কন্দ্রাতোভিচ সমস্ত সহকর্মীদের হারিয়ে যেন অরণ্যের শেষ ওকগাছটির মত একলা হয়ে পড়েছিল। ওরা কেন ওকে বাঁচতে দিল? সে কি ওর শুড়ী পুত্রের জন্য, পুলিশের সঙ্গে ওর খাতির আছে বলে?

কন্দ্রাতোভিচ আজকাল খনিগুলি ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে ভিকতর কিস্ত্রিনভএর কাছে যাতায়াত করে। জার্মান দখলের সম্বন্ধে ওদের কোনও মোহ নেই।

কয়লাখনির এন্‌জিনীয়ার কলিয়া ও তার বন্ধু খনির কর্মচারী ভিকতর কিস্ত্রিনভ্‌। বুড়ো খনিমজুর কন্দ্রাতোভিচ—এই তিনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করেছিল কয়লা তোলবার কাজ যাতে পুরোপুরি বানচাল হয়ে যায়। এপর্য্যন্ত সারা জেলায় দৈনিক দু টন মাত্র কয়লা জার্মানরা তোলবার

ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। সাধারণ শ্রমজীবিরা নিজের চোখেই দেখছিল, জার্মানরা এত অপদার্থ যে খনিব্যবস্থা পর্যন্ত এতদিনে সংগঠিত করতে পারল না। ওরাই আবার বড়াই করে খুব সংগঠনপটু জাত বলে। আসলে কতকগুলি ইতর পুঁজিপতি গোটা জাতটার মাথায় চড়ে বসেছে, ওদের আস্পর্দ্ধার সীমা নেই।...

এদিকে তরুণবাহিনীর কাজ যত প্রসারিত হচ্ছিল, গোয়েন্দা ও পুলিশের জাল কিন্তু তত ঘন হয়ে আসছিল ওদের চারদিকে।

একদিন দলের সভায় হঠাৎ উলিয়া প্রশ্ন করে বসল :

'মোর্সে'-কে কে জানো ?'

কেউ প্রশ্ন করে না, কেউ লঘু হাস্যে উড়িয়ে দেয় না। সেদিন এই প্রথম সবারই যেন খেয়াল হল, ওরাও ধরা পড়তে পারে।

তরুণবাহিনীর কাজের মুখোশ হিসাবে একটা ক্লাব হলে মন্দ হত না। অলেগ এই প্রস্তাব করে। ১৫ নং খনির কাছে শহরের সব চেয়ে বড় গর্কী ক্লাবের বাড়িটা খালি পড়ে আছে। কয়েকজন উৎসাহী তরুণ মিলে গানবাজনা নাটকঅভিনয়ের কথা বলে পুরাধ্যক্ষের কাছ থেকে ওটা ব্যহারের অনুমতি নিয়ে নেবে। জার্মানরা নিশ্চয়ই রাজি হয়ে যাবে, কারণ ওরাও স্ফূর্তির সুযোগ পেলে ছাড়বে না। এ-ই তো ওরা চায় বরং।

পুরাধ্যক্ষ স্তেৎসেংকোর কাছে গিয়ে জেম্নুখভ স্তাখোভিচ ও মশকভ আবেদন নিয়ে দাঁড়ায়। পৌর ভবনে একঠাণ্ডা অপরিচ্ছন্ন ঘরে ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্তেৎসেংকো। তখনও সে মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে, টেবিলের সবজে ঢাকনার ওপর ফুলো ফুলো হাতগুলি রেখে শূন্য চোখে সোজা তাকিয়ে থাকে জেম্নুখভের মুখের দিকে। হাড়ে-বাঁধানো চশমার ভিতর থেকে তাকিয়ে ভানিয়া জেম্নুখভ মাতাল স্তেৎসেংকোকে অতীব বিনীত আর মোলায়েম স্বরে বলতে থাকে :

'হুজুর, একটা মিথ্যে গুজব রটেছে জার্মানরা নাকি স্তালিনগ্রাদে হেরে যাচ্ছে। তরুণদের মন একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে কিনা…আমরা যারা নয়া হুকুমতের প্রতি বিশ্বস্ত, আমরা তো মহাশয়ের পিতৃহৃদয় জানি. তা আপনি আশা করি অমত করবেন না…'

অবশ্য, মতামত দেবার কর্তা স্তেৎসেংকোও নয়। স্তেৎসেংকোর তো আপত্তি ছিল না কিছু। একটু নাচ-গান হলে মন্দ কি? ক্রুথনের সম্মতি নিয়ে অবশেষে. ১৯৪২ এর ১৮ই ডিসেম্বর, গর্কী ক্লাবে প্রথম নাটকাভিনয় হল।

অভিনয়গৃহে হোমরা চোমরা সবাই উপস্থিত। ক্রুথনের. বালদের, শ্‌ভাইদে, জান্দের্স, নেমচিনোভাকে সঙ্গে নিয়ে শ্‌প্রিক, স্তেৎসেংকো, সস্ত্রীক পুলিশ সায়েব সলিকভ্‌স্কি, নবাগত গোয়েন্দা-প্রধান কুলেশভ—এছাড়া, চেলাচামুণ্ডা, কর্পোরাল-গোষ্ঠী, আর্দালি রাঁধুনে বাবুর্চি ইত্যাদি। জবরজঙ্গ দারোগা ফেনবঙ্গ্‌-ই শুধু গরহাজির, মেজাজ শরীফ নয়। তা ছাড়া, এসব গান-বাজনাও পছন্দ নয়।

পর্দার উপরে সোভিয়েট-লাংছন কাস্তে-হাতুরি আঁকা। কিন্তু পর্দা উঠতেই দেখা গেল মঞ্চের উপরে প্রকাণ্ড এক হিটলারের ছবি। সেদিন সব চেয়ে ভালো হল লিউবার প্রেমের গানগুলি, সঙ্গে পিয়ানো বাজায় ভালিয়া বর্ৎস; তুর্কেনিচের অভিনয়; ভালোস্তা অসন্‌ফিনের জিপসি নাচ; শহরের সেরা বাজিয়ে ভিকতর পেত্রভ ও সের্গেই লেভাশভ গীটারে শোনায়—'শারদ-স্বপ্ন উত্তল্‌জ্‌'-নাচ ও 'পদ্মবিলে যাইও কি' গানের সুর।

মঞ্চাধ্যক্ষ হয়েছে স্তাখোভিচ। একে একে মঞ্চে এনে অভিনেতা অভিনেত্রীদের ও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। নীল রঙের জুতো ও নীল চীনা সিল্কের ফ্রক পরা লিউবা তার চটুল ভঙ্গীতে সবার বাহবা পায়।

চকচকে জুতো পায়ে কালো পোশাক পরা সংযত বাক্‌ স্তাখোভিচ পরিচিত করিয়ে দেয়:

'লুগানস্ক্ কলা-ভবনের অভিনেত্রী লিউবা শেভৎসোভা !'

জনতা উৎসাহে ফেটে পড়ে।

গান গেয়ে যাবার পর লিউবা আবার মঞ্চে ঘুরে আসে। মঞ্চের উপরে তার সুন্দর পায়ে তালে তালে ঠোকা দিতে দিতে অপূর্ব মুখ-অর্গান বাজিয়ে শোনায়। জার্মান শ্রোতারাও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

স্তাখোভিচ মঞ্চের উপরে এসে এবার ঘোষণা করে :

'জিপসি নৃত্য নাট্য ভলোদ্যা অসমুখিন। সঙ্গে গীটার বাজাবে সের্গেই লেভাশভ !'

দুহাত কচলে, গলা বাড়িয়ে, উদ্দাম নৃত্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভলোদ্যা গায় :

'ওগো মা,

আমার হৃদয় ব্যথায় ভোর।'

জনতা বাহবা দেয়। জিপসিনাচের তালে তালে হিটলারের ছবিটাকে বিশেষ করে লক্ষ্য করে মাথার বিচিত্র ভঙ্গী করে ও গায় :

'কোথায় থাকো, বেদের মেয়ে, কোথায় তোমার ঘর ?

বলো আমায়, আমি নইকো পর।

সূর্য যখন উঠবে তপ্ত-আভাতে দিগন্তে,

পাবে পরম বর—

(ওগো) সেদিন চোখে নামবে তোমার

গভীর ঘুম ঘোর।...'

সের্গেই লেভাশভ গীটার নিয়ে ওর পেছনে পেছনে মেফিস্টো-ফিলিসের মত পায়ে পায়ে চলেছে।

ঘর ভরা লোক উল্লাসে মুখর হয়ে ওঠে।

গোড়াতে একটা ছোট প্রহসন হয়ে যায়। তুর্কেনিচ নায়িকার বাবা বুড়ো মালী দানিলীচ্-এর ভূমিকায় অভিনয় করে। শ্রোতারা তুর্কিনিচের অভিনয় আগেও দেখেছে, ওরা সাধুবাদ দিয়ে ওঠে। জার্মানরা মুখ গম্ভীর করেছিল প্রথমটায়, কারণ বড়কর্তা ব্রুখনের তো হাসে নি! শেষের দিকে ব্রুখনের যখন মৃদু করতালি দিলে, জার্মানরাও সাধুবাদে সরব হয়ে ওঠে। পরিশেষে কভালিয়ভ কিছু কসরত দেখায়।

এদিকে যখন আমোদ তামাসা চলেছে, অলেগ ও মাতুল কলিয়া মধ্য ডন প্রদেশে সোভিয়েট প্রতি আক্রমণ সম্বন্ধে শেষ রুশ ইস্তেহার বেতার থেকে টুকে নিচ্ছে। নোভায়া কালিৎভা, কান্তেমিরোভ্‌কা, বগুচার মুক্ত হয়েছে। গত গ্রীষ্মে জার্মানরা এই শহরগুলি দখল করে নিয়েই লালফৌজের দক্ষিণব্যুহ ভেদ করে এগিয়ে গিয়েছিল।

রাত্রি ভোর হওয়া পর্যন্ত অলেগ ও নিনা ইস্তেহারটার কতকগুলি প্রতিলিপি করে রাখে। হঠাৎ আকাশে একটা গর্জন শোনা যায়। মুহূর্তে ওরা বাইরে ছুটে এসে তাকায়। কুয়াশার জালের মধ্যেও পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সোভিয়েট বোমারুগুলি ধীরগতিতে শহরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। ভরোশিলভগ্রাদে ওরা বোমা ফেলে তাহা ও পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়। আবার বোমারুগুলি ফিরে চলে। কোথায় গেল জার্মানদের বিমানমারা কামান, আর জঙ্গী বিমান, আর চোখ-ধাঁধানো সন্ধানী আলোক?

সাধারণ অজ্ঞ লোককেও আর বুঝিয়ে বলতে হয় না, জার্মানদের হয়ে এসেছে। রুমেনিয়ানরা পালাচ্ছে। এবার আর মোটরবাহিনী নেই, কামানবাহিনীও নেই। পায়ে হেঁটে, না হয় ঘোড়ায়টানা গাড়িতে, মাথার চামড়ার টুপিতে কান পর্যন্ত ঢেকে, শীতে হি হি করে কাঁপতে

কাঁপতে, কপালের অনাবৃত অংশে তোয়ালে না হয় মেয়েদের পুঁটুলি থেকে চুরি করে নেওয়া পশমের অধোবাস জড়িয়ে—রাত্রিদিন ওরা চলেছে।

কশেভয়দের বাড়ির সামনে এমনি একটা গাড়ি এসে থামে। আর একবার এসেছিল যে সেই রুমেনিয়ান অফিসারটা এসে ঢোকে, ঠাণ্ডা লেগে ওর মুখ ফুলে গেছে, পোশাকে আর স্কন্ধাভরণ জলজল করছে না, একেবারে রান্নাঘরে উনুনের কাছে গিয়ে হাত সেঁকতে থাকে। ঘাড় কুঁজো করে দুকান ঢেকে, পেছনে পেছনে সেই চোর আর্দালিটা একটা কর্তার আর একটা ছোট নিজের স্যুটকেস নিয়ে ঘরে আসে।

কলিয়া অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে, 'কি খবর কেমন ?'

গোঁফওয়ালা অফিসারটা হিটলারের মুখভঙ্গী করে ক্ষিপ্তের মত চোখগুলি বড় বড় করে, পায়ের পাতার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে উঠে দেখায়, যেন প্রাণপণ ছুটেছে। সত্যিই ও তামাশা করছিল না, একটু হাসল না পর্যন্ত।

আর্দালিটা অফিসারের দিকে চোরা চাউনি দিয়ে, কলিয়ার দিকে চোখ নাচিয়ে বলে, 'মোরা ঘরেতে ইস্ত্রীর কাছে চলেছি !'

একটু জিরিয়ে, কিছু খেয়ে নিয়ে, স্যুটকেস দুটো গুছিয়ে যেই গাড়িতে যেয়ে উঠেছে, হঠাৎ দিদিমার খেয়াল হোল ছুটে এলেনার বিছানার ঢাকনা তুলতেই দেখতে পেলেন দুটো চাদরই অদৃশ্য হয়েছে। ফটক পর্যন্ত ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে—ততক্ষণে ওদের গাড়ি গড়গড় করে চলেছে।

° ° °

অনেকসময় বেশ বিপজ্জনক কাজও দুঃসাহসের ঝোঁকে উত্রে যায়। কিন্তু, অনেক ভেবেচিন্তে করা কাজেও প্রায়শ এরকম এক একটা খুঁত থাকে, যার জন্য সব কিছু পণ্ড হয়ে যায়।

৩০ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সেরিয়োঝা ও ভালিয়া কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ক্লাবের দিকে যাচ্ছিল, পথে দেখতে পেল মালবোঝাই জার্মানদের

একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। চালকও নেই রক্ষীও নেই। উপরে উঠে গিয়ে থলেগুলি হাতিয়ে দেখে, নববর্ষের সব উপহার রয়েছে। রাস্তায় তখনও লোক চলাচল করছে, তবু ওরই মধ্যে কিছু থলে আশপাশের বাড়িগুলিতে পাচার করে দেয়।

জার্মান সৈনিকরা ও ওদের কর্পোরাল ফিরে এসে কাণ্ড দেখে শুনে রাগে গরগর করতে থাকে। ট্রাক নিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে চলে যায় অভিযোগ দায়ের করতে।

ক্লাবের আসর ভাঙলে ছেলেরা বস্তাগুলিকে টেনে নিয়ে ক্লাবঘরের সুরক্ষিত দেয়ালকক্ষে বন্ধ করে রাখে।

পরদিন সকালে, নববর্ষের আগের দিনে, ভানিয়া জেম্‌খভ, স্তাথোভিচ্ ও মশ্‌কভ ক্লাবে বসে পরামর্শ করছে, কিছু মাল বিশেষ করে সিগারেটগুলি সেদিনই বাজারে ছাড়া হবে। তরুণবাহিনীরও কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন।

অবশ্য জার্মান চোরাই মাল নিয়ে বেচাকেনা বাজারে প্রকাশ্যেই চলত। পুলিশ দেখেও দেখত না। মশ্‌কভের হাতে তো একদল রাস্তার ছোকরাই ছিল যারা একটা বখরা নিয়ে সিগারেট বেচে দিতে রাজি। কিন্তু সেদিন পুলিশ সকাল থেকেই সিগারেটের খোঁজে সজাগ ছিল। একটা ছেলেকে তো সিগারেটশুদ্ধ পুলিশসাহেব সলিকভ্‌স্কি নিজেই ধরে ফেলল।

ছেলেটা কিন্তু কিছুতেই কবুল করল না। ও বলে, ও রুটির বদলা এই সিগারেট পেয়েছে একটা লোকের কাছ থেকে। ওকে বেতানো হল, সারা গা ছড়ে গেল, কেঁদে ভাসিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত একটা ঘরে আটকে রাখা হল।

সন্ধ্যের দিকে খবর পেয়ে ব্রুখনের এলো। ও নিজেই ছেলেটাকে

জেরা করবে। ওর ধারণা এর আগে আর যা সব এমন চুরি হয়েছে তার সঙ্গে যোগ রয়েছে এর।

ছেলেটা একলা একলা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওকে জাগিয়ে তুলে নিয়ে আনা হল ক্রুখনের এর কাছে। সলিকভস্কি, একজন দোভাষী, ও দুজন সেপাই উপস্থিত। ও নাকি সুরে ওর বক্তব্য বলে যায়।

ক্রুখনের চটে লাল, নিজেই ছেলেটাকে কানে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো বারান্দা দিয়ে।

বারান্দার কোণে একটা ঘর, তাতে রক্ত মাখানো দুটো খড়ের বিছানা, ছাদের পাটাতন থেকে দড়ি ঝুলছে, একটা ট্রেস্‌ল্‌ টেবিলে লোহার ডাণ্ডা, ছিদ্র করবার কাঁটা, ইলেক্‌ট্রিক তারের বেত ও টাঙ্গি রাখা হয়েছে। একটা স্টোভে আগুন জ্বলছে, কোণে একটা বালতিতে জল।

এক বিপুলকায়, টেকোমাথা, চশমাচোখে, কালো পোশাক পরা জার্মান টুলে বসে বিড়ি ফুঁকছিল, থাবার মত হাতগুলিতে লাল লাল চুল।

দেখেই ছোকরাটা ভয়ে কাঁপতে লাগল মশক্‌ভ, স্তাখোভিচ্‌ ও জেমুখভের কাছ থেকে সিগারেট পেয়েছে—একথা কবুল করে। ওরাই ক্লাবের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ।

পের্ভমাইস্কের মেয়ে ভিরিকোভা ক্রাসনডন বসতিতে বাল্যসখি লিয়াদ্‌স্কায়ার কাছে বেড়াতে এসেছিল। এদের দুয়েরই একটা জায়গায় মিল ছিল, ছেলেবেলা থেকেই, স্কুলের পাঠ্যজীবনেও, এরা সব কিছুর মধ্যে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেবার পথ দেখেছিল। সমাজের জন্য, সবার সমৃদ্ধির জন্য নয়; এরা একান্ত নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছিল। এদের পারিবারিক শিক্ষাও ছিল একই ধারার।

আজ জার্মানদের জন্য খেটে দিতেও ওদের দ্বিধা ছিল না। কিন্তু যথেষ্ট প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেছিল তারা। তা এরা পুরোপুরি পেল না। সেদিক থেকে দুই বন্ধুতে জার্মানদের সমালোচনা করে সুখী। একটু হাসিমস্করাও করল, কার কী রকম পয় তা নিয়ে। ভিরিকোভার জার্মান সৈনিকদের মন্দ লাগে না, বেশ হাত খুলে খরচ করতে জানে, দুদিন পরেই তো মরবে কিনা। লিয়াদ্‌স্কায়ার, ঠিক জার্মান নয়, লোরেনের একটা লোকের সঙ্গে বেশ মাখামাখি হয়েছিল, ওকে ভদ্‌কা সিগারেট খাওয়াত, ওরা একসঙ্গে বেড়াতে বেরোত। কিন্তু যা কপাল; হঠাৎ অসুখে পড়ে চলে গেল।

'যাস, ভাই, লিয়াদস্কায়ায়, আমার ওখানে। তোকে একটা জিনিষ দেখাব, তোকে দিতেও পারি, বুঝলি? যাবি তো!' কনুই দিয়ে লিয়াদ্‌স্কায়াকে খোঁচা দিয়ে কি অদ্ভুত একটা ইঙ্গিত করে ভিরিকোভা।

সেদিন সন্ধ্যায় লিয়াদ্‌স্কায়া একটা লোকের হাত দিয়ে একটা চিট লিখে পাঠিয়ে দেয় ভিরিকোভার কাছে পের্ভমাইস্কে: 'না ভাই, তোদের ওখানকার জার্মানগুলো এখানকার চেয়েও বদ্‌মাশ।' লিয়াদ্‌স্কায়ায় পয় নেই, ও বাড়িই ফিরে যাবে।...

নববর্ষের আগের দিনে, জার্মানরা ঘরে ঘরে খানাতল্লাসি চালাল—পের্ভমাইস্কে, শহরের সর্বত্র। ভিরিকোভার বাড়িতে তল্লাসির সময়ে সেই চিটখানি ওদের হাতে পড়ে গেল, গোয়েন্দা কুলেশভ প্রশ্ন করতেই ভিরিকোভা অক্লেশে লিয়াদ্‌স্কায়ার নাম করে দেয়, ভয় পেয়ে কিছু বাড়িয়েও বলে।

পরদিন ভিরিকোভাকে থানায় হাজিরা দিতে বলে, কুলেশভ সেই চিটখানা সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

সবার আগে সেরিয়োঝা জানতে পায়, মশকভ, জেমুখভ ও ত্তাখোভিচ ধরা পড়েছে। বোন নাদিয়া ও দাশাকে, ও বন্ধু ভিভিয়া লুকিয়ান্‌চেংকোকে সতর্ক করে দিয়ে, সে অলেগের কাছে ছুটে যায়। সেখানে ভালিয়া ও ইভান্ত্‌সভ্‌ বোনেদের দেখতে পায়, ওরা রোজ সকালে অলেগের কাছে আসত কিনা প্রতিদিনকার নির্দেশ নিয়ে যাবার জন্য।

সেদিন রাতে অলেগ ও মাতুল কলিয়া বেতারযন্ত্রে খবর ধরেছিল স্তালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনী দু দুটো ঘেরাওএর মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেরিয়োঝাকে আসতে দেখেই মেয়েরা হাসতে হাসতে এই খবর নিয়ে ছুটে এগিয়ে যায়, ওর হাত ধরে। স্বভাব-সংযত সেরিয়োঝারও ঠোঁট কেঁপে যায়, দুঃসংবাদ দিতে গিয়ে ওর চোখের জল চাপতে পারছিল না।

অলেগ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, ওর হাতের লম্বা আঙুলগুলি মোচরাতে থাকে, মুখ মড়ার মত শাদা হয়ে গেছে, ভুরু কোঁচকানো। এবার গম্ভীর সংকল্পকঠিন মুখে উঠে দাঁড়ায়। শান্তস্বরে বলে:

'মেয়েরা, তুর্কেনিচ ও উলিয়াকে খুঁজে বার করো। দলের ঘনিষ্ঠ সবাইকে বলে দাও সব কিছু লুকিয়ে ফেলতে, যা লুকনো যাবে না নষ্ট করে ফেলতে হবে। বোলো দু ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী নির্দেশ পাচ্ছে··· তোমাদেরও বাড়িতে হুঁশিয়ার করে দাও···লিউবার মাকে যেন ভুলো না।' লিউবা ভরোশিলভ্‌গ্রাদে গেছল।

সেরিয়োঝাও গরম কোটটা গায়ে দিয়ে মাথায় অভ্যস্ত গরমকালের টুপিটাই পরে নেয়: শীতের মধ্যেও এই টুপিটা পরেই ও চালাচ্ছিল কি না।

অলেগ শুধোয়, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ভালিয়া হঠাৎ লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে—সেরিয়োঝাও যাবে নাকি ওর সঙ্গে।

সেরিয়োঝা বলে, 'আমি রাস্তায় নজর রাখব ওদের আসবার পথে।'

এই মুহূর্তে সবারই কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় ভালিয়া, মশকভ ও স্তাখোভিচের ভাগ্যে যা ঘটেছে, ওদেরও যে কোনও মুহূর্তে তাই ঘটতে পারে।

মেয়েরা নির্দিষ্ট এক একদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভালিয়াকে উঠানের একধারে থামিয়ে সেরিয়োঝা বলে :

'চার দিকে নজর রেখে পথ চলবে, খুব সাবধান। ফিরে এসে আমাদের এখানে দেখতে না পেলে, হাসপাতালে নাতালিয়া আলেক্সেই-এভ্‌নার ওখানে যেয়ো, আমি তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা করব। তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও যাব না…'

ভালিয়া নীরবে মাথা নেড়ে স্তেপা সাফোনভের খোঁজে ছুটে চলে যায়।

দূর থেকে আসতে উলিয়ার দেরি হবে, তাই ওর জন্য অপেক্ষা না করে, অলেগ, তুর্কেনিচ ও সেরিয়োঝা পরিস্থিতি আলোচনার জন্য বসল।

ইতিমধ্যে স্তেপা সাফোনভ, সের্গেই লেভাশভ, ও কিছু পরে ঝোরা আরুতিউনিয়ান্তস্ কোনও খবর পাবার আগেই নিজে থেকে এসে হাজির হয়। ভলোদ্যা অসমুখিন ওর আঠারো বছরের জন্মদিনে সেই নববর্ষের সকালে বোন লিউদ্‌মিলার নিজহাতে বোনা একজোড়া পশমী মোজা উপহার পেয়েছিল, বোনকে সঙ্গে-নিয়ে বসতির দিকে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। ও এসে পৌছতে পারে নি।

তুর্কেনিচ এদের বাড়ির চারদিকে পথগুলিতে নজর রাখতে পাঠিয়ে দেয়।

একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই মুহূর্তে। ধরা পড়েছে সহকর্মীদের কথাই তো নয়, সমগ্র দলের প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়েছে। অপেক্ষা করে

দেখবে? তা হয় না, যে কোনও মুহূর্তেই ওরা ধরা পড়ে যেতে পারে। পালিয়ে থাকবে? কিন্তু কোথায়? এখানে সবাই তো ওদের চেনে।

ভালিয়া ফিরে আসে, অলিয়া ও নিনা ইভান্ত্সোভা পথেই উলিয়াকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। নিনা খবর দেয় পুলিশ ও সৈন্যরা ক্লাবঘর পাহারা দিচ্ছে, কাকেও ঢুকতে দিচ্ছে না, আর ক্লাবের পরিচালকদের গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ ও দেয়ালকক্ষে নববর্ষের উপহারের থলেগুলি পাওয়ার কথা সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেছে।

তুর্কেনিচ ও নিনার মত, এ থেকে সারা দল বিপন্ন হতে পারে না, তবে একটা বড় আঘাত সন্দেহ নেই। 'ওরা কিছু কবুল করবে না'। তুর্কেনিচের সহকর্মীদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস।

অলেগ গভীরভাবে ভাবছিল, এবার মুখ তুলে তাকায়। ও যখন কথা বলতে থাকে, একটা কঠিন সংকল্পের ছাপ ফুটে ওঠে মুখের রেখায়।

নির্মল, সাহসদৃপ্ত চোখ সবার উপর বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করে, আ-আমাদের সব ভরসার কথা ছেড়ে দিতে হবে। লালফৌজ আসা পর্যন্ত আমরা এখানে থেকে জার্মানদের পশ্চাদ্‌ব্যূহে আঘাত হানতে থাকব, এ আমরা কালকে পর্যন্ত আশা করেছি, কিন্তু আজ অত্যন্ত কষ্টকর হলেও এ স্বপ্ন ছাড়তে হবে···তা না হলে আমরা এখানে ধ্বংস হয়ে যাব, জনগণকেও ধ্বংস হতে দেবো,' অলেগ নিজেকে আর সংযত করতে পারছে না। সবাই স্তব্ধ নির্বাক হয়ে শুনছে। 'জার্মানরা দীর্ঘ মাস আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের ওরা জানে। আমাদের সংগঠনের মর্মকেন্দ্রে ওরা আঘাত হেনেছে। যদি ধরে নেওয়া যায় ওরা ওই উপহারগুলি চুরি করার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু জানতে পারবে না, তবুও ক্লাবের সঙ্গে যারা জড়িত সবাইকে ধরবে, অনেক নিরপরাধ লোকও ধরা পড়বে···কী করতে হবে তা হলে?' অলেগ অপেক্ষা করে।

আবার বলে : 'সরে পড়তে হবে…শহর ছাড়তে হবে…হ্যাঁ, আমাদের পালিয়ে যেতে হবে। সবাইকে নয়, অবশ্য। ক্রাস্নডন বসতির-ওরা, পের্ভমাইস্কের ওরা, ওরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।' হঠাৎ একান্ত দৃষ্টিতে উলিয়ার দিকে তাকায়, 'কিন্তু উলিয়া ছাড়া। উলিয়া কর্ম-পরিষদে রয়েছে, যে কোনও মুহূর্তে ওর নাম প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে… আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি…একেবারে মন্দ করিনি এই তৃপ্তি নিয়ে আমরা সরে পড়তে পারি…আমরা তিনজন সহকর্মীকে হারালাম, তাদের মধ্যে সব চেয়ে ক্ষতি—ভানিয়া জেম্নুখভ। আমরা পরাজিত হইনি। যথাসাধ্য আমরা করেছি…'

অলেগ থামে। একটা স্তব্ধতা। আর কেউ কিছু বলে না, কিছু বলতে চায় না।

পাঁচ মাস ওরা একসঙ্গে কাজ করেছে, একসঙ্গে চলেছে, জার্মান শাসনের প্রতিটি দিন মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ভরে উঠেছে, বিগত দিনগুলির তুলনায় আজকের দিনগুলি প্রতিরোধের সংকল্পে ও কর্মপ্রেরণায় উজ্জ্বলতর হয়েছে।…আজ শেষ হয়ে গেল। এই কটি মাসে ওরা কত জেনেছিল, ভালো মন্দ, মহান, বরনীয় যা, আর যা কুৎসিৎ…ওরা আপনাদের অনুদিন পরস্পরের জন্য সবাকার জন্য আরও বেশি করে দিয়েছিল… আজ মাত্র যেন ওরা জানল এই তরুণবাহিনী ওদের কতটুকু ছিল, কী ছিল। আজ, যখন নিজের হাতে একে ভেঙ্গে দিতে হচ্ছে…'

মেয়েরা—ভালিয়া, নিনা, অলিয়া—নীরবে কাঁদতে থাকে। উলিয়া নিজেকে বাইরে থেকে সংহত করে বসে থাকে, ওর চোখগুলিতে তীব্র জ্বালা ঝরে পড়ছে। সেরিয়োঝা টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে—ওর দুটো ঠোঁট সামনে বিস্ফারিত হয়ে পড়েছে—। আঙুল দিয়ে টেবিলের ঢাকনাটা খুঁটে চলে। তুর্কেনিচ, সংবদ্ধ পাতলা ঠোঁটের রেখায় সংকল্পের দৃঢ় ছাপ, নির্বাক হয়ে সোজা সামনে তাকিয়ে থাকে।

অলেগ জিজ্ঞাসা করে, 'আর কোনও অভিমত আছে ?'

না। কিন্তু উলিয়া বলে, ওর থেকে যেতে আপত্তি কী ? পের্ভো-মাইস্কের কর্মীরা ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল না। উলিয়া এখানে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারেতো এখনও। 'আমি সতর্ক থাকব…' ও বলে।

'না: সে হয় না' বলে অলেগ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ওর দিকে তাকায়।—

সেরিয়োঝা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার হঠাৎ বলে ওঠে :

'ওকে যেতেই হবে !'

কিন্তু উলিয়া আবার বলে 'আমি সতর্ক থাকব !'

ভারার্ত হৃদয়ে—পরস্পরের চোখের দিকে ওরা তাকায় না—ওরা এই সিদ্ধান্ত নেয়, কর্মপরিষদের তিনজন সভ্য—আনাতোলি পপভ, সুমৃস্কয়ও উলিয়া এরা থেকে যাবে। আর লিউবা যদি ফিরে আসে, ওর পক্ষে যদি নিরাপদ হয়—এই চতুর্থজন সেও থাকবে। নাতালিয়া আলেক্সেই-এভ্না, কন্দ্রাতোভিচ্ বা সেই ডাকঘরে কাজ করে কম্যুনিষ্ট মেয়েটির বাড়ি ওরা জড়ো হবে, স্থির হল। আর যথাশীঘ্র সরে পড়তে হবে। সবাইকে খবর পৌছে দেওয়া পর্যন্ত অলেগ ও সংযোগরক্ষী মেয়েরা অপেক্ষা করবে। কিন্তু সে রাত্রিতে কেউ বাড়িতে ঘুমুতে পারবে না, একথা বলে দেওয়া হল সবাইকে—কর্মপরিষদের সভ্যদের ও ওদের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠ ছিল তাদেরও।

ঝোরা, লেভাশভ ও সাফোনভকে ডেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হল।

এবার বিদায়ের পালা। উলিয়া অলেগের কাছে যায়, ওরা আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে পড়ে।

অলেগ তোতলাতে থাকে, 'তু-তুমি, তুমি এত ভালো…'

উলিয়া অলেগের চুলে কোমল হাত বুলিয়ে দেয়।

মেয়েরা যখন উলিয়ার কাছে বিদায় নিতে থাকে, অলেগ আর নিজেকে সামলাতে পারে না, দরজার কাছে সরে যায়। সেরিয়োঝাও তাকে অনুসরণ করে যায়। তুষারের ঝাপটা এসে লাগছে গায়ে, ওরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, গায়ে কোটও নেই।

অলেগ ভাবহীন কণ্ঠে শুধোয়, 'সব বুঝতে পারছ তো?'

সেরিয়োঝা মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'সব…স্তাখোভিচ কবুল করে ফেলবে…এই তো বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সব কথা তো বলার নয়। আমরা তো সত্যিই জানিনে। ও হয় তো ওখানে নির্যাতিত হচ্ছে, আমরা এখনও মুক্ত।'

উভয়েই নীরব হয়ে পড়ে।

সেরিয়োঝা জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় যাবে ঠিক করেছ?'

'রেলবাঁধ পার হয়ে চলে যেতে চেষ্টা করব।'

'আমারও তাই ইচ্ছা…একসঙ্গেই যাব তাহলে?'

'নিশ্চয়। তবে আমার সঙ্গে নিনা ও অলিয়া থাকবে।'

সেরিয়োঝা বলে, 'ভালিয়াও আমাদের সঙ্গেই যাবে হয় তো।'

সের্গেই লেভাশভ তুর্কেনিচের কাছে বিদায় নিতে এগিয়ে আসে। ওর মুখ কেমন অদ্ভুত গোমরা হয়ে গেছে।

তুর্কেনিচ ওর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'এ সব কি, কী ব্যাপার?'

লেভাশভ গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি থেকে যাব।'

তুর্কেনিচ প্রশান্ত স্বরে বলে, 'খুব বুদ্ধিমানের কথা হল না। তুমি ওকে কোনও সাহায্য বা রক্ষা করতেও পারবে না। ও ফিরে আসবার আগেই তোমাকে ধরে ফেলবে। আর মনে রেখো, লিউবা বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও পালিয়ে যেতে পারবে, ওদের চোখে ধুলো দিতে পারবে…'

'আমি যাব না,' লেভাশভ বলে।

তুর্কেনিচ কঠিন স্বরে বলে, 'তোমাকে আমার সঙ্গে রেলবাঁধ পার হয়ে যেতে হবে। আমি এখনও সেনাধ্যক্ষ...'

লেভাশভ চুপ করে থাকে।

অলেগকে বাইরে আসতে দেখে তুর্কেনিচ শুধোয়, 'আমরা কি একসঙ্গে যাব রেলবাঁধের দিকে, কমরেড কমিশার?'

কিন্তু অলেগ ভেবে দেখে, অত লোক একসঙ্গে রেলবাঁধের দিকে যাওয়া ঠিক হবে না। অলেগ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। একদিকে একসঙ্গে এতগুলি লোকের যাওয়া ঠিক হবে না। 'বিদায়,' আবার একদিন লালফৌজের সঙ্গে এসে এখানে দেখা হবে!'

'ওরা হাত জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন বদ্ধ হতে যাবে— সহসা তুর্কেনিচ পেছিয়ে যায়, দুহাত নেড়ে ছুটে পালায়। সের্গেই লেভাশভ অলেগের হাতস্পর্শ করে বিদায় নিয়ে তুর্কেনিচকে অনুসরণ করে।

স্টেপা সাফোনভ কামেনস্ক্-এ ওর আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকবে, সেখানে লালফৌজের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ঝোরার হৃদয়ে ঝড় বইছিল, ওকে হয় তো শেষ পর্যন্ত নভোচোর্কাস্ক্ মামার বাড়িতে চলে যেতে হবে, এখানে থাকতে পারবে না। ওর মনে পড়ে যায় জার্মানদের আসার আগে ভানিয়া জেম্নুখভের সঙ্গে পালিয়ে যেতে আর একবার সে চেষ্টা করেছিল।...হঠাৎ জেম্নুখভের সঙ্গে কাজে গল্পে কেটে যাওয়া ওর দিনগুলির কথা মনে পড়ে আজ ওর চোখে জল এসে যায়, ও রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

অলেগ, সেরিয়োঝা ও তিনটি মেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। সেরিয়োঝার আর বাড়ি ফিরে কাজ নেই, অলিয়া ভিতিয়া লুকিয়ানচেংকোকে দিয়ে বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দেবে।

ভালিয়া, নিনা ও অলিয়া দলের সভ্যদের আজকের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আসবার জন্য বেরিয়ে পড়ে। সেরিয়োঝা কোটটা গায়ে দিয়ে

বাইরে চৌকি দিতে বেরিয়ে যায়। ওর মনে হয়, অলেগকে কিছুক্ষণ বাড়িতে ওর পরিজনদের সঙ্গে একলা থাকতে দেওয়া দরকার। ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতরে খবর পৌঁছেছিল। বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র, ইস্তেহার, লালপতাকার উপকরণাদি ছিল। এলেনা ও কলিয়া মিলে কিছু লুকিয়ে ফেললেন, কিছু পুড়িয়ে দিলেন। বেতার যন্ত্রটা কলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ার নিচে একটা গর্তে পুঁতে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে উপরে একটা পিপে ভর্তি ভিনিগারে ভেজানো কিছু বাঁধাকপি সাজিয়ে রাখল। ওরা মারিনার বাচ্চাটার সঙ্গে কলরব তুলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে, অলেগ এসে কী যে বলবে।

অলেগ যখন ঘরে সময় কাটাতে কাটাতে ঢোকে সবাই ওর দিকে তাকায়। অলেগের মুখে আর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কর্মোদ্বেগের ছাপ ছিল না ; বালকত্বের রেখাটুকুও নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। মুখে একটা গভীর যাতনার চিহ্ন।

'মা...দিদিমা...কলিয়া, মাসী...' মারিনার বাচ্চাটা অলেগের পা আঁকড়ে ধরেছিল, ওর মাথায় হাত রেখে আলেগ বলতে থাকে। 'তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। আমাকে একটু গুছিয়ে নিতে সাহায্য করো...তারপর সবাই একসঙ্গে একটু বসব। পুরানো দিনে যেমন বসতাম...,' ওর চোখে ঠোঁটের রেখায় একটা দূর কোমল হাসির ছায়া খেলে যায়।

মায়ের হাতগুলি পাখীর ঝাপটানো ডানার মত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কী দেবে গুছিয়ে অলেগকে ? কত খুঁটিনাটি, কত কী যে দেবার আছে। সন্তান যখন হয় নি, তখন থেকেই মায়ের দুটি ব্যাকুল হাত কাঁথা সেলাইএ, কাঁথায় ফুলতোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর ছেলে বড় হবে, স্কুলে যাবে—মা সাজিয়ে দিচ্ছেন, জামা পরিয়ে দিচ্ছেন ; সন্তান বিদেশে যাবে, মা বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ছেন, মাথায় চুমো খেয়ে আশীর্ব্বাদ

করছেন। কত আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিচ্ছেদ। সন্তান যতদিন বেঁচে থাকবে, মায়ের আশার তো শেষ নেই। যখন আশা মরে যাবে, সন্তানকে কবরে নামিয়ে দেবার শেষ কাফন-সজ্জা করতে আবার শোকার্ত্ত মায়ের হাত দুটি পাখীর ঝাপটানো ডানার মত ব্যস্ত হয়ে পড়ে…

অনেক কিছু করবার ছিল যে। কলিয়ার সঙ্গে মিলে এলেনা দলিলগুলি সরাবার ব্যবস্থা করেন। রোজনামচাটা পোড়াতে হবে। অলেগের জামার সেলাইএর ভাঁজে কমুনিস্ট যুবসংঘের সভ্যপদের পরিচয় পত্রটা সেলাই করে এঁটে দেওয়া হয়। কিছু খাবার, সাবান, দাঁত মাজবার বুরুশ, সব কিছু একটা ঝোলায় ভর্তি করা হয়ে যায়। সেরিয়োঝাকে একটা কান-ঢাকা পুরনো গরম লোমের টুপি জোগাড় করে দেওয়া হয়। ওর জন্য ও একটা ঝোলায় করে কিছু খাবার বেঁধে দেওয়া হয়। যাহোক ওদের পাঁচজনার মতন তো দিতে হবে।

সবই হোল, কিন্তু একসঙ্গে বসবার আর ফুরসত হয় না…সেরিয়োঝা বার বার ভেতর বার করতে থাকে, ভালিয়া, নিনা ও অলিয়াও এসে উপস্থিত হয়। রাত্রি হয়ে আসে, এবার বেরিয়ে পড়তে হবে…

কারও চোখে জল নেই। দিদিমা ভেরা একবার শেষবারের মত গোছানো জিনিষপত্র গুলিতে চোখ বুলিয়ে নেন, এখানে একটা বোতাম এঁটে দেন, কোথাও একটা থলে ঠিক করে বসিয়ে দেন। এক এক করে সবাইকে বুকে টেনে আনেন, কিন্তু অলেগকে যেন আর ছাড়তে চান না, সরু চিবুকখানি অলেগের টুপিতে চেপে রাখেন।

অলেগ মায়ের হাত ধরে পাশের ঘরে চলে যায়।

'আমাকে ক্ষমা করো।'…

মা পেছন পেছন আঙ্গিনায় ছুটে যান, তুষারের ঝাপটা এসে পথ আগলায়। কিছু আর চোখে দেখতে পান না, তুষার মাড়িয়ে ওদের

পায়ে চলার শব্দ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যায়। তবু এলেনা তারাভরা অন্ধকার আকাশের নিচে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকেন···

সেদিন রাত্রিশেষে নিদ্রাহারা এলেনা নিকনাইএভ্না বাইরে দরজায় ধাক্কা শুনে উঠে বসেন। তাড়াতাড়ি গায়ে একটা গাউন জড়িয়ে শুধোন :

'কে ?'

পুলিশ-নায়ক সলিকভস্কি, দারোগা ফেংবক্স, দুজন সৈনিক নিয়ে উপস্থিত। অলেগ কোথায় ? এলেনা বলেন, অলেগ গাঁয়ে গেছে কিছু শস্যকণার জোগাড়ে।

সারা বাড়ি তল্লাস হল। দিদিমা ভেরা, মারিনার তিন বছরের বাচ্চাকে শুদ্ধ সবাইকে ধরে নিয়ে যায়।

কারাগারে ওদের বিভিন্ন কক্ষে রাখা হল। মারিনাকে যে ঘরে রাখা হয় সে ঘরে ভালিয়া বর্ৎসের মা, সেরিয়োঝা তিউলেনিনের বোন ফেনিয়া যাদের জন্মে তরুণবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না তাদেরও রাখা হয়েছিল। ফেনিয়ার কাছে মারিনা শুনতে পায়, বুড়ি আলেকসান্দ্রা ভাসিলিয়েভনা ও খোঁড়া ঠাকুর্দা যিনি লাঠিতে ভর করে হাঁটেন তাকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। কিন্তু নাদিয়া ও দাশা পালিয়েছে।

° ° °

ভানিয়া জেম্‌নুখভ ধরা পড়েছিল সকালেই। নিঝনি আলেকসান্দ্রভ্‌কার ক্লাভার কাছে যাবে বলে রাত থাকতে উঠে, এক টুকরো রুটি মুখে পুরে, কোট গায়ে দিয়ে, মাথায় কানঢাকা টুপিটা চড়িয়ে, রাস্তায় এসে সবে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন প্রত্যূষের আকাশ অপরূপ হয়েছিল—দিগন্তে আভের বরণ কুয়াশা জড়িয়ে আছে, তাতে গোলাপি রঙ পড়েছে, তার নিচে আশ্চর্য এক

উজ্জ্বল ও পবিত্র সোণার কুণ্ডলী। শহরের মাথায় মেঘের কয়েকটা টুকরো গোলাপি ও সোণালি রঙে নেয়ে উঠেছে। ভানিয়া এর কিছুই চোখে দেখতে পায় না, শুধু ওর মনে পড়ে ছেলেবেলায় তুষার-পড়া অপূর্ব সকালগুলি ও দেখেছে, ওর বড় ভালো লাগে। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রেখেছিল কুয়াশা পড়ে ঝাপসা হয়ে যাবে বলে—শুধু চোখে এই ভালোলাগা নিয়েই সে গোয়েন্দা কুলেশভ ও তিনটে জার্মান সেপাইএর দিকে প্রথমে চোখ তুলে তাকিয়েছিল।

ভানিয়া চিনতে পারে ওদের। কুলেশভের প্রশ্ন শুনে ওর বুঝতে বেগ পেতে হয় না ওরা ওর খোঁজেই এসেছে। ওর জীবনের মোড়-ফেরার মুহূর্তগুলিতে বরাবর যেমন হয়েছে, মুহূর্তে ভানিয়া সংহত গম্ভীর হয়ে ওঠে।

'ভানিয়া বলে, হ্যাঁ, আমিই সে।'

কুলেশভ: 'আরে, এ যে হাতে এসে পড়েছ…'

'রোসো, আমার মা বাবাকে একবার জানিয়ে আসি,' ভানিয়া বলে। কিন্তু ওর জানাই ছিল ওকে ওরা ঘরের ভেতরে আর ঢুকতে দেবে না। তাই কাছের জানালার কাঠের ফ্রেমের উপর মুঠো দিয়ে আঘাত করে।

সেই মুহূর্তে কুলেশভ ও একটা সেপাই ওর দুহাত আঁকড়ে ধরে ফেলে। কুলেশভ ভানিয়ার জ্যাকেট ও পায়জামার পকেটগুলিতে দ্রুত হাত চালিয়ে দেখে নেয়।

এমন সময় জানালা খুলে যায়, ওর বোন এসে বাইরে তাকায়। ভানিয়া দেখতে পায়না ওর চোখের ভাষা।

'ভানিয়া বলে, মাকে বাবাকে বোলো আমাকে থানায় নিয়ে গেছে, ভাবতে বারণ কোরো, আমি ফিরে আসছি বলে।'

কুলেশভ রুক্ষমেজাজে কি একটা বলে একটা সেপাইকে নিয়ে বাড়ি

তল্লাসির জন্য ভিতরে ঢোকে। একটা সার্জেন্ট ও সৈনিক ভানিয়াকে সামনে হাঁকিয়ে নির্জন গলিপথে তুষার মাড়িয়ে চলে যায়।

সেই ওভারকোট গায়ে, কান-ঢাকা টুপি মাথায়, গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া জীর্ণ জুতো পরা, ভানিয়াকে শিশির জড়ানো একটা অন্ধকার কারাকক্ষে ঠেলে দেওয়া হল। ও একলাই সেই ঘরে। বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ছাদের নিচে ছোট একটা ঘুলঘুলি, সকালের আলোও প্রবেশ করতে পারছে না। ভেতরে বসবার আসন বা বিছানা কিছু নেই। এক কোনে ময়লার গামলা রয়েছে, তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কী জন্য ওকে গ্রেফ্‌তার করল, ও ভেবে পাচ্ছে না। সংঘের খবর কি ওরা জেনে ফেলেছে, কেউ কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? ক্লাভার কথা, বাড়িতে বাবা মার কথা, সহকর্মীদের ভাবনা মনে ভিড় করে এল। নিজেকে সংহত করে নেওয়া ওর স্বভাব, এই বলে শান্ত হয়—ওর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই, ক্রমে সবই জানতে পারবে।

ভানিয়া ওর হিম হয়ে যাওয়া হাতগুলি কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়ালে সেই টুপি পরা মাথা এলিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকল। অনেকক্ষণ কেটে গেল—কয়েকঘণ্টা হবে।

বারান্দায় অনবরত ভারি বুটের আসা যাওয়ার শব্দ। বিভিন্ন কক্ষের দ্বারগুলি ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কলরব ভেসে আসছে, দূরে, কাছে···

কয়েকটা লোকের পায়ের শব্দ যেন ওর দ্বারের সামনে এসে থেমে যায়, বাজখাই গলায় কে বলে:

'এই ঘর?···বড় কর্তার ওখানে নিয়ে যাও!'

লোকটা চলে যায়, তালায় চাবির শব্দ হয়।

ভানিয়া দেয়ালের কাছ থেকে সরে গিয়ে ফিরে তাকায়। চাবির

গোছা হাতে একটা জার্মান সৈনিক—বোধ হয় সেই বারান্দায় পাহারা দিচ্ছে—সান্ত্রী হবে—এসে ঢোকে। সঙ্গে একটা পুলিশ, পুলিশগুলির মুখ দেখেই ভানিয়া চিনতে পারে। ওকে বড় কর্তা ক্রুথনের-এর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে একটা পুলিশের পাহারায় একটা ছোক্‌রাকে দেখতে পায়। যাদের হাতে সিগারেট বেচতে পাঠিয়েছিল, এ তাদেরই একজন।

ছেলেটা নায়নি, চোখ বসে গেছে, ভানিয়াকে দেখেই একটা কাঁধ ঝাঁকা দিয়ে ওঠে, নাক দিয়ে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে, মুখ ফিরিয়ে নেয়। ভানিয়া একটু স্বস্তি বোধ করে। তবু ভানিয়াকে তো সবই অস্বীকার করতে-হবে; যদি সে স্বীকারও করে টাকা উপায়ের জন্য কিছু সিগারেট চুরি করেছিল, পরক্ষণেই তো ওকে সাক্ষীদের নাম করতে বলা হবে। না, কিছু ভরসা করে লাভ নেই···

ক্রুথনের-এর ঘর থেকে জার্মান কেরানিটা বেরিয়ে এসে টান হয়ে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে ধরে।

'যাও, ভিতরে যাও···ব্যতিব্যস্ত স্বরে বলে পুলিশ ভানিয়াও ছেলেটাকে এক সঙ্গে দরজার ভিতরে ঠেলে দেয়, পুলিশের চোখেও ভয়ার্ত দৃষ্টি, ওরা ঢুকতেই পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ভানিয়া মাথা থেকে টুপি খুলে নেয়।

ঘরে কয়েকটা লোক রয়েছে। টেবিলের অন্যধারে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন—বড়কর্তা ক্রুথনের, ওকে ও চিনতে পারে, কলারের উপরে মেদ-বহুল গলার খাঁজ পড়েছে, পেঁচার মত গোল গোল চোখে ওর দিকে সোজা তাকিয়ে আছে।

সলিকভস্কি, বাজখাই গলায় বলে, 'আরে হঠাৎ এত লজ্জা কেন? কাছে এসে দাঁড়াও!' ও টেবিলের এক ধারে দাঁড়িয়ে হাতে একটা চাবুক।

অন্যধারে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দা কুলেশভ, ছেলেটাকে ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে টেবিলের কাছে টেনে আনে।

বিদ্রূপের স্বরে, ভানিয়ার দিকে চোখ নাচিয়ে, জিজ্ঞাসা করে, 'এই সে?'

'হ্যাঁ, সে…' ছেলেটা অনেক কষ্টে যেন কথাগুলি বলে। নাক দিয়ে দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, ও নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কুলেশভ খুশি হয়ে প্রথমে বড়কর্তার দিকে, পরে সলিকভস্কির দিকে তাকায়। দোভাষী বড়কর্তার দিকে ঝুঁকে পড়ে সব বুঝিয়ে বলতে থাকে। দোভাষী শুর্কা রাইবান্দকে ভানিয়া চেনে। ওদেরও রাইবান্দ জানে।

'বুঝলে হ্যাঁ?' সলিকভস্কি উঁচু চিবুকের হাড়ের নিচে প্রায় চাপা পড়েছে চোখগুলি তুলে যেন পাহাড়ের উপরদিকে তাকাচ্ছে এমনি ভাবে চোখ কুঁচকে ভানিয়ার দিকে তাকায়। 'বড়কর্তাকে সুড়সুড় করে বলে ফেলো তো তোমার সঙ্গীদের নাম। জলদি!'

ভানিয়া গভীর খাদে নামানো গলায় সোজা তাকিয়ে বলে, 'আপনি কী সব বলছেন, বুঝছি নে।'

সলিকভস্কি রেগে, অবাক হওয়ার ভঙ্গীতে, কুলেশভকে বলে, 'দেখলে তো? সোভিয়েট ওদের এ-ই শিখিয়েছে!'

জেন্‌খভের এই কথায় ছেলেটা যেন ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়, হঠাৎ শীতে যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

কুলেশভ তিরস্কারের স্বরে বলে, 'তোমার লজ্জা করছে না? ছেলেটার কথা একবার ভাবা উচিত, তোমাদের জন্যই ওর এই অবস্থা। দেখো দিকি ওখানে ওসব কী?'

কুলেশভের দৃষ্টির অনুসরণ করে ভানিয়া দেখতে পায় দেয়ালের পাশে উপহার শুদ্ধ একটা বস্তা খোলা পড়ে রয়েছে, কিছু কিছু তার মেঝেতে ছড়ানো।

ভানিয়া প্রতি মুহূর্তে আরও সংহত হয়ে উঠতে লাগল, বলল, 'এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক বুঝতে পারছিনে। এই ছেলেকে আমি এর আগে কখনও দেখিনি।'

ক্রুখনের অধীর হয়ে ওঠে, বিড়বিড় করে শুর্কা রাইবান্দকে কী বলে। কুলেশভ সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে কথা বন্ধ করে থাকে, সলিকভস্কি পায়জামার প্রান্তে অঙ্গুষ্ঠ রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

শুর্কা ভানিয়ার দিকে না তাকিয়ে বলে যায়, 'বড়কর্তা তোমাকে বলতে হুকুম করছেন ক'বার তোমরা লরী লুঠ করেছ, কী উদ্দেশ্য নিয়ে, তোমার সঙ্গী কারা, আর কী কী করেছ—খুলে বলো সব···সব···'

ভানিয়া বলে, 'আমি লরী আক্রমণ করব কী করে? আপনি তো জানেন আমি আপনার সুমুখে দাঁড়িয়ে আপনাকে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিনা!'

'বড়কর্তাকে উদ্দেশ করে কথা বলো···'

কিন্তু বড়কর্তার ব্যাপার বুঝতে বাকি রইল না, অঙ্গুলি সংকেত করে হুকুম করলেন:

'ফেংবঙ্গ এর কাছে নিয়ে যাও!'

মুহূর্ত পরেই দৃশ্য পরিবর্তিত হল। সলিকভ্স্কি প্রকাণ্ড হাত দিয়ে ভানিয়ার কলার ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে হিঁচড়ে টানতে টানতে বাইরের ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে ওকে ফিরে দাঁড় করিয়ে চাবুকের দুই ঘা কশে মুখের উপরে বসিয়ে দিল। দুটো লাল ডোরা কেটে ফুটে উঠল ভানিয়ার মুখে। একটা ঘা বাঁ চোখের কোণে লেগেছিল, চোখটা মুহূর্তে ফুলে উঠতে লাগল। পুলিশ দুটো যারা ওকে নিয়ে এসেছিল তারাও কলারে ধরে পাছায় হাঁটু মেরে ঠেলতে ঠেলতে ওকে বারান্দা দিয়ে নিয়ে চলল।

ভানিয়াকে যে কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল, দারোগা ফেংবঙ্গ ও দুটো এস এস সৈনিক বসে বসে একঘেয়ে বিড়ি ফুঁকছিল।

'যদি না বলিস্ রে হতচ্ছাড়া দলের লোকদের নাম...'সলিকভস্কি রাগে ফেটে পড়ে ভানিয়ার মুখ হিংস্র হাতে চেপে ধরে।

সৈনিক দুটো বিড়ি ফোঁকা শেষ করে, বাকি অংশটা বুটের তলায় মাড়িয়ে ফেলে। অভ্যস্ত মন্থর হাতে ওরা ভানিয়ার কোট খুলে নেয়, পরনের সব কিছু খুলে নিয়ে উলঙ্গ ভানিয়াকে মুখ থুবড়ে উবুড় করে রক্তমাখা খড়ের বিছানাটায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে।

ফেংবঙ্গের তাড়া নেই, টেবিল থেকে বেছে দুটো ইলেকট্রিক তারের পাকানো বেত তুলে নিয়ে একটা সলিকভস্কির হাতে দিয়ে আর একটা নিজের হাতে নিয়ে শূন্যে দুএকবার সাঁই করে চালিয়ে পরখ করে নেয়। এবার, পরপর ওরা ভানিয়ার অনাবৃত দেহের উপর চাবুক চালাতে থাকে, চাবুকগুলি দেহের উপর বসিয়ে ওদের দিকে টেনে নিচ্ছিল, দুটো সৈনিক পা ও মাথা আঁকড়ে ধরে থাকল। প্রথম কয়েকটা ঘায়েই ভানিয়ার দেহ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

ওকে চাবুক কশতে শুরু করতেই, ভানিয়া মনে মনে শপথ করে ও আর মুখ খুলবে না, ওদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেবে না, মুখ দিয়ে একটু কাতরতাও প্রকাশ পেতে দেবে না। ও সমস্ত সময় নীরব হয়ে থাকল। মাঝে মাঝে ওরা জিরিয়ে নিচ্ছিল, সলিকভস্কি জিজ্ঞাসা করছিল:

'এবার হুঁশ হয়েছে?'

ভানিয়া মাথা তুলল না, নীরবে পড়ে থাকল, ওরা আবার চাবুক চালাতে লাগল।

আধঘণ্টা আগে মশকভ ওই খড়ের জাজিমটায় পড়েছিল। ভানিয়ার মত সে ও সব কিছু অস্বীকার করেছিল।

স্তাখোভিচ শহরের এক মাথায় বাস করত, ওকে ভানিয়া ও মশকভের পরে ধরে আনা হল।

এ সেই ধরণের যুবক যাদের জীবনের মূল কথা হচ্ছে আত্মম্ভরিতা। স্তাখোভিচ্ও কিছুটা পর্যন্ত নিষ্ঠা অটুট রাখতে পারে, এমন কি ঝোঁকের মাথায় একটা দুঃসাহসিক কাজও করে ফেলতে পারে, মান্য লোকের সামনে। কিন্তু বিপদের সুমুখে যখন একা পড়ে যায়, নিছক ভীরু হয়ে পড়ে।

যে মুহুর্তে ওকে গ্রেপ্তার করা হল ও ঘাবড়ে গেল। কিন্তু হাজার নৈতিক অজুহাত সৃষ্টি করে বেকায়দায় গা ও মুখ বাঁচাবার উপায় সে জানত। ছেলেটাকে সামনে এনে ধরতেই স্তাখোভিচ বুঝেছিল, ওই সিগারেটের বস্তা চুরি সম্পর্কেই ব্যাপারটা; আর থৈই যখন পেয়েছে পুলিশ এ ব্যাপারে জড়িত সবাইকে ধরবে। কাজেই, মাথায় মুহুর্তে খেলে গেল—নেহাৎ চুরি হিসাবেই ব্যাপারটা সাজিয়ে, তিনজনারই দোষ কবুল করে, এবারকার জন্য কেঁদে কেটে কসুর মাফ চেয়ে নিয়ে, ভবিষ্যতে সৎভাবে থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খালাস পেতে হবে। এবং এই অভিনয় বড়কর্তা ব্রুখনের ও অন্যান্যদের সামনে যে এমন নিখুঁত ভাবে করেছিল যে স্তাখোভিচ কী ধরণের ছোকরা তা বুঝতে ওদের মোটেও কষ্ট হল না। ওই অফিসঘরেই তাকে কিছু মার লাগিয়ে অন্যান্য সঙ্গীদের নাম জিজ্ঞাসা করা হল—ওরা তিনজন তো সেদিন ক্লাব ঘরেই ছিল, কিন্তু লরী থেকে কাহারা মাল পাচার করেছিল ?

এদিকে বড়কর্তা ব্রুখনের ও ছোটকর্তা বালদের-এর দুপুরে খাবার সময় হয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত স্তাখোভিচ রেহাই পেয়ে গেল।

সন্ধ্যায় ওকে ডেকে নিয়ে খুব মিষ্টি করে কথা বলল ওর সঙ্গে, ওকে তখনই ছেড়ে দেবার লোভ দেখানো হল, কিন্তু ওকে কাহারা মাল পাচার করেছিল তাহাদের নাম বলতে হবে। স্তাখোভিচ আবারও ওদের তিনজনার নাম করতেই, ওকে ফেংবঙ্গের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কয়েক ঘা সেখানে খেতেই, ও তিউলেনিনএর নাম করল। অন্যান্যদের সম্পর্কে বলল ও অন্ধকারে ওদের চিনতে পারে নি।

কিন্তু স্তাখোভিচ একবার দুর্বল হয়ে পড়তেই, যাদের হাতে ও পড়েছিল তাদের বুঝতে বাকি থাকে না ওকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলবার এই সময়। ওর ওপর আরও নির্যাতন চলল, জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আবার চাবুক লাগাতে লাগল। স্তাখোভিচএর নৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা একবারে ভেঙ্গে পড়ল, ও জ্ঞানহারা পশুর মত সব খুলে বলতে লাগল: ও তো অধস্তন কর্মী তবে এই ভীষণ শাস্তি ও কেন পাবে, যারা নেতৃত্বে রয়েছে যাদের নির্দেশ ও পালন করেছে মাত্র, তারা জবাব দিক। ও তরুণবাহিনীর কর্মপরিষদের সভ্যদের নাম করল। সংযোগরক্ষী মেয়ে তিনটির নামও বলে দিল।

উলিয়া গ্রমোভার নামই শুধু ও করে নি। কেন জানি, হঠাৎ ক্ষণেকে ওর মনে হল উলিয়া ওর দিকে তাকিয়ে আছে, আর ওর নাম করতে পারল না।

চৌঠা জানুয়ারি লিয়াদস্কায়াকে ক্রাস্নডন বসতি থেকে থানায় ধরে এনে ভিরিকোভার সামনে রাখা হল। উভয়েই উভয়ের দুর্ভাগ্যের কারণ একথা বুঝতে পেরে, বাজারে মেয়েদের মতন ইতর ভাষায় পরস্পরকে আক্রমণ করে দুজনাই গালিগালাজ শুরু করল, পরস্পরের গুমোরও ফাঁস করে দিতে লাগল। বালদের মুখ চেপে হাসল, কুলেশভ মজা দেখতে লাগল।

লিয়াদস্কায়া রাগে লাল হয়ে বলে, 'ভুলিস নি, তুই তো ছিলি কিশোর বাহিনীর নেত্রী!'

ভিরিকোভা চেঁচিয়ে, মুঠি পাকিয়ে বলে, 'আরে আমার খুকীরে, তুই তো বোলশেভিকদের যুদ্ধের চাঁদা তুলে দিয়েছিস!'

প্রায় হাতাহাতি হয় আর কি। কুলেশভ দুজনার হাত ধরে কানে কানে বলে, 'বাছাধনরা, এতে চলবে না। তোমাদের দলের সবার নাম বলে দাও তো।'

হাঁপুস চোখে কাঁদতে কাঁদতে, নিজেরা নির্দোষ একথা প্রমান করবার জন্য কমুনিস্ট যুব সংঘের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল পের্ভমাইস্ক ও ক্রাস্নডন বসতির—ওরা তো এদেরই বাল্যবন্ধু ও সহকর্মী—সবার নাম করে দিল। বলা বাহুল্য, এরা যাদের নাম করল তারা তরুণবাহিনীর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই সংশ্লিষ্ট।

এরা শেষপর্যন্ত মাসে তেইশ মার্ক মাইনের পোষা গুপ্তচর হয়ে সেখান থেকে হাসতে হাসতে প্রস্থান করল।

'খুব বেঁচে গেছি'—ওরা পরস্পরকে অভিনন্দিত কবল।

জেম্নুখভ ও তার সহকর্মীদের গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রথম কয়েকদিন উলিয়া রাত্রিতে বাড়িতে ঘুমুত না।

ক্রমে অনেকেই ধরা পড়তে লাগল। দফায় দফায় এই ধর পাকড় চলল। যারা পালিয়েছিল তাদের পরিজনরা প্রথমে ধরা পড়ল। ভলোদ্যা অসমুখিন, তোসিয়া মাশচেন্‌কো, তারপরে। টলিয়া ক্রাস্নডন ছেড়ে শেষপর্যন্ত ও সরে গেলনা। ভলোদ্যাকে জেলে রেখে ও কোথায় পালাবে।

দফায় দফায় এই নূতন নূতন ধরপাকড়ের কারণ যে স্তাখোভিচের ভয়ংকর জবানবন্দীগুলি, একথা যারা বাইরে ছিল তারা জানতে পারেনি। স্তাখোভিচ এক একজনার নাম করত, ওকে সেবারকার জন্য নিষ্কৃতি দেওয়া হত। আবার জুলুম চালিয়ে নূতন করেও নাম বের করে নিত।

কিন্তু পের্ভমাইস্ক ও ক্রস্নডন বসতিতে এই ধরপাকড় তখনও ছড়ায় নি, অলেগ ঠিকই আঁচ করেছিল। উলিয়া আপন বাড়িতেই রাত্রিযাপন করবে বলে ফিরে আসে।

এতদিন রাত্রে বন্ধুদের বাড়িতে কাটিয়ে এসে আজ নিজের বিছানায় উলিয়া শুতে যায়। সকালে উঠে গৃহকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেঝে পরিষ্কার করা, সকালের খাবার তৈরি করা, এসব কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়—ও গত কয়েকদিনের বিয়োগান্ত ভাবনাগুলি ভুলে থাকতে চায়। মেয়েকে বাড়ি ফিরতে দেখে ওর মা ভয়ংকর খুসী হয়ে ওঠেন, এমন কি রোগশয্যা ছেড়ে নিজের খাবার পর্যন্ত খেয়ে নেন। বাবা কিন্তু নীরব ও গম্ভীর হয়ে থাকেন। এ'কদিন উলিয়া যখন বাইরে কাটাত, দু এক ঘণ্টার জন্য মা বাবাকে দেখতে বা এক আধটা জিনিষ নিতে মাত্র ছুটে আসত ঘরে, মাৎভেই ও মাসিমোভিচ ও মাত্রেনার মুখে শুধু শহরের গ্রেপ্তারের খবরগুলি উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরত, ওরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকাতেন না।

উলিয়া আজ ঘরের দিকে খুঁটিনাটি কথা নিয়ে আলাপ জুড়তে চায়। মা ও মেয়ের সঙ্গে ঠাট বাঁধতে যান, পারেন না, চুপ করে যান। উলিয়া আজ যেন মায়ের কাছে নূতন করে শিখে নিতে চায়। কী করে বাসন-পত্র ধুয়ে শুকিয়ে রাখতে হয়, টেবিলটা পুছবে কি রকম করে।

বাবা কাছে চলে যান।

উলিয়া, মায়ের দিকে পেছন দিয়ে, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, ওর পরনে বুটিদার তার নীল রঙের প্রিয় আটপৌরে ফ্রকটা। ঢেউ-খেলানো ঘন চুলের বেণী পিঠে, সুডৌল পরিপূর্ণ নিতম্ব পর্যন্ত, এলিয়ে পড়েছে। পরিচ্ছন্ন সূর্যালোক জানালার কাচে লেগে থাকা বরফের টুকরোগুলিকে গলিয়ে উলিয়ার কপালের চূর্ণালক-গুচ্ছে এসে পড়েছে।

উলিয়া জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দিগন্তক্ষীণ, তৃণভূমির দিকে তাকিয়ে থেকে গুণগুণ করে গাইতে থাকে। জার্মানরা আসবার পরে আজ এই প্রথম উলিয়া গাইছে। মা বিছানায় আধশোওয়া অবস্থায়

সেলাই করছিলেন। মেয়ের মুখে গান শুনে তিনি অবাক হয়ে যান, সেলাই ফেলে রাখেন। উলিয়া গভীর, ঝংকৃত স্বরে গায়!

'...বহুমানী তুমি পিতৃভুমির পূজায়
ক্ষণদীপশিখা সঁপে গেলে দৃপ্ত-সে...'

মাত্রেনা সাভোলিয়েভনা এই কথাগুলি আর কখনও শোনেন নি। মেয়ের গলায় যেন একটা গভীর আত্মবোধ ও দুঃখ ঝরে পড়েছে।

'ক্ষমাহীণ প্রতিশোধ দিকে দিকে সাজায়।
বজ্রভয়াল কঠিন ও দীপ্ত সে...'

উলিয়া গান থামিয়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, দূরে তৃণভূমির বুকে ওর আনমনা দৃষ্টি ছড়িয়ে থাকে।

'কী গাইছিলে ওসব?' মা জিজ্ঞাসা করেন।

উলিয়া না ফিরেই জবাব দেয়, 'কিছুনা মা, এমনি।'

সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে উলিয়ার বড়দি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে। উলিয়ার চেয়ে আরও পরিপুষ্ট গড়ন, উজ্জ্বল চুল, বাবার মতন গোলাপী গাল, কিন্তু এখন কেমন বিভ্রান্ত বিপন্ন দেখাচ্ছে।

পপভদের বাড়ি থেকে যেন ওর গলা কেউ শুনতে পাবে—চাপা গলায় বলে, 'পপভদের বাড়িতে পুলিশ এসেছে রে!'

উলিয়া ফিরে দাঁড়ায়।

'তাই কি? তাহলে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে', শান্ত স্বরে একথা বলে, মুখের ভাবের একটুও পরিবর্তন না করে, দরজার কাছে গিয়ে ধীরে কোটটা পরে নেয়, একটা শাল জড়িয়ে নেয় মাথায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে ফটকে ভারি বুটের আওয়াজ হয়—গরম জামাগুলোকে জড়িয়ে রাখা হয়েছিল এক ফুল-তোলা-ঢাকনায়—তাতে আধো হেলান দিয়ে মাথা ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকায় উলিয়া।

মায়ের স্মৃতিতে উলিয়ার দাঁড়াবার এই ভঙ্গীটাই চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে রইল : ফুল-তোলা-ঢাকনায় হেলে দাঁড়িয়ে আছে, ওর গায়ে সুন্দর পোশাক, নাকের ডগা দুটি কাঁপছে, দীর্ঘ পক্ষ্মস চোখের উপর নিবিড় হয়ে পড়েছে, যেন ওরা চোখের অগ্নিশিখা লুকোতে চায় ; সাদা শালখানা কাঁধের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও আঁটা হয় নি।

পুলিশ নায়ক সলিকভস্কি ও দারোগা ফেংবঙ্গ ঘরে ঢুকল, সঙ্গে রাইফেল হাতে একটা সৈনিক।

'এই যে পাখী ধরা পড়ে গেছে, পালাচ্ছিল একটু হলে,···কি লজ্জা !' ওভারকোট ও শালে জড়ানো তন্বী উলিয়ার দিকে তাকিয়ে সলিকভস্কি বলে !

মা, বিছানা থেকে উঠতে চেষ্টা করে, আর্তনাদ করে ওঠেন, 'দয়া করো···!' উলিয়ার চোখ হঠাৎ ক্রোধে জ্বলে উঠল, মা বিছানায় আবার এলিয়ে পড়লেন, আর মুখ ফুটে কথা বললেন না। চিবুকখানি থর থর করে কাপতে থাকল।

বাড়ি তল্লাসি সুরু হল। উলিয়ার বাবা খবর পেয়ে দরজার কাছে আসেন, সৈনিকটা তাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না।

ওদিকে আনাতোলিদের বাড়িতে কুলেশভ তল্লাসি চালাচ্ছিল।

আনাতোলি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, বোতাম-খোলা কোটটা গায়ে ঝুলছে, মাথায় টুপি নেই। একটা জার্মান সৈনিক পিছমোড়া করে ধরেছে। একটা পুলিশ এসে তাতিয়ানা প্রকোফিয়েভনার কাছে হেঁকে বলে :

'এই বলছি, একটা দড়ি দাও না।'

দীর্ঘাঙ্গী তাতিয়ানা রাগে লাল হয়ে তেড়ে আসেন, 'কিরে হারামজাদার বেটা, আমার ছেলেকে বাঁধবার জন্য দড়ি জোগাতে হবে আমাকে···সাপ, সাপের গুষ্টি সব !'

'মা, দিয়ে দাওনা একটা দড়ি, ও চেঁচানো থামাক,' আনাতোলি

বলে, ওর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হচ্ছে। 'ওরা ছটা এসেছে, একজনকে বেঁধে না হলে ধরে নেবে কী করে!'

তাতিয়ানা প্রকোফিয়েভনা আকুল হয়ে কেঁদে ওঠেন, ফটকের কাছে গিয়ে একটা দড়ি ছেলের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেন।

উলিয়াকে নিয়ে যে বড় কক্ষটায় রাখা হল, সেখানে আগে থেকেই মারিনা তার বাচ্চাকে নিয়ে, মারিয়া আন্দ্রেইএভ্না বোৎস, তিউলেনিনের দিদি ফেনিয়া, স্তাখোভিচের পাঁচজনার চক্রের একটি বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে আনিয়া সোপোভা, এরা ছিল। এই মেয়েটিকে এরকম নিষ্ঠুরভাবে মারা হয়েছিল যে মেঝেতে শুতেও কষ্ট পাচ্ছিল। ওই কক্ষ থেকে অন্যান্য বন্দিনীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সারাদিন ধরে পের্ভমাইস্ক্ থেকে নূতন নূতন মেয়েদের ধরে আনা হল—ক্রমে মায়া পেগলিভানোভা, সাশা বন্দারেভা, শুরা দুব্রভিনা, ইভানিখিন বোনেরা লিলিয়া ও তোসিয়া, ও অন্যান্যরা এল।

না ছিল বিছানাপত্র, না খড়ের শয্যা, কাজেই মেয়েদের মেঝেতেই আস্তানা নিতে হল। একটা ঘরে এত লোক ভরতি করা হয়েছিল যে দেওয়াল ও ছাদের পাটাতন হিমাক্ত হয়ে গিয়েছিল।

পাশেই আর একটা বড় কক্ষ, সেটা ছেলেদের। সেখানে সারাদিন ধরে বন্দীদের আনা চলছিল। উলিয়া দেয়ালে আঙুল ঠুকতে থাকে, 'কে, কে ওদিকে?' জবাব আসে: 'কে বলছো?' 'আমি উলিয়া গ্রমভা।' আনাতোলিও প্রত্যুত্তর করে। পাশের কক্ষে পের্ভমাইস্কের অধিকাংশ ছেলেকে রাখা হয়েছিল—ভিকতর পেত্রভ, বরিস গ্লোভান, রাগোজিন, ঝেনিয়া শেপেলভ, সাশা বন্দারেভার ভাই ভাসিয়া—এদের একসঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সর্বনাশ যখন ভালো করেই হয়েছে, তবু পাশের কক্ষে পের্ভমাইস্কের ছেলেরাও ওদেরই কাছাকাছি রয়েছে এই কথা ভেবে মেয়েরা একটু সান্ত্বনা পায়।

ছেলেমানুষের মত হাত পায়ের বড় বড় গড়ন তোসিয়া ইভানিখিনা সরল ভাবে বলে বসল, 'আমার কিন্তু ভাই ভারি ভয় করে মারপিটকে। অবশ্য, কিছু কবুল করার আগে আমি মরে যাব ঠিক, কিন্তু সত্যি ভয় করে…'

সাশা বন্দারেভা সাহস দিয়ে বলে, 'আরে ভয় করবার কিছু নেই, লালফৌজ কাছেই এসেছে, আমরা পালিয়েও যেতে পারি তো।'

'মেয়েরা, তোমাদের ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে ধারনাই নেই…' মায়া গম্ভীরভাবে যেই শুরু করল, ভয়ার্ত হৃদয় নিয়েও সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এই সময়ে এই কথা, কারাকক্ষের মধ্যে বসে। মায়া একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, 'নিশ্চয়, সব নির্যাতনকেই সহ্য করা যায়।'

সন্ধ্যার দিকে কারাগৃহ একটু শান্ত হয়ে এল। ছাদের কাছে অনেক উপরে জাল-ঘেরা একটা ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে, কোণগুলির অন্ধকারও কাটেনি। দূর থেকে জার্মানদের হাঁক ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল মাঝে মাঝে, কখনও কখনও কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ বারান্দা দিয়ে চলে যেতে বুঝতে পারা যাচ্ছিল, অস্ত্রের ঝনঝনাও কানে আসছিল। একবার একটা বুকফাটা চীৎকার শুনে ওরা সবাই চমকে দাঁড়িয়ে উঠল—পুরুষের গলা মনে হল, একটা অমানুষিক চীৎকার।

উলিয়া ছেলেদের দেয়ালে আঙুল ঠুকছে :

'এ কি তোমাদের কক্ষ থেকে ?

উত্তর এলো :

'না।'

পাশের কক্ষ থেকে যখন কাকেও নিয়ে যাচ্ছিল, মেয়েরা নিজেরাই বুঝতে পারছিল। দেয়ালে পাশের কক্ষ থেকে ঠুকছে :

'উলিয়া…উলিয়া…'

উলিয়া সাড়া দেয়।

‘ভিকতয় কথা বলছে…ওরা আনাতোলিকে নিয়ে গেছে…’ আনাতোলির মুখের ছবিটি মুহূর্তে উলিয়ার চোখে ভেসে ওঠে, সেই দৃপ্ত চোখদুটি থেকে যেন একটা শিখা ঠিকরে পড়ত, আনাতোলির কথা মনে করে সে কেঁপে ওঠে। কিন্তু উলিয়ার ভাবনাকে বাধা দিয়ে কক্ষের তালায় চাবি নড়ে ওঠে। দরজা খুলে একটা অদ্ভুত আওয়াজে হাঁক দেয় :

‘গ্রমোভা…’

উলিয়ার এইটুকু মনে পড়ে : সলিকভস্কির ঘরের বাইরে ওকে খানিকক্ষণ দাঁড় করানো হয়েছিল, ভেতরে কাকে যেন মারছিল। বাইরে একটা আসনে স্বামীর জন্য অপেক্ষমানা একটা ব্যাগ হাতে সলিকভস্কির স্ত্রী হাই তুলছিল, ছোট মেয়েটা পাশে বসে ঝিমুতে ঝিমুতে কেক খাচ্ছিল। দরজা খুলে যেতে, ভানিয়া জেম্‌নুখভকে বের করে নিয়ে গেল, ওর মুখ এত ফুলে উঠেছে যে চিনতে পারা যায় না। ও প্রায় উলিয়ার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, উলিয়া অতিকষ্টে একটা অস্ফুট আর্তনাদ চেপে যায়।

ব্রুখনের-এর সামনে সলিকভস্কির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় উলিয়া। ব্রুখনের কী একটা প্রশ্ন করছিল, এ প্রশ্ন সে এর আগে অনেককেই করেছে সন্দেহ নেই। শুর্কা রাইবান্দএর সঙ্গে যুদ্ধের আগে উলিয়া ক্লাবে নেচেছে, শুর্কা তাকে সেদিন কত খাতির করত, কিন্তু আজ যখন ব্রুখনের-এর প্রশ্নের অনুবাদ করে দিচ্ছিল ও এমন করে তাকিয়েছিল যেন উলিয়াকে সে কখনও চেনে না। কিন্তু ব্রুখনের প্রশ্ন ও কিছুই শুনছে না। উলিয়া যখন মুক্ত ছিল, গ্রেপ্তার হলে সে কী বলবে না বলবে আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল। কঠিন মুখে দৃপ্ত স্বরে উলিয়া বলল।

‘আমি কোনও প্রশ্নের জবাব দেবো না, কারণ আমাকে বিচার করবার কারও অধিকার নেই এখানে। তোমরা শিকার খুঁজছ, আমি

সেজন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। যা খুসি করতে পারো, আমার মুখ থেকে আর একটি কথা পাবে না…'

বড়কর্তা ক্রুখনের ইতিমধ্যে এরকম অনেক জবাব শুনেছে নিশ্চয়, রেগে উঠল না, মৃদু অঙ্গুলি-সংকেতে বলে দিলে :

'ফেংবঙ্গের কাছে নিয়ে যাও…'

নির্যাতন থেকে যে যন্ত্রণা পেয়েছিল সেটাই সব চেয়ে বীভৎস হয়নি—যন্ত্রণা সে সহ্য করতে পারত, উলিয়ার মনে পর্যন্ত নেই ওকে কী রকম করে মারা হয়েছিল। সবচেয়ে ভয়ংকর লেগেছিল, ওরা যখন ছুটে এসেছিল উলিয়াকে বিবস্ত্র করতে, আর ওদের স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওদেরই সুমুখে তাকে বেশ-ত্যাগ করতে হয়েছিল…

উলিয়াকে যখন কক্ষে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, আনাতোলিকে বয়ে নিয়ে যেতে দেখল, ওর সুন্দর মাথাখানি উলটে ঝুলে পড়েছে, মুখের দুই প্রান্ত থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে, হাত দুটি প্রায় মেঝেতে গড়িয়ে চলেছে।

তবু, উলিয়াকে কক্ষে ঢোকবার সময় শক্ত হয়ে থাকতে হবে। একথা সে ভোলেনি। বোধ হয়, সে তা পেরেছিল। তাকে কক্ষে রাখতেই, সঙ্গের পুলিশ হেঁকে উঠল :

'ইভানিখিনা, আন্তোনিনা!…'

দরজায় উলিয়ার পাশ দিয়ে ভীতচকিত চোখে তোসিয়া চলে গেল, পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটি বালিকাকণ্ঠের মর্মভেদী আর্তনাদ কারাকক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল, এ তোসিয়ার নয়, একটি কম্র বালিকার।

'হায় হায়, আমার বাছাকে নিয়ে গেছে গো ওরা…' মারিয়া আন্দ্রেইএভ্‌না চীৎকার করে ওঠেন, বাঘিনীর মত দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত হানতে থাকেন, চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন : 'লুসি

আমার, বাছা···তোকে ওরা নিয়ে গেছে! আমাকে বেরতে দাও—বেরতে দাও!···'

মারিনার বাচ্চাটা জেগে উঠে কান্না জুড়ে দেয়।

• • •

লিউবা এই দিনগুলিতে ভরোশিলভগ্রাদ, কামেনস্ক, রভেন্‌কি, একবার মিলেরোভা পর্যন্ত চরে বেড়িয়েছিল। ওর পরিচিত জার্মান অফিসারদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ওর পকেট বিস্কুট, মিষ্টি, চকলেট ভরতিই থাকত—এসব ছিল ওদের উপহার, আর পরক্ষণেই পথে যাকে পেত বিলিয়ে দিয়ে বাঁচত।

অদ্ভুত বেপরোয়া দুঃসাহসের সঙ্গে লিউবা যেন পাহাড়ের চূড়ায় শিশুর অকলুষ হাসি ও কোঁচকানো নীল চোখ নিয়ে নেচে বেড়িয়েছিল, মাঝে মাঝে ওর চোখে চকিতে এক ইস্পাত-কঠিন শিখা ঝিলিক দিয়ে যেত।

অলেগ তাকে বলেছিল এবার ভরোশিলভগ্রাদে খোদ ইভান ফিয়েদোরোভিচের সঙ্গে দেখা করে তাকে জানিয়ে আসতে—তরুণ-বাহিনী যে কোনও মুহূর্তে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত, এবং যুদ্ধক্ষেত্র যখন ডনবাসে এগিয়ে আসবে, জেলা-কেন্দ্রের সঙ্গে সংকটময় দিনে যেন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায় সে ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ইভান ফিয়েদোরোভিচ ভরোশিলভগ্রাদে ছিলেন না। যে লোকটির মারফত ইভানের সঙ্গে যোগাযোগ হত সে বলল, জার্মানরা ভরোশিভগ্রাদ চষে ফেলছে, ইভান ফিয়েদোরোভিচ গ্রামে গা ঢাকা দিয়েছেন।

• • •

এই লোকটি নিজেও কচিৎ এক জায়গায় দুবার ঘুমাতো। একযুগ দাড়ি কামানো হয় নি, স্নান হয় নি, নিদ্রাহীন আরক্ত চোখ, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের

সংবাদে একটা উন্মাদ উত্তেজনা চোখে মুখে। কাছাকাছি জার্মানদের মজুত সৈন্য, সরবরাহ, সৈন্য সমাবেশ-ব্যবস্থা এসব সম্পর্কে খবর চাই—অনেক খবর।

কাজে কাজেই লিউবাকে তার সেই পুরানো কর্নেলকে খুঁজে বার করতে হয়। এদের দল তখন উর্দ্ধশ্বাসে ভরোশিলভগ্রাদ ছেড়ে চলেছে হঠে। বেপরোয়া ভাব-বিশেষ, নিশা হলে এক লেফটেনাণ্ট তো মাখামাখিটা গভীর করবার প্রত্যাশায় এক ভাঁড় মোরব্বাই উপহার দিয়ে বসে তাকে।

লিউবা এবারও সেই মহিলাটির বাড়ি উঠেছিল, সেই যে 'ফোঁস-করে-ওঠা' মেয়েটিকে নিয়ে যিনি থাকেন। লিউবা পোশাক ছেড়ে মাত্র শুতে গেছে, ঠাণ্ডায় অধোবাসও ছাড়া হয়নি,—হঠাৎ দরজায় দুম দুম শব্দ। তাড়াতাড়ি চটিটা পায়ে গলিয়ে, পোশাক পরে নিয়ে উঠে যায়। গৃহকর্ত্রী দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'কারা বাইরে?' বাইরে থেকে কর্কশ আওয়াজ এল, ওরা জার্মান! লিউবার বুক দুরু দুরু করতে লাগল, কোনও মাতাল জার্মান অফিসার নয় তো!

কিছু ভেবে স্থির করবার আগেই, ভারি বুট পায়ে তিনজন লোক ভিতরে ঢুকে পড়ল। একজন ওর দিকে ইলেকট্রিক টর্চ ধরেছে।

'আলো,' হেঁকে উঠল, এ সেই লেফটেনাণ্ট।

সঙ্গে দুটো সৈনিক। গৃহকর্ত্রী একটি ক্ষীণ আলো এনে ধরে দিলেন, তাতে ক্রোধ-বিকৃত মুখে সেই লেফটেনাণ্টটা লিউবার দিকে তাকাল। আলোটা একটা সৈনিকের হাতে দিয়ে, লিউবার মুখে কশে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। লিউবার বিছানার শিয়রে একটা চেয়ারে রাখা ওর প্রসাধন দ্রব্যগুলি ছড়িয়ে ফেলে দিল, মনে হল কী যেন খুঁজছে। মাউথ-অর্গানটা একটা রুমালে জড়ানো ছিল, সেটা মেঝেতে পড়ে গেল, লেফটেনাণ্ট রাগে সেটা গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে চুরমার করে দিল।

সৈনিক দুটো ঘর তল্লাসি করল, কিন্তু লেফটেনান্ট চলে গেল। লিউবা আঁচ করল, লেফটেনান্ট নয় লেফটেনান্ট মারফত লিউবার খোঁজ ওরা পেয়েছে। কোথাও একটা কিছু নিশ্চয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কিন্তু ঠিক কী লিউবা ঠাওর করতে পারে না।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে মহিলা ও কন্যাটি তল্লাসি দেখতে থাকে। কন্যাটি বরং লিউবার দিকে সর্বক্ষণ একাগ্র উৎসুক চোখে তাকিয়েছিল। যাবার সময় লিউবা মেয়েটিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে নিটোল গালে একটি চুমো বসিয়ে দেয়।

ওকে প্রথমে ভরোশিলভগ্রাদ থানায় নিয়ে যাওয়া হল। কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হল। ওকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল, এক কোণে একটা ছোকরা বসেছিল, ওকে লিউবা লক্ষ্য করেনি। ছেলেটা অনবরত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ওর সমস্ত জিনিষপত্র শুদ্ধ সুটকেসখানা ছিনিয়ে নেওয়া হল। টুকিটাকি কিছু জিনিষপত্র, মোরব্বার ভাঁড়টি, আর গলায় কখনও-সখনও জড়াত যে চকচকে শালখানা তাই নিতে বাকি রেখেছিল, তাই দিয়ে জিনিষগুলো ও মোরব্বার ভাঁড়টি জড়িয়ে পুঁটলি করে বেঁধে নিল।

এই বেশেই, ওর জবানবন্দী নেওয়ার দিনে পুঁটলি হাতে, উজ্জল নীল চীনা রেশমের ফ্রকপরা, লিউবা ক্রাস্নডনে পের্ভমাইস্ক মেয়েদের কক্ষে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

দরজা খুলে, ওকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে, পুলিশটা বলেছিল :

'এই যে গো ভরোশিলভগ্রাদের অভিনেত্রী এসেছে।'

বরফ পড়াতে লিউবার মুখ লালচে দেখাচ্ছিল, কৌতুকে চোখ কুঁচকে কক্ষের চারদিকে তাকাল। উলিয়া, তার বাচ্চাকে নিয়ে মারিণা, সাশা বুন্দারেভা, এ কি এ যে সব তারই বন্ধুরা। ওর হাতের পুঁটলি শিথিল হয়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে, লিউবা মড়ার মত সাদা হয়ে যায়।

ক্রাস্নডন কারাগার ভরতি হয়ে গিয়েছিল। এমন কি বারান্দায় পর্যন্ত বন্দীদের মধ্যে যারা শিশু ও বুড়ো তাদের এনে রাখা হয়েছিল। ক্রাস্নডন বসতির ওদের তো এখনও আনাই হয় নি।

স্তাখোভিচ, মারের চোটে, এক একবার নূতন নূতন সহকর্মীদের নাম কবুল করছিল, আর নূতন নূতন ধরপাকড় হচ্ছিল। ও একটা ঘায়েল পশুর মত হয়ে গিয়েছিল, নূতন নূতন বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নিজের মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার দরুণ ও নিস্তার পাচ্ছিল না, দিনের পর দিন আরও অত্যাচার চালিয়ে ওর কাছ থেকে সঙ্গীদের নাম বের করে নেবার চেষ্টা চলছিল। ও এমনি করে কভালিয়ভ ও পিরোঝোক এর নাম করে দিল, ইলিয়ার নাম ওর মনেও ছিল না, তবু মনে পড়ে গেল ইলিয়া ছিল অসমুখিনের বন্ধু, তাই বলে দিল। বালদের-এর কুঠিতে নিয়ে বিক্ষতদেহ ভলোদ্যা ও ইলিয়াকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হল।

দৃপ্ত ইলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, 'আমি ওকে কখনো দেখিনি তো।'

ভলোদ্যা বলল, 'জন্মেও ওকে জানিনে।'

স্তাখোভিচের মনে পড়ে যায়—তাইতো নিঝনে-আলেকজান্দ্রভ্-কায় না জেম্নুখভের প্রণয়িনী বাস করত। বাস, আর যায় কোথায়, দিন কয় পরে, বড়কর্তা ব্রুখনের-এর সামনে বিকৃত বিক্ষত মুখ জেম্নুখ-ভের পাশাপাশি আড় চোখে-তাকানো ক্লাভাকে এনে দাঁড় করানো হল। ক্লাভা যেন স্বগত এমনি মৃদুস্বরে বলছে :

'না…আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়েছিলাম এক সময়ে। কিন্তু যুদ্ধের শুরু থেকে তো আর দেখা শোনা হয় নি। আমি গ্রামে বাস করছি।'

জেম্নুখভ নির্বাক হয়ে থাকল।

লিয়াদ্স্কায় ক্রাস্নডন বসতির সবার নাম করে দিয়েছিল। কিন্তু ও দলের নেতৃস্থানীয়দের নাম তো জানতো না। বিপদ হল,

লডা আন্দ্রোসোভার রোজনামচা পুলিশের হাতে পড়ে যায়। ওতে কলিয়া সুমনস্কয়এর নাম বার বার উল্লেখ ছিল, সুমনস্কয়কে লিডা ভালোবাসত কি না। তাছাড়া এসব কথাও ছিল, রুমেনিয়ন্ সৈন্যেরা দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে, সোভিয়েট বিমান থেকে বোমা ও ইস্তেহার ফেলে গেছে ...

সরু চিবুক, সুন্দরী লিডা আন্দ্রোসোভাকে রাইফেলের পেটী দিয়ে পিটানো হয়েছিল। সুমনস্কয়এর কথা বলবার জন্যই এই নির্যাতন। লিড়া একটা একটা করে উচ্চস্বরে শুধু আঘাতগুলি গুনে গিয়েছিল, আর একটি কথা বলে নি।

এই অচিন্তনীয় নির্যাতন সত্ত্বেও, তরুণবাহিনীর একটি বন্দীও দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করে নি, বা একটি সহকর্মীর নামও প্রকাশ করে বলেনি। শ'খানেক তরুণ তরুণীর—যাদের বালকবয়সী বললেও চলে—এই অপূর্ব দৃঢ়তা তাদের আর সব বন্দী থেকে স্বতন্ত্র করে চিহ্নিত করে দিল। ক্রমে, অন্যান্যদের মুক্ত করে দিতে লাগল, যাদের জামীন হিসাবে ধরে এনেছিল, বাবা মা ছোট ছেলেমেয়েদের—: কশেভয়দের বাড়ির ওদের, তিউলেনিন আরুতিউনিয়ান্ত্সদের বাড়ির অন্যান্যদের, মারিয়া আন্দ্রেইএভ্না ও ছোট্ট লুসিকে।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বন্দীদের আত্মীয়স্বজন কারাগারের দরজার চারপাশে ভিড় করে থাকত। ওরা জার্মান সেপাইদের হাতে ধরে খোসামোদ করে একটু খবর জানাবার জন্য, একটি চিঠি বা কিছু খাবার পৌঁছে দেবার জন্য, কি কাকুতি মিনতি। সেপাইরা ওদের তাড়া করে নিত। একটা গ্রামোফোন বসিয়েছিল দরজায়, ভেতরের বন্দীদের আর্তনাদ যাতে বাইরে না যেতে পারে। সারা শহরে একটা অসহায় উত্তেজনা। একটি লোকও ছিল না সেদিন শহরে, যে একবারটি কারাগারের দ্বার ঘুরে না গেছে। শেষপর্যন্ত

ক্রুখনের বেগতিক দেখে হুকুম দিয়েছিলো, বন্দীদের জন্ম আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে খাবার দাবার উপহার হিসাবে আসতে পারবে।

/ জার্মান কারাগৃহের এই অমানুষিক পারিপার্শিকের মধ্যেও, শেষপর্যন্ত বন্দীরা বন্ধুদের সঙ্গে অমায়িক আমোদ স্ফূর্তি করে বিভ্রান্তি আনত।

কক্ষের মাঝখানে মেঝেতে বসে পড়ে লিউবা তার পুঁটলি খুলল, মেয়েরা হ্যাঁ ভাই, মোরোব্বা খাবি কে? বর্বরটা! আমার মাউথ-অর্গানটা ভেঙে দিয়েছে। এখন তোদের বাজিয়ে শোনাই কী বল্?,

শুরা ডুব্রভিনা বলে উঠল, 'দাঁড়াও, তোমার পিঠে এরকম সুর বাজিয়ে দেবে, জীবনে অর্গ্যানের কথা আর মুখে আনবে না।'

'তুই ভারি জানিস কিনা আমাকে। তুই কি ভাবিস ওরা যখন আমাকে চাব্‌কাবে আমি ওয়াঁ ওয়াঁ করে কাঁদব নাকি, না মুখ বুঁজে চুপ করে থাকব? আমি চেঁচাব, প্রাণ ভরে গাল দেবো। কী রকম জানিস? এরকম করে: আ-হা-হা! আরে শুয়ারগুলি! লিউবাকে মারছিস কেন?' লিউবা চেঁচিয়ে মুখভঙ্গী করে।

মেয়েরা হেসে ওঠে।

লিলিয়া ইভানিখিনা, বন্দীশিবিরের অনেক দুঃখময় অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, শান্তস্বরে বলে, 'বল, ভাই, আমাদের অভিযোগ করবার কী আছে? বাড়িতে আমাদের পরিজনদের কষ্ট যে এর চেয়েও বেশি। বেচারি ওরা জানেও না আমাদের কী ঘটছে, ওদের ভাগ্যে তো আরও অনেক ভোগ!'

লিলিয়া তার দরদ, তার সহানুভূতি দিয়ে সবাইকে ভরে রেখেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায়, লিউবাকে ক্রুখনের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্ম নিয়ে যাওয়া হল। এ যেন একটা বিশেষ ব্যাপার, সমস্ত পুলিশ ও সেনা-নায়করা উপস্থিত থাকল। লিউবার গায়ে হাত পড়ল না, বেশ ফোসলানো গোছের ভদ্রতাও করা হল। লিউবা তেমনি চটুল, চপল,

একটুও ঘাবড়ে গেল না। ওরা কতটুকু জেনেছে না জেনেছে সে সম্পর্কেও লিউবার জানার নেই, লিউবা যেন ওদের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারছে না সেই অভিনয়ই করে এল। ওরা এটুকু ইঙ্গিতে বলে দিল, লিউবার কাছ থেকে ওরা বেতার প্রেরণ যন্ত্রটি ও সংকেতলিপির খবরটি জানতে চায়।

জার্মানরা আন্দাজে টোপ ফেলেছিল, নিশ্চিত প্রমাণ কিছু পায়নি। তবে জার্মান গোয়েন্দামহল এটুকু বার করেছিল, গোপনে কয়েক জায়গা থেকে বেতারে খবর পাঠান হচ্ছে। আর লিউবা জার্মান অফিসারদের সঙ্গে এরকম মেলামেশা করছিল, আর জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাতে ওদের সন্দেহ গভীর হয়েছিল। তাছাড়া [illegible] থানায় এককোণে যে ছেলেটি চুপচাপ বসেছিল, যাকে লিউবা মোটেও লক্ষ্য করেনি, সে বেতার-বিদ্যা শেখার স্কুলে তারই সহপাঠী বোরকা দুবিনস্কির দলের চাঁই একটি, সেই কবুল করেছিল লিউবা বেতার-বিদ্যা জানত বলে।

লিউবার মা খাবার পাঠিয়েছিলেন। মেঝেতে বসে, দু'হাঁটুর মধ্যে পোঁটলাটা ধরে, চিনি, ডিম বের করে নিয়ে, মাথা দুলিয়ে ও গাইতে শুরু করে দিল:

'লিউবা, সোনার পায়রা,—
রাঙা মাথার টায়রা…'

যে সেপাইটা খাবারের পোঁটলা বয়ে এনেছিল, তাকে বলে পাঠাল, 'মাকে বলিস লিউবা বেঁচে আছে, আর কিছু বীটের সুরুয়া (কের্শ্চ্) বেঁধে পাঠাতে বলিস তো' এটা ওর খুব প্রিয় খাদ্য কি না, সব ইউক্রাইনিয়ান-দেরই! এবার মেয়েদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলে, 'ওলো, নে সবাই, ধর!'

শেষ পর্যন্ত লিউবাকেও ফেংবঙ্গএর কাছে আসতে হল। ফেংবঙ্গ নিষ্ঠুর ভাবে চাবুক চালাল। লিউবাও ওর কথা রাখল, প্রাণপণে

চীৎকার করে. ফেংবঙ্গের বাপের শ্রাদ্ধ করতে লাগল, সারা কারাগারের লোক শুনতে পেল :

'বর্বব ! টেকো-মাথা জানোয়ার !…কুত্তার বাচ্চা !…' এগুলি হচ্ছে লিউবার ভাষণের অপেক্ষাকৃত ভদ্র অংশ।

দ্বিতীয়বার লিউবাকে ফেংবঙ্গ চাবুক মেরেছিল ক্রুথনের ও সলিকভস্কির সামনে, এবার পাকানো ইলেকট্রিক তারের বেত দিয়ে। লিউবা প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরেও, চোখের জল চাপতে পারেনি। কক্ষে ফিরে এসে, মেঝেতে তলপেট চাপা দিয়ে, নীরবে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। দুহাতে মাথা গুঁজে রাখল কেহ যেন ওর মুখ দেখতে না পায়।

উলিয়া কক্ষের এক কোণে বসে মেয়েদের গল্প করে শোনাচ্ছিল। গায়ে নূতন একটা হাতে বোনা জার্সি, বাড়ি থেকে পাঠিয়েছিল, ওর কালো চোখ ও চুলের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে ছিল, চোখ দুটি রহস্যে উজ্জ্বল পবিত্র হয়ে উঠেছে, ও গল্প বলছে 'পবিত্র মাগ্‌দালেন মঠের রহস্য'। নিত্যি নূতন একটা গল্প বলত উলিয়া। দরজার বাইরে বারান্দায় বসে রুশ পুলিশটাও কাণ পেতে শুনত।

লিউবা কিছুক্ষণ পড়ে থেকে, অন্যমনস্কভাবে উলিয়ার গল্প শুনতে শুনতে উঠে বসল, ওর চোখে পড়ল মায়া পেগ্‌লিভানোভা, সারাদিন ও উঠে বসতে পারে নি। বিশ্বাসঘাতকী ভিরিকোভা বলে দিয়েছিল মায়া স্কুলে কমুনিষ্ট যুবসংঘের সম্পাদিকা ছিল। আর তাই ওর উপর দিয়ে সব চেয়ে বেশি নির্যাতনের ঝড় বইছিল। লিউবা মায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে, একটা অনির্বান প্রতিহিংসার জ্বালা টগবগ করে ওর অন্তরে ফুটতে থাকে।

সাশা বন্দারেভা উলিয়ার কাছে মেয়েদের দলে বসেছিল। লিউবা আস্তে ডেকে ওঠে, 'সাশা…সাশা…আমাদের ছেলেরা ভারি শান্ত হয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে…'

'তাই তো…'

'ওরা মিইয়ে পড়েনি তো, কী বলিস?'

সাশা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'জানিস তো ভাই, ওদের উপর দিয়ে কি ঝড় বইছে, আমাদের চেয়েও অনেক বেশি যে।'

পুরুষালি স্বভাব সাশা বন্দারেভার মনে এই কারাগারের নিভৃতির মধ্যে যেন নারীর কমনীয়তা পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, সাশার মনে যেন একটা লজ্জার অনুভূতি এর জন্য।

লিউবা দীপ্ত হয়ে বলে, 'চল, আমরা ওদের চাঙা করে তুলি একটু! আর, ওদের একটা ব্যঙ্গচিত্র আঁকা যাক!'

লিউবা ওর বালিশের তলা থেকে তাড়াতাড়ি একটুকরো কাগজ ও একটা লাল-নীল পেন্সিল বার করে আনে। সাশা ও লিউবা মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে মাথার কাছে মাথা এনে, এক টুকরো কবিতা লিখে ফেলল। তারপর, খিল খিল করে হাসতে হাসতে, একজনার কাছ থেকে আর একজনা পেন্সিল টানাটানি করতে করতে, একটা রোগা লিকলিকে ছোকরাকে এঁকে ফেলল—প্রকাণ্ড একটা নাকের ভারে তার মাথাটা প্রায় মাটির কাছে ঝুকে পড়েছে। ছেলেটার গায়ে নীল রঙ ঘশে দেওয়া হল, মুখটা সাদা রাখল, কিন্তু নাকটা লাল রঙ করা, আর নিচে পরিচয় লেখা :

'হেই ছেলেরা, হাসি ভুলেছ?
দুক্রোশ পোড়া নাক মেলেছ?'

উলিয়ারও গল্প শেষ হয়ে গেল। মেয়েরা উঠে, গা মুড়ি দিয়ে, যার যার কোণে আশ্রয় নেয়, কেউ কেউ লিউবা ও সাশার কাছে ঝুঁকে পড়ে : সেই ব্যঙ্গচিত্র হাত থেকে হাতে ঘুরতে থাকে, মেয়েরা সবাই হাসাহাসি করে।

'আরে আঁকিয়ে রয়েছে আমাদের মধ্যে!'

'কী করে ছেলেদের পাঠিয়ে দেওয়া যায় এখন?'

দরজায় পুলিশটাকে লিউবা ডাকল : 'বাবা ডেভিডোঙ! দাওনা বাবা এটা পার করে।'

পুলিশটা রেগে ওঠে : 'কোথায় পেলে এ কাগজ পেন্সিল? আমাকে এক্ষণই জানাতে হবে উপর ওয়ালাকে, সব তল্লাসী হবে এখন।'

শুর্কা রাইবান্দ বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল, দরজায় লিউবাকে দেখতে পেয়ে থামল। বিদ্রূপ করে বলল, 'কি গো লিউবা, ভরোশিলভগ্রাদ যাচ্ছ নাকি? শীগ্‌গির আমার সঙ্গে?'

'আরে ছ্যা, তোমার সঙ্গে? কখ্‌খনো নয়! তবে হ্যাঁ, তুমি যদি আমার আঁকা ছবিখানা ছেলেদের কাছে পৌঁছে দাও, তা হলে আলবৎ যাব।'

রাইবান্দ ছবিটার দিকে তাকিয়ে হাসল, ডেভিডোঙের হাতে গুঁজে দিল। 'দিয়ে দাও ওদেরকে, দোষের নয় কিছু,' তাচ্ছিলের সুরে একথা বলে বারান্দা দিয়ে চলে যায় পেরিয়ে।

ডেভিডোঙের এবার সাহস হয়েছে ও জানে রাইবান্দ ওপরওয়ালার খাতিরের লোক, পাশের কক্ষের দরজা ফাঁক করে কাগজখানা ভেতরে ছুঁড়ে দেয়। ওঘর থেকে এক ঝলক হাসির আওয়াজ, কয়েক মিনিট পরেই দেয়ালে টোকা পড়ছে:

'ভুল করেছ, মেয়েরা। আমরা খাশা আছি···ভাসিয়া বন্দারেভা বলছে। আমার বোনকে ভালবাসা···'

সাশা ওর মা দুধ এনেছিলেন একটা কাচের ভাঁড়ে করে সেটা নিয়ে ছুটে গিয়ে দেয়ালে ঠুকতে লাগল:

'দাদা, দাদা শুনতে পাচ্ছ?'

ভাঁড়ের তলাটা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে, মুখ কাছে নিয়ে ওর দাদার প্রিয় গান 'সুলিকো' গাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু গান গাইবার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের এত কথা গানের কলিগুলিতে মুখর হয়ে ওঠে, সাশার গলা

ভেঙে পড়ে। লিলিয়া ছুটে এসে ওর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহার্ত শান্ত স্বরে বলে :

'ছি ছি, অধীর হোস নে ভাই…সামলে নে নিজেকে…'

সাশা হেসে ফেলে বলে, 'জানো, এই লোনা জলগুলি যখন টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়তে থাকে, আমার এত ঘৃণা ধরে যায়।'

বারান্দায় সলিকভস্কির কর্কশ ডাক ভেসে আসে, 'স্তাখোভিচ!'

'আবার শুরু হচ্ছে…উলিয়া মন্তব্য করে।

লিলিয়া বলে, 'শুনিস নি ওসব। উলিয়া, তুই ভাই জানিস, আমার সেই প্রিয় কবিতাটা আবার বল না।'

'উলিয়া হাত তুলে লেরমনটভের 'অসুর' কবিতা থেকে আবৃত্তি করে :

> 'মানুষের দুঃখ কী বা! আমার একটি মুহূর্তের—
> সীমাহীন যন্ত্রণায়—শাশ্বতের মুগ্ধ বসন্তের
> মৃত্যু লেখা। মানুষের জীবনে তো ব্যথার আড়ালে,
> ভ্রান্তির গহ্বরে, আশা বিশ্বাস-উজ্জ্বল দীপ জ্বালে—
> দুঃখ নিশা হবে শেষ! আমার দুঃখ সে অন্তহারা,
> সান্ত্বনাবিহীন। হায়, আমার ব্যাকুল অশ্রুধারা
> কুটিল সাপের মত অন্তর জড়ায় উষ্ণশ্বাসে—
> মৃত্যুহীন আমি, রিক্ত সমাধি রয়েছে ভগ্ন-আশে!'

মেয়েরা ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এই তো ওদের জীবনের সত্যকার ছবি—সীমাহীন বেদনার ও বিগত আশার।

উলিয়া সেই যে তামারার আত্মাকে যেথানে দেবদূতরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানটাও আবৃত্তি করল।

তোসিয়া ইভানিখিনা বলে উঠল, 'দেখলে, শেষপর্যন্ত দেবদূত এসে তাকে বাঁচালো তো। কি চমৎকার…'

'না।' উলিয়া বলল, ওর চোখে এক অপরূপ ভাবতন্ময়তা। 'তা নয়!...আমি বরং অসুরের সঙ্গেই চলে যেতাম...ভেবে দেখ্, সে ঈশ্বরের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল!'

লিউবা হঠাৎ বলে ওঠে, বেশ তো, তাতে কি। আমাদের কেউ ভাঙতে পারবে না। 'ওর চোখ আবেগে জ্বলে উঠছে।' আমাদের মতন আর কোন দেশ আছে বল্, যেখানে লোকেরা এত সয়েছে? যাদের অন্তর এত মহান্! আমি ভয় পাইনে মরতে, একটুও না।...কিন্তু, জানিস, আমি বাঁচতে চাই, ওই দুশমনগুলির সঙ্গেও বোঝাপড়া করে নিতে চাই...জীবনটাকে সঙ্গীত মুখর করে তোলা যায় না? আরও কত গান গাওয়া, গান শোনা বাকি থেকে গেল, হ্যাঁ ভাই, জার্মানদের অধীনে এই ছটি মাস আমরা যে মরে গেলাম, গান নেই, হাসি নেই, শুধু রক্ত আর অশ্রু।' লিউবা থামল।

সাশা বন্দারেভা চেঁচিয়ে উঠল, 'চল ভাই, একটা গান ধরি, জাহান্নামে যাক ওরা!' রোগা ময়লা হাতখানি দুলিয়ে ও শুরু করে:

'পাহাড় উপত্যকায়
যাত্রা শুরু,
লালফৌজ দুর্বার...'

মেয়েরা চারপাশে জড়ো হয়ে গান ধরে। কারাগারে প্রতিধ্বনি তোলে, পাশের কক্ষের ছেলেরাও যোগ দেয়, ওদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

কক্ষের দরজা জোরে শব্দ করে খুলে গেল, ক্রুদ্ধ ও আতংকিত সেপাই এসে দাঁড়ায়:

'পাগল হয়ে গেছি সব? চোপ রও!'

'এই প্রদীপ্ত দিন ও
রাত্রি উজ্জ্বলা,
নিঃশেষে ঝরে যাবে না সে নিশ্চিত,
প্রতিরোধী বীর বাহিনীর পথ চলা
নগরে হল জয় চিহ্নিত।'

সেপাই দরজা সশব্দে বন্ধ করে দ্রুত ছুটে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঢ্যাঙা পীতাভ ক্রুথনের এসে দরজায় দাঁড়ায়, চোখের নিচে মাংসপিণ্ড জমে আছে, মোটা খাঁজ-কাটা গলার চামড়া কলার উপচে বেরিয়ে আসছে, ভুঁড়ি বুঝি পোশাক ছিড়ে এক্ষুনই সুরুৎ করে বেরিয়ে আসবে; সিগারেট ধরানো হাতখানা কাঁপছে।

হঠাৎ যেন বন্দুকের আওয়াজ গর্জে উঠল, হুংকার দিয়ে উঠল, 'প্লাংস্ নেমেন! রুয়ে:'

'রাত্রি সে হাতছানি যে
তারার মালায়—
অভিযান ভলোচায়েভ্স্ক্ প্রান্তে, পথে
ভবনশিখরে স্পাস্ক্ দীপশিখা জ্বালায়',

মেয়েরা গেয়ে চলল। পরোয়া নেই।

ত্রস্ত হয়ে ছুটে এল সেপাই সান্ত্রী সেই কক্ষে। পাশের ঘরে ছেলেদের সঙ্গে হাতাহাতি চলেছে। মেয়েরা দেয়ালের কাছে মেঝেতে বসে পড়ল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লিউবা শুধু, পাশে দুটি ছোট ছোট হাত নিবদ্ধ রেখে, মেঝেতে গোড়ালি ঠুকে ঠুকে, মার্চ-সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলে ফেলে নেচে সোজা ক্রুথনের-এর কাছে এগিয়ে যায়, দূরবদ্ধ চোখে একটা স্থির কঠিন দৃষ্টি।

ক্রুথনের হাঁপিয়ে উঠেছে, 'আঃ'! বজ্জাত মেয়ে!' লিউবাকে ওর প্রকাণ্ড হাত দিয়ে ধরে ফেলে পিছমোড়া করে হাত মুচড়ে হিড় হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে যায়।

দাঁত কিড়মিড় করে, লিউবা মাথা হেঁট করে ক্রুথনের এর হাতের হলদে কোঁচকান চামড়ায় দাঁত বসিয়ে দেয়।

'ফেরদামৎ নখ্‌মাল্‌!' ক্রুথনের গর্জাতে থাকে, লিউবার মাথায় মুক্ত হাতটা দিয়ে প্রাণপণে ঘুষি চালাতে থাকে। লিউবা কিন্তু ছাড়ে না তাকে, দাঁত বসিয়ে রাখে।

সৈনিকরা এসে ধস্তাধস্তির পর লিউবাকে ছাড়িয়ে নেয়। ওকে বারান্দা দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নেওয়া হল, ক্রুথনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি পাকাতে পাকাতে চলে।

সৈনিকরা ওকে আঁকড়ে ধরে থাকল, ততক্ষণ ক্রুথনের নিজে ও ফেংবঙ্গ ইলেকট্রিক তারের চাবুক দিয়ে নূতন ঘা গুলির উপরে আবার কশে আঘাত বসাতে লাগল—লিউবা দাঁতে দাঁত চেপে থাকল, টুঁ শব্দ করল না। হঠাৎ সেই কক্ষের অনেক উপরে আকাশে ঘর ঘর এন্‌জিনের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল, লিউবা ওই আওয়াজ চিনেছে, ওর হৃদয় বিজয়ের অনুভূতিতে দীপ্ত হয়ে ওঠে।

'উহ্‌ কুত্তার বাচ্চারা! উহ্‌ মার, আমাকে মেরে ফেল! কিন্তু ওই যে আমাদের লোকেরা আসছে।' লিউবা চিৎকার করে ওঠে। একটা ছোম্মরা বিমানের গর্জন ঘরটাকে ভরে তুলল। ক্রুথনের ও ফেংবঙ্গ চাবুক ক্ষান্ত করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। কে যেন দ্রুত আলো নিভিয়ে দিল, সৈনিকরা লিউবাকে মুক্ত করে দেয়।

লিউবা এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, পাশ ফিরতেও পারছে না, তবু সেই রক্তমাখা খড়ের শয্যায় শুয়ে শুয়েই পা ঠুকে ঠুকে তাল দিয়ে দিয়ে ও চেঁচিয়ে বলতে থাকে', উহ্‌! কাপুরুষ! বদমাশ।

তোদের দিন ঘনিয়ে এসেছে, শূয়ারের দল! উঃ—হু—হু!' যন্ত্রণায় গোঙায়।

পরপর বোমা ফাটতে থাকে, আর সেই কাঠের তৈরি কারাগার মুহুর্মুহু কেঁপে ওঠে। বিমান থেকে শহরে বোমা ফেলা হচ্ছিল।

সেইদিন তরুণবাহিনীর সভ্যদের কারাবাস জীবনে নূতন মোড় ফিরল: ওরা আর ওদের সভ্যপদ গোপন রাখল না, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য লড়াই ঘোষণা করল। ওদের গালাগাল দিতে লাগল, বিদ্রুপ করল যখন-তখন, কক্ষে কক্ষে বিপ্লবী সঙ্গীত গাইতে লাগল। যখন কাকেও নির্যাতন করবার জন্য নিয়ে যেত, হাঁকডাক ছেড়ে ধেই ধেই করে নাচ শুরু করে দিত ওরা।

কিন্তু এবার নির্যাতন-ও কল্পনার সীমা অতিক্রম করে গেল। মানুষ যা কখনও ভাবে নি, এক বীভৎস ভয়াবহতা তরুণ বন্দীদের জীবনকে গুপ্ত জিঘাংসায় পিষে ফেলতে লাগল।

• ◦ •

রণক্ষেত্রের আঁটঘাঁট সম্পর্কে সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জানা ছিল অলেগের। অলেগ সোজা উত্তরের পথ ধরল, গুন্দরভ্‌স্কায়ার কাছাকাছি বরফে জমে যাওয়া ডনেৎস পার হয়ে, গ্লুবোকী-তে ভরোনেঝ-রস্তভ রেলপথ পড়বে।

সারা রাত্রি ওরা পথ চলল। পরিজন ও সহকর্মীদের ভাবনা মন আচ্ছন্ন করে রইল, ওরা প্রায় কথা না বলেই একটানা পথ চলে।

সকালের দিকে গুন্দরভ্‌স্কায়ার পাশ কেটে ডনেৎস পাড়ি দেয়। সামরিক যানবাহন চলাচলের বড় রাস্তার পাশে পাশে চলে দুবোভায়া গ্রামের দিকে এগোলো: সীমাহীন তৃণভূমিতে একটু অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য ওরা চারদিকে তাকাতে লাগল, কোনও গৃহ যদি চোখে পড়ে।

দিগন্তবিস্তীর্ণ তৃণভূমি তুষারের শয্যা হয়ে গেছে। হাওয়া ছিল না, সূর্য যখন উঠল রাস্তায় একটু একটু তুষার গলতে লাগল, খাড়িতে কোথাও কোথাও জল চিকচিক করে উঠল, মাটি থেকে বাষ্প উঠছিল, আর একটা সোঁদালো গন্ধ নাকে এসে লাগছিল।

মাঝে মাঝে স্তালিনগ্রাদের অবরোধ থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা ভগ্নবাহু ছত্রভঙ্গ জার্মানদের এক একটা দল সোজা পশ্চিমদিকে পিছু হঠে আসছে, একটা টিলের উপর দাঁড়ালেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বড় রাস্তায় মেঠো রাস্তায় ধূলায় কাদায় আচ্ছন্ন হয়ে ওরা চলেছে। এবার আর রুমেনিয়ানরা নয়, খোদ জার্মানরাও পালাচ্ছিল। এদের আর সেই রূপ নেই, সাড়ে পাঁচ মাস আগে অগুনতি লরী হাঁকিয়ে এরা দর্পভরে গ্রাম নগর উজাড় করে পথ চলেছিল। আজ এরা যখন ঠাণ্ডায় জমে যেতে যেতে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলেছে, একমুখ দাড়ি, চামড়ার ওভার কোট ধুলায় আছড়ে পড়েছে, বুটের চারিদিকে ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো, এদের হাত ও মুখ এত ময়লা হয়ে গেছে যেন এইমাত্র চিমনির মধ্য থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এবার এক গাধায় চড়া, সুতির আলখাল্লা পরা, হালকা টুপির চারপাশ ছেলেদের নীকারে-ঢাকা, নাকের ডগা ঠাণ্ডায় জমে নীল হয়ে গেছে, প্রকাণ্ড বুটগুলি প্রায় মাটি স্পর্শ করেছে—এক ইতালীয় বীর সেনা-নায়ক চলেছিল: দক্ষিণের উষ্ণদেশ থেকে বাবু রুশদেশের শীতে বেড়াতে এসেছিলেন বোধ হয়। পরস্পরের দিকে মিটমিট করে চেয়ে অলেগরা হো হো করে হেসে ওঠে।

বরফ-জমা পথে পুঁটুলি কাঁধে দুটি ছেলে ও তিনটি মেয়ের এই দলকে কেউ বিশেষ সন্দেহ করছে না। কারণ, গৃহছাড়া অনেক লোকই এমনি যাযাবর বৃত্তি নিয়েছিল।

ওদের বয়স ছিল তাজা, মনও চাঙা, বিপদ আপদের কথা ভেবে

ঘেবড়ে যায় নি। ওরা ভেবেছিল সহজেই রণক্ষেত্রের সীমা পেরিয়ে ওরা লালফৌজের এলাকায় গিয়ে ঢুকবে। এত সোজা হল না।

ফেল্ট বুট পায়ে, কান-ঢাকা টুপি মাথায়, ঘন চুলের রাশ গরম কোটের কলারের উপরে এসে পড়েছে, নিনার গালদুটি ঠাণ্ডা লেগে আরক্ত হয়ে উঠেছিল। অলেগ বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছিল। ওদের চোখো-চোখি হতেই, ওরা মুচকি হাসছিল। সেরিয়োঝা ও ভালিয়া তো বরফের ঢেলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লড়াই শুরু করল, ছুটতে ছুটতে সঙ্গীদের অনেক আগে চলে গেল। সবার চেয়ে বড় অলিয়া, শান্ত, ধীর, কালো রঙের পোশাকে যেন সেই দুটি মাণিকজোড়ের স্নেহময়ী জননী।

দু একদিন দুবোভায়া গ্রামে বিশ্রাম করে যুদ্ধক্ষেত্রের সঠিক তথ্য জেনে নিয়ে, আবার উত্তরে রওনা হল। কিন্তু এভাবে চলাও আর পোষাচ্ছে না, ওরা যখন সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে ঢুকল, লোকজন ও জার্মান সৈন্যরা ওদের কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল, ওদের আশ্রয় দিতেও ভয় পেল। এক রাতে ওরা যখন শুয়েছিল, সে বাড়ির মহিলাটি মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে সাজপোশাক করে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। অলেগ তখনও ঘুমিয়ে পড়েনি, ও ব্যাপার সুবিধে নয় বুঝে সঙ্গীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তখনই চম্পট দিল। গ্রামপথ ছেড়ে সোজা তৃণভূমিতে নেমে পড়ল।

সেদিন রাতে জোর হাওয়া বইছিল। অনাবৃত স্তেপভূমিতে আশ্রয়হীন এই তরুণতরুণীদের নিজেদের বড় অসহায় মনে হয়। গালের উপরে দুহাত রেখে হাওয়া থেকে মুখ আড়াল করে নিয়ে, কারও দিকে বিশেষ করে না তাকিয়েই অলিয়া বলে :

'আমাকে ভুল ভেব না তোমরা, মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের সীমানা-এলাকা পার হওয়া কষ্টকর। আমার তো মনে হয়, আমাদের মেয়েদের

সরে দাঁড়ানো উচিত। নিনা হয় তো মানবে না, কিন্তু আমি বলছিলাম কি, ফোকিনো গাঁয়ে আমার স্কুলের এক বন্ধু থাকে, ওদের বাড়িতে আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করি যুদ্ধ আমাদের এলাকা ছাড়িয়ে ততদিন সরে যাক। নিনার ভার মা আমার উপরই দিয়েছেন…'

অলিয়ার কথায় কেউ প্রতিবাদ করে না। প্রতিবাদ করবার কী-ই বা ছিল? এতো স্পষ্ট, নিনা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'আমি মানব না কেন? আমি বাধা হবো না।'

ওরা পাঁচজন নির্বাক, মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষ মীমাংসা কী করবে? অবশেষে অলেগ বলে :

'ঠিকই বলেছ অলিয়া! মেয়েদের বিপদের মুখে ফেলা অন্যায়, যখন অন্য সহজ পথ রয়েছে। ওতে আমাদের ভালোই হবে। তোমরা যা-যা-যাও', অলেগ হঠাৎ তোতলাতে থাকে, অলিয়াকে দুহাতে জড়িয়ে বিদায় চুম্বন দেয়।

এবার নিনার কাছে ও এগিয়ে যায় অপর সবাই ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। নিনা ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমোয় চুমোয় মুখ ঢেকে দেয়। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অলেগ ওর ওষ্ঠে গভীর চুম্বন এঁকে দেয়।

অলেগ ফিস্‌ফিস্ করে বলতে থাকে, ওর মুখে একটা নির্মল বালকোচিত মুখোচ্ছাস : 'ম-মনে আছে তোমার, তোমাকে একবার গা-গালে চুমো খেতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম…ওই গা-গালটুকুতে চুমো খাব…আজ সেই চুমো তোমাকে খেলাম। ম-মনে পড়ে?'

নিনা ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'আমার মনে আছে ওগো সব মনে আছে, আমি কিছু ভুলি নি…আমি তোমাকে ভুলব না। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।'

অলেগ আবার নিনাকে চুমো খায়, বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়।

অলিয়া ও নিনা চলে যেতে যেতে বার বার পেছন ফিরে ডাকতে লাগল, হঠাৎ ওরা আর কিছু দেখতে বা শুনতে পায় না, শুধু তুষারের উপর পায়ে চলার খচ্ খচ্ শব্দ।

'তোমরা কী করবে স্থির করলে?' অলেগ ভালিয়া ও সেরিয়োঝাকে শুধোয়।

সেরিয়োঝা কাচুমাচু হয়ে বলে, 'একসঙ্গেই যাব ভাই, দেখি গ্রুবোকির কাছে গিয়ে যদি পার হতে পারি। আর তুমি?'

'আমি এখানেই চেষ্টা করব, ভাবছি। এ অঞ্চলটা আমার জানা আছে অন্তত।'

আবার একটা ভয়ার্ত স্তব্ধতা।

অলেগ বুঝতে পারে সেরিয়োঝার মনে ঝড় বইছে। 'ভাবনা কী ভাই, দুঃখ কী…' অলেগ বলতে চেষ্টা করে।

ভালিয়া ব্যাকুলভাবে অলেগকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সেরিয়োঝা ওর আবেগকে প্রকাশ পেতে দেবে না। অলেগের হাতস্পর্শ করে ওর কাঁধে অন্যহাতে মৃদু আঘাত করতে লাগল, তারপর পেছন ফিরে দ্রুত চলে যায়, আর ফিরে তাকায় না। ভালিয়া ছুটে গিয়ে ওকে ধরে।

সাতুই জানুয়ারি।

গাঁয়ের পর গাঁ ঘুরতে ঘুরতে সেরিয়োঝা ও ভালিয়া কামেন্স্কএ চলে এল। মধ্য ডনের গৃহহারা দুঃস্থ ভাই বোন হিসাবে পরিচয় দিয়ে ওরা বিভিন্ন গৃহে আশ্রয় নিয়ে ফিরছিল। রাত্রিতে সদয় গৃহস্থ ঘরের মেঝেতে একই শয্যায় জড়াজড়ি করে পড়ে থাকত, যেন ভাগ্যহত দুটি ভাই বোন। কিন্তু কোথাও যুদ্ধের এলাকা পার হওয়া গেল না।

ভালিয়া বুঝল, ওকে সঙ্গে নিয়ে সেরিয়োঝা পারবেনা রুশ এলাকায় পার হয়ে যেতে। কিন্তু সেরিয়োঝাও ওকে কিছুতেই ছেড়ে যাবে না। দলীয় কাজে সেরিয়োঝা যদিও বরাবর নেতা ও ভালিয়া অনুগত

শিষ্যা ছিল, তবু ব্যক্তিগত ব্যাপারে সেরিয়োঝা বুঝতেও পারত না কী করে ভালিয়া নিজের মত চালিয়ে যাচ্ছে। ভালিয়া বলল, 'আমি এখানে কোথাও অপেক্ষা করে থাকব, তুমি একাই যাও, লালফৌজের কোনও একটা দলের সঙ্গে সংযোগ করে ওদের ক্রাস্নডনের সহকর্মীদের বাঁচাবার জন্য অবিলম্বে সঙ্গে করে নিয়ে এসো, তাহলে আমাকেও বাঁচাতে পারবে।'

সারাদিন পথশ্রমে ক্লান্ত ভালিয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সকালে উঠে সেরিয়োঝাকে আর দেখতে পায় না। সেরিয়োঝা ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বিদায় নিতে পারবে না তো।

ভালিয়া একা।

° ° °

এগারোই জানুয়ারির তুষার-ঝরা রাত। এলেনা নিকলায়েভনা জীবনে ভুলবেন না। সবাই যখন ঘুমে, জানালায় মৃদু আঘাত পড়েছিল, এলেনা মুহূর্তে জেনেছিলেন এ সে।

অলেগ এসে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল, ও এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে মাথা থেকে টুপিটাও খুলে নিতে পারে নি। শীতে জমে গিয়ে কানঢাকা টুপির বাইরের খোলা গালটুকু নীলাভ হয়ে উঠেছে। কত রোগা হয়ে গেছে।

সবাই জেগে ওঠে। দিদিমা ভেরা প্রদীপ জেলে এনে টেবিলের নিচে লুকিয়ে রাখেন, রাস্তা থেকে পুলিশ যেন দেখতে না পায়। ইদানীং পুলিশ দিনে দুই চারবার করে ওদের বাড়িতে ওর খোঁজখবর করছিল।

অলেগ যুদ্ধ-এলাকা পেরিয়ে যেতে পারেনি। বিভিন্ন বাহিনীর অবস্থান ও আক্রমণের পরিধি সঠিক জেনে নিয়ে পার হবার চেষ্টা করা ওর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাছাড়া, শহরের সহকর্মীদের কথা মনে পড়ে

ও বড় ব্যাকুল হয়ে উঠত। একথাও ভেবেছিল, এতদিন পরে ওকে হয়তো আর খোঁজ করবে না। ও স্বচ্ছন্দেই ফিরে যেতে পারবে।

ও প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলে, 'জেম্‌খভের কথা কী জানো ?'

'সে তো সেই অবস্থাই চলেছে', ওর ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে মা বলেন।

এলেনা ওর কোট ও টুপি খুলে রেখে দিলেন। এই রাতে একটু গরম চা করে দেবে যে বাছাকে তারও উপায় নেই। সবাই আশংকায় আর্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, চোখ চাওয়া চাওয়ি করে, কখন পুলিশ এসে টানতে টানতে ধরে নিয়ে যাবে যে।

অলেগ আবার জিজ্ঞাসা করে :

'উলিয়া কেমন আছে ?'

কেউ জবাব দেয় না।

মা আস্তে আস্তে বলেন, 'উলিয়া ধরা পড়েছে।'

'আর লিউবা ?'

'সেও...'

ওর মুখের ভাবান্তর হয়, এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার শুধোয় :

'আচ্ছা, ক্রাস্নডন বসতির কী খবর ?'

ওর যন্ত্রণা আর বাড়িয়ে লাভ নেই ভেবে, কলিয়া বলে :

'তার চেয়ে বরং ধরা পড়েনি তোমাকে সে হিসেব দেওয়া ঢের সহজ...'

অলেগএর মাথা ঝুঁকে পড়ে, আর কোনও প্রশ্ন করে না।

° • •

আলোচনার পরে স্থির হয়, সেই রাতেই কলিয়া ওকে গ্রামের মধ্যে মারিনার এক আত্মীয় বাড়িতে রেখে আসবে।

রভেনকি রাস্তা ধরে ওরা চলল। তারাভরা আকাশ, আর নীল জ্যোৎস্নায় ঢেকে গেছে পৃথিবী, জনহীন তৃণভূমি।

কত দিন রাত্রি পথ চলে এসেছে অলেগ, আশ্রয় নেই, অন্ন নেই। আবার মুহূর্ত বিশ্রাম না করেই এখনই উঠতে হবে। কিন্তু অলেগ নিজেকে খাড়া রাখে, পথ চলতে চলতে কলিয়ার কাছে তরুণবাহিনীর সর্বনাশের বিবরণ খুঁটে খুঁটে জেনে নেয়, নিজের এ ক'দিনের অভিজ্ঞতার কথাও বলে।

কথা বলতে বলতে ওরা লক্ষ্যই করেনি কখন একটা উঁচু টীলার প্রান্তে চলে এসেছে। সেখান থেকে নেমে যেতেই গ্রামের সীমানা। কলিয়া বলে গ্রামে ঢোকা হবে না, জার্মানরা ওখানে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে, তার চেয়ে চলো পাশ কেটে যাই।

এক এক জায়গায় তুষার বেশ গভীর হয়ে পড়েছিল। গ্রামের দিকে যাবার একটা সরু সড়কের মোড় পেরিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে, হঠাৎ ধূসর রঙের কয়েকটি মূর্তি গ্রামপ্রান্তের শেষ বাড়িটি থেকে ছুটে ওদের দিকে আসতে থাকে। জার্মান বকুনিতে কী হাঁকছিল ছুটতে ছুটতে।

কলিয়া ও অলেগ মুহূর্তে রাস্তার উলটো দিক ধরে ছুটতে থাকে।

অলেগের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। ও বুঝতে পারছিল ওকে জার্মানরা ধরে ফেলছে ও আর বেশিদূর ছুটতে পারবে না। শেষ দম নিয়ে চূড়ান্ত বেগে ছুটতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায়। জার্মানরা ওর উপরে ঝাপিয়ে পড়ে, ওকে পিছমোড়া করে ধরে। দুটো সৈনিক কলিয়ার পেছন পেছন ধাওয়া করল। দূর থেকে রিভলবারের গুলি ছুঁড়ল। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে বোকার মত হাসতে হাসতে ফিরে এল। যা হোক একটা শিকার তো মিলেছে।

অলেগকে নিয়ে যাওয়া হল গ্রামপ্রান্তের একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে। এটা বোধহয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘর ছিল। মেঝেতে খড় বিছিয়ে

চালাও বিছানা পেতে কতকগুলি সৈনিক অঘোরে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। অলেগ বুঝতে পারল ওরা একটা সৈনিকদের ঘাঁটির উপরে এসে পড়েছিল। সেই ঘরে টেলিফোনের যোগব্যবস্থাও ছিল।

কর্পোরালটা আলোহাতে গলা খেঁকিয়ে তেড়ে এল। অলেগের কাছে সন্দেহজনক কিছু পায় না, জেরার জবাবেও কিছু মেলে না, অবশেষে ওর গা থেকে কোটটা খুলে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খাঁজে খাঁজে হাতিয়ে দেখতে লাগল। কমুনিস্ট যুবসংঘের সভ্যপদের পরিচয় পত্র তাতে সেলাই করা ছিল। অলেগের অব্যাহতির বুঝি আর পথ রইল না।

অমনি কর্পোরাল টেলিফোন তুলে নিল। পরদিন সন্ধ্যায় অলেগকে স্লেজে করে রভেন্‌কীর ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হল।

একলা এক অন্ধকার কক্ষে দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে বসে আছে অলেগ। ওর মুখ শান্ত ও কঠিন। দুদিন নিনা ও মায়ের কথা সে ভেবেছে, শেষপর্যন্ত এরকম বোকার মত ও ধরা পড়ল। ওর জন্য কী অপেক্ষা করে আছে সে তা জানত। ওর মুখ কঠিন ও শান্ত হয়ে উঠেছিল। সংক্ষিপ্ত জীবনের হিসাব নিকাশ করে নিচ্ছে।

ষোল বছরের জীবন, বড় খণ্ডিত অসমাপ্ত রয়ে গেল। এ তো ওর দোষ নয়। মরতে ও ভয় পায় না, কিন্তু মানুষের শ্লাঘনীয় হয়ে মরতে বড় সাধ করেছিল, তবু অজানিতও সে মুছে যেতে পারে…ওর মত অজানিতই তো লক্ষলক্ষ বীর্যবান জীবনের পূজারী সোভিয়েট তরুণ প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে। এই সান্ত্বনা, অলেগ জীবনে সহজপথ বেছে নেয় নি। তবু মাঝে মাঝে ও ভুল করেছে, যথেষ্ট সতর্ক হয় নি, কিন্তু ষোল বছরের নওযোয়ানের পক্ষে সেটা কি এত অপরাধ? অলেগের মুখের কাছে জীবনের পানপাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চেয়েছিল, অনেক সাধই অপূর্ণ রয়ে গেল…তবু অলেগ আজ সুখী! অলেগ মানুষের মত বাঁচবার জন্য লড়েছে…মা তাকে বলতেন তরুণ ঈগলরাজ। অলেগ

ওঁর আস্থাকে মিথ্যা হতে দেবে না, ওর সহকর্মীদের সে অনুপযুক্ত হবে না। অলেগের জীবন কুসুমের মত পরিচ্ছন্ন হয়ে ফুটেছিল…অলেগ, তুমি বীরের মৃত্যুই পাবে।

অলেগের মুখ আবিলতামুক্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডা মেঝেতে টুপির উপর দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে।

সকালে চোখ মেলতেই দেখল কসাকদের কোট গায়ে পোল টুপিপরা একটা লোক ওর উপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে।

'এই ছোকরাই কশেভয় নাকি? একেবারে পুশকিনের বোম্বেটে নায়ক ডুব্রভস্কি হয়ে উঠেছে রে। ছ্যাঃ, বাছাধন আমার হাতে পড়লে না, পড়লে গিয়ে আমার হাত ডিঙিয়ে একেবারে গেষ্টাপোর হাতে: দুদিনে তোমার হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে দিতাম।' লোকটার বড় আপশোস, অলেগকে আশ মিটিয়ে ধোলাই করতে পারল না; ওর সময়ও নেই, একদল বন্দীকে এখনই ভালো করে কামাবার ব্যবস্থা করে জাহান্নামে পাঠাতে হবে কিনা, সেই ভার তার উপরে।

লোকটার বেশ বয়স হয়েছিল, মুখে ভদ্‌কার গন্ধ। এ রভেনকী পুলিশের বড়কর্ত্তা অর্লভ, ডেনিকিনের বাহিনীতে একসময়ে ছিল, একটা কশাই, জহ্লাদ।

দু তিন ঘণ্টা বাদে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অলেগকে হাজির করা হল। সেখানে শুধু জার্মানরা রইল, দোভাষীও একজন জার্মান কর্পোরাল।

অলেগ জানত না, ইতিমধ্যে—ধন্যবাদ স্তাখোভিচের জবানবন্দীকে—তরুণবাহিনী ইতিকথার শামিল হয়ে পড়েছিল, এবং তার নায়ক কশেভয়, যে দীর্ঘকাল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলেছে—সে যে ইতিকথার নায়ক। তাই জার্মান সমর নায়করা যখন অলেগের জবানবন্দী শোনবার জন্য অধীর হয়ে সেই ঘরে অপেক্ষা করছিল, ওদের কোন একটা উদগ্র কৌতূহল, বিস্ময় এবং অজানিতে বোধহয় একটু শ্রদ্ধাও ফুটে উঠেছিল।

গোলগাল সরু মসৃণ মড়ার মত সাদা, বান মাছের মত এক টুকরো হাড় নেই দেহে বিপুল মাংসের ডেলা, কালো চোখের পাতার নিচে থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে নীল শির বেরকরা ভয়ঙ্কর আরক্ত দৃষ্টি—একটা ভুতুড়ে জার্মান অলেগকে প্রশ্ন করছে। ওরা তরুণবাহিনী, তাদের কর্ম্মপন্থা, ও অলেগের সঙ্গীদের সব কথা জানতে চায়।

অলেগ বলে :

'তরুণবাহিনীর দলপতি আমি একা, এবং আমার নির্দেশে আমার সহকর্মীরা যা যা করেছে তার জন্য আমি একাই দায়ী…তরুণবাহিনীর সমগ্র কথা খুলে বলার প্রশ্ন উঠত আমাকে যদি প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হত। কিন্তু সংগঠনের কোন্ স্বার্থে খুলে বলতে যাব তাদের কাছে যারা নিরাপরাধদের রক্তে হাত রাঙাচ্ছে…যারা'—অলেগ একটু থেমে, স্থির বদ্ধ দৃষ্টি গেষ্টাপো নায়কদের উপর বুলিয়ে নেয়…"যারা আপনি মৃত্যুর কাছে অচিরে জবাব দেবে।'

মৃত্যুর মত পাণ্ডুর সেই জার্মানটা আরও কিছু জেরা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু আলেগ বলে, আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে', ওর চোখের পাতা নামিয়ে নেয়।

গেষ্টাপো কারাকক্ষে অলেগের কী হল সেটা ইতিহাসের জন্য রইল। কিন্তু সেই মাসের শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে থাকল। আলেগকে মেরে ফেলা হল না, কারণ প্রান্তীয় সেনাধ্যক্ষ ক্লের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তরুণবাহিনীর দলনায়কদের তিনি নিজে জেরা করবেন ও চরম শাস্তি নির্ধারিত করবেন।

• • •

পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেসিনগানের ঝাঁক, দুদিকের পাহাড়ের সারের মাঝখানে ঢালু জায়গাটায় অনবরত গুলিবর্ষণ হচ্ছে, কিন্তু সেস্লিয়োঝা ততক্ষণে ওপারে পৌঁছে গেছে।

গাছের গুড়ির মত ভীষণকায় এক সার্জেন্ট কথায় কুর্স্ক জেলার টান, বড় বড় চোখ, ওর হাত শক্ত করে ধরে পরিখার মধ্যে টেনে নিয়ে আসে : 'লজ্জা নেই তোমার ? তুমি রুশ মনে হচ্ছে। এখানে কী করছ ?'

সেরিয়োঝা ফিক ফিক করে হাসছে। 'আমি তোমাদের, কমরেড সার্জেন্ট ; এই দেখ, আমার জ্যাকেটের সেলাইএ গাঁথা আছে আমার পরিচয় পত্র। আমাকে সেনাপতির কাছে নিয়ে চলো। আমি অনেক খবর দিতে পারব।'

বিভাগীয় বাহিনীর রনাধ্যক্ষ সেরিয়োঝাকে নিয়ে সেনাধক্ষের কাছে যায়। পাহাড় শ্রেণীর এদিকে এই জনহীন পাড়ায় একখানি মাত্র কুটিরই অবশিষ্ট ছিল, এটিই বিভাগীয় সেনাপতির তাঁবু। এই কুটির একদা ফুলন্ত আকেশিয়াগাছে ঘেরা ছিল, কিন্তু গোলায় ও বোমায় সব বিধ্বস্ত হয়েছে।

বিভাগীয় রনাধ্যক্ষের সন্দেহ নেই [illegible] বিশ্বাস করা যায়, কারণ রণক্ষেত্রের নকসা, ভারি কামানগুলির অবস্থান, শত্রুর রক্ষাব্যূহ ইত্যাদি সম্বন্ধে সেরিয়োঝা যে সব বর্ণনা দিয়েছে তা চরদের আনীত তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও সেই সব তথ্যের ফাঁক গুলির সম্পূরক হচ্ছে।

সেনাধ্যক্ষ সেরিয়োঝার হাতে কাশুক ও তুর্কেনিচের স্বাক্ষরিত তরুণবাহিনীর সভ্যদের পরিচয় পত্র ও ওর কমুনিষ্ট যুবসংঘের সভ্যপত্র ফিরিয়ে দেন। বলেন 'ও, এই কথা।'

সেরিয়োঝা তরুণবাহিনীর কথা বলে যায়, ওর বন্ধুরা কারাকক্ষে দিন গুনছে। লালফৌজ কি পারে না ক্রাস্নডনে অভিযান চালিয়ে যেতে ? সেরিয়োঝা সম্ভাব্য অভিযান পথের পরিচয় পর্য্যন্ত দিয়ে দেয়।

নিঃশব্দে শুনছিলেন। জিজ্ঞাসা করেন 'তুমি কামেস্কক্ চেনো, বালক' ?

'আমি দক্ষিণ অঞ্চল চিনি, চারদিকের অবস্থানও বলতে পারব। আমি তো সেখান থেকেই আসছি…'

'ফেদোরেংকো!' সেনাধ্যক্ষ হাঁকেন, সেই আওয়াজে টেবিলে রাখা রেকাবগুলি পর্যন্ত থরথর করে দুলে উঠল। ঘর তো ছিল খালি। কোথা থেকে ফেদোরেংকো উড়ে এসে চটাপট গোড়ালি ঠুকে টান হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ফেদোরেংকো হাজির।'

'বালকটিকে পরবার জুতো দাও, খাবার খেতে দাও, আর গরম বিছানায় শুতে দাও, আমি যে পর্যন্ত না ডেকে পাঠাচ্ছি।'

'আজ্ঞে, জুতো দিতে হবে, খাবার দিতে হবে। আর শুতে দিতে হবে—'

'হ্যাঁ, গরম বিছানায়।...যাও।"

সেরিয়োঝা ও ফেদোরেংকো পুরনো বন্ধুর মত গলাগলি করে কুটির থেকে বেরিয়ে এল।

সেনাধ্যক্ষের শিবিরে সাড়া পড়ে গেছে, 'কোলোবোক' আসছে—এ সেই রুশ রূপকথার গোল পাঁউরুটি যা অব্যাহত গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

কোলোবোক তার নাম ছিল না, চাষীর ঘরের দুলাল নাম তার আর দশজনার মতই ছিল। এবং সেই নাম স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধের পরে বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন ইয়া বিরাট মাথা-ওয়ালা গোলগাল, পরিচ্ছন্ন করে কামানো, ঘাড়ের প্রয়োজনহীন প্রকাণ্ড কাঁধ, চওড়া ছাতি, বিপুল ভুঁড়ি, বেটে খাটো খুদে চোখ, হাসিখুসি লোকটি ভল্গার সীমান্ত থেকে শত্রুদের তাড়া করতে করতে ডন, ডন থেকে ডনেৎস পর্যন্ত বিপুল বেগে সমস্ত প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করে হাঁকিয়ে চলে এলেন দেখতে দেখতে, অসংখ্য শত্রুসৈন্য বন্দী করে অফুরন্ত সাজ সরংজাম হস্তগত করে—সৈন্য শিবিরে আপনি নাম পড়েগেল 'কোলোবোক'। ইনি বিভিন্ন বাহিনী নিয়ে গঠিত মূল ব্যূহের প্রধান সেনাপতি, বা বলা যায় ব্যূহপতি।

ইনি কিন্তু অধিক রাত্রি জেগে কাজ করে, সকালবেলাটা একটু বেশি

ঘুমিয়ে নিতেন। আর একবার ঘুমোলে জাগায় সাধ্য ছিল মাত্র সম্রাট মহান্ পিটারের মত দীর্ঘকায় পার্শ্বচর সার্জেন্ট মিশিন-এর। আজ বিশেষ করে তাড়াতাড়ি ওঠবার কথা। সার্জেন্ট মিশিন জার্মানদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হাতঘড়িটার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। নাঃ, কোনও সাড়াই নেই। এদিকে উত্তর ডনেৎস্ পাড়ি দিতে না পেরে, কামেন্স্ক্এর অপর তীরে তার বিখ্যাত বাহিনী অগ্রসর হবার আদেশের প্রতীক্ষা করছিল। পরদিন রাত্রেই অভিযান আরম্ভ করবার কথা। আর একটা বাহিনী ভরোশিলভ্গ্রাদের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে প্রধান সেনাপতি বরাবর একটা পাটাতনের উপরে ঘুমুতেন। সুস্থ সবল নিশ্চিন্ত পুরুষটি পাশ ফিরে শুয়েছিলেন, প্রারম্ভিক কাজ হিসাবে মিশিন সজোরে তাঁকে নেড়ে দিল। এতে তার ঘুম ভাঙবার কিছুই হল না। পাশ দিয়ে একটা হাত গলিয়ে আর একটা হাত বাহুর নিচে দিয়ে ধরে তাকে শিশুর মতন আস্তে আস্তে বিছানা থেকে তুলে ফেলল।

ঘুম কি ভাঙে? মিশিনের কাঁধে গোল মাথাটি রেখে ঝিমুতে লাগলেন। মিশিন এবার মেঝেতে সজোরে পা ঠেকিয়ে দিয়ে, টেনে নিয়ে একটা টুলে বসিয়ে দেয়। এবার সেনাপতি চোখ খুললেন এবং মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে পড়লেন।

এক নাপিত এসে অমনি কোথা থেকে এক তোয়ালে গলায় জড়িয়ে দিয়ে, এক রাতে ওঠা সজারু কাঁটার মত দাড়িগুলি পরিচ্ছন্ন করে কামিয়ে গেল। এই ফাঁকে মিশিন জুতো পরিয়ে দিল।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিয়ে সেনাপতি টেবিলে গিয়ে বসেছেন, প্রাতরাশ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রধান রণাধ্যক্ষ দরকারি কাগজপত্র এনে সামনে ধরে দাঁড়ায়।

কোথায় কাকে সাহসের জন্য পদক দেওয়া হল, লালপতাকার সম্মান

দেওয়া হল, এসব খবর। সেনাপতির নিজের বাহিনীরই কারও কারও নাম রয়েছে দেখা গেল। সবাইকে অভিনন্দন নিশ্চয়ই!

এক চুমুকে পুরো এক গ্লাস ভদ্‌কা খেয়ে নিজেকে বেশ একটু চাঙা মনে হল। আরে, এ যে কামেন্‌স্‌কএর অপরতীরে অবস্থিত বিভাগীয় বাহিনীর সেনাধ্যক্ষও সম্মানপদক পেয়েছে। তাকে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানিয়ে আসতে হবে। জুভিরিন—একটা তার পাঠিয়ে দাও তাকে! আমি এখনই যাচ্ছি।

'কোলোবোক আসছে' সাড়া পড়ে গেল। বিভাগীয় সেনাধ্যক্ষ বিনীতভাবে এসে দাঁড়ালেন।

'গ্রামপ্রান্তে একটা স্নানঘর রয়েছে, আপনার নিশ্চয়ই অনেকদিন স্নান হয় নি, কমরেড জেনারেল।' কোলোবোকের এটা বিশেষ দুর্বলতা, জানাই ছিল।

'স্নান? তা বেশ তো, করা যাবে এখন···

'ফেদোরেংকো!'

ফেদোরেংকো ছুটে এসে খবর দিল, স্নানঘর সন্ধ্যার দিকে অবশ্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

'সন্ধ্যার দিকে? তা ···' প্রধান সেনাপতি ভেবে পান না, কোন কাজটা মুলতুবি রেখে সন্ধ্যার দিকে স্নানটা সেরে নেওয়া যায়। শিশুর মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, 'এবার আর হোল না তাহলে,' অনেক জরুরি কাজ পড়েছে হাতে।

প্রধান রণাধ্যক্ষ ইভান ইভানোভিচের অভিমত, কামেন্‌স্‌ককে উত্তর থেকেই আক্রমণ করতে হবে। বিভাগীয় সেনাধ্যক্ষও সেই অনুযায়ীই আক্রমণের উদ্যোগ করেছেন।

কিন্তু কোলোবোক সম্মত হচ্ছেন না। কী করে হয় তা? 'এই তো ত্রিকোণ একটা—নদী, রেলপথ, আর শহরের প্রান্ত—সর্বত্র দুর্গপ্রাকার রয়েছে···'

'আমারও সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ইভান ইভানোভিচ বলছেন…'

'বেশ, যদি নদী উত্তর থেকে অতিক্রম করো, সেনাচালনার সুযোগ কোথায় পাবে ? তিনদিকে শত্রুব্যূহের মধ্যে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

'ইভান ইভানোভিচ বলেছেন, শত্রু ওদিক থেকে আক্রমণ প্রত্যাশা করছে না বলে অপ্রস্তুত থাকবে, আমাদের প্রেরিত চররাও এ তথ্যই এনেছে।'

প্রধান সেনাপতি বুঝলেন ইভান ইভানোভিচের ভূত বিভাগীয় সেনাধ্যক্ষের ঘাড় থেকে নামাতে হবে, সোজা করে বললেন :

'ইভান ইভানোভিচ্ ভুল বলেছেন।'

মানচিত্রের উপর দ্রুত আঙুল চালিয়ে দক্ষিণ থেকে কামেন্সক্ আক্রমণের একটা ছক এঁকে দেখালেন কোলোবোক। বিভাগীয় সেনাধ্যক্ষের হঠাৎ খেয়াল হল সকালের সেই ছোকরাটিও তো দক্ষিনপ্রান্ত থেকেই পালিয়ে এসেছিল।

ত্বরিত জার্মান আক্রমণের মুখে পিছু হঠে আশা লালফৌজ এ নয়। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্ট স্বীকারে, সংগঠন, সমাবেশ, আক্রমণ কৌশল, উপকরণ ও রসদ সরবরাহ, রাজনৈতিক শিক্ষা—বিভিন্ন দিকে সেনানী ও সাধারণ সৈনিকরা পরিণত হয়ে উঠেছিল।

সতেরোই জানুয়ারীর রাত্রির মধ্যে অভিযান-পরিকল্পনার খুঁটিনাটি স্থির হয়ে গেল।

রেজিমেন্ট-নায়ক মেজর করোনেংকোর উপর ভার পড়ল, নদী পার হয়ে শহরের দক্ষিণের রেলস্টেশন দখল করে নিয়ে, দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ নষ্ট করে দিতে হবে। একটা টমিগান ও দুটো হাত বোমা নিয়ে সেরিয়োঝা এই রেজিমেন্টেই ভর্তি হয়ে যায়, ও আবার রইল সম্মুখদলে সেই যে সার্জেন্ট তাকে ধরে পরিখায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল —কায়ুৎকিন এর নেতৃত্বে।

তুষার গলে মাঠ, বনভূমি, পথ নরম কাদায় ঢেকে গিয়েছিল। দক্ষিণ থেকে কামেন্সক্ সহরের গির্জাচুড়া, কারখানার চিমনি, শূন্য আঁকা বাঁকা পথঘাট, এমন কি শহরের প্রান্তে জার্মানদের কামানের ঘাঁটিগুলি পর্যন্ত খালি চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

সোভিয়েট যোদ্ধা আক্রমণের মুখে এমনি শহর ও জনপদের সীমান্তে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। একদিকে অধিবাসী যারা ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়েছে সেই মা ও শিশুদের জন্য গভীর করুণা ; অন্য দিকে প্রতিশোধের দুঃস্বপ্নে আতংকিত, মরীয়া হয়ে পড়েছে যে শত্রুসৈন্য তাদের প্রতি দুরন্ত ক্রোধ। মনে হয়, সুমুখে মৃত্যু ও কঠিন পরীক্ষা, ক্ষণে পেছিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কেউ ফিরবে না ভীরুতার অপবাদ নিয়ে, আপন মাতৃভূমির সম্মান ঘৃণিত দুশমনের হাত থেকে জিনে নেবে এই দুর্জয় সংকল্প ও অপূর্ব ভাবানুভূতি সৈনিককে মাতিয়ে রাখে।

বেটে খাটো, চটপটে, নীলচোখ, সানন্দ মূর্তি সার্জেন্ট কায়ুৎকিন আশ্বাস ও অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে : 'তুমি বলছ ক্রাস্নডন থেকে আসছ তুমি ?'

সেরিয়োঝা বলে, 'হ্যাঁ, আমি তো ছিলাম সেখানে, কেন ?'

কায়ুৎকিন কেমন বিষাদের স্বরে বলে, 'আমার একটি তরুণী বন্ধু ছিল সেথায় ওরা নিরাপদ এলাকায় সরে গেছে···আর একবার কামেন্সক্ অতিক্রম করেছিলাম, সেবার শহর রক্ষার জন্য লড়েছিলামও। সঙ্গীরা কেউ বন্দী, কেউ মরে গেছে। আমি আবার ফিরে এলাম এই পথে।'

রাত্রিতে সৈনিকরা ঘুমিয়ে নিল। সেরিয়োঝাও ঘুমিয়ে নেয়। ভোর ছ'টায় ওদের জাগিয়ে দেওয়া হল। এক গ্লাস ভদ্‌কা, আধপাত্র গমের সঙ্গে মেশানো মাংসের-ঝোল, কিছু বজরার ঘেঁট খেয়ে নেয়। কুয়াশা পাতলা হয়ে আসছে, তারই আড়ালে জঙ্গল ও খাড়ির ভিতর দিয়ে ডনেৎসের তটে আক্রমণের ঘাঁটিতে এসে তুষারের গায়ে সটান শুয়ে পড়ে তাক করে থাকল।

পেছনে কামান শ্রেণী থেকে গোলা বর্ষণ শুরু হল। সেরিয়োঝা কায়ুৎকিনের পাশে গুড়ি মেরে পড়ে ছিল। ওর মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা ছুটে গিয়ে দূর শহরের গায়ে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ছে। ক্রমে জার্মানরা মর্টার দেগে প্রত্যুত্তর দিল। কায়ুৎকিন একটু আতংকিত হয়ে উঠল :

'ওই দুশমন জাগছে……'

সহসা সেরিয়োঝার অনেক অনেক পেছনে একটা মুহুর্মুহু গর্জন ধ্বনিত হয়ে উঠছে। ক্রমে তা কাছে হয়ে এল, গর্জন বিপুলতর হয়ে ও অপর তটরেখায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ওদের মাথার উপরে সেই উন্মত্ত আর্তনাদ ও গর্জন দেখতে দেখতে এসে গেল, একটা তীব্র হুংকারে নদীর অপর তটে হিংস্র বিস্ফোরণ আছড়ে পড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগল। কাত্যুশা বোমারুগুলি কাজে নেমে পড়েছে।

হঠাৎ কায়ুৎকিন পরিখা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে নদীর উপরে জমে যাওয়া বরফের উপর দিয়ে ছুটছে দেখে, সেরিয়োঝাও মুহূর্তে ছুটল, অপেক্ষা করল না জানতে কোনও হুকুম হয়েছিল কিনা এগিয়ে যাবার। অপরতট থেকে গুলিবৃষ্টি হচ্ছে, তা উপেক্ষা করেই সৈনিকরা শত্রু ঘাঁটি দখল করতে ছুটল।

মাটির স্তুপের মধ্য থেকে একটা মেসিনগানের মুখ হাঁ করে ছিল। কায়ুৎকিন টমিগান হাতে ঝাপিয়ে পড়ল। সেরিয়োঝা মুহূর্তকাল হকচকিয়ে গেছল। কায়ুৎকিনকে সে অবস্থায় দেখে সেও গুলি চালাতে থাকে। সেই মেসিনগানের ঝাঁক স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু শহর আরও দূরে উত্তরদিকে। নদীর পাড় থেকে ওরা প্রান্তরে নেমে পড়ে। কিছুক্ষণ পরেই শহর থেকে গোলার ঝাঁক ওদের অগ্রগতির মুখ রুখে দাঁড়ায়।

শহরতলীর বস্তি গুলির দিকে ওরা কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে

চলে। কিন্তু এখান থেকেও আবার মেশিনগান ও টমিগান গুলি বর্ষণ শুরু করল। মাটি আঁকড়ে ওরা অনেকক্ষণ সটান শুয়ে পড়ে রইল।

ক্রমে হালকা কামানগুলি পেছন থেকে ওদের সাহায্যে এগিয়ে এল। গোলন্দাজরা গোলা চালাতে চালাতে গ্রামগুলির ভিতরে পর্যন্ত স্ফূর্তিতে এগিয়ে চলে। সঙ্গে ট্যাঙ্ক থাকলে আর কথা ছিল না, কিন্তু ডনেৎসের জলের উপরে বরফ তেমন কঠিন হয়ে জমে নি কিনা।

ইতিমধ্যে শত্রুসৈন্যও প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টি শুরু করেছে। গোলন্দাজ-বাহিনীর মূল বহর তখনও এসে পৌছয়নি। কিন্তু যাদের নিয়ে এতটা সুমুখে এগিয়ে পড়েছিল, তাদেরই প্রাণপণে প্রতিরোধ ভেঙে এগিয়ে যেতে হয়। তখনও অন্ধকার, কাৰুৎকিনের দল টমিগান হাতে লড়তে লড়তে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ওরা স্কুলবাড়িটা দখল করবার জন্য রুখল।

স্কুলবাড়ির ভিতর থেকে অপ্রত্যাশিত গুলি বর্ষণ হতে থাকে। সেরিয়োঝার বন্দুক স্তব্ধ হয়ে যায়, ও কাদায় মুখ ঢেকে পড়ে যায়। কনুই-এর উপরে ওর বাম বাহু চিরে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল, হাড় ছোঁয়নি। যুদ্ধের উন্মাদনায় প্রথমে যন্ত্রণাবোধ ছিল না। নিজেকে যখন অনেক চেষ্টায় সামলে তুলল, পাশে তাকিয়ে দেখল ও একলা পড়ে আছে।

ও হামাগুড়ি দিয়ে একটা বাড়ীর কোণে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে থেকে আড়ি পাতে। চারদিকে জার্মানদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। অনভিজ্ঞ সেরিয়োঝার আতঙ্কে মনে হল, ওর সঙ্গীরা সব মরে গেছে। কিন্তু শহরের প্রান্তে তখনও লড়াই চলেছে। ওর বন্ধুরা সেদিকেই হঠে গিয়েছিল। সে দিনের যুদ্ধে ওদের ব্যাটেলিয়নের হার হয়েছিল।

শহরের পথে ও উপান্তে যখন বিচিত্র গর্জনধ্বনি গোঙাচ্ছে, আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী তখন অপরূপ রক্তিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আহত সেরিয়োঝা জার্মান-অধিকৃত সেই গ্রামে কনকনে তুষারে ও কাদায় একা পড়ে রইল।

বন্ধু!...আমার বন্ধু!...

তুমি তো বরাবর আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছ...রাত্রিদিন আমরা অধীর হয়ে থেকেছি পরস্পরকে দেখবার জন্য।

আমরা যখন যাত্রা করেছিলাম, ভেবেছিলাম তুমি আমার জন্য হয়তো অপেক্ষা করবে না, আমাকে ফেলে রেখে চলে যাবে...আমি আকুল হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তো আমাকে কখনও পরিত্যাগ করোনি।

আমাদের বন্ধুত্ব পরিপূর্ণ হয়েছিল আদর্শের ক্ষেত্রে—আমরা যেদিন তরুণবাহিনীর সভ্য হয়েছিলাম...তারও আগে, কম্যুনিষ্ট যুবসংঘের সভ্য আমরা, মানুষের মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। আমরা যে সহযোদ্ধা।

তুমি কি রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছ ডনেৎস নদীর কূলে, কোনও ঝোপের ধারে? তুমি কি পিপাসায় ছটফট করছ তৃণভূমির প্রান্তে আর্তশ্বাসে? তুমি কি মুখ থুবড়ে পড়ে আছ, জমাট তুষার রাঙা হয়ে গেছে আরক্ত অশ্রুতে...

ভালিয়া বিভ্রান্ত হয়ে খুঁজে বেড়ায় সেরিয়োঝাকে—ভয় নেই, শীতবোধ নেই, ক্লান্তি নেই, আহার নেই, দলহারা নেকড়ের মত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটছে, কখনও কখনও তৃণভূমির বুকে ও একা রাত কাটিয়ে দিচ্ছে। যুদ্ধের সীমান্ত যত সরে আসতে থাকে, হঠে-আসা জার্মানদের চাপে পড়ে ভালিয়াও পিছু হঠতে হঠতে গৃহের নিকটবর্তী হয়ে পড়ল।

সেরিয়োঝাকে যে ও বলেছিল, 'লালফৌজকে নিয়ে তুমি চলে আসবে, আমি অপেক্ষা করে থাকব।' সে তো বলেছিল, 'আমি নিশ্চয় আসব।' যা বলেছে সে তো কথা রেখেছে চিরকাল।

একদিন, দুদিন, সপ্তাহ চলে যায়। ভালিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। একটা অপেক্ষা জেগে থাকে মনে। শেষপর্যন্ত কোনও গৃহেও তাকে আশ্রয় দেয় না, চারদিকে জার্মানরা গিজ্‌গিজ্‌ করছে, ওরা ভয় পায়, গৃহিণীরা ভালিয়ার পুঁটুলিতে কিছু রুটির টুকরো ছুঁড়ে দেয়…

কামেনস্ক শহর যেদিন অগ্নির আভায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল, দূর থেকে উচ্চকিত ভালিয়া ও অপরাপর গ্রামবাসী তা দেখেছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। রাস্তার মোড়ে ছোট পুঁটুলিটা হাতে, আনমনা তাকিয়ে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকে, ভিজে সোনালি চুলের গোছা বায়ুভরে উড়ে পড়ছে। অবশেষে তুষার গলে কাদা-হয়ে-যাওয়া গেঁয়ো রাস্তায় ক্রাস্নডনের দিকে ধীরপায়ে ফিরে চলে।

সেই মুহূর্তে, আহত হাতটা ঝুলে পড়া, রক্তাক্ত আস্তিনে, সেরিয়োঝা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে, গ্রামপ্রান্তের এক গবাক্ষে আঙুল ঠুকছিল। সেরিয়োঝা মরে যায় নি। রাত্রি তখনও প্রভাত হয় নি, লালচুলের বেণী-দোলানো একটি মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে নিয়ে ফিরতে ওকে দেখতে পেয়ে, সেরিয়োঝার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল, আস্তিনের রক্তাক্ত জায়গাটা ছাই দিয়ে ঘশে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

সেরিয়োঝার পরনে অসামরিক বেশ। কিন্তু বাড়ির লোকেরা ভয়ে কাঁপছিল, কখন জার্মানরা এসে হানা দেবে। সেরিয়োঝা সারা রাত্রি চোখ বোঁজে নি, আবার তাকে বেরিয়ে পড়তে হয়। সেও রণ-ক্ষেত্রের সীমানায় ভালিয়াকে খুঁজে ফেরে।

আবার শীত বেশ জোর পড়েছিল। তুষার জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। পৃথক বাড়িতে থাকত সেরিয়োঝার দিদি ফেনিয়া, একদিন জানুয়ারির শেষ দিকে বাজার থেকে দোরগোড়ায় ফিরে এসে দেখল, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ।

ভিতর থেকে বড় ছেলে শুধোয়, 'মা, তুমি একা তো?'

টেবিলের উপর এক হাতের কনুইএ ভর দিয়ে সেরিয়োঝা বসে ছিল, আর একটা হাত ঝুলছিল। ও বরাবর রোগা পাতলা গড়নের ছিল। কিন্তু এবার মুখ চিমসে পাণ্ডুর হয়ে গেছে, দিদিকে দেখে চোখগুলি আগের মতই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ফেনিয়া সব বলল। তরুণবাহিনীর সবাই প্রায় ধরা পড়েছে, অলেগও। সেরিয়োঝা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, ওর চোখগুলি জ্বলছে। কিছুক্ষণ পরে ও বলে: 'ভয় কোরো না, আমি চলে যাব…'

ও দেখছিল ফেনিয়া বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দিদি ব্যাণ্ডেজ পালটে দিল। সেরিয়োঝা পোশাক বদলে মেয়েদের সাজ করে নেয়, ওর বেশবাস একটা পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে দেয় ফেনিয়া, সন্ধ্যার অন্ধকারে ওকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসে।

সেরিয়োঝার বাবা কারাগারের নির্যাতনের পর শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন, মা-ই শুধু চলে ফিরছিলেন। দাশা, ও প্রিয় বোন নিনা বাড়ি নেই।

ভালিয়া বৎস কি ঘরে ফিরে এসেছে?

কই, মারিয়া আন্দ্রেইএভনা তো কিছু বলেন নি। এই দিনগুলিতে তরুণবাহিনীর সভ্যদের পিতামাতারা পরস্পরের দুঃখভাগী ও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। ভালিয়ার কোনও খবর পেলে মারিয়া নিশ্চয়ই বলতেন সেরিয়োঝার মাকে।

দীর্ঘ একমাস পরে আজ নিজের পরিচ্ছন্ন বিছানাটিতে ও শুয়ে পড়লো। টেবিলের উপর ক্ষীণ আলো জ্বলছিল। সেরিয়োঝার বাবা কাশতে কাশতে এক একবার হাঁপিয়ে উঠছিলেন। মা ঘরের কাজে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। চারদিকে বড় নিস্তব্ধ লাগছিল। বোনেরা নেই ঘরে।

ক্ষুদে ভাগনেটা শুধু মেঝেতে কলরব করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরছে।

একটি অল্পবয়সী মহিলা পড়শী এলো বেড়াতে, সেরিয়োঝার বাবার কাছে গিয়ে বসলো। কিছুদিন থেকে প্রায়ই আসছে। সেরিয়োঝার বাবা মা সরল প্রকৃতির লোক, কেন এ প্রায়ই ইদানিং আসছিলো, এ প্রশ্ন কখনও করেন নি।

ক্ষুদে ভাগনেটা, মেঝেতে খেলা করতে করতে, হাতে কী একটা নিয়ে সেরিয়োঝার ঘরে হামা দিয়ে ঢুকে আধো আধো ডাকতে থাকে :

'মা-মা…মা-মা…'

মহিলাটি চকিত দৃষ্টিতে তাকায়, সেরিয়োঝাকে দেখতে পায়। সেরিয়োঝা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মহিলাটি আরও কিছুক্ষণ গল্প করে উঠে যায়।

রাত্রি গভীর হয়েছে। মা, বাবা, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সেরিয়োঝার চোখে ঘুম নেই, ও কত কী ভেবেই চলেছে।

সহসা খিড়কি দরজায় জোরে আঘাত হল, কে হেঁকে উঠছে :

'খোলো, খোলো!'

ক্ষণপূর্বে সেরিয়োঝার মনে হয়েছিল, যে অনির্বাণ জীবনীশক্তি ওকে দীর্ঘ বিপদের মধ্য দিয়ে এতদূরে নিয়ে চলেছিল, তা তাকে পরিত্যাগ করেছে। সে একবারে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু দরজায় এই ধাক্কা শুনে মুহূর্তে ও সবল হয়ে ওঠে। নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, চিক একটুখানি ফাঁক করে দেখল চাঁদের আলোয় তুসারের গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জার্মান সৈনিকটা রাইফেল তাক করে প্রস্তুত হয়ে আছে।

মা, বাবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, ওরা আর্তচোখে পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়াচাওয়ি করছিলেন। নিদ্রাজড়িত স্বরে অর্ধোচ্চারিত কী

কথা বলে, দরজার দিকে কান পেতে নির্বাক হয়ে রইলেন। সেরিয়োঝা এক হাত ব্যবহার করেই আজকাল পোশাক পরতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, পাজামা শার্ট ও জুতো পরে নিয়ে, মা বাবার শোবার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়।

আস্তে আস্তে বলে, 'দোর খুলে দাও, কিন্তু আলো জ্বালিয়ো না যেন, বুঝেছ।'

দরজায় মুহুর্মুহু আঘাত পড়ে, দরজা ভেঙে ফেলবে বুঝি।

মা ঘরময় ছুটোছুটি করতে থাকেন, অন্তর পাগল হয়ে গেছে।

বুড়ো বাবা অতিকষ্টে বিছানা থেকে নিচে নামেন, অদ্ভুত ক্ষীণ আর্ত কণ্ঠস্বরে বলেন : 'দরজা আমাদের তো খুলতেই হবে, কিছু করবার নেই, কিছু নেই।'

সেরিয়োঝা বুঝল, ওর বাবা কাঁদছেন। ওর বুক ঠেলে ঠেলে উঠছিল।

বুড়ো বাবা সামনের ফটকের তালা খুলে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলেন। সেরিয়োঝা নিঃশব্দে বাবার পেছনে মিশে গিয়ে দাঁড়ায়।

তিনটি ছায়ামূর্তি এসে ঢোকে। ফটকে ঢুকেই চারদিকে টর্চের আলো ফেলে, ওর মা দাঁড়িয়েছিলেন গোয়ালঘরের দরজার কাছে দরজাটা খুলে রেখে, তার মুখে গিয়ে সেই উজ্জ্বল আলো পড়ে। সেরিয়োঝা বুঝল মা ওর পালাবার পথের ইঙ্গিত করেই ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে টর্চ ফটকের কাছে তার বাবা ও ওর নিজের মুখে এসে পড়ল, সেরিয়োঝা ভাবতে পারেনি ওরা ফটকের কাছে টর্চ ধরবে, ও ভেবেছিল ওরা অঙ্গনে ঢুকলেই ও দরজা দিয়ে সটকে পড়বে।

আর যায় কোথা! দুজন এসে ওর দুইহাত চেপে ধরে, সেরিয়োঝা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে। ওকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসে।

সলিকভক্তি মায়ের দিকে হেঁকে উঠল, 'আলোটা জ্বালো! ওখানে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে, আহা আমার গোলাপকুঁড়িরে।'

মায়ের হাতদুটি থরথর করে কাঁপছে। বারে বারে চেষ্টা করেও কিছুতেই আলো জ্বালতে পারছেন না। সলিকভক্তি নিজেই জ্বালল। সেরিয়োঝাকে ধরে দাঁড়িয়েছিল একটা এস্‌এস্‌-এর লোক, ও ফেনবঙ্গ্‌।

মা ওদিকে তাকিয়ে দেখেই হু হু করে কেঁদে ওঠেন, ওদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন। জীর্ণ শির-বের-করা হাতদুটি দিয়ে মাটির মেঝেতে ভর করে সেই জরাশ্লথ ভারি দেহখানা ওদের পায়ের কাছে নিয়ে ফেলেন :

'দয়া করো…দয়া করো…একমাত্র পুত্র আমার…আর সব নাও… গোরু, পোশাক…'

ফেনবঙ্গ্‌ সৈনিককে হুকুম করে সেরিয়োঝাকে হঠিয়ে নিয়ে যেতে। পকেট থেকে একখানা দড়ি বের করে সৈনিক সেরিয়োঝাকে পিছমোড়া করে বাঁধে। তারপর টেনে নিয়ে চলে।

মা আকুল হয়ে আগলে দাঁড়ান। সেই এস্‌ এস্‌-এর লোকটা ঘৃণাভরে লাথি মেরে ওঁকে ঠেলে দেয়।

সৈনিকের পেছনে পেছনে ফেনবঙ্গ ও সলিকভক্তি চলল। সেরিয়োঝা ফিরে তাকিয়ে বলে :

'মা, বিদায়…বাবা, চলে যাই…।'

বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করে প্রায় মাটিতে ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকেন।

দলিতা ফণিনীর মত মা ফেনবঙ্গের দিকে তেড়ে যান, দুহাত দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকেন, উন্মত্ত চীৎকার করে ওঠেন :

'খুনে! তোদের মরণ আসছে! দাঁড়া, আসছে আমাদের ফৌজ!…'

সলিকভঙ্কি গর্জে ওঠে, 'তোর শিক্ষা হয়নি বুঝি বুড়ি? চল মাগী—' যে গাউন পরে বর্ষীয়সী আলেকসান্দ্রা ভাসিলিয়েভনা ঘুমুতেন, সেই অবস্থায়ই তাকে বাড়ি থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। বৃদ্ধ স্বামী বৃথাই কাতর গলায় অনুনয় করলেন।

• • •

সেরিয়োঝাকে যখন চাবুক কশতে লাগল, ও নির্বাক হয়ে রইল। ওর হাত দুটি পিছমোড়া করে যখন ফেনবঙ্গ তাই মোচড়াতে লাগল, আর আহত হাতটায় জোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল, তখনও সে নির্বাক হয়ে থাকে। শুধু রাইফেলের ছড়ি দিয়ে যখন ফেনবঙ্গ্ ক্ষত স্থানটায় আঘাত করছিল, সেরিয়োঝা দাঁতে দাঁত ঘসেছিল।

অদ্ভুত ওর জীবনীশক্তি। ওকে একটা নির্জন কক্ষে রাখা হয়েছিল। সেখানে ঢুকেই ও চারপাশের দেয়াল ঠুকে ঠুকে পাশের কক্ষের বাসিন্দাদের খোঁজ নিতে থাকে। পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে ছাদের ঘুলঘুলিটা পরীক্ষা করে দেখে, কয়েকটা ইঁট খুলে ফেলে বাইরে লাফিয়ে পড়া যায় না কি, বারান্দা থেকে উঠোনে পড়বার দরজাটা কি সর্বদা তালাবন্ধ থাকে? ওকে তখন নির্যাতনকক্ষে নেওয়া হয়েছিল তা থেকে ও মনে করতে চেষ্টা করে বিভিন্ন ঘরের অবস্থান গুলি।...

হায়, যদি ওর হাতটা শুধু জখম না থাকত।...না, এখনও নিরাশ হয়ে ও পড়ছে না। দূরে ডনেৎস্-এর তীরে কামানের গর্জন এই নির্জন তুষার-ছাওয়া রাতে সেই কক্ষে বসেও শুনতে পাচ্ছে সে।

পরদিন সকালে ভিতিয়া লুকিয়ানচেনকোকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হল। না, ভিতিয়া ওকে দেখেনি তো কখনও, তবে ওর নাম শুনেছে। সেরিয়োঝাকে অতিক্রম করে ভিতিয়ার দৃষ্টি দূরবদ্ধ হয়ে থাকে। ওর চোখগুলি আজও তেমনি কোমল কালো, মুখের আর কিছু চিনতে পারা যায় না।

সেরিয়োঝা নির্বাক হয়ে থাকে।

লুকিয়ানচেন্‌কোকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক মুহূর্ত পরে সলিকভস্কি সেরিয়োঝার মাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

বৃদ্ধা মায়ের গা থেকে টেনে বেশবাস খুলে নেয়, এগারোটি সন্তানের জননী তাকে সেই রক্তমাখা শয্যায় উলঙ্গ করে ফেলে, ইলেকট্রিক তারের চাবুক দিয়ে ছেলের সামনে মারতে থাকে।

সেরিয়োঝা চোখ ফিরিয়ে নেয় না, ঠাঁয় দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে দেখে ওরা মাকে মারছে।

এবার মায়ের সুমুখে ছেলেকে চাবুক কশতে শুরু করে, সেরিয়োঝা তাও বাণীহীন হয়ে সহ্য করে থাকে। ফেনবঙ্গ ক্ষেপে ওঠে, উন্মত্তের মত টেবিলের উপর থেকে লোহার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে সেরিয়োঝার যে হাতটা ভাল ছিল তার কনুয়ের উপর সজোরে আছড়ে ফেলে। সেরিয়োঝা শাদা হয়ে গেল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, মুখ ফুটে শুধু বলে :

'হয়ে গেল.........'

সেদিন ক্রাস্নডন পল্লীর সমস্ত বন্দীদের কারাগৃহে নিয়ে এল। কেউ-ই প্রায় চলতে পারছে না, সৈনিকরা ওদের বগলের নীচে ধরে, মেঝের উপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে বন্দীতে গিজগিজ করছে সেই কক্ষগুলিতেই ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কলিয়া সুমস্কয় তখনও চলতে পারছিল, কিন্তু চাবুকের ঘায়ে ওর একটা চোখের তারা কেটে গড়িয়ে পড়েছিল, কোটর শূন্য হয়েছিল। সুন্দরী তোসিয়া এলিসেইএংকো— সে একদিন আকাশে পায়রাগুলিকে ঘুরে ঘুরে উড়তে দেখে আনন্দে কলরব করে উঠেছিল, সেই তরুণী আজ শুধু আপন মুখের উপর ভর করেই শুয়ে থাকতে পারছে—ওকে একটা স্টোভের জ্বলজ্বলে আগুনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে।

কারাগৃহের বাইরে বন্দীদের আত্মীয়স্বজনরা এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। বন্দীদের জন্য সবাই হাতে করে কিছু নিয়ে এসেছে, আজই তারিখ ছিল কিনা। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা অধীর হয়ে ওঠে। ফটকে জার্মান সেপাই তেমনি নীরবে চৌকি দিচ্ছে, কিন্তু অপেক্ষার্থীদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। সিঁড়িতে পুলিশ বসে আছে কিন্তু বন্দীদের জন্য আনীত কিছুই গ্রহণ করছে না। লুসিয়া ও এলিজাভেতা আলেক্সেইএভ্‌না এসেছিলেন ভলোদ্যার জন্য একটা বালিশ ও কিছু খাবার নিয়ে, জেম্‌খভের বেটেমতন বুড়ি মা এসেছিলেন ছেলের জন্য এক ঠোঙা খাবার ও একটা বিছানার চাদর নিয়ে, তা-ও নেবে না। সৈনিকটা বলে কি—

'ওদের জন্য আজ খুব ভাল বিছানা তৈরি হবে, রোসো…'

এলিজাভেতাও নাছোড়বান্দা। বলেন, 'কিছুতে সরবো না, দরকার হলে সারাদিন ঠাঁয় বসে থাকবো এখানে!'

লুসিয়ার কেমন ভয় করে: 'মা, আজ ওদের মেরে ফেলবে।'

এলিজাভেতার চোখ জলতে থাকে, নীচু চাপা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন: 'বাছা আমার ভেঙে না পড়ে…আমি এই কথাই বলছি প্রাণ ভরে, ও যেন শত্রুর মুখে থুথু দিয়ে যায়!…'

ওদিকে, কারাগৃহের অভ্যন্তরে, বন্দী তরুণতরুণীদের উপর শেষ বীভৎস নির্যাতনের পালা শুরু হয়েছে।

জেম্‌খভ, ওর দেহখানা টলছে, ক্রুথনের-এর সামনে ঠাঁয় দাঁড়ায়; মুখের উপর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, দুর্বল মাথা এক একবার ঝুঁকে নুয়ে পড়ছে তবু তা সাধ্যমত সোজা খাড়া করে রাখতে চেষ্টা করে, দীর্ঘ চার সপ্তাহ নীরবতার পর আজ প্রথম ওর মুখ খোলে:

'দেখছ, তোমরা পারো না!…' ও বলতে থাকে, 'তোমরা পারো

না !…যত দেশ দখল করে এলে …শৌর্য ভুলেছ, স্বাধীনতা ভুলেছ…তোমরা পারো না…শক্তি নেই তোমাদের…

ও হেসে ওঠে।

সেদিন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এলে, দুজন জার্মান সৈনিক উলিয়াকে তার কক্ষে বয়ে নিয়ে গেল, ওর মাথা অসহায় ভাবে নেতিয়ে পড়েছে, দীর্ঘ বেণীগুলি মাটিতে লুটিয়ে চলেছে, মুখ খড়ির মত শাদা, ওকে দেয়ালের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়।

'লিলেচ্‌কা…' ও লিলিয়া ইভানিখিনাকে ডাকছে, 'আমার ব্লাউজটা তুলে ধর ভাই, পুড়ছে…'

লিলিয়ারও নড়বার আর ক্ষমতা ছিল না, তবু অবশিষ্ট শক্তি নিয়েও ও বন্ধুদের যতটুকু পারে দেখছে, ধীরে ধীরে রক্ত-জমাট ব্লাউজখানা তুলে ধরতেই সভয়ে সরে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে ওঠে : 'একি!' উলিয়ার রক্তাপ্লুত পিঠে একটা জলন্ত পাঁচমুখো তারা বসিয়ে দিয়েছে।

সেই রাত্রিকে ক্রাস্নডনের লোকেরা ভুলবে না, সেদিন যারা বেঁচেছিল তাদের একজনও যতদিন বেচে থাকবে। অস্তগামী চাঁদ, আকাশে আনত হয়ে পড়ে, উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছিল, দূর দূরান্তে তৃণভূমি স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর হচ্ছিল। উত্তরে, ডনেৎসের তটরেখায়, হাউই জ্বলে উঠে আকাশ দীপ্তিমান করে তুলছিল, যুদ্ধের ঘনঘোর আওয়াজ ভেসে আসছিল, একবার সরব হয়ে উঠে আবার ক্ষীণ হয়ে পড়ছিল।

বন্দীদের বাবা মায়েরা সে রাতে ঘুমোন নি। ক্রাস্নডনে সেদিন কেউ ঘুমোয় নি—ওরা ওদের অন্ধকার ঘরের দাওয়ায়, কেউ ক্ষীণ প্রদীপের আলোকছটায় ঘরের মধ্যে, উঠোনের ধারে কেউ, জেগে বসেছিল : বরফ পড়ছিল, ওরা নিঃশব্দে কান পেতে ছিল—কখন লরীর শব্দ আসবে, গুলির আওয়াজ হবে। ক্রাস্নডনের লোকেরা সবাই জানত সেদিন বন্দীদের কোতল করা হবে।

কারাকক্ষে কক্ষেও সবাই জেগে, শুধু কেউ কেউ অচেতন হয়ে পড়েছিল। এক জার্মান সৈনিক এসে লিউবাকে ডেকে নিয়ে গেল। সবাই, লিউবাও, ভাবল এই শেষ বিদায়। সবার কাছে বিদায় চেয়ে নেয়।

লিউবাকে রভেন্কিতে সেনাধ্যক্ষ ক্লের ডেকে পাঠিয়েছিল, তাকে নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে।

নির্যাতনের পালা শেষে সবচেয়ে পরে যারা সে রাতে কক্ষে ফিরে এসেছিল, তারা পুরাধ্যক্ষ স্তেৎসেংকোকে কারাগারে দেখেছিল। সবাই জানত, পুরাধ্যক্ষ কারাগারে আসে কাকেও ফাঁসি দেবার আগে, দণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর দেবার জন্য।

ডনেৎস্ তটের রণগর্জন কক্ষে বসেও পরিষ্কার শোনা যায়।

উলিয়া দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে, পাশের কক্ষে ছেলেদের আঙুল ঠুকে বলতে থাকে :

'শুনছ ওই আওয়াজ ?... বাঁধো মন...লালফৌজ আসছে...'

বারান্দায় একদল সৈনিকের ভারি পায়ের শব্দ। পাশেই একটা কক্ষের দরজা সশব্দে খুলে যায়। সৈনিকরা বন্দীদের বারান্দা দিয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে প্রধান ফটক পার হয়ে রাস্তায় বের করছিল। মেয়েরাও ওদের কক্ষে প্রস্তুত হয়ে নেয়। পরস্পরকে ধরে কোটটা গায়ে দিয়ে দেয়, টুপিটা মাথায় পরিয়ে দেয়। নিউসিয়া সকোভা মেঝেতে নিঃসাড় হয়ে পড়েছিল, লিলিয়া তাকে পোশাক পরিয়ে দেয়। শুরা দুবভিনা তার প্রিয়বন্ধু মায়াকে সাজিয়ে দেয়। কেউ কেউ তাদের পরিত্যক্ত পোশাকের মধ্যে দু'এক লাইন বিদায়লিপি লিখে লুকিয়ে রেখে যায়।

উলিয়ার জন্য দিনকয় আগে বাড়ি থেকে কিছু পরিষ্কার জামা কাপড় পাঠানো হয়েছিল। তাই পরে নিয়ে, ময়লা জামাকাপড়গুলি সে পুঁটলি করে জড়িয়ে ফেলে রেখে দেয়। হঠাৎ কেন জানি একটা কান্না ওর বুক ঠেলে ওঠে, নিজেকে সংবরণ করবার আর শক্তি বুঝি

অবশিষ্ট নেই, সেই রক্তমাখা কাপড়চোপড়ে মুখ চাপা দিয়ে, সে এক কোণে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে।

বাইরে চাঁদের আলোয় প্রান্তরে দুটো লরী দাঁড়ানো ছিল—একটায় ছেলেদের, অপরটায় মেয়েদের নিয়ে ভরতি করতে লাগল।

স্তাখোভিচ্‌কেও রেহাই দেয় নি, সবার আগেই শক্তিহীন বিভ্রান্ত ওকে টেনে নিয়ে এক ধাককায় ভিতরে ঠেলে দেয়। তরুণবাহিনীর অনেকেই চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিল। আনাতোলি পপভের একটা পা কেটে ফেলা হয়েছিল, ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হল। ভিক্তর পেত্রভের চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয়েছিল, ওকে রাগোজিন ও ঝেনিয়া শেপেলেভ ধরে নিয়ে চলল। ভলোদ্যা অসমুখিনের ডান হাতটা কেটে ফেলেছিল, কিন্তু ও একা হেঁটেই চলল। ভানিয়া জেমনুখভকে টলিয়া অর্লভ ও কভালিয়ভ বয়ে নিয়ে গেল। ওদের পেছনে, বেতসলতার মত টলতে টলতে সেরিয়োঝা তিউলেনিন।

ওদের উঠিয়ে দিয়ে, লরীর দ্বারগুলি বন্ধ করে দিয়ে, লরী-ভরতি বন্দীদের গায়ে মাথায় মাড়িয়ে সৈনিকরা উঠে পড়ে। ফেনবঙ্গ্‌ প্রথম লরীতে চালকের পাশে যেয়ে বসল, মেয়েদের নিয়ে প্রথম লরী চলল; ছেলেদের নিয়ে দ্বিতীয় লরী পেছনে পেছনে ছুটল।

শিশুহাসপাতাল, ভরোশিলভস্কুলের পাশ দিয়ে, পোড়ো মাঠটার উপর দিয়ে লরী দুটো ছুটে চলেছে। উলিয়া, সাশা বন্দারেভা ও লিলিয়া গান ধরেছে :

শহিদ হয়েছ গোলামির জতুশালায়—
মৃত্যুর পথে জীবনের শিখা জ্বালো।'

লেনিনের প্রিয় এই বিপ্লব-সঙ্গীত মেয়েদের কণ্ঠে কণ্ঠে, বন্দী নওজোয়ানদের গলায় রাতের নিঃশব্দ তুসার-ঝরা হাওয়ায় দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামের প্রান্তে ভিসেল্‌কির মোড় ঘুরে, লরীগুলি এবং খনিমুখের দিকে এগোয়।

লরীগুলি এবার সংকীর্ণ গভীর গিরিসংকটের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। শুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেরিয়োঝা সেই মুক্ত হিমার্দ্র বায়ু গ্রহণ করে। এই মুহূর্তে লরীর পেছনে গুড়ি মেরে বসে থেকে ও অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু না… ওর আর শক্তি নেই। কভালিয়ভকে পিছমোড়া করে বেঁধে ওর সুমুখেই রাখা হয়েছিল, ও তখনও সম্পূর্ণ কাবু হয়ে পড়েনি। সেরিয়োঝা হিংস্র জন্তুর মত দাঁত দিয়ে কামড়ে ওর হাতের বাঁধন কেটে দেয়, পিঠে মাথা দিয়ে নেড়ে দিয়ে চুপি চুপি বলে, 'এই সময়…গিরিসংকটের মুখে এসে পড়েছি…

মেয়েরা গাইতে থাকে :

ক্ষমাহীন প্রতিশোধ দিকে দিকে সাজায়
বজ্র ভয়াল. কঠিন ও দীপ্ত সে…'

প্রথম লরী গিরিপথের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, দ্বিতীয় লরীও ঢুকে পড়েছে, কভালিয়ভ লরীর পেছনে পা রেখে দাঁড়িয়ে সহসা লাফিয়ে পড়ে, তুষারের মধ্যে পথ কেটে ছুটতে থাকে। লরী বেগ থামাতে থামাতে খানিকটা এগিয়ে পড়েছিল, এর মধ্যে কভালিয়ভ অদৃশ্য হয়ে যায়। আথাড়ি পাথাড়ি কিছু গুলি ছুঁড়ে সৈনিকরা ক্ষান্ত হয়। ফেনবঙ্গ্‌ লরী থামিয়ে লাফিয়ে নেমেছিল, ব্যর্থ আক্রোশে গালি দিতে থাকে।

'পালিয়ে গেছে !…পালিয়ে গেছে !…'সেরিয়োঝা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ গলায় বিজয়ীর ভঙ্গীতে চীৎকার করে ওঠে, ও যখন শাপান্ত করতে থাকে, মনে হয় ওর মুখে সেই শাপ যেন অমোঘ প্রতিজ্ঞা হয়ে জাগছে।

এনং খনিমুখ বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবার পর কাৎ হয়ে পড়েছিল। লরীদুটো তার কাছে চলে এল।

নওজোয়ানরা 'আন্তর্জাতিক' গায়।

এই শেষ গান।

ক্রুখনের, বালদের ও স্তেৎসেংকো এসে না পৌঁছুনো পর্যন্ত ওদের ঠাণ্ডায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। ওদের পরনে ভালো পোষাক ছিল, সব খুলে নেয় সৈনিকরা।

বন্দী তরুণতরুণীরা পরস্পরকে শেষ বিদায় জানিয়ে নেয় এই অবসরে। ক্লাভা ভানিয়ার কাছে বসে ওর কপালে দুখানি হাত জড়িয়ে থাকে, ওরা আর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি।

ছোট ছোট দলে বন্দীদের নিয়ে গিয়ে খনিমুখ থেকে তলায় গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকে। কথা বলবার শক্তি যাদের অবশিষ্ট ছিল, ওদের শেষ কথা ও কামনাগুলি জোরে চেঁচিয়ে বলে ওরা পৃথিবীর কাছে রেখে যায়।

যদি খনিগহ্বরে পড়েও সবাই শেষপর্যন্ত মরে না যায়, সেই আশংকায় জার্মানরা দুটো প্রকাণ্ড কয়লা বোঝাই করে রাখবার গামলা উপুড় করে ওদের মাথায় ফেলে দেয়। এর পরেও কয়েকদিন ধরে ক্বচিৎ পথচারীরা তলা থেকে কাতর গোঙানি শুনতে পেয়েছে।

• • • •

অলেগের দুই হাত ভেঙে দিয়েছিল, গাল বসে গিয়ে চিবুকের তীক্ষ্ণ হাড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই ভাবে তাকে প্রান্তীয় সেনাধ্যক্ষ ক্লের-এর সামনে হাজির করা হলো। কপালের কাছে ওর মাথার চুল শাদা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সোনালী পক্ষ্মের নিচে বড় বড় চোখগুলি মনে হলো আগের চেয়েও পরিচ্ছন্ন দীপ্তিতে ফুটে আছে।

সারাজীবন মানুষ খুনের ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ প্রাণহীন ক্লের, তার সামনে অভিযুক্ত বন্দী ষোলো বছরের তরুণ বালক, কিন্তু সে শুধু বালকই

নয়—নওজোয়ানদের নেতা, জীবনের পথ, জাতির পথ ওর কাছে স্পষ্ট, সমগ্র মানবজাতির মহান্ পথচলার ইঙ্গিত সে বহন করেছ।

আলগ বলতে থাকে: 'তোমরা কিছু ভয়াল নও, তোমাদের মৃত্যু-পরোয়ানা তো স্বাক্ষর হয়ে গেছে—কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসের চিন্তায় ও শ্রমে সমৃদ্ধ দীর্ঘ শতাব্দীর ঐতিহ্যের শেষে, মহামারীর চেয়েও ভয়াল এই পাশব জিঘাংসা কোথা থেকে এল, তোমাদের যা জন্ম দিয়েছে!···গোটা জাতি উন্মত্ত হয়ে উঠেছে···, ওরা মুক্ত মানুষকে জীবনের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করবে, উজ্জ্বল আয়ু কেড়ে নেবে···তোমরা পচে গেছ, প্রণষ্ট হয়ে গেছ···তুসার-শ্বেত পোশাক পরে এখানে বসে থেকে বৃথাই স্বপ্ন দেখছ ইতিহাস অমোঘ বজ্র হয়ে তোমাদের মাথায় নামবে না; তোমরা অচিরে রক্তাক্ত হয়ে উঠবে। দুঃখ থেকে গেল, আমার জাতির জন্য, সমগ্র মানুষের জন্য, মুক্ত ন্যায়দীপ্ত মহান জীবন রচনার যে সংগ্রাম বিপুল হয়ে উঠেছে, আমি তা থেকে সরে গেলাম। যারা এই জীবন-সৃষ্টির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, আমার শেষ অভিনন্দন রেখে যাচ্ছি তাদের উদ্দেশে!···'

অলেগ কশেভয়কে ৩১শে জানুয়ারি গুলি করে মারা হয়েছিল, সেদিন নিহত অন্যান্যদের সঙ্গে একই সমাধিতে ওকেও গোর দেওয়া হল।

কিন্তু লিউবা শেভ্‌ৎসোভাকে অকথ্য নির্যাতনের মধ্যে ৭ই ফেব্রুয়ারি নাগাদ জীইয়ে রাখা হল, আশা ছিল ওর কাছ থেকে বেতারে খবর পাঠাবার যন্ত্রটার হদিশ এই ভাবে বের করে নেবে। এরই মধ্যে লিউবা মাকে একটা খবর পাঠিয়েছিল।

'তোমার লিউবা মৃত্যুর যাত্রী, মাগো বিদায়।'

ওকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে লাগল, লিউবা তার প্রিয় গান গাইল:

'মস্কোর লাল শড়কে সূর্য আঁকা···'

ঘাতক এস্-এস্ রুটেনফুরের চেয়েছিল লিউবা জানু পেতে বসবে, পিঠ ফুঁড়ে গুলি চালাবে, কিন্তু লিউবা শত্রুর কাছে জানু পেতে বসবে না, মুখের উপর সোজা দাঁড়িয়ে গুলি নিল।

লিউবার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে, লালফৌজের কয়েকটা দল একই সঙ্গে ক্রাসনডন ও ভরোশিলভগ্রাদে ঢুকে পড়েছিল। চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সোভিয়েট ট্যাঙ্কবাহিনী শহর কেড়ে নেয়।

দশদিন ধরে ৫নং খনিগহ্বর থেকে মৃতদেহগুলির উদ্ধার কাজ চলল। শহর থেকে লোক ভেঙে পড়ল। এই দশদিন নিহত তরুণ তরুণীদের মায়েরা খনিমুখ থেকে নড়লেন না। খনিশ্রমিকরা ওদের প্রিয় পুত্রকন্যাদের বিকৃত গলিত দেহগুলি মায়েদের কোলে ফিরিয়ে দিল।

রভেনকী-তে এলেনা নিকলায়েভনা গেছলেন, কিন্তু ছেলের জন্য তিনি কিছু করতে পারলেন না। অলেগ মৃত্যুর মুহূর্তেও জানল না, ওর মা এত কাছে ছিলেন।

অলেগের মা ও অন্যান্য পরিজনদের সামনে, পরিখা থেকে অলেগ ও লিউবার মৃতদেহ খুঁড়ে বার করে তুলে রভেনকীর অধিবাসীরা সামরিক সম্মান দিয়ে তাদের সমাধি দিল।

এলেনা নিকলায়েভনাকে আর চেনা যায় না, তিনি বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন। গাল দুটি চিমসে গেছে, চোখে একটা গভীর দুঃখ যেন রাত্রিদিন কাঁদছে, এ মায়ের হৃদয়ই বুঝতে পারে। কিন্তু ছেলেকে শেষদিকে তিনিও সাহায্য করেছিলেন, ছেলের কাজে সহকর্মী হয়েছিলেন—এই বোধ তাকে ভেঙে পড়তে দেয় না। তিনি আপন একান্ত দুঃখের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে, পৃথিবীজোড়া মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন। ও-র চোখের উপর থেকে যেন একটা ঠুলি সরে

যায়, পুত্রের অনুসরণ করে, তিনি ত্যাগে ও মানবতার সেবায় সমৃদ্ধ এক নূতন জীবনে দীক্ষা নেন।

প্রথম দফায় বন্দী খনিশ্রমিকদের হদিশ মিলল। পার্কে একটা পরিখায় ওদের জীবন্ত খাড়া অবস্থায় গোর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ভালকো, শুলগা ও সন্তান-কোলে ভ্‌দভেংকোর মৃতদেহ পাওয়া গেল।

৫নং খনিগহ্বর থেকে উদ্ধার করা তরুণবাহিনীর সভ্যদের শবগুলি পার্কে একটা সাধারণ সমাধির মধ্যে গোর দেওয়া হল। ইভান তুর্কেনিচ, ভালিয়া বর্ৎস্ ঝোরা আরুতিউনিয়ান্তিস, অলিয়া ও নিনা ইভান্তসোভা, রাদি ইউর্কিন এবং অন্যান্যরা—তরুণবাহিনীর যারা বেঁচে ছিল সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত রইল।

ভালিয়া বর্ৎস্ কামেন্স্ক্ থেকে বাড়ি ফিরে এলে মারিয়া আন্দ্রেই-এভ্‌না তাকে ভরোশিলভগ্রাদে আত্মীয়বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে লালফৌজ আসা পর্যন্ত ও ছিল। ভালিয়ার বাবা তখনও জার্মান-অধিকৃত স্তালিনোতে আত্মগোপন করে ছিলেন।

ইভান তুর্কেনিচ যুদ্ধের সীমান্ত অতিক্রম করে লালফৌজে ওর নিজের দলে ফিরে যোগ দিতে পেরেছিল। ছুটি নিয়ে সে বাড়ি এসেছিল। লেভাশভ রেলবাঁধ অতিক্রম করতে গিয়ে গুলি খেয়ে প্রাণ হারায়।

স্তেপা সাফোনভ কামেন্সকএ লালফৌজের প্রথম রাত্রির আক্রমণের সময়ে শহরের সেই অংশে ছিল, এবং আক্রমণে অংশ নিয়ে মারা পড়েছিল।

কভালিয়ভ লরী থেকে লাফিয়ে পালাবার পর ডনবাস এলাকায় চলে গিয়েছিল। সে এলাকা তখনও জার্মানদের হাতে। ওর সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল।

ইভান ফিয়েদোরোভিচ মার্ফা কর্ণিয়েংকো যে গাঁয়ে বাস করত সেখানে ঘাঁটি করেই জার্মানদের পশ্চাৎ-ব্যূহে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই লালফৌজের সঙ্গে তার মিলন হয়েছিল। তাকে

সাহায্য করেছিলেন তার স্ত্রী নিঝনে-আলেকসান্দ্রভকার শিক্ষয়িত্রী কাতেরিনা, বুড়ো নারেঝ্নী, মার্ফা ও তার স্বামী গর্দেই কার্নিয়েংকো যাকে বন্দীশিবির থেকে তরুণবাহিনী উদ্ধার করেছিল।

ইভান ফিয়েদোরোভিচ, কালবিলম্ব না করে, তরুণবাহিনীর শহিদদের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য ক্রাস্নডনে এসে উপস্থিত হলেন।

সেখানে তার অন্য কাজও ছিল। জার্মানরা হঠে যাবার সময় খনিগুলিকে ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছিল। খনিগুলিকে দ্রুত চালু করবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর, তা ছাড়া, তার উদ্দেশ্য ছিল তরুণবাহিনীর সভ্যদের নির্মম হত্যার বিবরণ সংগ্রহ করা।

স্তেৎসেংকো ও সলিকভস্কি জার্মানদের সঙ্গে পালিয়েছিল, কিন্তু কুলেশভ ধরা পড়েছিল। তার কাছেই স্তাখোভিচের জবানবন্দী ও ভিরিকোভা ও লিয়াদস্কায়ার জঘন্য গুপ্তচরবৃত্তির কথা জানা গেল— যা শেষ পর্যন্ত তরুণবাহিনীর ধ্বংস এনেছিল।

তরুণবাহিনীর মৃত সহকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে সঙ্গীরা যারা বেঁচে রইল প্রতিশোধের শপথ গ্রহণ করল। সমাধির উপরে, সাময়িক স্মৃতি-স্তম্ভ হিসাবে, একটি কাঠের বেদি স্থাপন করে তাতে জাতির জন্য উৎসৃষ্ট মৃত সহকর্মীদের নাম উৎকীর্ণ করে দেওয়া হল।

এই তাদের নাম :

অলেগ কশেভয়, ইভান জেম্নুখভ, উলিয়ানা গ্রমোভা, সের্গেই তিউলেনিন, লিউবোভা শেভ্ৎসোভা, আনাতোলি পপভ, নিকোলাই সুমস্কয়, ভ্লাদিমির অস্মুখিন, আনাতোলি অর্লভ, সের্গেই লেভাশভ, স্তেপান সাফোনভ, ভিক্তর পেত্রভ, আন্তোনিনা এলিসেইএংকো, ভিক্তর লুকিয়ান্চেংকো, ক্লাভদিয়া কভালিয়ভা, মায়া পেগলিভানোভা, আলেকসান্দ্রা বন্দারেভা, ভাসিলি বন্দারেভ, আলেকসান্দ্রা দুব্রভিনা, লিডিয়া আন্দ্রসোভা, আন্তোনিনা মাশ্চেংকো, ইয়েভ্গেনি মশ্কভ,

লিডিয়া ইভানিখিনা, আন্তোনিনা ইভানিখিনা, বরিস গ্রোভান, ভ্লাদিমির রাগোজিন, ইয়েভগেনি শেপেলেভ, আন্না সপোভা, ভ্লাদিমির ঝুলানভ, ভাসিলি পিরোঝোক, সেমিয়োন অস্তাপেংকো, আন্জেলিনা সামোশিনা, নিনা মিনায়েভা, লেয়নিদ্ দাদিশিয়েভ, আলেকসান্দর পিশচেন্কো, আনাতোলি নিকোলাইএভ, ডেমিয়ান কমিন, নিনা গেরাসিমোভা, জেওর্জি শচের্বাকফ, নিনা স্তাংসেভা, নাদেঝ্দা পেৎলিয়া, ভ্লাদিমির কুলিকভ, ইয়েভগেনিয়া কীইকোভা, নিকোলাই ঝুকভ, ভ্লাদিমির ঝগোরুইকো, ইউরি ভিৎসেনোভ্স্কি, মিখাইল গ্রিগোরিয়েভ, ভাসিলি বরিসভ, নিনা কেঝিকোভা, আন্তোনিনা দিয়াচেংকো, নিকোলাই মিরোনভ, ভাসিলি ৎকাচেভ, পাভেল পালাগুতা, দ্মিত্রি অগুর্সভ, ভিকতর স্লবোতিন।

গর্‌-র্‌-র্‌ গোঁ-গোঁ-গোঁ—হঠাৎ আকাশে এন্‌জিনের বিকট শব্দ আর্তনাদ করে ওঠে, জার্মান ছোঁমারা বোমারুগুলি সূর্যকে ঢেকে ফেলে তার উপর গর্জন করে বেড়াতে থাকে, মেশিনগানের গুলিতে পথঘাট ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

গ্রামপ্রান্তের ঢালু জমি বেয়ে একখানা সুন্দর জুড়ি বেগে ছুটে আসছে। আরোহী তরুণী প্রাণপণে গাড়ির একদিক আঁকড়ে ধরে আছে, কিছুতেই রাশ আগলাতে পারছে না। বল্‌গাহীন আতংকগ্রস্ত তেজী দুটি ঘোড়া পথ ছেড়ে শস্যক্ষেতে নেমে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। যে কোনও মুহূর্তে উলিয়া গ্রমোভ, মাঠে ছিটকে পড়ে পশ্চাৎ থেকে ধাবমান অন্যান্য অশ্বের পায়ে পিষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সহসা সামনের ঝোপঝাড় থেকে একটি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সুশ্রী যুবা লাফিয়ে নেমে ঘোড়া দুটির ঠিক ক্ষুরের তলায় যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উলিয়া কিছু ঠাহর করবার আগেই, কেশর-দোলানো দাঁত কড়মড়-করা হিংস্র ঘোড়া দুটোর মাথার মাঝখানে জেগে ওঠে উঁচু চিবুকওয়ালা ভারি কচি সতেজ টকটকে একটি মুখ আর দুটি উজ্জ্বল চোখ, একটা শক্তি ও প্রচুর আয়াসের চিহ্ন তাতে ফুটে উঠেছে।

'ওয়া, ওয়া!' সে বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকে। দুটো লাগাম ধরে ফেলে, জোয়ালের কাছে অনড় পাথরের মূর্তির মত ও দাঁড়ায়, ঘোড়াগুলো সম্পূর্ণ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ও কিছুতেই ছেড়ে দেয় না: জামার নিচে পেশীগুলি ও রোদে-পোড়া হাতে রগগুলি ফুলে ফুলে উঠে ওর শক্তির পরিচয় জানায়।

পশু দুটি মুহূর্তে যেন ওর বশ হয়ে পড়ে। তখনও কেশর ঝাঁকাতে থাকে, অবরুদ্ধ রোষে বন্য চোখগুলি পাকাতে থাকে। ক্রমে শান্ত হয়ে

আসে। উলিয়া অবাক হয়ে দেখে—এবার লাগাম ছেড়ে দিয়ে, যুবক প্রথমেই ওর হাতের তেলো দিয়ে টেরি-কাটা সুন্দর চুলগুলি সমান করে দেয়, যদিও মোটেই তা এলোমেলো হয়ে পড়েনি। ওর ঘামে-ভেজা মুখখানি তুলে এবার সে উলিয়ার দিকে তাকায়—উঁচু চিবুক আর দীর্ঘ সোনালিপক্ষ্মে-জড়ানো বড় বড় চোখওয়ালা একটি কিশোর মুখ, লঘু সহজ অকুণ্ঠ হাসিতে সে ভরে ওঠে।

'ঘোড়াগুলি তো মন্দ নয়, তোমাকে একেবারে পি-পিষে ফেলত', একটু তোতলানো স্বরে সহজ হাসিটি উলিয়ার দিকে মেলে, সে বলে। উলিয়া তখনও গাড়ির একধার আঁকড়ে ধরে তেমনি বসে আছে, ওর নাকের ডগা কাঁপছে, কালো চোখের মধ্যে যুবকটির প্রতি একটি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

'আমার এত ভয় করছিল, অই জোয়ালটা যদি তোমার গায়ে ঢুকে যেত!' উলিয়া বলে, এখনও ওর নাকের ডগা উত্তেজনায় কাঁপছে।...

লোকেরা এবার ওদের পরিত্যক্ত গাড়ি ও লরীর খোঁজে ফিরে আসতে থাকে। কত আহত হয়েছে, কত খণ্ডিত প্রাণহীন দেহ বিকৃত ও লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। কাতর আর্তনাদ ও অভিশাপে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

উলিয়া চারদিকে তাকিয়ে বলে, 'জনগণের জীবনে এই দুঃখের বোঝা নেমে এল, মন আকুল হয়ে ওঠে।'

'ঠিক ঠিক। বিশেষ করে আমাদের মায়েরা, ওদের কত যে সইতে হবে!' একথা বলতে বলতে যুবকের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, বয়স্কলোকের মত ওর কপালে কুঞ্চনরেখা ফুটে ওঠে।

দূরে, ডনেৎস্ এর তীর থেকে কোথাও, বোমার একঘেয়ে তীব্র শব্দ ভেসে আসে।

উনিশ শ বেয়াল্লিশের জুলাই দিনগুলি। ডন-প্রান্তের তৃণভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু নরনারী নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটেছে।

রোদ তেতে উঠেছে। তারই মধ্যে সমস্ত পথঘাট জনপূর্ণ: লালফৌজ পিছু হটে আসছে, সঙ্গে গাড়ি ঘোড়া, যানবাহন, ট্যাংক কামান, শিশুভবনের শিশুর দল। এখানে ওখানে ছড়ানো এক একটা দল বা সারে কাতারে কাতারে গোরু ঘোড়া, লরী, বা দুস্থ আশ্রয়-প্রার্থীরা দিগন্তলীন তৃণভূমির বুকে পাড়ি জমিয়েছে পোঁটলাপুঁটলি বোঝাই হাতগাড়ি ঠেলে নিয়ে, বাচ্চারা চেপে বসেছে লটবহরের চূড়ায়।

মাঠে মাঠে সোনার গম পেকে উঠেছে; সোনালি শীষে শীষে কাতর হাতছানি—কেটে তোলবার সময় হল, চাষীরা এল না তো। তাই মাড়িয়ে ক্লান্ত পায়ে পথ হেঁটে চলেছে এরা—কী এসে যায়? জার্মানদের হাতেই তো সব পড়বে। যৌথখামারে ও সরকারি কৃষিশালায় ফল-বাগান ও সবজিক্ষেত অরক্ষিত পড়ে আছে: শরণাগতের দল পথ চলতে আলু খুঁড়ে তুলেছে, আর বাগানের খুঁটি ও খড় জ্বেলে তারই ছাইয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে। প্রত্যেকেই শশা টম্যাটো ফুটি ও তরমুজের টুকরো হাতে করে চলেছে। দিগন্তলীন প্রান্তরের উপর একটা ধূলির স্তর মেঘের মত জমাট বেঁধে আছে, খালি চোখেই সূর্যের দিকে তাকানো যাচ্ছে।

জার্মানরা ভরোনেঝ-রস্তভ রেলপথের বড় জংসন স্টেশন মিলে-রোভো দখল করে নিয়েছে; ওদের ট্যাংক ও যান্ত্রিকবাহিনী ডনবাস থেকে স্তালিনগ্রাদের সংযোগকারী রেলপথের উপর মরোজোভ্‌স্কার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে, ভরোশিলভগ্রাদ ও রস্তভ জেলাকে দেশের মধ্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে, স্তালিনগ্রাদ বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং দক্ষিণের সেনাদল সংযোগ হারায়।

ছোট ছোট যে সব দল মিলেরোভোর দক্ষিণে, ক্রাসডন থেকে

মাইল পঁচিশেক দূরে, উত্তর ডনেৎস-এর অপর তটে কামেন্‌স্ক শহরের দিকে হটে আসছিল তাদেরও আর অগ্রসর হয়ে লাভ ছিল না, কারণ জার্মানরা ডনেৎস্‌ নদী পার হয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ডন ও ডনেৎস্‌-এর সমস্ত পারঘাটা ও সাঁকোগুলি রাত্রিদিন শত্রুবিমানের লক্ষ্য হয়েছিল। তবু এই ভুলপথেই ক্রাস্নডন থেকে একদল আশ্রয়প্রার্থী পা বাড়িয়েছিল।

জার্মান বোমারুর প্রথম আক্রমণের মুখেই ছুটন্ত জুড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে আনাতোলি পপভ, ভিকতর পেত্রভ ও ভিকতরের বাবা গমক্ষেতে গিয়ে লুকিয়েছিল। শুধু উলিয়া গাড়িতে চেপে বসে থাকল—সে কেন আর সবার সঙ্গে ছুটে পালিয়ে যায়নি সে নিজেই বলতে পারত না।

এবার একে একে ওরা ফিরে আসে। উজবেক টুপিপরা স্বভাব-গম্ভীর আনাতোলির মুখে মৃদু অপরাধীর হাসি; বিমূঢ় ভিকতর ওর প্রিয় গীটারটির খোঁজে ব্যাকুল হয়ে পড়ে; আর ভিকতরের বাবা এসেই ভীষণ মনোযোগের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম দড়িদড়া ও সাজপোশাক পরীক্ষা করতে লেগে যান।

এতক্ষণ আগন্তুক যুবক ঘোড়া দুটির মাঝখানেই দাঁড়িয়েছিল। এবার গাড়ির কাছে এগিয়ে আসে।

'আরে, আনাতোলি!' সে খুশিতে কলরব করে ওঠে।

'অলেগ!'

ওরা পরস্পরের বাহু জড়িয়ে ধরে; অলেগ উলিয়ার দিকেই তাকিয়েছিল, হঠাৎ হো হো করে আমোদে হেসে ওঠে।

সে নিজেকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে, একটি হাত বাড়িয়ে দেয়: 'কশেভয়।'

সেই মুহূর্তে উলিয়ার মনে হল, এই আর্দ্রস্বভাব অকপটঅন্তর ক্ষুদেই শক্তিবান্‌ যুবকটিকে সে বিশ্বাস করতে পারে।

তরুণ অলেগও মুগ্ধ চকিত দৃষ্টিতে দেখছিল, শাদা ব্লাউজ ও কালো স্কার্টে জড়ানো তন্বী মেয়েটি, ঝাঠে-খাটা দেহের নমনীয় সতেজ গড়ন, কালো চোখে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে, সুন্দর টিকোলো নাক, হাঁটুপর্যন্ত স্কার্টের নিচে সরু লম্বা তামাটে পা দুখানি—চকিতে যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে দ্রুত ভিকতরের কাছে এগিয়ে যায়, পরিচয়-সম্ভাষণ করে নেয়।

অলেগ কশেভয় ক্রাস্নডনের পার্কটার গায়ে শহরের সেরা বিদ্যাপীঠ গোর্কী স্কুলে পড়ছিল। উলিয়া ও ভিকতরের সঙ্গে এই প্রথম তার দেখা, কিন্তু আনাতোলির সঙ্গে—কম্যুনিস্ট যুবসংঘের সক্রিয় সভ্যদের যেমন হয়—প্রতিটি বৈঠকের পরেই ক্রমনবায়মান, অনিয়ত, একটি স্বার্থ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

'হ্যাঁরে, শেষে এইখানে দেখা! মনে করিস, এই তো তিনদিন মাত্র আগে তোদের বাড়ীতে এক দল গিয়ে ঢুঁ মেরেছিলুম জল খেতে চেয়ে, তুই তোর দিদিমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলি'—আনাতোলি বলে বলে হেসে ওঠে। 'কইরে,—তোর সঙ্গে তোর দিদিমা?'

'না, দি-দিদিমা বাড়ি রয়ে গেছেন। মা-ও', অলেগ বলতে বলতে, কপালে রেখাগুলি আবার কুঁচকে ওঠে। 'আমরা পাঁচজন এয়েছি: কলিয়া—মায়ের ভাই, মামা ডাক ওকে আমার আসেই না!' ও স্মিত হাসে; 'তারপর ওর স্ত্রী, একটি ছেলে, আর—দা-দাদু, অই যে গাড়ি চালাচ্ছেন,'. এই বলে সামনের চারচাকাওয়ালা গাড়িখানার দিকে মাথা ঝাকিয়ে দেখালে, অই গাড়ি থেকে ওকে ক'বারই ডাকাডাকি করছিল।

অলেগ কশেভয়-এর মামা গাঢ় নীল রঙের পোশাক পরা, সুশ্রী, নীল চোখ, কালো ভুরুওয়ালা, ভারিক্কি নিকোলাই করোস্তিলিয়ভ, বা 'কলিয়া মামা।' ক্রাস্নডন-কয়লাপ্রতিষ্ঠানের ভূবিজ্ঞানী। ওর ভাগ্নে অলেগের চেয়ে মাত্র সাত বছরের বড়, দুজনেই পরম বন্ধু। এবার 'কলিয়া মামা' অলেগকে উলিয়ার কথা নিয়ে ক্ষেপাতে লাগল।

অসবরত সে, অলেগের দিকে একটুও না তাকিয়ে, ক্যাচ ক্যাচ করতে লাগল : 'এটা তোমরা কিছুতে ভুলতে পারো না, একবার ভেবে দেখো দিকি—একটা মেয়েকে প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল! আমাদের একটা ঘটকালির তোড়জোড় করতেই হচ্ছে, না হয়ে যায় না। কী বলো মারিনা?'

'হ্যাঁ গো, থামো না তুমি! আমি ভয়ে বলে মুশড়ে পড়েছিলাম।'

'কিন্তু ও তো বেশ সুন্দর, নয় মামী?' অলেগ ওর তরুণী মামীকে শুধোয়। 'ভারি চমৎকার!'

অলেগ তবু ভুলতে পারে না ওর মাকে। ওর মাকে পেছনে ফেলে এসেছে—ক্লান্তিতে কোমলতায় নুয়েপড়া মাথাখানি ওর কাঁধে রেখে মা ওকে বিদায় দিয়েছিলেন। মা জল তুলে আনছেন, মা কাস্তে নিয়ে ফসল কাটছেন মাঠে, মা সেলাই করছেন, ওর কানে কানে গুনগুন করে একটা গানের কলি গাইছেন, অসুস্থ ছেলের শিয়রে রাত্রি জেগে পবিত্র দীপশিখার মত বসে আছেন। অলেগ ভুলতে পারে না, অপদার্থ পুত্ররা ওদের অপরাধে গ্লানিতে মায়েদের জীবন বিষণ্ণ করে তুলেছে।

'আজও, এই যুদ্ধের দিনগুলিতেও, মায়েরা চেরীফুলের বাগানে মাঠে কারখানায় কারখানায় গাড়ির এন্‌জিনে আরোগ্যশালায়—দুটি পুণ্যহাত উজাড় করে দিয়েছেন। মাগো, ক্ষমা করো আমাদের—' অলেগ ভাবতে থাকে।

ওর মুখ শান্ত গম্ভীর হয়ে ওঠে, সোনালি পক্ষ্মের নিচে বড় বড় চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। সে ঝুঁকে পড়ে বসে থাকে, পা দুটি ঝুলতে থাকে, আঙুলগুলি জড়ানো, ভুরুর উপরে রেখাগুলি আবার স্পষ্ট তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

ক্লাভা আর ইভান (ভানিয়া) জেমনুখভ। চারদিকের সব কিছু তোলপাড়ের মধ্যেও ওরা ওদের মনের ঢাকা খুলল। আজ ওরা বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়ছে, আজ বলতেই হবে। কিন্তু তরুণতরুণীদের এই ধরণ—ঠিক ভালোবাসার কথাটি ছাড়া রাজ্যির আর সব কথাই হতে লাগল।

'তুমি এসে পড়েছ, ভানিয়া,–কত ভালো লাগছে যে। আমার বুক থেকে একটা বোঝা যেন নেমে গেলো'—ক্লাভা মাথাখানি একটু হেলিয়ে ওর দিকে ঝিকিমিকি উজ্জ্বল চোখগুলি তুলে যখন বলতে থাকে, ভানিয়া জানে এর চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নেই। 'আমার ভয় হচ্ছিল, আমরা চলে যাব, তোমাকে বুঝি দেখতে পাব না।'

'কিন্তু তুমি জানো এ ক'দিন আমার নিশ্বাস ফেলার উপায় ছিল না'—ওর সারা গায়ে ক্ষীণদৃষ্টি চোখগুলি বুলোতে বুলোতে গভীর স্বরে ভানিয়া বলতে থাকে, চোখদুটিতে ছাইচাপা আগুনের মত একটা উত্তেজনা যেন সর্বদা জ্বলছে; 'তুমি বুঝতে পারবে, ক্লাভা। আমার তো তিনদিন আগে থেকে যাবার জন্য সব তৈরি। তোমার কাছে আমার সব চেয়ে সুন্দর পোশাকখানি পরে বিদায় চেয়ে নিতে যাব, এও ভেবেছিলাম। হঠাৎ ডাক এল জেলা যুবসংঘ থেকে। কী করি? আমাদের স্কুলও নিরাপদ এলাকায় সরে গেল। কিন্তু এই অপসারণের কাজে আমাকে থেকে যেতে হল। কাল তো অলেগও আমাকে ওদের ড্রশকিতে কামেন্‌স্ক্ চলে যেতে বলছিল—আমার বন্ধু অলেগ। কিন্তু কী করে তা হয়?'

'একবার ভাবলাম ভলোই হল, যাওয়া হল না, ওকে আরও অনেকবার দেখতে পাব তো। চুলোয় যাক!' সব কথার মধ্যেও ভানিয়া দৃষ্টি ফেরাতে পারে না: ক্লাভার লজ্জারক্ত মুখ আর পরিপূর্ণ গ্রীবা থেকে, শাদা পাতলা ব্লাউজের নিচে সারা গা থেকে একটা কোমল উষ্ণতা ভানিয়াকে মুগ্ধ করে তুলেছিল। সে বলে যায়: 'রাত্রি দিন গাড়ি লরী লটবহর, ছুটোছুটি; টায়ার গেল ফেটে, ঘোড়া হল জখম।

অক্টোশিল্ড স্কুল, গোর্কি স্কুল, লেনিন ক্লাব, শিশু হাসপাতাল—সব আবার খাড়ে। নিজেই এগিয়ে এল আমাদের স্কুলের ঝোরা আক্তিউ-শিরাভ্‌না আমাকে সাহায্য করবার জন্য। চমৎকার ছোকরা! দিন রাত্রি আর আমাদের চোখে ঘুম থাকল না। আমি জানতাম তুমি যাওনি, বাবার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিলাম, ও অপূর্ব একটু হেসে বলছে—'কাল তোমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আমার বুক যেন মোচড় দিয়ে উঠল ; ভাবলাম যদি কড়া নাড়ি? কিন্তু তোমার বাবার কথা মনে হতে, বললাম, রোসো ভানিয়া, ধীরে—'

ক্লাভা বলতে চেষ্টা করে, 'তুমি জানো, আমার বুকের একটা বোঝা…'

কিন্তু ভানিয়া ক্লাভাকে শেষ করতে দেয় না, ও অনর্গল বলেই চলে, 'কাল সত্যিই ঠিক করে ফেলেছিলুম, আর কথা নয়। কোনও কাজ নয়। সব ফেলে রেখেই এবার ছুটব। কী হল জানো? অনাথশালা তো এখনও সরানো হয় নি। তার অধ্যক্ষা কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসে পড়লেন, 'কমরেড জেম্‌ন্‌খভ, যা হয় তুমি একটা করো।' কোথায় পাব যানবাহন? বললাম, 'শিক্ষাদপ্তরকে বলুন।' অধ্যক্ষা বলে উঠলেন, শিক্ষাদপ্তরও উধাও হয়েছে।' এই বলেই ভানিয়া এত জোরে হো হো করে হেসে উঠল যে ওর কপালে কানে এসে বড় বড় চুলের গোছা ঝুকে পড়ল, ভানিয়া মাথাটা ঝেঁকে চুলগুলি আবার পিছনে সরিয়ে দিল। 'আমি ভাবলাম, ভানিয়া…তোমার আশা শেষ। ক্লাভাকে আর দেখতে পাচ্ছ না। শেষ পর্যন্ত ঝোরা আর আমি সৈনিকদের কাছ থেকে পাঁচখানা গাড়ি জোগাড় করে ওদের তো রওনা করিয়ে দিলাম। আর ঝোরাকে বললাম, তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে এসো, আমার যদি একটু দেরি হয় আমাদের বাড়িতে অপেক্ষা কোরো। ওকে ইঙ্গিতে বললাম আমাকে এক জায়গায় একটু যেতে হবে।…আমার

ঝোলাটা গোছানো শেষ হতে না হতেই—কে এসে হাজির? বোঝো, টলিয়া অর্লভ, সেই কেলো রোগী।'

'তুমি জানো, আমার বুক থেকে কেমন একটা বোঝা নেমে গেল' ক্লাভা আবার ধীরে ধীরে বলছে, ওর উজ্জ্বল আবেগদীপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ভানিয়ার অনর্গল কথার স্রোত এবার থামল। 'আমার ভয় হয়েছিল তুমি আর আসবে না, আমি তো আর তোমার কাছে যেতে পারতাম না।' ওর স্বর আরও নীচু ও কোমল হয়ে আসে।

'কেন নয়?' ভানিয়া আশ্চর্য হয়ে শুধোয়।

'ওহ্, তুমি কিছুই বুঝবে না? আমি বাবাকে কী বলতাম?' ক্লাভা এমনি করেই ভানিয়াকে মনে করিয়ে দিত ওদের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যা অসামান্য ও গোপন।

ভানিয়া নীরব থেকে এরকম সংবদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় যে, ক্লাভার সারা মুখ, ব্লাউজের প্রান্ত পর্যন্ত সারা গলাখানি আরক্ত হয়ে ওঠে।

'কিন্তু বাবা তো তোমায় অপছন্দ করেন না,' ক্লাভা তাড়াতাড়ি শুরু করে দেয়, ওর ঈষৎ টানাটানা চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে ওঠে। 'উনি তো কতবার বলেছেন, 'জেম্‌খভ বুদ্ধিমান ছেলে!' তুমি তো আমাদের সঙ্গে চলে আসতে পারো।' ক্লাভার স্বর আবার ঘনিষ্ঠ গাঢ় হয়ে ওঠে।

তার প্রিয়তমার সঙ্গে চলে যাওয়ার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ ভানিয়াকে ক্ষণকাল প্রলুব্ধ ও অন্যমনস্ক করে তোলে। সে আনমনা তাকিয়ে থাকে রোদ-তপ্ত দক্ষিণ-গামী পথটার দিকে, ওর মুখে এসে সূর্যের কিরণ পড়েছে, পথটা হঠাৎ একটা বাঁক নিয়ে হারিয়ে যায়, দূরে আরও দূরে বিস্তীর্ণ নীলাভ তৃণভূমি, তারও সীমান্তে জ্বলন্ত আগুন থেকে ধূম উঠছে। ক্ষীণদৃষ্টি ভানিয়া এসব কিছু দেখতে পায় না। ওর কানে

এসে বাজছে কামান ও এনজিনের বাঁশীর শব্দ, ছোটবেলা থেকে শুনে আসা দিগন্তলীন আকাশের নিচে রেলতদারককারীর শিঙা। ক্রমে একটা গম্ভীর ছায়া ওর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে।

'কিন্তু আমার সঙ্গে তো কোন জিনিসপত্র নিয়ে আসি নি', সে বিষণ্ণস্বরে বলে ওঠে : ওর খালি মাথা, উস্কোখুস্কো চুল, পরনে ময়লা খাটোহাতা সাটিনের জামা ও জীর্ণ পাজামা, খোলাপায়ে চটি। 'আমার চশমাটাও নিয়ে আসি নি, আমি তোমাকে ভালো দেখতেও পাচ্ছি নে', সে করুণ তামাশা করে বলে।

'আমি বাবাকে বলব তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে আসতে', ক্লাভা নিবিড় জড়িত চোখের পাতার নিচে থেকে তাকিয়ে, আবেগ-স্ফুরিত মৃদুস্বরে বলে। একবার ও যেন ভানিয়ার হাত ধরবার জন্য এগিয়ে আসতে চায়, কিন্তু পরক্ষণে পিছিয়ে যায়।

ভানিয়া গভীর স্বরে বলে ওঠে, 'কিন্তু, ক্লাভা, টলিয়া অর্লভকে তুমি জানো, ভরোশিলভ স্কুলে পড়ে—ও এসে বললে, ভলোদ্যা অস্মুখিন এপেন্‌ডিসাইটিস কাটিয়েছিল, ক্ষতমুখ থেকে পূয পড়ছে। ভলোদ্যা আমাদেরই সাহসী নওজোয়ান কর্মী একজন। ওকে নিয়ে যাবার জন্য একটা গাড়ী চাই, ওকে তো একবার দেখতে যেতে হবে। ক্লাভা, তুমি বুঝতে পারছ তোমার সঙ্গে যাওয়া আমার হবে না; তোমাকে একবারটি দেখে যাবার জন্য ছুটে এসেছি।'

ভানিয়া ক্লাভার চোখের দিকে তাকাতে যেয়ে দেখে ক্লাভার চোখ জলে ভরে উঠেছে। 'ভানিয়া', ক্লাভা হঠাৎ মুখ তুলে তাকায়, মুখের ওপর ওর নিশ্বাসের গন্ধ ভানিয়াকে আবিষ্ট করে তোলে। 'ভানিয়া, তোমার গর্বে, তোমার জন্য গর্বে আমার বুক ভরা, আমি—' একটা আর্তনাদ ওর বক্ষ ভেদ করে ওঠে, এ যেন কোনও তরুণী বালিকার নয়, পরিণতবয়স্কা কোনও নারীর; ক্লাভা সহসা পৃথিবীর

সব কিছু ভুলে গিয়ে দুটি দৃঢ় শীতল হাতে ভানিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে, আবেগকম্প্র দুটি ওষ্ঠ ওর ওষ্ঠে রাখে—

ভানিয়া যখন বাড়িতে পৌঁছুলো, ঝোরা আরুতিউনিয়ান্ত্স্ ওর জন্য অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওর বাবাও ঘরেই রয়েছেন।

সতেরো বছরের নওজোয়ান ঝোরা, ছিপছিপে, জেম্‌খভের চেয়ে খানিক খাটো, রোদে-পোড়া ময়লা রঙ। ওর কালো আর্মেনীয় চোখ আর নিবিড় চোখের পাতা, ফুলোফুলো ঠোঁট—সব মিলিয়ে একটু নিগ্রোর আদল ছিল ওর চেহারায়। ভানিয়া জেম্‌খভের সঙ্গে গত কয়েক দিনে ও বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। দুজনেরই বই পড়ায় বিষম ঝোঁক। জেম্‌খভকে তো স্কুলে 'অধ্যাপক মশায়'ই বলত। স্কুলের বারান্দায় হাড়ের চশমা চোখে, সাদা কামিজ ও বাদামি টাই পরা, পকেটে কাগজপত্র পুরে অন্যমনস্ক-ভাবে হাতের একটা বই দিয়ে কাঁধটা চাপড়াতে চাপড়াতে ও যখন ধীরপায়ে সোজা হয়ে চলত—ওর ফ্যাকাশে মুখে ভিতর থেকে একটা প্রাণোচ্ছল উজ্জ্বলতা জ্বলতে থাকত—ওর পথ ছেড়ে দিয়ে নিচুশ্রেণীর ছেলেরা : বিশেষ করে ওরই সংগঠিত কিশোর বাহিনীর ছেলের দল সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াতো।

ঝোরাও এর মধ্যেই অনেক বই পড়ে ফেলেছে। নিকোলাই অস্ত্রভ্‌স্কি, আলেকসান্দের ব্লক্, লেয় টলস্টয়, গলুবভ, বাইরন, মায়াকভ্‌স্কি, আলেক্সি টলস্টয়—কত কি! এ ক'দিন দিনরাত্রি শত কাজের মধ্যে একসঙ্গে থেকে, ওরা এক মুহূর্তও চুপ করে থাকে নি। যুদ্ধের ঘাতপ্রতিঘাতে ওলোটপালট হয়ে যাওয়া পৃথিবীর কথা; কিশোর আন্দোলন, কনস্তান্তিন সিমোনোভএর কবিতা, মনীষী লিসেংকো—কত কথা নিয়ে আলোচনা করেছে। ঝোরা তো হাতের কাছে বই পেলে মেয়েদের সঙ্গে প্রেমে পড়তেও নারাজ।

ঝোরা ও জেম্‌খভ ওদের ঝোলাঝুলি কাঁধে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাবা দিদি ক্রন্দনরতা মা—সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়ে গেল। শোবার ঘরে শিয়রের কাছে একটা বইএর তাক, উপরে—শিল্পী কার্পভ্‌-এর আঁকা পুশকিনএর একখানা ছবি, তাক-ভরতি পুশকিন ও অন্যান্য কবির সরু-আয়তনের কবিতার বইগুলি শেষবারের মত ভানিয়া তাকিয়ে দেখে নেয়। তারপর হঠাৎ মাথার টুপিটা চোখের ওপর পর্য্যন্ত টেনে দেয়। এবার ভলোদ্যা অস্‌মুখিনের খোঁজে পা বাড়ায়।

শাদা গেঞ্জি পরে, কোমর পর্যন্ত লেপ মুড়ে, ভলোদ্যা বিছানায় শুয়ে আছে। তড়িতচুম্বক-চালিত তারবার্তা সম্পর্কে পুঁথিখানি আজ সকালেই সে পড়ছিল—সেখানা পাশে পড়ে রয়েছে।

ঘরের একপাশে স্তূপ-করা সমস্ত নানারকমের যন্ত্রপাতি, তারের গোছা, ঘরে-তৈরি একটা সিনেমা ও বেতারের যন্ত্র। এ সব কলকব্জা ও সবরকমের যন্ত্রপাতিতে ভলোদ্যার অসীম উৎসাহ। ওর জীবনের স্বপ্ন তো ছিল ও বিমাননির্মান-শিল্পী হবে।

ভলোদ্যার সব চেয়ে বড় বন্ধু টলিয়া অর্লভ পাশেই একটা টুলে বসে আছে। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই ও অনবরত কাশ্‌ত, একটা শুকনো গভীর কাশি যেন ওর বুকের গহ্বরের তলা থেকে ঠেলে উঠছে। ওর সমস্ত [illegible]—[illegible] পা হাঁটু কনুই কবজি—মোটা মোটা হাড়ে পুষ্ট। ও একটু ঝুকে পড়ে লম্বা দুটো পা ছড়িয়ে বসেছে। স্বর্ণাভ ছাই রঙের কোঁকড়া চুলগুলি প্রকাণ্ড মাথাটায়—এলোমেলো ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। চোখগুলি ওর বিষণ্ণ।

'ভলোদ্যা তাহলে হেঁটে চলতে পারবে না?' জেম্‌খভ জিজ্ঞাসা করে।

'সে তো ভাবাই যায় না। ডাক্তার বলেছে তাহলে নাকি ক্ষতমুখ

দিয়ে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসবে।' ভলোদ্যা বিবর্ণ হয়ে থাকে। ওর এই অসুখের জন্য কেবল যে ও-ই পড়ে থাকল তাই নয়, ও জানত ওরই জন্য বোন লুসিয়া ও মাও চলে যেতে পারে নি।

ঝোরা স্কুলে প্রাথমিক শুশ্রূষাবিদ্যা শিখে রেখেছিল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা-খোলা সে বেশ জানত। ভলোদ্যাকে বলে ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেল্লে। ক্ষতমুখ থেকে পুঁয পড়ছিল, বেশ ভয়ের কারণ বলেই মনে হয়। এই বাঁধা-খোলায় ব্যথায় ভলোদ্যার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে।

'সত্যি, বেশ ঘোরালো। তাই তো,' ঝোরা চিন্তিত মুখে বলে। ভানিয়াও অবস্থা ভালো বোঝে না। ওরা যখন ব্যাণ্ডেজটা আবার বেঁধে দিচ্ছিল, ভলোদ্যা ওর এমনিতে সাহসী দুষ্টুমিভরা ছোট ছোট বাদামি চোখগুলি তুলে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়, কিন্তু ভলোদ্যার দৃষ্টি থেকে ওরা ওদের চোখ সরিয়ে নেয়।

ওদের সামনে কঠিন একটা সমস্যা—ভলোদ্যাকে, ওদের সহকর্মীকে পেছনে ফেলে যেতে হবে, সব রকম বিপদ আছে জেনেও।

হঠাৎ সেই চির কেশোরোগী টলিয়া ওর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়; বলে, ওর পরম বন্ধু ভলোদ্যা যদি যেতে না পারে, তবে ওর সঙ্গে সেও থেকে যাবে স্থির করেছে।

মুহূর্তে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। ভলোদ্যার চোখে জল টলটল করছিল ও টলিয়াকে জড়িয়ে ধরে। সবার মধ্যেই একটা আবেগ, আহ্লাদের সাড়া পড়ে যায়। বোন লুসিয়া পাশেই ছিল, সে তো টলিয়ার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে চুমোয় চুমোয় ঢেকে দেয়। ঝোরার দিকে লুসিয়া অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে, ও কি থাকবে না! লুসিয়ার চোখ যেন বলতে থাকে, 'ওগো কালোচোখো তরুণ বন্ধু তুমিও থেকে যাও আমাদের সঙ্গে!'

ভানিয়া জেমুখভ ওর স্বাভাবিক গভীর স্বরে বলে ওঠে, 'সাবাস! এই

তো বন্ধু! টলিয়া, তুমি একটা ইস্কাবনের তুরূপ, আমি তোমার জন্ত গর্বিত,' হঠাৎ নিজেকে শুধরে নিয়ে বলে, 'আমি ও ঝোরা দুয়েই গর্বিত।'

সে টলিয়াকে ওর হাত বাড়িয়ে দেয়। ঝোরাও তাই করে।

ভলোঝ্যার চোখ জলজল করতে থাকে। ও বলে, 'কিন্তু তোমরা ভেবো না আমরা এখানে এমনি পড়ে থাকব। আমরা লড়ব, নয় টলিয়া? এ অসম্ভব যে দলের কেউ এখানে গুপ্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে থেকে যাবে না। আমরা ওদের খুঁজে বার করব। আমরা কি এখানে থেকে:কোনও কাজেই লাগব না মনে করছ?'

সরকারি খামারে গ্রীষ্মের দিনগুলিতে কাজের সময়ে তীক্ষ্ননাক উজ্জ্বলচোখ স্নকেশ বেটেখাটো ছোকরা স্তিয়োপা সাফোনভ্-এর সঙ্গে ভালিয়া বং স্-এর মাখামাখি হয়ে যায়। ভালিয়ার বয়সের আন্দাজে বাড় হয়েছিল বেশি, কিন্তু ছেলেমানুষি সবটুকু হারায় নি। রোদে-পোড়া ওর হাত আর পা সুন্দর সোনালি নরম চুলে ঢেকে গিয়েছিল, কালো পাতায় ঘন ধূসরকালো চোখে একটা স্বাতন্ত্র্য ও গরিমার প্রকাশ রয়েছে, মুখের গড়নও মর্যাদাময়। ঘাড়ের উপর থেকে দুটি রক্তাভ সোনালি বেণী ঝুলে পড়েছে।

ভালিয়ার অনেক গুণ ছিল, ও পিয়ানো বাজাতে পারত, লেখাপড়ায় ভালো ছিল। কথাবার্তা খুব যে বেশি বলত তা নয়, রোজনামচায় ওর জীবনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাগুলি লিখে রাখতেই ভালোবাসত। স্বপ্ন দেখত সে একদিন দুঃসাহসী অভিযাত্রী হবে—ও বিমানচালকই হবে, আর ওর স্বপ্নের নায়ক সেও হবে অনেক অভিযানের কৃতী বীর।

সাফোনভ ওর এক শ্রেণী নিচে পড়ত। ওর সঙ্গে ভাব হয়েছিল আরও বেশি এই জন্য যে সাফোনভ ভারি মজা করত। সর্বদা ও

আবোলতাবোল বকছেই, কিন্তু ওর দুষ্টুমিভরা সবকিছুর আড়ালে একটি বুদ্ধিদীপ্ত নির্মল অন্তর ছিল।

ভালিয়া ওর সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথা বলেছিল প্রথম সেদিন যখন সে ওকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিল জার্মানরা যদি ক্রায়ডনএ আসে তাহলে স্তিয়োপা কী করবে। এই বলে ভালিয়া ওর গরিমা-দৃপ্ত ধূসরকালো চোখগুলি একাগ্র করে তুলে তাকিয়েছিল ওরদিকে। স্তিয়োপা স্বপ্ন দেখেছে ও একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক হবে, ওর মন ঘুরছে পশুপাখী আর গাছগাছড়ার জানাশোনায়। জার্মানরা এলে কী করবে কখনও ভেবেও দেখেনি। কিন্তু মুহূর্তে ও বলে ফেলেছিল—কেন, গুপ্তসংগঠন গড়ে লড়বে!

'কিন্তু এ ঠাট্টা নয়? তুমি ঠিক বলছ?' ভালিয়া আবার গম্ভীর হয়ে শুধোয়। স্তিয়োপা দ্বিধাহীন স্বরে বলে ওঠে, 'ঠাট্টা হবে কেন? আমরা কম্যুনিষ্ট যুবসংঘের সভ্য, নয়কি? আমরা আর কীই বা করতে পারি?'

'শপথ করো…'

'বেশ, আমি শপথ করছি…। তুমি?' স্তিয়োপা উৎসুক হয়ে ওঠে।

ভালিয়া ওর কানের উপরে একবারে মুখ নিয়ে আসে: নিচু কড়া স্বরে বলে যায়:

'শ-প-থ করছি…'

পরক্ষণে ঠোঁটগুলি স্তিয়োপার কানের উপরে চেপে ধরে ভালিয়া হঠাৎ ঘোড়ার মত ওর কানের পর্দা প্রায় ছিঁড়ে ফেলে, ফরফর্ করে ডেকে ওঠে, বলে:

'যাই হোক আর তাই হোক, তুমি একটি আকাট বোকা, স্তিয়োপা: একটি আস্ত কাকাতুয়া।' এই বলেই সে ছুট।

ক্রাসডনের সরকারি খামার ছেড়ে ওরা যখন ফিরে চলল তখন রাত হয়ে গেছে। ওদের লরীর সামনের আচ্ছাদন-দেওয়া বাতিদান° থেকে এক টুকরো আলো দিগন্তলীন তৃণভূমির বুকে ছুটে চলেছে। মাথার উপরে তারাভরা বিপুল আকাশ, মাঠ থেকে একটা অপূর্ব গন্ধ ভেসে আসছে—মাঠের খড় পাকা গম মধু আর ওষধিগাছে মিশে গেছে। সেই উষ্ণ গন্ধভারাতুর হাওয়া ওদের মুখে এসে লাগছিল, একথা ভাবতে পারা যাচ্ছিল না ওরা ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবে ওদের ঘরে জার্মানরা এসে হাজির হয়েছে।

লরী লোকে ভরতি। সবাই বয়সে তরুণ। অন্যান্য দিন হলে, ওরা রাতটুকু গান গেয়ে কাটিয়ে দিত, কেউ কেউ থকথক করে কাশত, কোণে পালিয়ে কেউ দুএকটা চুমোও খেত। আজ কিন্তু সবাই জড়াজড়ি করে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, নিচুস্বরে ক্বচিৎ দুএকটা মন্তব্য করছে। লরীর ঝাঁকুনীতে ঝুলতে ঝুলতে শীঘ্রই সবাই ঝিমুতে শুরু করে। আজ চৌকি দেবার ভার পড়েছিল ভালিয়া ও স্তিয়োপার উপর। ওরা বসেছিল পেছনের প্রান্তে। স্তিয়োপাও ঝিমুতে থাকে।

ভালিয়া ওর ঝোলাটার উপরে সোজা বসে থাকে, সামনের অন্তহীন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। ওর যে ভরা গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁটগুলি অন্যের দৃষ্টির সামনে গরিমায় উদ্ধত হয়ে থাকত, এই রাত্রে ওদের বিষণ্ণ অভিমানী শিশুর বলে মনে হচ্ছিল। এবারও ওকে বিমানবিদ্যা শিক্ষার্থী হিসাবে নেওয়া হয় নি, কতবার সে চেষ্টা করেছে, বার বারই ওকে ফিরিয়ে দিলে—মূর্খরা°! ওর ভাগ্য নেই। কী আর ওর করবার রইল? স্তিয়োপা তো একটা কথার ফুলঝুরি। অবশ্য, ওকে গুপ্তভাবে কাজ চালাবার জন্য তৈরি হয়ে থাকতে হবে, কিন্তু কী করে তা হবে, কেই বা চালাবে, সংগঠন করবে? ভালিয়ার বাবার কী হবে? ভালিয়ার বাবা যে ইহুদি। ওদের স্কুলেরই কী হবে? প্রাণোচ্ছল

ভালিয়া আপনাতে আপনি পূর্ণ হয়ে ছিল, কাকে ভালোবাসবার কথা মনেও হয় নি। আজ তার জীবন সব দিক থেকেই ব্যর্থ হতে বসেছিল। সত্যি, ওর কোনও ভাগ্য নেই। ও পৃথিবীতে আর দাঁড়াতে পারবে না, গৌরবে যশে ওর নাম ভরে উঠবে না। অভিমানে ওর চোখ জলে ভরে এল। এই অশ্রু ওর শুধু আত্মাভিমানের নয়, চরিত্রগৌরবে গরীয়ান একটি বালিকাচিত্তের স্বপ্নের জাগরণ।

খচ্ করে লরীর পেছন থেকে হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসতেই ভালিয়া চমকে ওঠে। কিছু ভাববার বা চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই, রোগা বেটেখাটো একটা ছেলে, টুপিটা মাথার পিছন দিকে হেলিয়ে পরা, লরীর প্রান্তটা ধরে ভিতরে একটা বিড়ালের মত পা চালিয়ে লাফিয়ে উঠেছে। ভালিয়ারই সমবয়সী, ওর মুখে একবুগ সাবান বা জল পড়ে নি, সমস্ত মুখে একটা দুর্দান্ত সাহসের ছাপ, হাসিহাসি চোখগুলি একবারে ভালিয়ার মুখের উপর এনে, ওর কাছ ঘেঁসে বসে পড়ে : একটা আঙুল নীরবে ঠোঁটের উপর রেখে ওকে কথা বলতে নিষেধ করে।

ভালিয়া নড়ল না : অচেনা লোকের সামনে ওর যেমন হ'ত ওর চোখে আবার সেই দৃপ্ত অনাত্মীয় দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

'এ কাদের লরী?' ছেলেটা ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে।

ভালিয়া অন্ধকারে এবার ওকে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কোমল কোঁকড়া চুল, দৃপ্ত মুখের উপর রেখাগুলি একটি উন্নত অন্তরের পরিচয় দিচ্ছে, পাতলা ঠোঁটগুলি ও যেন সর্বক্ষণ ফুলিয়ে আছে, মনে হয় যেন ফুলোফুলো।

ভালিয়াও ফিসফিস করে নিস্পৃহের মত জবাব দেয়, 'তা দিয়ে কাজ কী? তোমাদের লরী কি ওরা পাঠায় নি?'

ছেলেটা মৃদু হাসে।

'আমাদেরটা সারাতে গেছে ; এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে...'
কথাটা আর শেষ না করেই থেমে যায়।

ভালিয়া বলে, 'বহুত তকলিফ হবে মশায়ের। ঘুমোবার বন্দোবস্ত একটু কম এখানে।'

ভালিয়ার এই ব্যবহার ও গায়ে মাখে না : সহজ সৌহার্দের সঙ্গেই বলে, 'তা আর কি, ছ দিন ধরে চোখের পাতা বুঁজিনি, না হয় আরও একটা ঘন্টা যাবে।'

সর্বক্ষণ ওর চোখগুলি অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কাছাকাছি মুখগুলি দেখতে চেষ্টা করছে।

লরীটা উঁচুনিচু জমির উপরে দুলে দুলে উঠছে, ভালিয়া আর আগন্তুক ছেলেটা কখনও কখনও লরীর প্রান্তটা জড়িয়ে ধরছে। একবার ভালিয়ার হাতটা ওর হাতের উপর পড়তেই ভালিয়া মুহূর্তে সরিয়ে নেয় : ছেলেটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা তুলে ভালিয়ার দিকে তীক্ষ্ণ করে তাকায়। ভালিয়ার পাশে স্তিয়োপার মাথাটা বার বার এদিক ওদিক ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে, ওদিকে দৃষ্টি পড়তেই ও বলে ওঠে, 'কে ওখানে ঘুমোচ্ছে?' এবার ও জোরেই বলে ওঠে, 'স্তিয়োপা সাফোনভ! ও, তোমরা গর্কি স্কুলের দল, বেলোভদ্ অঞ্চল থেকে আসছ।'

'স্তিয়োপা সাফোনভকে জানলে কী করে?'

'ওহ্ হো, আমাদের নদীর ধারে খাড়িটায় দেখা হয়েছিল।'

ভালিয়া আরও কিছু শোনবার জন্য কান পেতে থাকে, কিন্তু ছেলেটি চুপ করে যায়।

'সেখানে কী করছিলে তোমরা?' ভালিয়া শুধোয়।

'ব্যাঙ ধরছিলাম।'

'ব্যাঙ?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ...'

'কেন ?'

'প্রথম ভেবেছিলাম বুঝি মাছ ধরবার টোপের জন্য, কিন্তু ও ওগুলিকে ধরে ধরে মেরে ফেলছিল', ছেলেটা স্তিয়োপার অদ্ভুত খেয়ালের কথা বলতে গিয়ে বিদ্রূপ করে হেসে ওঠে।

'তারপরে কী হল ?'

'স্তিয়োপাকে জোর করে নিয়ে মাছ ধরতে গেলাম : আমি একটা ছোট আধ সেরি মাছ, আর একটা বেশ বড় ধরেছিলাম। স্তিয়োপা কিছুই পায় নি।'

'তারপর ?'

'সকালে স্তিয়োপাকে আমার সঙ্গে নাইতে আসতে বললাম। ও জল থেকে একবারে পালক-ছাঁটা হাঁসের মত নীল হয়ে উঠল, দু কানে জল ঢুকেছে, বের করতে পারছে না।

আমি ওকে বললাম, একটা কান বন্ধ করে, এক পায়ে খাড়া হয়ে লাফাতে থাকো, আর চেঁচিয়ে বলো : 'কাতেরিংকা প্রাণের, জল খুলে নাও কানের!' ব্যস্, এবার আর একটা কান বন্ধ করে ওমনি করে চেঁচাও।'

ভালিয়া, ভুরুগুলি কপালের দিকে একটু তুলে বলে, 'এবার বুঝতে পারছি তোমরা কেন বন্ধু হয়েছিলে।'

ভালিয়ার কথায় বিদ্রূপ আগন্তুক ছেলেটি ধরতে পারে না। ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে, সামনে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমরা একটু দেরী করে ফেলেছ।'

'তাতে কী!'

'জার্মানরা ক্রাস্নডনে আজ রাত্রে বা কাল সকালেই বোধ হয় এসে যাবে।'

'বেশ তো, তাতে কী হয়েছে ?' ভালিয়া নিজেই বুঝতে পারে না ও

ছেলেটাকে পরখ করবার জন্য, কি নিজের সাহস ফলাবার জন্য বলছে। আগন্তুক ছোকরা ওর দৃপ্ত উজ্জ্বল চোখগুলি ভালিয়ার মুখের ওপর রেখে, নীরবে নামিয়ে নেয়।

ভালিয়া সহসা একটা শত্রুতা বোধ করে আগন্তুকের প্রতি, ছেলেটা তাই যেন বুঝতে পেরে আপোশের স্বরে বলে :

'এখন আর অন্য কোথাও যাবার তো উপায় নেই।'

'কিন্তু কেন যাব অন্য কোথাও?' ভালিয়া ছেলেটাকে চটাতে চাইছে।

কিন্তু ছেলেটার চটবার ইচ্ছা মোটে নেই, আবার আপোশের স্বরে বলে : 'তা ঠিক।'

ওর নিজের পরিচয়টুকু দিলেই ঝংঝাট মিটত, কেন জানি সেদিকে ও গেলই না। ভালিয়াও দৃপ্ত নির্বাক হয়ে থাকল ; আর আগন্তুক ছোকরা ঝিমোতে লাগল, গাড়ির প্রত্যেক ঝাঁকুনিতে ও ভালিয়ার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত প্রতিটি নাড়া খেয়ে সে হঠাৎ হঠাৎ এক একবার মাথা চাড়া দিয়ে বস্‌ছিল।

অন্ধকারের মধ্যে ক্রাস্নডনের বাড়িগুলোর প্রথম রেখা দেখা যাচ্ছিল। প্রথম গুমটিটার কাছে এসে গাড়ী বেগ কমিয়ে চলতে থাকে ; কিন্তু কেউ কোথাও নেই, পথ খোলা পড়ে আছে, গাড়িটা বেরিয়ে যায়, লাইনের উপর ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ হয়।

ছেলেটা চমকে উঠে বসে, ছেঁড়া বোতাম-ওয়ালা গেংজিটার উপরে চড়ানো জামাটার নিচে কোমরবন্দের কাছে কী হাত দিয়ে দেখে নেয়, পরক্ষণে বলে :

'আমি এখান থেকে হেঁটেই যাব…তোমার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।'

ও উঠে পড়ে, ভালিয়ার মনে হয় ওর জামা আর পাজামার পকেট কী যেন ভারি জিনিষে ভরতি।

ওর সাহসী হাসিহাসি মুখখানি আবার ভালিয়ার মুখের কাছে এনে

ও বলে, 'স্তিয়োপাকে আর ডেকে তুললাম না : ওর ঘুম ভাঙলে বোলো, সেরিয়োঝা তিউলেনিন ওকে যেতে বলেছে।'

'আমি তো ডাকঘর নই, টেলিগ্রাফ অফিসও নই,' ভালিয়া বলে ওঠে।

একটা নিবিড় ব্যথা সেরিয়োঝার সারা মুখখানিতে ফুটে ওঠে। ও কিছু জবাব দিতে পারে না, ওর ঠোঁট দুটি যেন আরও ফুলিয়ে তোলে। তারপর, কথাটি না বলে, গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে, অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ভালিয়ার হঠাৎ অত্যন্ত দুঃখ হয় ওকে ব্যথা দিয়েছে বলে। ও ওর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে এরপরে স্তিয়োপাকেও তো কিছু বলা যেত না। হঠাৎ কোথা থেকে এসে কোথায় মিলিয়ে গেল। ওর দৃপ্ত হাসিহাসি চোখগুলি মনে পড়তে থাকে ভালিয়ার কথা শুনে কত ব্যথিত হয়ে উঠেছিল ; পাতলা ঠোঁটগুলি যেন ফুলিয়েই আছে।

সমস্ত শহরটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ; কোনও জানালায়, গুমটিতে, খনিতে ঢোকবার মুখে, আলোর রেখাটি নেই। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ধূমায়িত খনিগর্ভ থেকে গলিত কয়লার গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। আশ্চর্য, খনি বা রেলপথ কোথাও অভ্যস্ত জনতার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু কুকুরগুলোর চিৎকার নীরবতাকে আরও গভীর করে তুলেছে।

সেরিয়োঝা তিউলেনিন, চেরিবাগানের পাশ দিয়ে, বিড়ালের মত দ্রুত চুপিচুপি ওদের চুণকামহীন কাদামাটির বাড়িটায় এসে পৌঁছয়। একটি শব্দ না করে ফটক খুলে ও ভিতরে ঢুকে পড়ে, চালাঘর থেকে একটা কোদাল বের করে নিয়ে এসে রান্নাঘরের পাশে সবজী ক্ষেতে, দেয়ালের কাছে আকেশিয় গাছের ঝোপের মাঝখানে, তাড়াতাড়ি একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলে : ন্যাকড়ায় জড়ানো কয়েকটা লেবুর মত হাতবোমা, কার্তুজশুদ্ধ দুটো ব্রাউনিং পিস্তল পকেট থেকে বের করে পুঁতে রাখে।

তারপর মাটি চাপা দিয়ে জায়গাটা বেশ করে সমান করে দেয়। সকালে রোদে জায়গাটা শুকিয়ে তকতকে হয়ে যাবে, আর বোঝা যাবে না। কোদালটা এবার জামার আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে ঠিক জায়গাটিতে রেখে দিয়ে, ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে, টোকা মারে। কয়েক মিনিটে ওর আপন বাড়ির অভ্যস্ত অন্ধকারে এই কাজটুকু সেরে নিতে ওর মোটেই কষ্ট হয় না।

ভিতরের দরজায় তালাখোলার শব্দ হচ্ছিল। মাটির মেঝেতে এবার ওর মায়ের খালি ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পায় বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে।

'কে ওখানে?' ওর মায়ের নিদ্রাজড়িতস্বরে আতংক ফুটে ওঠে।

'দরজা খুলে দাও', সেরিয়োঝা ধীরে বলে।

ওর মা আবেগে কাঁপছিলেন: 'ভগবান, ভগবান!' তালায় চাবি লাগাতে গিয়ে বারবার হাত কেঁপে যাচ্ছিল। অবশেষে দ্বার খুলে যায়।

সেরিয়োঝা অন্ধকারে মায়ের নিদ্রা-অলস দেহের গন্ধ পাচ্ছিল, অপূর্ব তার মা, দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাঁধে তার মাথা রাখে। কিছুক্ষণ কেটে যায়, দুজনাই নীরবে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে থাকে।

'কোথায় ছিলি, বাছা? আমরা এদিকে ভেবে মরছি, তুই কি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পড়লি, কি জখম হলি! সবাই ফিরে এল, তোর আর খোঁজ নেই। একটা খবর তো কারও সঙ্গে পাঠাতে পারতিস,' মা তিরস্কারের সুরে বলেন।

সপ্তাহ কয়েক আগে, ক্রাস্নডনের আরও অনেক মেয়ে পুরুষের সঙ্গে সেরিয়োঝাকে জেলার অন্য এক এলাকায় পাঠানো হয়েছিল পরিখা খুঁড়তে ও গড়ের কাজে। সপ্তাহখানেক আগে সবাই ফিরে এসেছিল, শুধু সেরিয়োঝার খোঁজ ছিল না।

সেরিয়োঝা বলে, 'আমাকে ভরোশিলভগ্রাদে থাকতে হয়েছিল, মা!'

কয়লাখনির মজুর ওর বাবা গাভ্রিলা পেত্রোভিচ ও মা আলেকসান্দ্রা ভাসিলিয়েভ্‌নার সংসার জীবনের ও যুদ্ধের আঘাতে তছনছ হয়ে পড়েছিল। কয়লা বোঝাই গাড়িচাপা পড়ে বছর কয় হল ওর বাবা একবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। দু জামাই যুদ্ধে, ছেলে কোলে মেয়ে দাশা ঘরেই আছে, ফেনিয়া ক্রাস্নডনেই আর এক বাড়িতে, নাদিয়ার এখনও বিয়ে হয় নি। অন্যান্য ছেলেরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সেরিয়োঝা সব চেয়ে ছোট, ওর বয়সী নাতিনাতনীও রয়েছে আলেকসান্দ্রার।

'কিরে, খাবি কিছু? খিদে পেয়েছে?' মা শুধোন।

'ভয়ানক, কিন্তু এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি আর কিছু ভাবতে পারছি নে।' সেরিয়োঝা পা টিপে টিপে ওর বোনেদের ঘরের ভিতর দিয়ে, ওর নিজের শোবার জায়গায় চলে যায়। হাত ধোয় না, মুখ ধোয় না, গা থেকে জামা কাপড় খুলে যেখানে সেখানে ফেলে ছড়িয়ে রেখে, বিছানায় এলিয়ে পড়ে।

ঘরে-তৈরি টাটকা একটুকরো গমের রুটি হাতে করে নিয়ে এসে, শয়ান ছেলের কোঁকড়া-কোঁকড়ানো মাথায় অন্য হাতটি রেখে, মা ওর মুখে পুরে দেন। সেরিয়োঝা লুফে নেয়, মায়ের হাতে একটা চুমো খেয়ে, আশ্চর্য মিষ্টি রুটিটা লুব্ধ ক্ষুধায় চুষতে থাকে। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তবু অন্ধকারে ওর চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে।

অদ্ভুত সেই মেয়েটি গাড়িতে দেখা হল! সোনার টুকরো! কি তার চোখ!···কিন্তু ও সেরিয়োঝাকে ভালো চোখে দেখতে পারে নি। সেরিয়োঝা যদি তাকে বলতে পারত এ কদিন সে কী করেছে, কি দেখেছে! এই দেখা জানার অংশ দেবার জন্য সে আকুল হয়ে ওঠে, অন্তত একজনাকে! সেই বেণী-দোলানো মেয়েটি যদি জানত! কিন্তু, নাঃ, ওকে না বলে ঠিকই হয়েছে। কী রকম মেয়ে কে জানে। স্তিয়োপার সঙ্গে তো দেখাই হবে, ওকে জিজ্ঞেস করা যাবে। কিন্তু না, ওকে বলা

হবে না, ও ভিত্কা লুকিয়ানচেংকো-কে বলে দেবে সব, যা বকতে পারে !…কিন্তু তবু ঘুম আসছে না তো। আজকেই বলতে হবে কাকেও। ছোড়দি নাদিয়াকে বলবে।

চুপি চুপি রুটির টুকরোটা হাতে নাদিয়ার বিছানায় গিয়ে উপস্থিত। এক পাশে বসে পড়ে, কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সেরিয়োঝা ডাকছে, 'দিদিভাই…ছোড়দি…'

নাদিয়া ঘুম-জড়িত স্বরে বলে, 'কে ? আঃ…'

'শ্ শ্'—ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে তাড়াতাড়ি সেরিয়োঝা ইশারা করে।

কিন্তু এবার নাদিয়া চিনতে পেরেছে। ভাইকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, গালে চুমো খায়। 'সেরিয়োঝা, ভাইটি, বেঁচে আছিস !' অপূর্ব সুখে ও ফিসফিস করে বলতে থাকে।

সেরিয়োঝা উত্তেজনায় ভরে ওঠে, বলে যায় : 'জানিস, ছোড়দি, আজ এক সপ্তাহ চোখ বুঁজি নি। একটা দলের সঙ্গে পড়েছিলাম, ক্রাস্নডনেরও কিছু লোক ছিল : আমরা যখন পরিখা কেটে এলাম, ওরা লিসিচান্স্ক্ থেকে এসে সেখানে ঘাঁটি করল। আমি ওদের নায়ককে বললাম, আমাকে নাও, আমিও লড়ব। এদিকে জার্মানরা এসে পড়ল, দুপক্ষে সমানে গুলি চলল। আমি একটা মৃত সৈনিকের রাইফেল টেনে নিয়ে সবার সঙ্গে গুলি চালাতে লাগলাম। আমি নিজেই দুটো জার্মানকে মারলাম। কর্নেল সব শুনে বললে, 'সাবাস ! কিন্তু তোমাকে আমাদের দলে তো ভর্তি করতে পারিনে, সেটা অন্যায় হবে। তোমার সামনে এখনও দীর্ঘ জীবন রয়েছে। আমরা শেষ হয়ে গেছি। আমারও হয়ে এসেছে…' ওর সারা গা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল, হাত পা মুখ পিঠ সব ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। কর্নেল বললে, 'তুমি ফিরে যাও ছোকরা। গেরিলা হয়ে লড়ো। আর ফিরে গিয়ে বোলো আমার কথা গোর্কি সমর-

বিদ্যাপীঠকে, আমার আত্মীয়দের ও অন্যদের যেন খবর জানায়—সমস্ত, নিকোলাই পাভ্‌লোভিচ্‌ সমস্ত সম্মুখযুদ্ধে লড়ে প্রাণ দিয়েছে।' আমি—ভের্খ্‌নেদ্‌ভান্নাইয়ার পাশে, বনে-ঘেরা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা পরিখা আছে, সেখানে মৃত সৈনিকদের রাইফেল হাতবোমা রিভলবার ও কার্তুজগুলি লুকিয়ে পুঁতে রেখে এসেছি। দিদিভাই, আমি দুটো পশুকে এই হাতে মেরেছি, অই কুকুরগুলিকে আমি সর্বত্র মেরে বেড়াব, দেখে নিও।'

নাদিয়া সে কথা জানে। সাতবছর বয়সের পর সেরিয়োঝা আর কাঁদেনি, আগুনের ফুলকি ওর ছোট্ট ভাইটি—আজ অঝোর ধারায় ও কাঁদছে। প্রাণপণে নিশ্বাস চাপতে চাইছিল, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল।

নাদিয়া ভয়ে শিউরে উঠে বলে, 'কিন্তু ওরা যে তোকে মেরে ফেলবে।'

'তা হোক, বেঁচে থেকে প্রতিরোধ না করে ওদের পা চাটা থেকে সে অনেক ভালো।'

'সেরিয়োঝা, ভাই!' নাদিয়া যেন হতাশ হয়ে পড়ে, 'কাল কী হবে আমাদের! হাসপাতালে একশ'র উপর আহত এসে পৌঁছেছে। ডাক্তার ফিয়ডর ওদের দেখাশোনা করছিলেন। আমরা আশংকা করছিলাম, আজ রাতে না হয় কাল সকালেই তো জার্মানরা ওদের সব মেরে ফেলবে। কী হবে!'

সেরিয়োঝা চিন্তিত হয়ে বলে, 'ওদের বাড়ি বাড়ি চালান করে দাও নি কেন? লোকেরা কী বলছে?'

'আর লোকেরা! কার মনে কী আছে কে বলবে? শুনেছিস, ওপাড়ায় ইগ্‌নাত ফমিন-এর ঘরে নাকি কে একটা লোক পালিয়ে আছে। কে বলবে, হয় তো জার্মানদের কোনও চর। ইগ্‌নাত ফমিনকে বিশ্বাস কী?'

ত্রিশ সালের দিকে নোতুন লোক ইগ্‌নাত ফমিন এ অঞ্চলে এসে

বস-বাস করছিল। ওর ভড়ং, আর ভারিক্কি চালে, আর কিছু কিছু ভালো কাজ দেখিয়েও বটে, নিজেকে ভারি মাতব্বর মনে করত। কিন্তু এ অঞ্চলে স্তাখানভপন্থী মজুর অনেক ছিল, ফমিনের আদব-কায়দা আর নিজেকে একটু রহস্যময় করে রাখার ধরণ অনেকেই পছন্দ করত না।

সেরিয়োঝা হাই তোলে। ও এবার ঘুমে ভেঙে পড়ছে।

'দিদি, শুয়ে পড় ভাই...'

'আমার আর কিছুতে আজ ঘুম আসবে না, তুই যা।'

সেরিয়োঝা ওর খাটে চলে যায়। বালিশে মাথা গুঁজেছে কি আবার সেই লরীর মধ্যে দেখা মেয়েটির চোখগুলি ভেসে ওঠে। 'দাঁড়াও, তোমাকে খুঁজে বের করবই', সেরিয়োঝা মৃদু হাসতে হাসতে বিড়বিড় করে বলে ; দেখতে দেখতে ওর চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে যায়।

আটটি মেয়ে তিনটি ছেলের সব ছেয়ে ছোট সেরিয়োঝা। ছোট-বেলায় বিনা আদরেই ও বেড়ে উঠেছিল। এতগুলি ছেলেমেয়েকে মানুষ করা, নিজ পায়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু আর সবারই কিছু না কিছু হয়েছে একটা, এক সেরিয়োঝাই তখনও স্কুলে। সেরিয়োঝার এমন ভাগ্য, ও কখনও নূতন জামা জুতো পরতে পায় নি, ওর দাদা দিদিদের পুরনো ক্ষয়ে-যাওয়াগুলিই পরে পরে ওর চলত, রোদে হাওয়ায় বৃষ্টিতে বরফে ছুটে ছুটে ওর পায়ের তলা হয়ে গিয়েছিল উটের ক্ষুরের মত, আঘাত আঁচড় যা লাগত আপনিই সেরে যেত।

কিন্তু, মনে করো, তোমার মনটা ঈগলের মত উড়তে চাইছে, কিন্তু তুমি বড্ড ছেলেমানুষ, না আছে ভালো জামাকাপড়, পায়ের তলায় কড়া পড়ে গেছে—তুমি কী করবে ? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখবে—মস্ত মস্ত বীরত্বপূর্ণ কাজের। কিন্তু স্বপ্ন কাজে ফলবে কী করে ?

অগত্যা, গরমের দিনগুলিতে, রোদে রোদে ঘুরে বেড়াও, সাঁতার কাটো, ডুব দিয়ে অনেক দূরে চলে যাও, জলের কাছে গাছের গুঁড়ির নিচে থেকে খালি হাতে আর সবার চেয়ে ভালো মাছ ধরে আনো। কিন্তু এ-ই তো যথেষ্ট নয়। একদিন হঠাৎ স্কুলের দোতলার জানালা থেকে লাফ দিয়ে পড়লে, কি মজা, সমস্ত শ্রেণীর মেয়েগুলি সব চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু এ আর কতটুকুই বা। নেহাৎ ছেলেমানুষি বই তো নয়। এক অনুগত শিষ্য ছিল ভিৎকা লুকিয়ানচেংকো।

হঠাৎ একদিন 'চেল্যুস্কিন' উত্তরমেরুর বরফে আটকা পড়ল। সারা পৃথিবী জুড়ে সে কি সাড়া পড়ে গেল। লোকগুলি কি বাঁচবে? কিন্তু, না, ওরা মরে গেল না। ওরা বরফের ওপর তাঁবু গেড়ে থাকল। চ্কালভ সেই ঝড় আর কুয়াশার মধ্য দিয়ে উড়ে গেল, ওদের বিমানের পাখায় ঝুলিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে এল।

চ্কালভ! গ্রমভ!···উত্তরমেরু পার হয়ে ওরা আমেরিকায় উড়ে গিয়ে নামল। আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, কিন্তু ওদের আহ্বান পৃথিবীর দিকে দিকে পৌঁছেছে।

জীবন বয়ে চলেছে তার স্বপ্ন নিয়ে, প্রতিদিনের কাজ নিয়ে।

এই তো ক্রাস্নডনেই, ক্রাস্নডনে কেন—সারা সোভিয়েটদেশ, কে না জানে নিকিতা ইজোতভ ও স্তাখানভ এর কথা? যে কোনও কিশোরই বলে দেবে পাশা আনঝেলিনা কে, ক্রিভনস্, মাকার মাজাই কাদের নাম। সেরিয়োঝার বাবা যখনই কাগজে এদের কথা শুনতেন, কান পেতে থাকতেন। তারপরে আপন মনে কী বিড় বিড় করতেন, গুনগুন করে গাইতেন। ওঁর জীবনটাও ব্যর্থ হয়ে গেছে। অসময়েই তো পঙ্গু হয়ে পড়লেন, আজ বুড়োও হয়ে গেছেন।

সত্যিকারের যশ অর্জন করে গেছে এরা। কিন্তু সেরিয়োঝা যে ছোট, ওকে স্কুলে যেতে হয়। বড় হয়ে সেও এদের মত হবে। কিন্তু চ্কালভ

বা এমনভের মত দুঃসাহসী কাজ সে তো এখনই করতে পারে, এ তার দৃঢ় ধারণা। কিন্তু, কি মুস্কিল, আর কেউ একথা বিশ্বাস করবে না।

যুদ্ধ এসে গেল। ও ভেবে রেখেছিল ওকে বিমানচালক হতেই হবে। বারবার বিমানবিদ্যায়তনে ঢোকবার চেষ্টা করল। ওকে ফিরিয়ে দিল। কি আপশোস! তাই, স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা যখন খামারে চাষের কাজে সাহায্য করতে গেল, ও এসে কয়লাখনিতে ঢুকল।

সারাদিন বড়দের সঙ্গে কাজ করে, সন্ধ্যাবেলা খনির মুখ থেকে বেরিয়ে আসত: হাতে মুখে মাথায় কালি, শুধু উজ্জল চোখ ও পাতলা ঠোঁটগুলিই চেনা যেত। গা মুখ রগড়ে স্নান সেরে, কালিমাখা জুতোগুলি খনির মুখেই ফেলে রেখে, খালি পায়ে ও যখন বাড়ি ফিরত, রাত হয়ে যেত। সবারই তখন খাওয়া হয়ে গেছে।

সেরিয়োঝা আপনি জানত না, ও বড়দের চোখেও অনেকখানি উপরে উঠে গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে কাজ করত, কাজের শেষে ওদের সঙ্গে ফিরত। বাড়ি এলে, ওর জন্য আলাদা খাবার নিয়ে ওর মা বসে থাকতেন। ক্ষুধায় অবসন্ন ও যখন তৃপ্তির সঙ্গে ঘরে তৈরি সেই গমের রুটি খেত, ওর বাবা একাগ্র চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ঘন ভুরুর নিচে তার চোখগুলি গাঢ় হয়ে উঠত, গোঁফ নাড়তে থাকতেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খনির কাজের সব কিছু জিজ্ঞাসা করতেন, ওঁর চল্লিশ বছরের খনির কাজে অভিজ্ঞতা ওর ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতেন। সেরিয়োঝা, ওর ছেলে, আজ আর ছোট নয়, সেয়ান, সহকর্মী।

শীতকালে স্কুল থেকে ফিরে কিছু মুখে না দিয়েই ও সোজা চলে যেত সৈনিকদের শিবিরে: সেখানে গোলন্দাজ, বিমানবিদ, এনজিনীয়র স্যাপার্স আর মাইন-পাতিয়েদের সঙ্গে ও ভাব করে নিয়েছিল। রাত্রি জেগে স্কুলের পড়া শেষ করতে করতে ক্লান্ত চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসত। আবার সকাল পাঁচটায় উঠেই চলে যেত রাইফেল ও হালকা মেশিনগান

চালাতে শিখতে, ওর এক সার্জেন্ট বন্ধু ছিল, তার দলের সঙ্গে। এমনি করে আর দশজন দক্ষ সৈনিকের মত, রাইফেল রিভলবার পিস্তল মেশিনগান চালানো, হাতবোমা ও এসিডের বোতল ঠিক ঠিক ছুঁড়ে মারা, মাইন পাতা, মাইন তোলা ও তৈরি করা, বোমা থেকে বোমা-ফাটানোর যন্ত্র খুলে নেওয়া, বিভিন্ন দেশের বিমানের বিশেষ বিশেষ গড়ন—সব শিখে ফেলল। ভিৎকা লুকিয়ান্‌চেংকো এ সব কাজেই ওর অনুরক্ত সঙ্গী, আর ভিৎকার চোখে ও—যেমন সেরিয়োঝা আপনি নিজেকে মনে করত একটি ক্ষুদে সেরুগো অর্‌জোনিকিদ্‌জে বা সের্গুয়েই কিরভ।

সেবার বসন্তকালে সে একবার শেষ চেষ্টা করল বিমানশিক্ষার্থী হিসাবে ঢুকতে, একবারে বড়দের সঙ্গে। এবারও হার, অত চ্যাঙরাকে ওরা নিতে রাজি নয়। তার পরিবর্তে, ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হল ভরোশিলভগ্রাদের সামনে রক্ষাব্যূহ গড়বার কাজে। কিন্তু সেরিয়োঝা মনে মনে পণ করেছিল, এবার ও আর ঘরে ফিরবে না। ছোড়দিকে তো সে কিছুই বলে নি, সৈনিক হয়ে ঢোকবার জন্য কর্নেলকে সে কত মিনতি করেছিল, কত ছলনা পর্যন্ত করেছিল।

শহরটা এত নীরব লাগছিল যেন শহরটা সেখানে নেই, শুধু ঘুমন্ত জার্মানগুলোকে নিয়ে এক-একটা বাড়ি সেই শূন্যতার মধ্যে জেগেছিল। হঠাৎ একটা আগুনের শিখা দেখা গেল উঁচুতে, মোড়টার ওপারেই, পার্কের পাশে। মুহূর্তে সেই শূন্যতা আলোকিত হয়ে উঠল—পাহাড়, স্কুল, হাসপাতালের বাড়িটা। পরক্ষণেই আর একটা প্রচণ্ড শিখা—অন্ধকারের মধ্যে থেকে শহরটা মুহূর্তে যেন লাফিয়ে ওঠে, ওদের ঘরটা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যায়। তৃতীয়বারে নিঃশব্দ একটা কম্পন যেন দোলা দিতে থাকে, দূরে বোমা ফাটলে যেমন হয়।

'কী ও? কী ও?' ভলোস্থা অসমুখিনের মা এলিজাভেটা আলেকসইএভ্না ভয়ে আঁৎকে ওঠেন।

ভলোস্থা বিছানায় থেকেই চমকে ওঠে।

জানালায় দাঁড়িয়ে লুসিয়া সেই অন্ধকারে তাকিয়ে দেখছিল, সে চেঁচিয়ে ওঠে 'আগুন!' ওর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে।

'জানালা বন্ধ কর্, সরে আয়!' মা মেয়েকে ধমকে ওঠেন। কিন্তু লুসিয়া চোখ ফেরাতে পারছে না। আকাশ লাল হয়ে যায়-শহরের মাঝখানটা, স্কুলের বাড়িটা, পাহাড়, ছাদগুলি আলোয় দীপ্ত হয়ে ওঠে। একটা আক্রোশ, একটা বিজয়ের ইঙ্গিত যেন অই অগ্নিশিখায়। লুসিয়া নড়ল না, ওর মুখে এসে সেই শিখা পড়ল।

শহরের ঘুম ভেঙে গেছে। জার্মানরা জেগে উঠেছে, রাস্তায় গাড়ীর শব্দ, চীৎকার, কলরব, কুকুরগুলিও প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ করছে। লুসিয়াদের বাড়িতে যে জার্মানগুলো আস্তানা নিয়েছিল সেগুলো কিন্তু তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

দু ঘণ্টা ধরে সেই আগুন জলল। ক্রমে আবার পাহাড়ে, শহরের দুরান্তে, অন্ধকার জমে উঠছে। মাঝে মাঝে এক একটা ফুলকি উঠে—পাহাড়ের একটা বাঁক, একসারি ছাদ, খনির একটা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সে রাতে লুসিয়াদের বাড়িতে কারও ঘুম এল না। জানালার কাছটিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে লুসিয়া বসে থাকে।

হঠাৎ লুসিয়ার মনে হয়, একটা বিড়াল যেন ওর বাঁদিকে সুড়সুড় করে সরে গেল, দেয়ালের দিক থেকে পরক্ষণে একটা খসখস শব্দ। একটা লোক আধো অন্ধকারে চুপি চুপি জানালার দিকে এগিয়ে আসছে। লুসিয়া থমকে সরে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল। ফিস্‌ফিস্ করে ওকে যেন ডাকলে :

'লুসিয়া! লুসিয়া…'

লুসিয়া স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'ভয় পেয়ো না, আমি তিউলেনিন', কোঁকড়া চুলওয়ালা সেরিয়োঝার খালি মাথাটা জানালার কাছে ভেসে ওঠে। 'তোমাদের ঘরে জার্মানরা রয়েছে না কি?'

লুসিয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'হ্যাঁ।' সেরিয়োঝার দৃপ্ত চোখের দিকে ওর ভয় আর আনন্দমাখা চোখ তুলে তাকায়। 'তোমাদের বাড়িতে?'

'না, এখনও যায় নি।'

'কে ওখানে?' লুসিয়ার মা ভয় পেয়ে এগিয়ে আসেন। ততক্ষণে দূর আগুনের শিখায় সেরিয়োঝাকে ভলোদ্যা ও এলিজাভেটা চিনতে পেরেছে।

'কি হে, এত রাতে?' ভলোদ্যা শুধোয়। ও এপেণ্ডিসাইটিসে বিছানায় পড়ে। তবু সঙ্গীদের খবর নেয়। কে কে থেকে গেল? টলিয়া অর্লভ, লিউবা শেভৎশোভা; ভিৎকা, আর কে? এই রাতে তিউলেনিন কোথায় ছিল?

'পার্কে বসে থেকে আগুন দেখছিলাম। চলে যাবার সময় খনির খাড়িটা থেকে চোখে পড়ল তোমাদের জানালা খোলা।'

'কী পুড়ছে?'

'খনিদপ্তরের বাড়িটা।'

'বলো কি!'

'ওখানে শয়তানগুলো ওদের সদর দপ্তর করেছিল কিনা। ওরা যে বেশে আধ-ন্যাংটো শুয়েছিল তেমনি বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে,' সেরিয়োঝার মুখ চাপা হাসিতে ভরে ওঠে।

ভলোদ্যা জিজ্ঞাসা করে, 'কেউ আগুন লাগিয়েছিল মনে হল?'

সেরিয়োঝা নীরব হয়ে থাকে, ওর চোখগুলি অন্ধকারে বিড়ালের মত

জ্বলছে। 'বটে, আগুন কি আর এমনি লাগে ?' আবার শান্ত হাসিতে ভরে ওঠে সে। হঠাৎ সে ভলোদ্যাকে জিজ্ঞাসা করে বসে, 'কী করে দিন কাটাবে ভাবছ ?'

'তুমি ?'

'যেন তুমি জানো না ?'

'আমিও তাই। তুমি এসেছ এত ভালো লাগছে, ভাই !'

কিন্তু সেরিয়োঝার এসব ভাবপ্রণতা ভালো লাগে না। সে শুধোয়, 'তোমাদের বাড়ির জার্মানগুলো কেমন ? হাসপাতালে প্রায় চল্লিশ জন আহত থেকে গিয়েছিল, জার্মান এস্ এস বাহিনী গিয়ে ওদের ভের্খ্‌নে দুভান্নাইয়ার জঙ্গলে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ডাক্তার ফিয়ডর বাধা দিয়েছিলেন এই অমানুষিক কাজে, ওকেও তক্ষুনি হাসপাতালের বারান্দায় খুন করেছে।'

ডাক্তার ফিয়ডর এত ভালো লোক ছিলেন। কে তাকে না শ্রদ্ধা করত ? ভলোদ্যাও যে অই হাসপাতালে ছিল।

কিন্তু এবাড়ির জার্মানগুলো সারারাত মদ খেয়েই কাটাচ্ছে। বাড়ির মুরগিগুলি অবশ্য ওরা সব মেরে খেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু কর্পোরালটা যে লুসিয়াকে জ্বালাতন করেছিল আর ওরা যে ক'বারই জোর করে ঘরে এসে ঢুকেছিল ভলোদ্যা সে কথা চেপে যায়।

এলিজাভেতা আলেক্সেইএভ্‌না একটা মৃদু আর্তনাদ করে বলে ওঠেন, 'ভগবান, এর শেষ যে কবে ?'

সেরিয়োঝা বলে, 'ভোর হয়ে যাবার আগেই আমাকে পালাতে হবে। আমরা যোগ রাখব।' লুসিয়ার দিকে তাকিয়ে, একটা কুর্নিশ ছুঁড়ে দিয়ে, জার্মান ভাষায় বলে ওঠে, 'আউফ্ ভিদেরসেয়েন্ (আবার দেখা হবে)...!' সেরিয়োঝা জানত লুসিয়ার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল ও বিদেশি ভাষা শিখবে।

মুহূর্তে সেরিয়োঝার সতর্ক মূর্তি নিঃশব্দ ত্বরিত পায়ে সেই অন্ধকারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

সেরিয়োঝা মুস্কিলে পড়েছিল। সেদিন রাতে, আলো নিভিয়ে দিয়ে সবাই সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেউ আর ঘুমুতে পারছিল না, একটা চাপা উত্তেজনা সবার মধ্যেই। কী করে সেরিয়োঝা পালায়? শেষ পর্যন্ত যেন বাইরের পায়খানায় যাচ্ছে এমনই ভাব দেখিয়ে, সেরিয়োঝা রান্নাঘরের কাছে সব্জীবাগানে সট্‌কে পড়ে। সেখানে তাড়াতাড়ি হাতেই মাটি খুঁড়ে ফেলে, তিনটে আগুনে বোতল তুলে নিয়ে দুটো পাজামার পকেটে আর একটা কোটের নিচে রেখে দেয়। তারপর নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

পেছনে পেছনে নাদিয়া এসেছিল ছুটে: 'সেরিয়োঝা! সেরিয়োঝা…' আস্তে আস্তে ডাকে।

একটু দাঁড়ায়। তারপর ক্যাঁচ করে শব্দ হয়, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরে চলে যায় নাদিয়া।

জুলাইএর রাতগুলি উষ্ণ অন্ধকারময়। লোকের নজরে পড়বার ভয়ে, সেরিয়োঝা সোজাপথ এড়িয়ে পার্কে এসে পৌছয়। চারদিকে সব নিস্তব্ধ, স্কুল বাড়িটা আরও নিঝঝুম। দিনের বেলা ওরই একটা জানালা সে ভেঙে রেখেছিল, তারই মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়ে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে চিলে ঘরের অন্ধকারে বসে বসে, একটা জানালা খুলে ফেলে বাইরে সে তাকায়।

হঠাৎ তার গা ছমছম করে ওঠে। কেউ লুকিয়ে নেই তো কোণে? ওকে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না? সামনে রাস্তা দিয়ে সৈন্যবোঝাই গাড়ি অনবরত ভের্খনেদ্‌ভান্নাইয়ার দিকে ছুটে চলেছে। রাস্তার ওধারে খনিদপ্তরের বাড়ির প্রাঙ্গণে জমকালো রাত: গাড়ি, মোটর সাইকেল

ভিড়ছে, অফিসার সৈনিক আসছে যাচ্ছে, রাইফেল ঠুকছে, খটখটে জার্মান ভাষায় কথা কইছে, সরগরম।

সেরিয়োঝার মনে একটা ভাবনা, একটা স্থির লক্ষ্য। দেখতে দেখতে দুঘন্টা বয়ে গেল, সে জানালার ধারেই বসে থাকে। ক্রমে শহর শান্ত হয়ে আসে। রাস্তায় গাড়ির শব্দ থেমে যায়। তবু পাশের বাড়িটার লোকগুলি এখনও ঘুমোয় নি। জানালার কালো পর্দার পেছনে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তেতলার জানালায় দুটো একটা করে আলো নিভতে থাকে। একটা জানালায় আলো নিভিয়ে পর্দা সরিয়ে দিয়ে জানালাটা একবারে খুলে দিয়ে অন্ধকারে একটা লোক যেন দাঁড়ায়। পরক্ষণে একতলার জানালাগুলিও, আলো নিভিয়ে দিয়ে, খুলে যেতে থাকে।

দোতলা থেকে কড়া হেঁকে একটা লোক চেঁচিয়ে ওঠে, 'ভেয়ার ইস্ট্ দা? কে হ্যাঁ?'

নিচে একতলা থেকে একটি তরুণ স্বর জবাব দেয়, 'লেফটেনাণ্ট মায়ের্, হের্ কর্ণেল।'

'নিচের জানালা খুলে না শোওয়াই ভালো,' উপর থেকে আবার বলে ওঠে।

'বিশ্রী ভ্যাপসা ঘরগুলি, হের্ কর্ণেল। তবে, যদি নিষেধ থাকে...'

কর্ণেল জানালা খুলে রাখবার অনুমতি দিলেন। সবাই জানালা খুলেই যার যার খাটে শুয়ে পড়ে। অন্ধকারে এক একটা সিগারেটের আলো কিছুক্ষণ ধরে জ্বলে নিভে যায়।

বদ্ধ চিলে ঘরের মধ্যে সেরিয়োঝা ঘামে নেয়ে উঠেছে। অন্ধকারে ঘুমন্ত খনিদপ্তরের বাড়িটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একতলা দোতলা দুয়েরই খোলা জানালাগুলি হাঁ করে আছে। এবার ঠিক সময়... সেরিয়োঝা হাতটা কয়েকবার ঘুরিয়ে নিয়ে লক্ষ্য আর দূরত্বটা আঁচ করে নেয়। বোতল তিনটে পাশেই সাজানো রয়েছে। একটা দৃঢ় হাতে

তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে একতলার একটা খোলা জানালার মধ্যে জোরে ছুঁড়ে মারে। কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ, একটা বিস্ফোরণের শব্দ, পরক্ষণে একটা অগ্নিশিখা দপ্ করে ওঠে। আর একটা বোতল অই জানালায়ই ছুঁড়ে দেয়। লক্ লক্ করে আগুন জ্বলে ওঠে। চেঁচা-মিচি, আর্তনাদ, দোতলায়ও আগুন ধরে যায়। তৃতীয় বোতলটা এবার দোতলার ঘরে জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে দেয়। এটাও ভীষণ শব্দে ফেটে যায়।

সেরিয়োঝা পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে ছুটে চলেছে। তিলে ঘর আগুনে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। স্কুল বাড়ির জানালা ডিঙিয়ে ও একবারে ছুটতে ছুটতে পার্কে হাজির। এক মুহূর্ত চিন্তা করবার সময় নেই। পার্কে পৌঁছে হঠাৎ মনে হয়, মাটিতে শুয়ে পড়ে একবার লোক চলাচল লক্ষ্য করে নেওয়া উচিত। ঘাসের মধ্যে কিছু দূরেই খসখস করে একটা ইঁদুর সরে যায়। হঠাৎ যেন রাস্তা থেকে কাদের পায়ের শব্দ আর সোরগোল একেবারে কাছে এসে পড়ে। সেরিয়োঝা উঠেই দে ছুট। পার্কের একপ্রান্তে একটা [illegible] অকেজো খনিগর্ভ, তারই মধ্যে এসে আশ্রয় নেয়। তাড়া করলে, এখান থেকে সেরিয়োঝা যে কোনও অবস্থায়ই পালিয়ে যেতে পারবে।

আকাশে বিপুল অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়েছে, অনেক দূরের গাছের মাথাগুলিও আলোকিত হয়ে ওঠে। সেরিয়োঝার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে; ওর সারা গা কাঁপছে। হঠাৎ ওর হো হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছা করে।

'লাও লাও! জেৎসন্ জী জিথ্ (বসে আছিস)? শ্প্রেখন্ জী দয়েৎশ (জার্মান কথা বলিস)? হাবন্ জী এৎভাস (পেলি কিছু)? প্রথমপাঠ থেকে শেখা যা খুশি জার্মান বুকনি মাথায় আসে বিড়বিড়' করে ঝেড়ে দেয়।

জেরেভিয়াল্লাইয়া রাস্তাটা তখনও জার্মানরা দখল করে নেয় নি। ওরই একটা বাগান-ঘেরা বাড়িতে ভালিয়া বৎস্‌-রা থাকে। আগের দিনে সেরিয়োঝা দেখতে পেয়েছে। ওর হঠাৎ ভয়ংকর ইচ্ছা হয় বাড়িটার পাশ দিয়ে যায়।

ওই রাস্তায় অনেক লোক আগুন দেখতে জটলা করেছে। একটা বাগানের দেয়াল ডিঙিয়ে ও একটা বাড়ির ফটকের সামনে আসতেই দেখতে পায় জনকয়েক মেয়েপুরুষের মধ্যে ভালিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ওর উপস্থিতি জানাবার জন্য সে গায়ে পড়ে শুধোয়:

'কী জলছে ওখানে?'

একটি নারীকণ্ঠে জবাব আসে, 'ওটা সাদোভায়া রাস্তার অপরদিকে···স্কুল-বাড়িটাও হতে পারে।'

ভালিয়া দৃপ্ত তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে, 'ওটা খনিদপ্তরের বাড়ি জলছে।' পরক্ষণে একটা হাই তুলে বলে, 'মা, আমি ঘুমুতে চললাম।' এই বলে ফটকে ঢুকে পড়ে।

সেরিয়োঝার ইচ্ছা হয় ওর পেছনে পেছনে যায়। কিন্তু ভালিয়া ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে শক্ত করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

এলেনা নিকলাইএভ্‌না ঘড়া নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রাস্তায় পরিচিত একখানি জুড়িগাড়ি এসে থামে, পাশে হেঁটে আসছে এ যে অলেগ!

'অলেঝ্‌কা, বাবা!' এলেনা, ঘড়া ফেলে ছুটে এসে, দুহাতে অলেগকে জড়িয়ে ধরেন। মাথায় কাঁধে পিঠে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। রোদ লেগে লেগে মাথার লালচে চুলগুলি সোনালী রঙ ধরেছে। মুখখানি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আরও বয়স্ক লোকের মত লাগছে, বেশ পুরুষোচিত।

অলেগএর যদিও ষোলো বছর ছমাস বয়স হয়েছিল, ও আসলে একটি বড় খোকা মাত্র। মায়ের চেয়ে এক মাথা লম্বা, মাকে দুটি বাহুতে জড়িয়ে ধরে ও-ও বলে চলেছে : 'মা···মা···মা···'

মা-ছেলের চেহারার সামংজস্য দেখে পাশের লোকেরা সহজেই ভাবতে পারত, দুটি ভাইবোন বুঝি অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে। দুটো জার্মান সৈনিক কাছেই দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিল, ঠিক ঠাহর করতে পারছে না ব্যাপারটা কী। কলিয়া ফিরে এসেছিল ; মারিনার চোখ ছলছল করছে, ছেলে কোলে ও দাঁড়িয়েছিল।

ক্রাস্নডনের লোকেরা পালাতে পারে নি। জার্মানরা ওদের পিছে হঠবার পথ বন্ধ করে দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। ওরা ঘরে ফিরে এসে দেখতে পেল, বাড়িতে জার্মান দখলদাররা আস্তানা গেড়েছে।

খাখা রোদে, দলিত ধু ধু প্রান্তরের পথ বেয়ে আবার ওরা ফিরছে। ডনেৎসের পারঘাটায় উলিয়া দেখে এসেছে—লাল ওড়নায় জড়ানো মাথা-শুদ্ধ একটা মেয়ের দেহের রক্তাক্ত খণ্ডিত আধখানা, কোলের ছেলেটার চোখ থেকে মণি বেরিয়ে পড়ছে। উলিয়ার বুকে ঝড় বইছে, সে নির্বাক হয়ে পথ চলছে। চোখে, নাকের ডগায়, ঠোঁটে একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। উলিয়া ভুলতে পারবে না। ও আর কিছু ভাবতে পারছে না।

ঝোরা আরুতিউনিয়ান্তস্ স্থির করে ফেলেছে—'এরা মানুষ-খেকো এদের সঙ্গে কোনও আপোশ চলে না। আমাদের হাতিয়ার তুলে নিতে হবে। আমাদের নওজোয়ানদের—যারা পেছনে রয়ে গেলাম—তৈরি হয়ে নিতে হবে। গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে যোগ করে নিতে হবে।' ঝোরার মনে আর কোনও সংশয় নেই। ভলোদ্যা আছে, ওর বোন লুসিয়া—লুসিয়াও কি থাকবে না? অদ্ভুত মেয়ে লুসিয়া!

জারের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছিল ককেসাসএর এক বার গেরিলা নাম তার আব্রেক্। ভানিয়া জেম্নুখভ তো ঝোরাকে অই নামই দিয়ে ফেলেছে : 'কিন্তু, হুশিয়ার, ঝোরা! জিভ থেকে একটি কথা যেন খসে না। তাহলে আমাদের সবারই সর্বনাশ হবে।'

ভানিয়ারও সন্দেহমাত্র ছিল না যে এ ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে ভানিয়ার মন জুড়ে যাই থাক না কেন, ক্লাভা তার পাশে রয়েছে—এই অনুভূতি তার হৃদয়কে পূর্ণ করে তুলেছিল। ক্লাভা ও তার মাকে সেই বোমা-বিধ্বস্ত পারঘাটায় বুক দিয়ে সে বাঁচিয়েছে। ক্লাভা তা জানে। ক্লাভা তার প্রিয়তমের সঙ্গে এই মথিত তৃণভূমিতে—যেখানে জার্মান ট্যাঙ্ক ও কামান প্রতিক্ষণ গর্জে উঠছে, শিরস্ত্রাণ-পরা জার্মান সৈনিক নিয়ে বর্মাবৃত গাড়িগুলি ঘর্ঘর করে ধূলি উড়িয়ে ছুটে চলেছে প্রান্ত থেকে প্রান্তে—মুগ্ধ ক্লাভা সব ভুলে যেতে পারে।

এই বিচিত্র আলেখ্যের মধ্যে একটি বৃদ্ধ ও একটি যুবা পরস্পরকে কাছে আকর্ষণ করেছিল : ভাল্কো ও অলেগ্। ওদের চরিত্রে একটি সাদৃশ্য ছিল—অদম্য কর্মতৃষ্ণা ও জ্বলন্ত উৎসাহ—যা ওদের একসঙ্গে মিলিয়েছিল।

অদ্ভুত লোক এই ভাল্কো। দেখতে বেদের মত, এমনিতে বেশি কথা কননা কারও সঙ্গে। কিন্তু সমস্ত পথটা উনি পায়ে হেঁটে চলেছিলেন, আর ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে কথায় কৌতুকে কাটিয়েছিলেন। যেন ওদের পরখ করে নিচ্ছিলেন একে একে। কিন্তু ওকে ঠিকটি কেউ বড় জানত না।

অলেগও চুপ করে বসে থাকবার ছেলে নয়। ঝোরার কথা শুনে বেশ তারিফ করতে করতেই, মুহূর্তে উঠে গিয়ে ক্লাভা ও ভানিয়াকে জ্বালাতে শুরু করে ; পরক্ষণে উলিয়াকে লজ্জায় তোতলাতে তোতলাতে একটু সান্ত্বনা দেওয়া, মামীর তিনবছরের ছেলেটাকে একটু কোলে নিয়ে

চুমো খেয়ে আদর করা, মামী মারিনাকে উলিয়া[illegible] তার দুর্বলতার কথা কবুল করা, আবার মুহূর্তে বুড়ো জুড়িচালক [illegible] সঙ্গে রাজনৈতিক তর্ক জুড়ে দেওয়া। অলেগ অস্থির হয়ে উঠেছে [illegible] আর দিদিমার কাছে ফিরে যেতে। কিন্তু মাঝে মাঝে গাড়িটার [illegible] অন্যমনা হেঁটে যেতে যেতে ও নীরব হয়ে পড়ছে, কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই ফিরে আসায় একটা লাভ হয়েছিল—অলেগ যে ওর মাকে দিদিমাকে পেছনে বিপদের মুখে ফেলে রেখে পালিয়েছিল, ওর চিত্ত এই অপরাধ-বোধ থেকে মুক্ত হয়ে যেন আরও বলিষ্ঠ ও গরীয়ান্ হয়ে ওঠে।

ক্রাস্নডনের উপকণ্ঠে পৌঁছতে ওদের রাত হয়ে যায়। সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। ভাল্কো বললেন, রাতে শহরে ঢুকে কাজ নেই, জার্মান দখলদাররা চলাফেরা নিষেধ করে দিয়ে থাকতে পারে। তার চেয়ে রাতটা এখানেই ঢালু পাহাড়ে খাড়িটায় তাঁবু ফেলে কাটানো যাক। সবাই উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

ভাল্কো একলা জ্যোৎস্নায় বেরিয়ে পড়েছিলেন খাড়িটা কোথায় গিয়ে পড়েছে দেখতে। হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে দাঁড়ান—অলেগ!

'কমরেড ভাল্কো, ভারি জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে,' অলেগ একটু তোতলিয়ে শান্তস্বরে বলে।

'বেশ, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলতে হবে যে, সব জায়গা ভেজা।' ভালকোর মুখে মৃদু হাসি।

অলেগ ভালকোর নিবিড় ভুরুতে ছাওয়া চোখগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলে, 'শহরের গোপন সংগঠনের কারও সঙ্গে আমার যোগ করিয়ে দিন, কমরেড!'

ভাল্কো তীক্ষ্ণচোখে অলেগএর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবেন। অদ্ভুত এই এ যুগের তরুণের দল! এদের মুখেচোখে একদিকে

স্বপ্ন ও কর্মতৃষ্ণা, অলস কল্পনা ও বাস্তববোধ, প্রেম করুণা ও ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা, সমবেদনা ও পরিণত চিন্তার চিহ্ন, অপূর্ব জীবনময়তা ও ত্যাগদীপ্ত সংযম। এ-ই যেন এদের বৈশিষ্ট্য।

অলেগ নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে।

আর একবার ও চেষ্টা করেছিল গোপন সংগঠনের সঙ্গে যোগ করতে। ভরোশিলভগ্রাদ যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, অলেগ ছুটে গিয়েছিল জেলা যুবসমিতির কাছে: 'কাজ দাও আমাকে।' ওরা শুধু বলেছিল, 'পালাও, যুবক, যত তাড়াতাড়ি পারো পালাও।' অলেগকে তুচ্ছ করাই এর উদ্দেশ্য ছিল না; গোপন সংগঠনের কর্মীদের অনেক আগেই বেছে রাখা হয়েছিল, আর যুবসংঘের এতে কোনও হাত ছিল না।

অবশেষে ভালকোকে পাওয়া গেছে। রুশ সৈন্যরা যখন পিছু হটে গিয়েছিল, এঁরা খনিমুখগুলি উড়িয়ে দিয়ে অকেজো করে ফেলে রেখে, যন্ত্রপাতি সরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিরাপদ এলাকায়। রুশ সৈন্যদল ডননদীর ওপারে পৌঁছে গেছে। জার্মানদের বেড়াজালের মধ্যে আটকা পড়ে, আজ ভাল্‌কোকে ও জীবনমরণ প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে। কোনও দিন ওর ছেলেপুলে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে কি আর? যুদ্ধের সামগ্রিক ফলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুখসৌভাগ্যের প্রশ্ন এক হয়ে গিয়েছিল।

অলেগকে ভাল্‌কো আগে কখনও দেখেননি। তবু এই পাহাড়ে খাড়ির ধারে দাঁড়িয়ে, শান্ত জ্যোৎস্না যখন শিশিরে চিকচিক করছিল, ভালকো অলেগকে বিশ্বাস করেন। বলেন:

'শোনো যুবক, এই তরুণতরুণীদের সঙ্গে তুমি যোগ রেখে চলো। এরা পারবে আপনাকে দিতে। অন্যদেরও খুঁজে বার করো। কিন্তু, এখনও খুলে কিছু বোলো না। আমার কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, কিছু আরম্ভ করে দিও না।'

'আপনাকে কী করে খুঁজে পাবো, কমরেড,' অলেগ নম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, সময় যখন হবে আমি নিজেই তোমাকে খুঁজে নেবো।'

ভাল্‌কো কোথায় থাকবেন তখনও স্থির ছিল না। শেভ্‌ৎসোভ্‌দের বাড়িতেই আপাতত উঠবেন : মেয়ে লিউব্‌কা আর মা, কী করেই বা স্বামী ও পিতার মৃত্যুসংবাদ ওদের দেবেন? তবু ওরাই ওকে জানে, আর লিউব্‌কার মত দুঃসাহসী মেয়েকে দিয়েই যোগাযোগ করতে হবে অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে, স্থায়ীভাবে থাকবার মতন একটা নিরাপদ জায়গাও খুঁজে নিতে হবে।

অলেগ একটা অব্যক্ত উত্তেজনা নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসে। তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘোড়াগুলি শুধু চিবিয়ে চিবিয়ে ঘাস খাচ্ছে। আর, ঘুমন্ত ক্লাভা ও তার মায়ের শিয়রে—টুপিটা পেছন দিকে হেলানো, দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে, ভানিয়া জেম্‌নুখভ বসে আছে। অলেগ ভানিয়ার পাশে গিয়ে মাটিতে ঘাসের উপর বসে পড়ে।

'কী হল?' ভানিয়া জিজ্ঞাসা করে।

'কী বলছ তুমি?' অলেগ আশ্চর্য হয়ে জবাব দেয়।

'ভালকো কী বললে?'

'তা, তুমি কী করে জানো?' অলেগ ঠিক করতে পারে না। ভানিয়া বুঝিয়ে দেয়, গোপন সংগঠনের খোঁজে ওদের অভিজ্ঞতা একই স্তরের।

অলেগ ভানিয়ার হাত জড়িয়ে ধরে, 'তাহলে, আমরা একসঙ্গে?'

'নিশ্চয়।'

'চিরকাল?'

'চিরকাল,' ভানিয়া গভীরভাবে বলে, 'যতকাল এই শিরায় রক্ত বইবে।'

ওদের চোখ জ্বলতে থাকে।

অলেগ ভানিয়ার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে: 'তা তুই কি ক্লাভাকে ভালোবাসিস্?'

'এ নিয়ে কী বলব তোকে?'

'লজ্জা পাস কেন? চমৎকার মানাবে, অপূর্ব অই মেয়ে, আর তুই··· সত্যি, চমৎকার!' আলেগ-এর মুখে আর স্বরে একটা অকৃত্রিম আহ্লাদ

ভানিয়া বলতে থাকে, 'আমি এদের ঘরে রেখেই ফিরে আসব···ভাবি নে। আমাদের ও জনগণের সামনে কত দুঃখভোগ পড়ে রয়েছে, ত অপরূপ এই জীবন, ভাই।'

'সত্যি, সত্যি,' অলেগ তোতলাতে থাকে, ওর চোখে জল এসে পড়ে।'

সপ্তাহখানেকের কিছু বেশি, এতগুলি নরনারী, তরুণতরুণী, বালক বৃদ্ধ একসঙ্গে বিপদের মুখোমুখি কাটিয়ে এত আপন হয়ে পড়েছিল। তৃণভূমির প্রান্তে সূর্য যখন উঠে এল, আজ ছেড়ে যাবার মুহূর্তে ওদের উষ্ণ হৃদয়ের কাতরতা এত সকরুণ হয়ে উঠেছে। একটা জীবন যেন একত্রে কাটিয়ে গেছে এরা।

যোগাযোগ রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সবাই সবার ঠিকানা টুকে নিয়ে, তরুণতরুণীর দল এক এক দিকে আলাদা হয়ে পড়ে। অলেগ কশেভয় আপন দরজায় পা বাড়িয়ে দেখে, ওখানে জার্মানরা আড্ডা নিয়েছে।

মারিনা, তার ছেলে, দিদিমা ভেরা, মা এলেনা-এরা রান্নাঘরের সংলগ্ন কক্ষে আশ্রয় নিয়েছেন। অলেগ আর মামা নিকলাই (কলিয়া) উঠোনের কাঠের চালাটায় কোনওক্রমে দুটো বিছানা করে নিয়েছে। যখন সেনাধ্যক্ষ ও তার সহকারী ঘরে থাকত না, ওরা ওদেরই আপন ঘরে সাহস করে ঢুকত।

এমনি এক দিনে অলেগ মাকে দেখবে বলে ঘরে ঢুকেছে। দিদিমা আর ওদের বাবুর্চিটা দুটো আলাদা উনোনে নীরবে রান্না চাপিয়েছে। বর্তমান খাবার ঘরে একটা জাজিম-পাতা তক্তাপোশ ছিল, ওটাতে অলেগ বরাবর শুতো—আর্দালিটা দিব্যি টুপি এটে বুট পরে সটান শুয়ে শুয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। অলেগ ঘরে ঢুকতেই ও লাফিয়ে উঠে বসে, মাটিতে পা ঠুকে চেঁচিয়ে ওঠে :

'খবর্দার, দাঁড়া ওখানে! তোর বড্ড বাড় হয়ে গেছে দেখছি। দেখছিস্ না আমি বসে আছি, তোর চেয়ে বড় আমি, আমার সামনে কীরকম করে দাঁড়াতে হয় জানিস্? হাত প্যান্টের গায়ে রেখে গোড়ালি এক করে দাঁড়া!'

অলেগ বুঝতে পারে সব। দুষ্টুমি বুদ্ধি আসে মাথায়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, মাটিতে হাঁটু ঠুকে বসে পড়ে, বলে ওঠে :

'সেনাধ্যক্ষ আসছে!'

আর্দালিটা মুহূর্তে খাড়া হয়ে উঠে, সিগারেটটা মুখ থেকে টেনে হাতের মুঠোয় পিষে ফেলে, হাত সোজা করে গোড়ালি ঠুকে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়ে, ওর মুখে একটা আকাট নির্বুদ্ধিতা ও হজুরের প্রতীক্ষার ছাপ!

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে, তুই আবার তোর মনিবের আদেখা জাজিমে শুয়ে আছিস, নচ্ছার? থাক, এমনি করে দাঁড়িয়ে থাক,' অলেগ আর্দালিটাকে একলা পেয়ে খুব বলে নেয়। রুশভাষার মাথামুণ্ডু আর্দালি কিছু বোঝে না।

এলেনা একটা সেলাই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রান্নাঘরের দাওয়ায়। তিনি সব শুনেছিলেন। অলেগ তার কাছে যেতেই মৃদু তিরস্কার করেন, 'এ কি, অলেগ...'

কিন্তু তাকে শেষ করতে দেয় না। আর্দালিটা রুখে আসে, রাগে লাল হয়ে—'আয়, শূয়ার; আয় এখানে...,তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি...'

অলেগএর স্বর একটু কেঁপে যায়, ও বলে, 'মৃ-মা, কিছু তে-ভেবোনা !' যেন বিপুলকায় আর্দালিটা কিছু নয়।

কিন্তু লোকটা অলেগএর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোটের কলারের কাছটায় দুহাতে ধরে দারুণ ঝাঁকাতে থাকে।

এলেনা ছুটে গিয়ে কোমল হাত দুটি দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে যান, 'অলেগ, বাছা, বাধা দিসনে, সরে যা…'

অলেগএর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। জার্মানটার কোমরবন্ধ আঁকড়ে ধরে ওকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের বুকের মধ্যে পিষে ফেলতে চায়। অলেগএর মুখে একটা ঘৃণা, '…তোরা ভীরু, বর্বর, লোকের ঘরের পোষা মুর্গি চুরি করে খাস্, মেয়েদের বাক্স ভেঙে জিনিষপত্র নিয়ে নিস্, রাস্তা থেকে লোকের পা থেকে জুতো ছিনিয়ে নিয়ে পরিস ; বাঁদর…।'

লোকটা হাঁপিয়ে ওঠে। অলেগকে ছেড়ে দেয়। দুজনা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পরস্পরের দিকে।

'তোমাকে চাবকাতে হবে কুকুরের মতন, দাঁড়াও শয়তান,' লোকটা হঠাৎ অলেগএর গালে গোটা হাতটার দারুণ চড় কশিয়ে দেয়, অলেগ আঘাতে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়।

এই ষোলো বছর ছ মাসের জীবনে অলেগকে কেও মারেনি। অলেগ ক্ষণেক হতভম্ব হয়ে যায়। যে পরিবেশে সে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছে, বাড়িতে স্কুলে—বন্ধুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, কিন্তু গায়ে হাত তোলা সে যে চুরি খুন বিশ্বাসঘাতকতার মতই অসম্ভব। আলেগএর মাথায় খুন চড়ে যায়। সে জার্মানটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জার্মানটা দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গাধার মত চেঁচাতে থাকে।

এলেনা ব্যাকুল হয়ে অলেগএর হাত ধরে টানতে থাকেন। ছেলেকে যে ওরা মেরে ফেলবে ! হট্টগোল শুনে ভেরা, নিকলাই, লম্বা টুপি পরা

জার্মান রাঁধুনিটা ছুটে আসে। কিন্তু দিদিমা ভেরা দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে লোকটাকে আবার খাবার ঘরে পার করে দেন।

'অলেগ, বাবা, খিড়কি দোর খোলা আছে, পালিয়ে যা, তোর হাত ধরে বলছি…' এলেনা ছেলেকে চুপি চুপি বলতে থাকেন।

অলেগএর নাকের ডগা ও ঠোঁট তখনও গর্বভরে কাঁপছে। এদের বাধা না দিলেই মাথায় চড়ে বসে। এরা নয়া হুকুমত বানাতে চায় এখানে, বর্বরের রাজ্য! বোঝাপড়া হবে, আসছে দিন। অলেগ মাথা নিচু করবে না। সহ্য করবে না সে। বলে,

'খিড়কি দিয়ে পালাব, মা—আমারই বাড়িতে? সে আমি পারব না। বেশ, তুমি বলছ, আমি এখান থেকে সরে যাচ্ছি, তাই হোক…।'

সে খাবার ঘরের মধ্যে জার্মানটার সামনে দিয়ে দৃঢ় পা ফেলে সবার সুমুখে বেরিয়ে যায়। সবাই পথ করে সরে দাঁড়ায়। অলেগএর গাল তখনও ব্যথায় চন্‌চন্ করছে।

ওদের বাড়ির দুপাশে রাস্তা। একপাশে সাদোভায়া; অন্যপাশের রাস্তায় নামতেই, স্তিয়োপা সাফোনভএর সঙ্গে দেখা।

'কিরে, কোথা চলেছিস্? আমি যে তোর খোঁজেই যাচ্ছিলাম,' অলেগএর হাত ওর দুটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে স্তিয়োপা।

'ওহ্…কাছেই, ভাই', অলেগ বলতে যাচ্ছিল 'বিশেষ জরুরি', কিন্তু আর জিভে এল না।

বাচাল স্তিয়োপা বলে ওঠে, 'হ্যাঁ ভাই, তোর গালটা ওরকম লাল কেন?'

'একটা জার্মানের সঙ্গে লড়ছিলাম' মৃদু হেসে অলেগ বলে।

'সাবাস্! বলিস্ কী!…চল ভাই এক জায়গায়, ভালিয়া আমাকে পাঠিয়েছে, এমনি কাজ রে!'

'ভালিয়া ?' অলেগ্ এর মন মোচড় দিয়ে ওঠে, এতকাল ও ভালিয়াদের বাড়ি যায় নি। 'ওখানেও জার্মানরা এসেছে ?'

'আরেবি, সেই তো সুবিধে !' ত্তিয়োপা তাড়াতাড়ি অলেগএর একটা হাত ধরে চলতে থাকে, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা নয়, জার্মানগুলোর চোখ পড়বে, চল্ হাঁটতে হাঁটতে বলি।'

অলেগএর আনন্দ হচ্ছিল, ভালিয়াদের বাগান, ঝুঁকেপড়া আকেশিয়া গাছ, গোল করে সাজানো ফুলের কেয়ারি—তেমনি আছে। ভালিয়া বর্ৎসএর মা মারিয়া আন্দ্রেইয়েভ্না-ই তো ওদের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। মারিয়ার কাছে তার ছাত্ররা কখনও বড় হত না। অলেগকে কাছে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলেন, চুমো খেলেন ; মমতার সঙ্গে বলতে থাকেন,

'হ্যাঁরে, ভুলে গেছিস ? কত আসতিস্, এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাটাতিস্, পিয়ানো শুনতিস্, তাক 'থেকে বই নিয়ে পড়তিস্ ! অলেগ, বাবা, সব ভুলে গেছিস ? আর এ মুখো হোস নে ?'

মারিয়ার মনেই কি শান্তি আছে ? মারিয়ার স্বামী ইহুদি, বাড়িতে লুকিয়ে পালিয়ে আছেন। কিন্তু সে আর কতদিন চলবে ? তাকে স্তালিনো-তে স্বজনবন্ধুদের আশ্রয়ে যে করেই হোক পাঠিয়ে দিতে হবে।...

অলেগ মারিয়ার আলিঙ্গন থেকে আপনাকে মুক্ত করে নেয়।

ভালিয়া, পরিপুষ্ট ওষ্ঠখানি গরিমা'র ভঙ্গীতে উপরে তুলে, বলে, 'অদ্ভুত বটে, যা হোক। এতদিন হয়ে গেল ফিরে এসেছ, আর একবার এমুখো হওনা ?'

'কে-কেন ? তুমিও তো যে-যেতে পারতে !' অলেগের নিজেকে বাঁচাবার অসহায় চেষ্টা।

মারিয়া আন্দ্রেইয়েভ্না জোরে বলে ওঠেন, 'বটে, তুমি যদি ভেবে

থাকো, বাবাজী, মেয়েরা তোমার পেছনে ছুটবে, তোমাকে বুড়োকালেও আইবুড়োই থাকতে হবে, দেখছি।'

অলেগ মুস্কিলে পড়ে যায়, দুজনেই হেসে ওঠে।

ভিয়োপা বলে : 'আরে শুনেছ, অলেগ-এর এর মধ্যেই জার্মানদের সঙ্গে একহাত হয়ে গেছে—দেখো, গালে লাল দাগ পড়ে গেছে।'

'সত্যি? লড়েছ না কি?' ভালিয়া কৌতূহলের সঙ্গে অলেগএর দিকে তাকায়। হঠাৎ মায়ের দিকে ফিরে বলে ওঠে, 'মা, মা, তোমাকে কে ডাকছে বাড়ির ভেতরে। দেখো গে…।'

মারিয়া দুটি স্থূলহাত দুলিয়ে বলে যান, 'ত্মাখো, ত্মাখো, এরা সব ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতছে যে। বেশ, বেশ, আমি সরে যাচ্ছি…'

ভালিয়া অলেগকে নিয়ে পড়ে : 'কোনও অফিসারের সঙ্গে? না সৈনিকের সঙ্গে?'

বাগান থেকে ছিপছিপে গড়নের, খালিপায়ে, একদিকে পাঠকরা, সুন্দর কোঁকড়ানচুল মাথায়, ফুলোফুলো ঠোঁট—একটি ছেলে আকেশিয়া গাছের একটা কাটা ডালে চড়ে বসে গোড়া থেকে অলেগকে লক্ষ্য করছে। ভালিয়ার কাছে ও অলেগএর কথা অনেক শুনেছে। অলেগের বাড়িতে দলের কর্মীদের অনেকের যাতায়াত ছিল : অলেগ বড়দের সঙ্গেই মিশত বেশি। সেরিয়োঝা ও ভালিয়া ভেবেছিল, অলেগের কাছেই গোপন সংগঠনের হদিশ মিলবে।

ভালিয়াকে সেরিয়োঝা বলেছিল, খনিদপ্তরের বাড়িটা পোড়ানোর ব্যাপারে আর কারও হাত ছিল না। আজ এই সাহসী তরুণতরুণীদের প্রত্যেকে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, গোপন সংগঠনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

ভালিয়া সেরিয়োঝার সঙ্গে অলেগের পরিচয় করিয়ে দেয়। অলেগ সেরিয়োঝার কাছে অনেক খবর পায়। সেরিয়োঝা ইগ্‌নাত ফমিনের

বাড়িতে যে লোকটি গা ঢাকা দিয়ে ছিল তার খোঁজে গিয়েছিল। ওই সে লোক, ওর কাছেই সব হদিশ মিলত, কথাও হয়েছিল। কিন্তু, কি আপশোশ! ইগনাত ফমিন ওকে জার্মানদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। ইগনাত ফমিন আজ জার্মানদের পুলিশবাহিনীতেও যোগ দিয়েছে।

'পুলিশবাহিনী?' অলেগ আশ্চর্য হয়ে শুধোয়। ও কি ঘুমিয়েছিল না কি? কিছুই খোঁজ রাখে নি এদিকে?

'হ্যাঁ, রুশদের মধ্য থেকেই কিছু নচ্ছার লোক বেছে নিয়ে জার্মানরা একটা পুলিশবাহিনী করেছে, সলিকভ্‌স্কি না কাকে অধ্যক্ষ করেছে; ও-ও খনিমজুরদেরই কোথায় এক হোমরা চোমরা ছিল।' ওরা যেখানে ওদের রক্ষীদলের আড্ডা করেছিল সেই ব্যারাকেই এরা দপ্তর খুলে বসেছে।

অলেগ আবার জিজ্ঞাসা করে: 'আর, সেই লোকটাকে কি ওরা মেরে ফেলেছে?'

সেরিয়োঝা বলে, 'পাগল নাকি! ওকে নির্যাতন করে করে ওর হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে দেবে, ওর পেট থেকে কথা বের করবার জন্য। কিন্তু ওর মুখ থেকে কেউ কথা বের করে নিতে পারবে না। আরও অনেককে নাকি ধরেছে, সবার নাম তো জানিনে।'

আলেগএর মন দুলে ওঠে...তবে কি ভাল্‌কোও ধরা পড়েছেন? ও যে ভালকোর [illegible] দিন গুনছে। সেরিয়োঝাকে অলেগ সব খুলে বলে। বেদের মত চোখ সেই উদারহৃদয় ভালকো কি আজ অন্ধকার কারাকক্ষে মাথা খুঁড়ছেন? ভানিয়া জেম্‌নুখভও উগ্র অপেক্ষায় বসে আছে।

একটা কিছু করতে হবে। আর দেরি করা অসম্ভব। কাজ শুরু করে দিতে হবে।

ভালিয়াদের বাড়ি থেকে সেরিয়োঝা ও অলেগ দেরেভিয়ান্নাইয়া রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে আসে। আলেগ ওর কর্মপন্থা

খুলে বলে—আজ থেকে ওরা সাহসী বিশ্বাসভাজন নওজোয়ান কর্মীদের বেছে নিয়ে কাজের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে : শহরে জেলায় কারা কারা গ্রেপ্তার হল, কোথায় তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, কী করে ওদের উদ্ধার করা যাবে ; মোটকথা জার্মানদের সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থার সব খবর সংগ্রহ করতে হবে। আর, হ্যাঁ, সেরিয়োঝা বলে, অস্ত্রসংগ্রহের ব্যবস্থাও করতে হবে। মাঠে পাহাড়ে বনে—এত সব লড়াই ও রুশ-সৈন্যদের পিছু হঠে যাওয়ার ফলে—নিশ্চয়ই অনেকসব অস্ত্রশস্ত্র ছড়ানো পড়ে রয়েছে।

একাজগুলি নিশ্চয়ই অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে না। সেরিয়োঝা ও অলেগ শুধুই স্বপ্নবিলাসী নয়। আর জেম্‌খভ থাকবে। মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হবে না ?

অলেগএর চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে থাকে। দূরে তাকিয়ে সে আবিষ্টের মত বলে যায় : ‘বন্ধুত্বে রঙীন আমাদের দিনগুলি কেটে গেছে··· আজ রক্তাক্ত হয়ে গেছে পথ। নূতন স্বাক্ষর আমাদের দিতে হবে।···’

ক্রাস্নডন ম্লান হয়ে পড়েছে। আজ ক্রাস্নডনের পার্কে জার্মান কামানের সার। ক্রাস্নডনের পার্কটাকে খুঁড়ে চৌচির করে ফেলেছে।

রেলবাঁধের কাছে এসে সেরিয়োঝা ও অলেগ বিদায় নেয়। স্থির হয়, ভালিয়াই ওদের মধ্যে যোগসূত্র থাকবে। নূতন দৃপ্ত কর্মোন্মাদনা নিয়ে এই একই বয়সী দুটি তরুণ অভিযাত্রী একসঙ্গে পা বাড়ায়।

ভলোদ্যার বাবার মৃত্যুর পরে, যুদ্ধের শুরুতে, স্কুলের শেষ শ্রেণীতে পড়া ছেড়ে দিয়ে, ও ক্রাস্নডনের কয়লার খনিতে কারিকর হিসাবে যোগ দিয়েছিল। আর আর ছেলেরা যখন রক্ষাব্যূহ গড়বার কাজে গেছে, ভলোদ্যা এই কাজই বেছে নিয়েছিল। তারপরেও এ কাজ সে করে

যাচ্ছিল পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য। এর পরই এপেণ্ডিসাইটিসএ সে ভোগে।

জার্মানরা যখন এল, ভলোদ্যার আর ইচ্ছা ছিল না খনির কাজ সে করে। কিন্তু সব কারিকর আর মজুরদেরই জোর করে কাজে যোগ দেওয়ানো হয়েছিল। এই সময়ই কারখানার ফোরম্যান লিউতিকভ্ এর সঙ্গে তার পরিচয়।

লিউতিকভ সামান্য মজুর থেকে ফোরম্যান হয়েছিলেন। নেহাৎ ভালো মানুষ। গোপন সংগঠনের কাজে দক্ষতা কিছু ছিল না, কিন্তু বলশেভিক কর্মীদের সাহায্য করতেন। একে পেছনে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল গোপন কাজে সাহায্য করবার জন্যই। ভলোদ্যা লিউতিকভ্‌কে একদিন বলে ফেলে তার মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষার কথা, সে দলের গোপন কাজে সাহায্য করতে চায়।

পার্টির জেলা কমিটি সরে যাবার সময় ওদের ছাপার টাইপগুলো পার্কে মাটিতে পুঁতে রেখে গিয়েছিল। লিউতিকভ্‌এর হঠাৎ মনে হয় সেগুলোর একটা খোঁজ করা দরকার। কিন্তু জার্মানরা তো বিমানমারা কামান বসাবার জন্য গোটা পার্কটা খুঁড়ে তছনছ করেছে। যদি টাইপ-গুলো এখনও রক্ষা পেয়ে থাকে, সেগুলোকে উদ্ধার করে আনতে হবে। পারবে কি ভলোদ্যা?

জার্মানদের বেড়াজাল থেকে পালাবার চেষ্টা বিফল হবার পর, ফিরে এসে, ঝোরা ভলোদ্যা ও টলিয়া অর্লভএর সঙ্গে খুব মিশে গিয়েছিল। লুসিয়ার সঙ্গেই কেবল বিশেষ বনিবনাও কেন জানি হচ্ছিল না। অসমুখিনদের বাড়ির পাশ দিয়ে সারাদিন জার্মান সৈনিকদের যাতায়াত, তাই ওদের আড্ডা হয়েছিল শহরের বাইরে নিরিবিলি ঝোরাদের বাড়িতে।

সেখানেই তিন বন্ধু পরামর্শের জন্য ঝোরার ছোট্ট ঘরখানিতে এসে

জুটেছে। ঘরে শুধু একখানা বিছানা ও টেবিল। কিন্তু গোটা ঘরখানি ওরা পেয়েছে। এমন সময় কোথা থেকে ময়লা কাপড়, সারা গায়ে ধূলিমাখা, আরও রোগা হয়ে যাওয়া ভানিয়া জেম্‌খভ এসে হাজির। ক্লাভা আর তার মাকে নিঝ্‌নায়া-আলেকসান্দ্রভ্‌কায় পৌঁছে দিয়েই ভানিয়া ছুটে এসেছে এখানে, বাঁড়ি যায়নি এখনও। ও এসেই যেন কাজের উদ্যোগ সবখানি নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়।

টলিয়াকে তখনই পাঠিয়ে দেওয়া হয় কশেভয়দের বাড়ি অলেগএর খোঁজ করে আসতে।

কশেভয়দের বাড়িতে এক তুমুল কাণ্ড। বাইরে সাদোভায়া রাস্তার ফটকে জার্মান সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ বাড়ি থেকে খালিপায়ে এলোচুলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তন্বী মারিনা ছুটে বেরিয়ে এসে কাঠের চালাঘরটায় ঢুকে পড়ে : ও দু.হাতে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদছে ও আর কিছুতে ঘরে ফিরে যাবে না, আর তার চারপাশে ঘিরে পরিবারের সবাই তাকে প্রবোধ দিচ্ছে—'শিশুটার দিকে তাকাতে হবে তো! অলেগের কথা তো ভাবতে হবে!...'

ব্যাপার এই। হঠাৎ সেনাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে তার সহকারীর সাধ হয়েছে ঠাণ্ডা জলে একবার গা রগড়ে নেবে, মারিনাকে হুকুম করে একটা বালতি ও ঘটি ভর্তি করে জল এনে ঘরে রেখে যেতে। মারিনা জল-নিয়ে এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই, হঠাৎ দেখতে পায় লোকটা একটা 'লম্বা শাদা কীটের মত' সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ওর কাছে দাঁড়িয়েছে, উদ্ধত অবজ্ঞা ও কৌতুক নিয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে। মারিনা হঠাৎ এত ভয় পেয়ে যায় যে ওর হাত থেকে জলের ঘড়া পড়ে গিয়ে মেঝে ভেসে যায়, মারিনা ছুটে পালিয়ে যায়।

মারিনা যে এ অবিবেচনার কাজ করেছে, এর কী শাস্তি হয় সবাই যেন তার অপেক্ষা করে আছে। এদিকে বুড়ী ভেরা ছুটতে ছুটতে

রোগা শির-বের-করা হাতে এক বালতি জল বয়ে নিয়ে ঘরে গেছে, মাফ চাইছে, আর জার্মানটা ধমক দিচ্ছে।

অলেগ তিরস্কার করে ওঠে, 'বেশ, তা তুমি কাঁদছ কেন বলো তো? তুমি ভাবছ ও তোমার গায়ে হাত দিতে চাইছিল? মোটেই না। ও যদি এখানে মুনিব হত, ও তোমাকে ছাড়ত না, আর্দালিটাকেও ডাকত। ও সত্যি নাবার জল চেয়েছিল। তোমার সামনে ও উলঙ্গ হতে পেরেছিল, মেয়েদের শালীনতায় যে এ আঘাত করবে এ বোধ কি ওর আছে? এরা যে গরুঘোড়ার শামিল, আর আমরা যে এদের কাছে বুনো জাত, এটুকু বুঝতে পারো না?' আলেগের জ্বালা ধরে যায়, বলে: 'ইচ্ছে করে দাঁত বসিয়ে ওদের কলজে ছিঁড়ে আনি—কিন্তু, না, ওরা তো পশুও নয়, ওরা ইতর! আমরা এখানে বিলাপের আসর বসিয়েছি, যেন মস্ত একটা কিছু ঘটে গেছে! এ আমাদেরও নীচতা। ওই ইতরগুলোকে ঘৃণা করতে শেখো, আজ যদি ওদের ধ্বংস করতে না-ও পারি—অন্তত চোখের জল ফেলে নিজেদের কেন ছোট করি? ওদের দিন আসছে, ওরা জানবে।'

অলেগ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওর সারা অন্তর অস্থির হয়ে উঠেছে।

তৃণভূমির উপরে গ্রীষ্মরাতের বাঁকা চাঁদ দক্ষিণে হেলে পড়েছিল। নিকোলাই ও অলেগ শুতে যায় না, চালাঘরের খোলা দরজায়, আকাশের দিকে তাকিয়ে, নীরবে বসে থাকে। পাশেই স্বাপলিনদের বাড়ি।

বাড়িগুলির ছাদে, ফটকে জার্মান সান্ত্রীটার মাথায়, সবজী ক্ষেতে কপিশাক ও কুমড়ো গাছের পাতায় রূপালি আলো ঝলমল করে উঠছে। গাঢ় নীল আকাশে চাঁদ ভেসে চলেছে। অলেগ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে…জীবন কি আবার অপরূপ হবে?

সেনাধ্যক্ষ ব্যারন ফোন ভেন্‌ৎসেল্‌ আর তার সহকারী বাড়িতে এসে ঢোকে, খট্‌ খট্‌ শব্দ হয়। চারদিকে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সান্ত্রী শুধু টহল দিয়ে ফেরে। কিছুক্ষণ বসে থেকে নিকোলাই'ও শুয়ে পড়ে; কিন্তু অলেগ ঘুমায় না, ওর গায়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, শিশুর মত বড় বড় চোখগুলি ক্লান্তি জানে না।

হঠাৎ চালার পেছনে, সাপলিনদের বাড়ির গায় খশ খশ আওয়াজ, বেড়ার কাছে মুখ এনে কে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে: 'অলেগ···ঘুমিয়ে পড়েছিস্‌? ওঠ্‌।'

অলেগ এক লাফ দিয়ে বেড়া ঘেঁসে দাঁড়ায়, ফিসফিস করে বলে, 'কে?'

'আমি···ভানিয়া···দরজা খোলা আছে?'

'দাঁড়া, আমি আসছি।' সান্ত্রীটা অন্যপ্রান্তে ঘুরে দাঁড়াতেই, অলেগ পাঁচীল ডিঙিয়ে চালাটার পেছনে পাশের বাড়ির বাগানে গিয়ে পড়ে। চালাঘরের আড়ালে গাছগাছড়ার ঝোপে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছে ভানিয়া, ঝোরা, আর ভলোদ্যা অসমুখিন।

'তোর এখানে আসা এক ঝকমারি, সব দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল!' ঝোরা পরিচয় করিয়ে দেয়, 'এই আমাদের বন্ধু ভলোদ্যা, ভরোসিলভ স্কুলের। আমাকে যেমন বিশ্বাস করিস, একেও তাই করবি।'

অলেগ ভানিয়া ও ঝোরার মাঝখানে শুয়ে পড়ে। 'কে জানত, তোরা এই বেঘোর রাতে এখানে চলে আসবি?' অলেগ দাঁত বের করে হাসতে থাকে। 'হ্যাঁ, ভাই ভানিয়া, ওদের রেখে এসেছিস তো?' ফিস্‌ফিস্‌ করে শুধোয় ক্লাভার কথা।

'ওরে, আমি রাতটা এখানে থাকতে পারব তো? এখনও বাড়ি যাইনি, কে জানে হয় তো জার্মানরা এসে গেছে ওখানে,' ভানিয়া বলে।

ঝোরা রাগ করে বলে, 'তোমাকে আমাদের বাড়ি থাকতে বলিনি?'

কিন্তু ভানিয়ার অলেগএর সঙ্গে অনেক কথা আছে। ও একলা থাকতে চায়।

ভানিয়া অলেগএর কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'ভারি সুখবর আছেরে। ভলোদ্যা গোপন সংগঠনের কর্মীর দেখা পেয়ে গেছে : একটা কাজও পেয়েছে। বলো, ভলোদ্যা, নিজেই বলো।'

অলেগ উত্তেজনায় ভরে ওঠে। ভলোদ্যার মুখের উপর প্রায় মুখ নিয়ে গিয়ে, ওর ছোট ছোট কালো চোখের মধ্যে চোখ রেখে, প্রশ্ন করে :

'কী করে পেলে? কে সে?' অলেগএর ভাবনা ভাল্‌কোকে নিয়ে, ধরা পড়ে যায় নি তো জার্মানদের হাতে?

ভলোদ্যা একটু ভড়কে যায়, পরক্ষণে দৃঢ়স্বরে বলে, 'ওর নাম বলবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু কাজটা এখনই শুরু করে দিতে চাই। আরও লোক দরকার। টলিয়াকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না, ও এত কাশে।'

অলেগ একটু ভাবে। রাতের বেলা পার্কের কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে? এমনিতেই জ্যোৎস্নাতে সব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পার্কের মধ্যে কোথায় কী আছে দূর থেকে কিছু বুঝতে পারা যাবে না।

স্থির হয়, দিনের বেলাই পার্কের চারদিকের চারটা রাস্তায় এক এক সময় এক এক জন করে গিয়ে লক্ষ্য করে আসবে কোথায় মাটির নিচে আশ্রয়স্থান গড়েছে, বিমানমারা কামান ও মোটরগাড়িগুলিই বা কোথায় রেখেছে। সবাই একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয় কাজটা একটু বিলম্বিত হয়ে গেল বলে। কিন্তু অলেগএর কথাই সব চেয়ে যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। ঝোরা, ভলোদ্যা তেমনি চুপিসাড়ে চলে যায়।

পাশাপাশি ভানিয়া ও অলেগ শুয়ে। দিগন্তলীন প্রান্তরের আকাশে চাঁদ ঝুঁকে পড়েছে। পাঠক, কখনও কি গভীর দুঃখ অনুভব করেছ; রাতে মহা অরণ্যে কি পথ হারিয়েছ, পরম বন্ধুরা কি তোমাকে

বিপদে পরিত্যাগ করেছিল ? তা হলে বুঝবে, সংগ্রামের মুখোমুখি সহকর্মী যখন হাত বাড়িয়ে দেয় হাতে গভীর বিশ্বাসে, অনড় নিষ্ঠায় ও নির্ভরশীলতায়—কি অপূর্ব্ব সাহস, উদ্বুদ্ধ সুখ ও শক্তি দুলে ওঠে বক্ষে : তুমি জানো তোমার পাশে আর একটি হৃদয় জেগে আছে একই আত্মদানের দীক্ষায়…। ক্ষীণদৃষ্টি, দৃপ্ত, প্রাণ-উজ্জল ভানিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে অলেগএর হৃদয় ভরে ওঠে।

'ভানিয়া, এলি শেষ পর্যন্ত !' অলেগ ভানিয়ার দুটি বাহু আঁকড়ে ওকে টেনে এনে বুকে জড়িয়ে ধরে।' 'জানিস্ তো-তোর জন্ত ভারি মন কে-কেমন করেছিল,' অলেগ একটু তোতলায়।

'আরে ছাড় ছাড়, পাঁজর ভেঙে ফেলবি ; আমি মেয়েছেলে নাকি ?' হাসতে হাসতে ভানিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

অলেগ চোখে দুষ্টুমি ভরে বলে, 'তুই আঁচলে বাঁধা পড়ে গেছিস, আমি জানি।' অলেগএর ভারি আনন্দ হয় ভানিয়াকে জ্বালাতে, আর ভানিয়ার সুখে অলেগও সুখী।

ক্লাভা সত্যি বড় ভালো মেয়ে। ও প্রাণভরে ভানিয়াকে ভালোবেসেছে। ভানিয়ার উনিশ বছরের জীবনে ও যা কিছু ভেবেছে লিখেছে জেনেছে—নিঝ্নায়া-আলেকসান্দ্রভ্কায় এ ক'দিন ক্লাভাকে সব কিছুই বলেছে। ক্লাভা নিরুত্তরে সব শুনেছে, দ্বিমত প্রকাশ করেনি মুহূর্তও। ভানিয়ার পথই ক্লাভার পথ। ভানিয়াই বা ওদের ছাড়ে কী করে ?

অলেগ বলে, 'বড় ভাবনা হচ্ছে, ভালকোর কী হল জানি !'

এবার চালার ভিতরে চলে আসে ওরা, জামাকাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়ে। অন্ধকারে ফিস্ফাস্ তখনও চলেছে। মাঝে মাঝে ওরা বলে উঠছে, 'আর না, এবার চুপ, একটু ঘুমোতে হবে তো…।' কয়েক মুহূর্ত যায়। আবার ফিস্ফিস্।

অলেগ ধড়ফড় করে জেগে ওঠে; মামা কলিয়া ওকে ডাকছে, চোখগুলি কৌতুকে হাসছিল: 'কিরে পোষাক পরেই ঘুমিয়েছিস যে?' তখন ভোর হয়ে গেছে, ভানিয়া সরে পড়েছে।

'জানো, মামা, ঘুম এসে যোদ্ধাকে জয় করে নিল...' অলেগ তামাশা করে বলে।

কলিয়া: 'বটে, যোদ্ধা সব? জেম্‌খভ্‌এর সঙ্গে তাই নিয়েই গুজগুজ হচ্ছিল? আমি সব শুনেছি।'

'সব শুনে ফেলেছ?' অলেগ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। 'তবে ঘুমের ভাণ করে আমাদের সামনে পড়ে রইলে কেন? তুমি এরকম করবে ভাবতে পারিনি।'

কলিয়া ধীরে ধীরে বলে, 'তোদের ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নি। তাছাড়া আমার সম্বন্ধে তুই অনেক কিছুই ভাবতে পারিস্ নি। এই জার্মানদের চোখের উপরেই মেঝের নিচে আমার কাছে একটা বেতার-যন্ত্র আছে, জানিস?'

অলেগ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, 'কী বললে? তুমি সোভিয়েৎ কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দাওনি সেটা, লুকিয়ে রেখেছিলে?'

কলিয়া: 'এখন ভাবছি, দিইনি সে ভালোই করেছি। দিলে তো জার্মানদের হাতেই পড়ত এতদিনে, সরানো তো আর যেত না। তাছাড়া, ওটা বেশ দামী একটা যন্ত্র, আমাকে ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। কাল রাতে তোদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, এ তোদের কাজে বেশ লাগতে পারে।'

অলেগ লাফিয়ে ওঠে, 'মামা, তুমি মহান্! এসো তো তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে নিয়ে, এক দান দাবা খেলে নেওয়া যাক, সকালের খাবার খাওয়ার আগেই।'

আজকাল কাজের তাড়া নেই। জার্মানদের জন্য কে খাটবে?

সেই মুহূর্তে বাইরের ফটকে অলেগ ও কলিয়া শুনতে পায়—একটি মেয়েলি কণ্ঠ-স্বর ঝংকৃত হয়ে ওঠে :

'এই কুষ্মাণ্ড ! অলেগ কশেভয়দের এই বাড়ি ?'

সান্ত্রী বলে, 'ভাস্ জাগ্স্ত্ দ্ (কী বলছ তুমি) ? ইথ্ ফেরশ্তেয়ে নীথ্ত্ (আমি বুঝছিনে) !'

আবার মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ : "দেখো, নিনা, ওটার মাথায় কিছু নেই। আমাদের ভাষা একবিন্দু বুঝতে পারছে না। চলো ভেতরে ঢুকে পড়ি, বা কুশ কাকেও ডাকি।'

কলিয়া ও অলেগ ততক্ষণে চালা থেকে মাথা বের করে দেখছে। দুটি মেয়ে হতবুদ্ধি সান্ত্রীটার সামনে দাঁড়িয়ে। যে মেয়েটি এতক্ষণ কথা বলছিল তার গায়ে চোখে-পড়ে গোছের তৈরি একটা ফ্রক—আশমানি রঙের চীনা-সিল্কের জমিতে লাল সবুজ হলদে রঙের নানা ফুল ও লতার বুটি তোলা। কপাল থেকে ঢেউখেলানো সোনালি চুল পেছনে গলায় ঘাড়ে কোঁকড়ানো হয়ে নেমে গেছে, মনে হয় বেশ সময় নষ্ট করেই দুখানা আয়না দুদিকে নিয়ে এই বাহার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে সকালের রোদ এসে পড়েছে।

ফ্রকটা গায়ে বেশ মানিয়েছিল, হিল-তোলা জুতোয় হলদেমতন পাটল রঙের মোজা পরা সুন্দর পা দুখানির উপরে এসে উড়ে পড়ছিল। সবটা মিলিয়ে একটি অদ্ভুত উজ্জল, ক্ষিপ্র, স্বচ্ছ সহজ স্বাভাবিকতার ছাপ এঁকে দিয়েছে।

মেয়েটি ফটকে ঢুকতে চাইছিল, আর টমিগান হাতে সান্ত্রীটা আর এক হাত দিয়ে আগলে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটি একটুও ভেবড়ে না গিয়ে, ছোট্ট হাতের একটি চাপড়ে লোকটার হাত সরিয়ে দিয়ে, সটান ফটকে ঢুকে যায়। সঙ্গী তরুনীটিকে এবার বলে :

'চলে এসো, নিনা। চলে এসো…'

নিনা ইতস্তত করছে। সান্ত্রীটা এবার টমিগান গলায় ঝুলিয়ে রেখে, দুহাতে ফটক আগলে দাঁড়িয়েছে। ওর মুখে বোকার মত একটা হাসি—ভাবখানা, ও ওর কর্ত্তব্য তো করছে, আবার ভাবছে এরা নিশ্চয়ই এদের কেউ হবে।

ইতিমধ্যে অলেগ চালা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়। বলে : 'এই যে আমিই কশেভয়, এসো ভেতরে এসো…'

মেয়েটি নীল চোখ তুলে অলেগের দিকে একবার তাকায়, পরক্ষণেই একছুটে ফটক পেরিয়ে আসে।

অলেগ দাঁড়িয়ে থাকে। ওর চোখে যেন একটা নীরব প্রশ্ন : 'তোমরা কেন এসেছ আমাকে খুঁজতে? কী কাজ বা তোমাদের?' মেয়ে দুটি ওর কাছে এগিয়ে এসে ওকে এরকম করে খুঁটে দেখতে থাকে যেন কোনও ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে।

অবশেষে, নীল ফ্রকপরা মেয়েটি যেন আপন মনেই বলে, 'হ্যাঁ, অলেগ ঠিক…।' একটা চোখ যেন একটু টিপে অলেগকে বলে, 'আমরা তোমার সঙ্গে একলা কথা বলতে চাই।'

অলেগ একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় ভরে উঠেছে। ওদের ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে কলিয়াকে বসে থাকতে দেখে, ওরা সন্দেহাতুর হয়ে অলেগের মুখের দিকে তাকায়।

অলেগ বলে, 'ওকে আমার মতনই বিশ্বাস করা যেতে পারে।'

'তাই কি? আমরা এসেছি বলে ভালোবাসার কথা বলতে, নারে নিনা?' মেয়েটি লঘু তামাসা করে বলে ওঠে ওর বন্ধুকে।

এবার সঙ্গের মেয়েটির দিকে সবাই ফিরে তাকায়। ঘন কালোচুল ঢেউ খেলে ঘাড়ের উপর পড়েছে, রোদেপোড়া গায়ের রঙ, গোলগোল মুখ, সরু নাক, নিটোল দুটি হাত, বাঁকা ভুরু, বড় বড় বাদামি চোখ, সন্নত দৃষ্টি আর আনত ললাটরেখা—সবকিছু মিলিয়ে একটি সরলা, দৃঢ়মনা,

ভাবপ্রবণ মেয়ের ছবি ফুটে উঠেছে। অলেগ সমস্ত কথার মধ্যেও ফিরে ফিরে অজানিতেই ওর দিকে তাকাচ্ছে, ওর উপস্থিতি যেন ভুলতে পারছে না।

কলিয়ার পায়ের শব্দ অঙ্গনের প্রান্তে মিলিয়ে গেলে, নীল ফ্রকপরা মেয়েটি মুখ খোলে :

'আন্দ্রেঈ খুড়োর কাছ থেকে আসছি…'

অলেগ একটু চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বলে, 'তোমার কলজে আছে বটে…অই জা-জার্মানটা!'

'ও কিছু নয়। জার্মানরা মার খেতেই পছন্দ করে!' মেয়েটি হাসে।

'তু-তুমি কে বলো দিকি?'

'লিউবা!'

লিউবা শেভ্‌ৎসোভা ও আরও কিছু তরুণতরুণীকে যুদ্ধের শুরুতেই গেরিলা যোদ্ধাদের সহকারী হিসেবে কাজ করবার জন্য শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে রেখে যাওয়া হয়েছিল। লিউবা যুদ্ধ-হাসপাতালে কাজ চালাবার উপযোগী চিকিৎসাবিদ্যা শিখে নিয়েছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল, এমন সময় ওকে বেতারবিদ্যা শেখবার জন্য ভরোশিলভ্‌-গ্রাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

° ° °

বেতারবিদ্যা শেখবার সঙ্গী ছিল ক্রাস্নডনেরই এক কমিউনিষ্ট নওজোয়ান লেভাশভ্‌। আশ্চর্য, এই লেভাশভকেই ছেলেবেলায় ও কোলে কাঁখে করেছে। আর সে-ই কিনা লিউবার প্রেমে পড়ে গেল। লিউবার অদ্ভুত লাগত, সে সাড়া দিত না। লেভাশভ দেখতে মন্দ ছিল না। কিন্তু ও মেয়েদের মন কাড়তে জানত না, চুপচাপ লিউবার দিকে তাকিয়ে ওর সামনে কাঙালের মত বসে থাকত, লিউবা বিদ্রূপে ও যন্ত্রণায় ওকে জর্জরিত করত।

ওখানে পড়বার সময়েই, পড়ুয়ারা একে একে খশতে থাকে। সবাই জানত, ওদের পড়া সাঙ্গ হবার আগেই ছাড়িয়ে নিয়ে শত্রুর দখলি এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

মে মাসের এক গুমোট সন্ধ্যা। পার্কেও অসহ্য গরম। জ্যোৎস্না এসে ফুলন্ত আকেশিয়া গাছগুলির উপরে ছড়িয়ে পড়েছিল, জায়গাটা গন্ধে ভুরভুর করছিল। কিন্তু লিউবার ভালো লাগছে না, ও চায় সারাক্ষণ হৈচৈ এর মধ্যে থাকতে। লেভাশভকে বললে, চলো না সিনেমায় যাওয়া যাক, নাহয় তো চলো লেনিনস্কায়া রাস্তায় বেড়িয়ে আসি।

লেভাশভ বলত, 'কি চমৎকার এখানে তাকিয়ে দেখো ; তোমার কি ভালো লাগছে না ?' ওর চোখ আধো অন্ধকারে জ্বলতে থাকত।

লেভাশভ লিউবার কথা রাখবে না, অই বাগানে ঘুরতে ঘুরতে লিউবার বিরক্তি ধরে যেত।

এই সময়ে একদল ছেলেমেয়ে হাসি হল্লা করতে করতে পার্কে এসে ঢোকে। ওদের মধ্যে লিউবার আর একটি ভক্ত সতীর্থ বোর্কা ডুবিন্‌স্কিও রয়েছে। বোর্কা কথা বলতে গল্প জমাতে ওস্তাদ।

লিউবা ডাকল, 'বোর্কা !'

বোর্কা ঠিক চিনলে, ওদের কাছে ছুটে এল।

'এরা কারা তোমার সঙ্গে ?' লিউবা জিজ্ঞেস করে।

'এরা ছাপাখানার কাজ শিখছে। ডাকব ? আলাপ করবে ?'

'নিশ্চয় !' লিউবা মুহূর্তে জমিয়ে নেয় সবার সঙ্গে। সবাইকে টেনে নিয়ে চলে লেনিনস্কায়া রাস্তার দিকে।

লেভাশভ অভিমান করে থাকে। ও ওদের সঙ্গে যাবে না। লিউবা বুঝতে পারে লেভাশভ আঘাত পেয়েছে। কিন্তু লিউবা গ্রাহ্য করে না। ও বোর্কা ডুবিন্‌স্কির হাত ধরে একসঙ্গে ছুটতে ছুটতে পার্কের বাইরে চলে যায়।

পরদিন লেভাশভকে আর দেখা যায় না। খাবার সময়ে আসেনি, ক্লাসে যায় নি, রাত্রে খাবার সময়ও হস্‌টেলে ফিরে এলো না। লিউবা মাথা ঘামায় না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাটা বাড়ির জন্য ওর ভারি মন কেমন করে: ওর বাবা…মা…আর যেন ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। ওর বিছানায় ও একলা একলা পড়ে থাকে। হসটেলে ওদের ঘরে আরও চারটি মেয়ে, ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালা থেকে নিষ্প্রদীপের কালো পর্দাটা সরিয়ে দেয়। এক ফালি জ্যোৎস্না এসে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন রাতে লিউবা আর ঘুমায় না।

পরদিন লিউবা লেভাশভকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে।

জুলাইএর এক দিনে লিউবাকে গেরিলা সদর দপ্তরে ডেকে নেওয়া হয়। যুদ্ধের খবর ভালো নয়। লিউবাকে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ক্রাস্নডনে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে, সেখানে তাকে পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। জার্মানরা যদি ইতিমধ্যে এসে পড়ে, তাকে সন্দেহ বাঁচিয়ে চলতে হবে। কামেন্নিব্রদ্‌-এর একটা ঠিকানা তাকে দেওয়া হল, যদি তাকে চলে আসতে হয় সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে।

লিউবা তার পোঁটলা গুছিয়ে নিয়ে, প্রথম লরীতেই ক্রাস্নডন চলে এসেছিল।

° ° °

ভালকো ক্রাস্নডনেই ছেলেবেলা কাটিয়েছিলেন। পথঘাট তার জানাই ছিল। কিন্তু দিনের বেলা তিনি আর শহরে ঢুকলেন না, মাঠেই ঘাসের মধ্যে শুয়ে কাটিয়ে দিলেন। অন্ধকার হয়ে গেলে, শেভ্‌ৎসোভ্‌দের বাড়ির দিকে চললেন।

শেভৎসোভদের বাড়িতে কি জার্মানরা রয়েছে? ভালকো জানেন না। তাই পেছনের বেড়া ডিঙিয়ে বাড়ির অঙ্গনে ঢুকে পড়েন, আর বাইরের

চালাঘরগুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু কাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ পরে, শেভৎসোভের স্ত্রী ইয়েভ্ক্রসিনিয়া মিরণভ্না বেরিয়ে এলেন। ভালকো চিনতে পেরে এগিয়ে যান।

'এ কে?' ইয়েভ্ক্রসিনিয়া মৃদুস্বরে বলে ওঠেন।

ভালকোর মুখে কাদামাটি মাখা। কাছে মুখ নিয়ে যেতেই গৃহকর্ত্রী চিনতে পারেন: 'তুমি?…কিন্তু সে…' কুয়াশা-জড়ানো জ্যোৎস্নায় বুঝতে পারা গেল না ওর মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে যায়।

ভালকোকে দুঃসংবাদ জানাতে হবে। ধরা গলায় ভালকো বলেন, 'ঘরে জার্মানরা নেই তো? নেই…চলো, ভিতরে চলো। আর আমার নাম ধরে ডেকো না…আন্দ্রেঈ খুড়ো, বুঝলে?'

লিউবা—সে লিউবা নয়, ফিনফিনে ফ্রক আর হিলতোলা জুতো পরে ক্লাব-রঙ্গমঞ্চে যাকে দেখা যেত—খালিপায়ে খাটো স্কার্ট সাধারণ ব্লাউজে ঘরের আটপৌরে লিউবা বিছানার পাশে বসে সেলাই করছিল, উঠে দাঁড়ায়। সোনালি চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গলায় ঘাড়ের দুপাশে। ভালকোকে এসময়ে দেখে সে আশ্চর্য হয়নি, কিন্তু তার বাবা কোথায়? নীরবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে-ও।

ভালকো ওর চোখের দিকে তাকাতে পারেন না। ঘরের চারদিকে চাইতে থাকেন। বেশ সচ্ছলতার পরিচয় রয়েছে ঘরটিতে। লিউবার শিয়রের দিকে দেয়ালে টাঙানো একটা হিটলারের ছবির দিকে ওর নজর পড়ে।

লিউবার মা লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, 'কিছু খারাপ মনে করো না, কমরেড ভালকো।'

ভালকো তাকে শুধরে দেন, 'আন্দ্রেঈ খুড়ো।'

'হ্যাঁ… আন্দ্রেঈ খুড়ো,' ইয়েভ্ক্রসিনিয়া বলতে থাকেন, 'দুটো জার্মান অফিসার ছিল এই ঘরে, এই বিছানাতেই। আমি আর লিউবা

পাশের ঘরে থাকতাম। আজ সকালেই ওরা নভোচের্কাস্ক্ চলে গেল। ওরাই টানিয়েছিল ওটা।'

লিউবা ঘৃণার সঙ্গে একবার তাকায় হিটলারের ছবিটার দিকে।

মা বলে চলেন, 'ছুটো অফিসার এসে অবধি মেয়েটার পেছনে লেগেছিল। ওকে বিস্কুট চকোলেট এনে দিত। আর ও তাই নিত। কিন্তু পরক্ষণেই নাক সিঁটকাত, ওদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত। ও কোথায় এ সব শিখলে আমি ভেবে অবাক। আমি কিছু বললে, লিউবা বলে এদের সঙ্গে এরকমই করতে হয়। জানো, কমরেড ভালকো...'

'আন্দ্রেঈ খুড়ো,' আবার ভালকো শুধরে দেন তাকে।

'হ্যাঁ, আন্দ্রেঈ খুড়ো..., লিউবা আমাকে কী বলেছিল জানো? আমি হব ওর বাড়ির মুখ্য দাসী, আর ও সাজবে অভিনেত্রী। ও বলবে, ওর বাবা ছিলেন একজন খনি ও শিল্পের মালিক, তাতেই সোভিয়েৎ হবার পর ওকে সাইবেরিয়া পাঠায়। শোনো মেয়ের কথা!'

মা যখন এসব বলছিলেন, লিউবা সেলাই হাতে একটা অদ্ভুত স্মিতহাসি মুখে মেখে ভালকোর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লিউবা কি ঠিক করে নি?

কিন্তু এবার ইয়েভ্‌ফ্রসিনিয়ার সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল। মাঝবয়সী ইয়েভফ্রসিনিয়ার শরীর খুব ভালো ছিল না। এতক্ষণ সব কথার মধ্যে তিনি ভালকোর চোখের দিকে মিনতিভরে মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিলেন, যেন একটা অমোঘ মুহূর্তকে একটা দুঃসহ সংবাদকে বিলম্বিত করতে চান। এবার প্রত্যাশায়, ভয়ে, হতবুদ্ধির মত ভালকোর চোখের দিকে একান্তভাবে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

'আচ্ছা, ইয়েভ্‌ফ্রসিনিয়া মিরনভ্‌না,'—ভালকোর গলা বসে যেতে থাকে, 'তোমার স্বামীর কিছু সাধারণ জামাকাপড় নিশ্চয়ই রেখে গিয়েছিল

এখানে, আমার পরণের এগুলো বদলে ফেলতে হবে, দেখছ না…'
মৃদু হেসে ভালকো থামেন।

ভালকোর কথা বলার ধরণ অদ্ভুত ঠেকে। ইয়েভক্রসিনিয়ার মুখ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। লিউবার হাত থেকে সেলাই খসে পড়ে যায়।

'কী হয়েছে ওঁর ?' ইয়েভক্রসিনিয়ার স্বর যেন ভেঙে পড়ে।

ভালকো শক্ত হয়ে শান্তস্বরে বলেন, 'ইয়েভক্রসিনিয়া মিরনভ্না! লিউব্কা! এ খবর আমাকেই বয়ে আনতে হবে কে ভেবেছিল, তোমাদের সান্ত্বনা দেবার আমার কিছু নেই। তোমার স্বামী, লিউব্কা—তোমার বাবা, আমার বন্ধু গ্রিগরী ইলীচ্ বোমা পড়ে মারা গেছেন… আমরা ওকে ভুলব না!…'

নিঃশব্দে ওড়নার প্রান্ত দিয়ে চোখ ঢাকেন ইয়েভ্ক্রসিনিয়া, নীরবে কাঁদতে থাকেন। লিউবার মুখ মড়ার মত শাদা হয়ে গিয়েছিল। খানিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, হঠাৎ কে যেন ওর দেহের আশ্রয় কেড়ে নিয়েছে, ভেঙে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

জ্ঞান হলে লিউবা, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে, অন্ধকারে বুকে টেনে এনে, আদর করতে থাকে, সান্ত্বনা দেয় :

'জানো, মা, কেঁদো না। এবার তো আমি উপযুক্ত হয়েছি। জার্মানদের আমরা তাড়িয়ে দেবো, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, আমি এক বেতারকেন্দ্রে কাজ নেবো। আমি মস্ত বড় বেতারযন্ত্রী হবো, আমাকে একটা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ করে দেবে। তোমাকে নিয়ে সেখানে থাকব। আমাদের ঘরখানি হবে সুন্দর পরিচ্ছন্ন। তুমি নিরিবিলি ভালবাসো, সেখানে—জানো—ভারি শান্ত সব কিছু, টু শব্দ হতে পারে না। আমরা দুজনে সেখানে থাকব। ছোট বাগানটায়, আমি গোছা গোছা দুর্ব্বা লাগিয়ে দেবো। আমাদের যখন কিছু পয়সা হবে, কিছু মুর্গিছানা এনে পুষব,' লিউবা অনর্গল বলে যায়।

দ্বারে যেন কিসের শব্দ হয়। জার্মান নয় তো? মা ও মেয়ে আলিঙ্গন শিথিল করে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু লিউবা জানে জার্মানরা এলে ওরকম টোকা মারত না। জানালার কাছে ছুটে গিয়ে পর্দা একটুখানি ফাঁক করে, লিউবা দেখতে পায়: চাঁদ ডুবে গিয়েছে, অন্ধকারে তিনটি মানুষের মূর্তি, একটি পুরুষ একবারে জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, আর অদূরে দুটি তরুণী।

লিউবা চেঁচিয়ে বলে, 'কী চাই?'

পুরুষটি জানালার কাচে মুখ নিয়ে আসে। লিউবা চিনতে পারে। একটা কান্না ওর গলায় থরথর করে ওঠে। এই দিনে ও এসেছে, এই মুহূর্তে, ওর জীবনের পরম বেদনার্ত ক্ষণে!...

লিউবা আর জানে না—ও কী করে ঝড়ের মত ছুটে বাইরে গিয়েছিল, তেমনি অশ্রুসিক্ত অসম্বৃত ক্ষণপূর্বে মায়ের আলিঙ্গন-উষ্ণ কাতর বক্ষে আগন্তুক যুবকের কণ্ঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

যুবকের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, ওর হাত ধরে, ওকে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে। এ লেভাশভ, দাড়ি গোঁফ কামানো হয়নি কতকাল, পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল যেন গাড়িচালক বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রী হবে।

সঙ্গী দুটি মেয়ে, অলিয়া আর নিনা ইভান্ত্সভ্। অনেকেই এদের দুবোনকে লিলিয়া আর তনিয়া ইভানিখিন্-দের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত ওদের চেহারায় এত মিল ছিল। লিলিয়া এক চিকিৎসকদলের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে পড়েছিল। লিলিয়া বেশ সুন্দরী ছিল। লোকে তামাশা করে বলত: 'ইভান্ত্সভ্দের মধ্যে যদি সুন্দরী কাকেও চোখে পড়ে, তবে জানবে সে ইভানিখিন।' মানে লিলিয়া!

দেয়ালে টাঙানো হিটলারের ছবিটার দিকে ওরা মুখ বেঁকিয়ে তাকায়। এই মেয়ে লিউবা?

অলিয়া আর নিনা রাত্রিটা থাকতে রাজি হয় না। ওরা নিজেদের বাড়ি চলে যায়। যদি জার্মানরা এসে থাকে ওদের বাড়িতে? তা হোক, ওরা ভয় পাবার মেয়ে নয় অই পশুগুলোর মুখোমুখি হতে।

লিউবা জানালার কালো পর্দাটা সরিয়ে নিয়ে, আলোটা নিভিয়ে দেয়। ঘরের ভেতরটা ধূসর অন্ধকার হয়ে যায়। জানালা, আসবাবপত্র, মুখগুলি আবছা দেখায়।

'মুখহাতটা ধোও?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই, লিউবা বাইরে থেকে এক বালতি ও ঘটি ভর্তি জল ও সাবান নিয়ে আসে। 'আহা, গায়ের জামা খুলে ফেলো, এত লজ্জা করতে হবে না!'

সেভাশভ যখন হাত ও মুখের ময়লা ধুয়ে ফেলছিল, জলের রঙটা অবধি কালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লিউবার বেশ লাগছিল দেখতে ওর প্রকাণ্ড পিঠটা আর বলিষ্ঠ পেশীগুলির সঞ্চালন। রোদে-পোড়া কাঁধ, সুন্দর কান দুটি, মুখের দৃঢ় গঠন, প্রায় জোড়-বাঁধা ভুরুদুটির অপরান্ত উধাও হয়ে কপালের গভীর রেখায় গিয়ে মিশেছে—সেভাশভ যখন বলিষ্ঠ হাত দিয়ে রগড়ে মুখ ধুয়ে ফেলছিল আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে লিউবার দিকে হাসিভরে তাকাচ্ছিল, লিউবা মুগ্ধ হয়ে দেখছিল।

'ইভান্তসভদের সঙ্গে কোথায় তোমার দেখা হল?' লিউবা শুধোয়।

সেভাশভ জল ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুখ ধুচ্ছিল, কোনও জবাব দেয় না।

লিউবা আবার বলে, 'তুমি ফিরে এসেছ, তার মানে আমাকে বিশ্বাস করো তো? কথা বলছ না কেন? আমরা কি একই পথের সঙ্গী নই?'

'একটা তোয়ালে আছে, দিতে পারো? ধন্যবাদ···,' সেভাশভ বলে।

লিউবা নীরব হয়ে যায়, আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। ওর নীল চোখগুলি নিঃসাড় হয়ে পড়ে। ও নীরবে স্টোভ জেলে খাবার করে টেবিলে সাজিয়ে দেয়, কিছু ভদ্‌কাও ঢেলে দেয়।

লেভাশভ লুব্ধ হয়ে খেতে থাকে। হেসে বলে, 'কয়েকমাস ভালো করে খাওয়া হয়নি।' আপন মনে যেন আবার বলতে থাকে

'তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি···হঠাৎ চলে এলাম।···তুমি কি একা এখানে? তোমার মা বাবা কোথায়?'

'তা জেনে তোমার কী হবে? খাও, আরও কিছু খাও,' লিউবা ভেঙে পড়তে চায়। লেভাশভ আর ওকে বিশ্বাস করে না। সের্গেঈ লেভাশভ তো ওকে জানত, লিউবা কি এতই লঘু প্রকৃতির মেয়ে?

''ধূমপানের কিছু ব্যবস্থা কি আছে তোমাদের?' লেভাশভ শুধোয়।

'দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি,' লিউবা উঠে যায়। গত বছরেও ওর বাবা কিছু তামাক করেছিলেন ঘরে, তাই শুকিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে রেখেছিলেন, পাইপ খেতেন তিনি। রান্নাঘর থেকে তাই কিছু এনে দেয়।

ওরা আবার নীরব হয়ে বসে থাকে, লেভাশভ ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে তোলে। পাশের ঘরেও সব স্তব্ধ, কিন্তু লিউবা জানে এই রাতে ওর মায়ের ঘুম নেই, তিনি নিঃশব্দে কাঁদছেন।

বাইরে কুয়াশার আড়ালে একটা গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়ে। রাত শেষ হয়ে গেছে।

লেভাশভ বলে :

'তোমাদের যেন একটা কী হয়েছে। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়। তোমাকে এর আগে তো কখনও এরকম দেখিনি,' সের্গেঈ লেভাশভএর কথায় একটা গভীর দরদ ধরা পড়ে, ওর চোখের দৃষ্টিও যেন ভারি কোমল হয়ে এসেছে।

'এসময়ে সবার ঘরেই তো অশান্তি,' লিউবা বলে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য থেকে লেভাশভ যেন গভীর দুঃখের স্বরে বলতে থাকে : 'তুমি যদি জানতে এ ক'দিনে কত রক্ত দেখেছি! বিমান থেকে

আমাদের স্তালিনো জেলায় নামিয়ে দেওয়া হয়। স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু নির্দিষ্ট কর্মীদের কারও সাক্ষাৎ মিলল না। তার মানে এ নয় যে ওরা সব দলত্যাগ করেছিল, বিন্দুমাত্র যাকে সন্দেহ হয়েছে জার্মানরা গুলি করে মেরেছে। খনিগর্ভগুলি শবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।…আমরা কাজ করে যেতে লাগলাম। কিন্তু একদিন আমার সঙ্গী ধরা পড়ে গেল। ওর হাত দুটো ভেঙে দিয়ে জিভটা কেটে নেওয়া হল। আমারও অই দশা হত, কিন্তু স্তালিনোর রাস্তায় নিনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নিনা আর অলিয়াকে যোগাযোগের কাজে স্তালিনোতে পাঠানো হয়েছিল, স্তালিনো আঞ্চলিক কমিটি তখন ক্রাস্নডনে থেকে কাজ চালাচ্ছিল। কিন্তু জার্মানরা ডন পার হয়ে গেছে যেদিন শুনলাম, আমাদের এখানে ফিরে আসতে হল। ক্রাস্নডনে আর স্তালিনো আঞ্চলিক কমিটি নেই একথা জানাই ছিল, তবু নিনা ও অলিয়াকেও ফিরে আসতে হল।'

'এক একবার তোমার কথা ভেবে পাগল হয়ে গেছি, লিউবা,' ওর বক্ষ ভেদ করে যেন কথাগুলি বেরিয়ে আসে, 'মনে হতে লাগল, তোমাকেও যদি আমাদের মতন শত্রুর অধিকৃত এলাকায় একা ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে, কী হবে? তুমি হয় তো ধরা পড়ে গেছ, জার্মানরা তোমাকে মৃত্যুযন্ত্রণা দিচ্ছে ওদের কারাগারে…' লেভাশভের স্বর বন্ধ হয়ে যায়, চোখগুলি একটা উন্মত্ত আবেগে জ্বলতে থাকে।

'সের্গেঈ! সের্গেঈ!' লিউবা থরথর করে ওঠে, দুহাতে মুখ গুঁজে বসে পড়ে, সোনালি চুলগুলি মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। লেভাশভ ওর কর্কশ, শিরা-বের করা হাতখানি লিউবার হাতে চুলে বুলিয়ে দেয়।

মাথা না তুলে, ধীরে ধীরে লিউবা বলে যায়: 'আমাকে এখানে থাকতে বলা হয়েছিল…আজ এক মাস হয়ে যায়—আমি নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে আছি, কিন্তু কই, কেউ এলনা কোনও সংবাদ নিয়ে।

জার্মান অফিসারগুলি এখানে এসে মাতাল হয়ে থাকে, আমি ছলনা করে চলেছি ওদের সঙ্গে। এই প্রথম আমার জীবনে আমি ছলনা করতে শিখেছি। ক্লেদাক্ত হয়ে গেছে মন। ...কাল লোকেরা এসে বলেছে ডনেৎসের পারঘাটায় জার্মানদের বোমায় আমার বাবা মারা গেছেন,' লিউবা তার গাঢ় রক্তবর্ণ ঠোঁটগুলি দাঁতে চেপে ধরে।

তৃণভূমির উপরে সূর্য উঠে আসছে, শিশিরভেজা ঘরের ছাদগুলি ঝলমল করে ওঠে। লিউবা মাথা পেছনে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে কোঁকড়া চুলগুলি মুখ থেকে সরিয়ে দেয়।

'এবার তোমার যাবার সময় হল। কী করবে ভাবছ?'

সের্গেঈ হেসে বলে, 'তুমি যা করবে। তুমিই তো বললে, আমরা একই পথচলার সঙ্গী।'

লেভাশভ উঠোনের ভিতর দিকে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। লিউবা তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নিয়ে সাধারণ পোশাক পরে নেয়। ওকে বুড়ো ইভান গ্নাতেংকো-র কাছে যেতে হবে, গলুবিয়াৎনিকি গ্রামে।

° ° •

'আন্দ্রেঈ খুড়োর সঙ্গে আমার দে-দেখা হতে পারে না?' অলেগ উত্তেজনা চেপে রাখবার চেষ্টা করে শুধোয়।

'না, হতে পারে না,' লিউবার চোখে রহস্যঘন হাসি। 'মন দেওয়া নেওয়ার কথা বই তো কিছু নয়...এসো নিনা, তোমাকে এই যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

অলেগ ও নিনা কর-স্পর্শ করে, কিন্তু ওরা সংকোচে বোবা হয়ে থাকে।

লিউবা বলে, 'ঠিক আছে, ক্রমে অভ্যাস হয়ে যাবে। আমি এখনই চলে যাচ্ছি, তোমরা হাতে হাত ধরে একটু বেড়িয়ে এসো কোথাও

থেকে, সব কথা সেরে নাও, কী করে চলবে…তোমাদের সময় আনন্দেই কাটবে আশা করি,' দুষ্টুমিভরে ওর চোখ মিটমিট করছিল, ছুটে চালাঘরটা থেকে বেরিয়ে চলে যায় নীল ফ্রক উড়িয়ে।

ওরা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, অলেগ একটু কাচুমাচু হয়ে পড়েছে, নিনার চোখে দৃপ্ত ভঙ্গী।

'আমরা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে,' নিনা সংকোচ কাটিয়ে বলে। 'চলো কোথাও…তুমি আমার বাহুটা ধরো…'

কলিয়া উঠোনে পায়চারি করছিল। অলেগ একটি অচেনা মেয়ের বাহু ধরে চলেছে, এই আশ্চর্য ব্যাপার তার চোখে পড়ে।

অলেগ ও নিনা এখনও ছেলেমানুষ, আর অনভিজ্ঞও। জড়তা কাটিয়ে উঠতে ওদের কিছুটা সময় যায়। দেহের সঙ্গে দেহের স্পর্শ হতেই ওরা বাক্‌হীন হয়ে পড়ছিল। দুজনের ধরা বাহু যেন জ্বলছিল।

সাদোভায়া রাস্তা ধরে নিনাকে নিয়ে অলেগ পার্কের দিকেই এগিয়ে যায়। সাদোভায়া রাস্তা ও পার্কের গায়ের প্রায় সবগুলি বাড়িতেই জার্মানরা আস্তানা নিয়েছিল। পার্কের দরজায় ঢুকতেই, নিনা কাজের কথা পাড়ে। আন্দ্রেঈ খুড়োর সঙ্গে যোগাযোগ অলেগকে নিনার মারফতই রাখতে হবে। এতে মনে করবার কিছু নেই। নিনাও তো তাকে আজ পর্যন্ত দেখেনি। অলেগ কি অন্যান্য নওজোয়ানদের সঙ্গে যোগ রেখে চলছে? কারা কারা ধরা পড়েছে আমাদের লোক, এটা বের করতে হবে।

অলেগ তিউলেনিনের কাছে শোনা ইগনাত ফমিনের ধরিয়ে দেওয়া লোকটির কথা বলে। ভলোদ্যার কাছে শোনা লিউতিকভ্‌এর কথা বলে। তাছাড়া, তিউলেনিন অন্যান্যদেরও খোঁজ করছে, আগুনের টুকরো ছেলে ও!

অলেগ হেসে বলে, 'আচ্ছা, ক-কথা বলতে বলতে আমি গ-শুনলাম স্কুলবাড়ির ডানদিকে তিনটে বিমানমারা কা-কামান, আর একটু পেছনে আরও তিনটে, ওর পাশে একটা ভূগর্ভ-আশ্রয়, কিন্তু কোনও গাড়ি তো দে-দেখলাম না...'

নিনা হঠাৎ বলে ওঠে, 'কেন, চার নল-ওয়ালা মেশিনগানটা আর স্কুল বাড়ির ছাদের চূড়ায় দুটো জার্মান ?'

'তাই তো, আমি লক্ষ্যই করিনি,' অলেগ আশ্চর্য হয়ে বলে।

নিনা একটু ভর্ৎসনার স্বরে বলে, 'কিন্তু অই ছাদ থেকে তো ওরা সমস্ত পার্কটা দেখতে পাচ্ছে।'

নিনাকেও কি আর কেউ বলেছে এগুলো নজর করে দেখতে, অলেগ ভাবে। কিন্তু নিনা বলে, না এটা ওর অভ্যাস, ও আপনি করে।

'যাই হোক, অই চৌকিঘর স্কুলবাড়ির ছাদে থাকতে তো আর টাইপগুলি খুঁড়ে তোলার উপায় নেই,' নিনা শান্ত কণ্ঠে বলে।

'স-সত্যি...' অলেগ নিনার দিকে খুশিচোখে তাকায়।

'কিন্তু অসমুখিন্‌এর ঠিকানা যদি আন্দ্রেঈ খুড়ো জিজ্ঞেস করে পঠান ?' নিনা বলে।

অলেগ ঝোরার ঠিকানা তাকে দিয়ে দেয়। সেখানেই খোঁজ মিলবে।

অলেগ ও নিনা বুঝতে পারে না ওদের এই কথাবার্তার গুরুত্ব কতটুকু ছিল। কিন্তু এর ফলে ভালকো ভলোদ্যা অসমুখিন মারফত লিউতিকভ্‌এর সঙ্গে সংযোগ করেন, শুল্‌গার গ্রেপ্তারের আনুসঙ্গিক ঘটনাও জানতে পারেন।

অলেগ ও নিনা ওদের আজকের কাজ শেষ হয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে আসে। নিনার নিটোল বাহু অলেগ আপন বাহুতে

ধরে রাখে, ওরা এর মধ্যেই যেন পরস্পরের কাছে এসেছে। রাস্তার ডানদিকে জার্মানদের গাড়ি লরী, বেতারযন্ত্র, রেডক্রসের 'গাড়ি ও সর্বত্র জার্মান সৈনিক গিজগিজ করছে। বামে খোলা জায়গাটায় কতকগুলি শাদা পোষাকে রাইফেল হাতে বয়স্ক রুশকে একটা জার্মান সেনাপতি কুচ করাচ্ছে, 'ওদের বাহুতে স্বস্তিক-চিহ্ন আঁকা ফিতে বাঁধা।

অলেগ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, 'শুয়ার ওগুলি! ওদের মাড়িয়ে ফেলা উচিত।'

'তবে বেশ হয়,' নিনাও বলে।

হঠাৎ অলেগ জিজ্ঞাসা করে বসে, 'তুমি কি গেরিলা হবে?'

'হ্যাঁ।'

'গেরিলার কাছে নিজের জীবনের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড়। নিজের জীবনকে সে যে কোনও মুহূর্তেই বিলিয়ে দেবার জন্য তৈরি। একটা জার্মান মারবে, দুটো জার্মান মারবে, একশ জার্মান মারবে; কিন্তু একবার দুবার তিনবারের বারে তো তাকেও প্রাণ দিতে হতে পারে। গেরিলা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, সহকর্মীকে বিপন্ন করবে না। আমার সংকল্প আমি গেরিলা দলে যাবো!' অলেগ এত সহজভাবে উদ্বুদ্ধ হৃদয়ে কথাগুলি বলে যায় যে, নিনা ওর দিকে চোখ তুলে তাকায়, নিনার চোখেও একটা স্থির বিশ্বাস ও নির্ভরতা অম্লান হয়ে ফুটে উঠেছে।

অলেগ সহসা বলে, 'শোনো, কাজ ছাড়া কি আমাদের আর দেখা হবে না?'

নিনা লজ্জাজড়িত স্বরে বলে, 'তা কেন, সময় পেলে আসবে আমাদের বাড়ি? আমার দিদি অলিয়ার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।' যেন এইটিই তার মনের কথা!

অলেগের মনে একটা সুখাবেশ : এতগুলি বন্ধু ও সহকর্মী, ওদের কাজও বেশ এগিয়ে চলেছে। ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। কিন্তু অলেগের ভাগ্যে খাওয়া সেদিন ছিল না। কলিয়া ওর জন্য অপেক্ষা করে ছিল, বাড়িতে ঢোকবার পথেই এগিয়ে এসে বললে :

'আর্দালিটা হন্যে হয়ে তোমাকে খুঁজে ফিরছে, আজ আর বাড়িমুখো হয়ো না কিন্তু।'

'জাহান্নামে যাক শয়তানটা !'

'তা যাক। কিন্তু বাড়ির দিকে এসো না।'